ইতালীর ইতিবৃত্ত-সম্বলিত

ম্যাট্‌সিনির জীবনবৃত্ত

তদীয় আত্মজীবনবৃত্ত অবলম্বন পূর্ব্বক

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম্ এ

প্রণীত।

" জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী "।

কলিকাতা,—৬৬, নং বিডন্ ষ্ট্রীট

বিডন যন্ত্রে

শ্রীহরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীরামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১২৮৬

মুখবন্ধ।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

একদিন ভারতের অধিবাসিগণ সমস্বরে এই গান করিয়াছিলেন। জন্মভূমি একদিন তাঁহাদিগের নিকট স্বর্গ অপেক্ষাও প্রিয়তর ছিল। সেই জন্মভূমির গৌরব বর্দ্ধনার্থ একদিন তাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্তও উৎসর্গ করিয়াছিলেন। স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগ একদিন ভারতবাসী আর্য্যগণের অন্তরের জীবন্তভাব ছিল। ভারতের বা ভারতবাসীর অবমাননা করিলে একদিন ভারতবাসিমাত্রেরই নখাগ্র হইতে কেশান্ত পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিত। কি পাপে আমাদের অন্তর হইতে সেই দেবদুর্ল্লভ ভাব অন্তর্হিত হইল তাহা আমরা বলিতে পারিনা। কিন্তু আমাদের অন্তর এখন যে আর সে দেবদুর্ল্লভ ভাবে সমুজ্জ্বলিত নহে—ইহা একটী ঐতিহাসিক ঘটনা। সেই দেবদুর্ল্লভ ভাবের অভাবে আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায়। অধীন জাতি বলিয়াই এরূপ বলিতেছি এমন নহে। অধীন জাতির অভ্যন্তরেও জাতীয় ভাব জ্বলন্ত থাকিতে পারে। অধীনতার কষ্টে, পরস্পরের সমবেদনায়, সেই জাতীয় ভাব বরং অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হইতে পারে। অধীনতার অবস্থাতেই আমেরিকার জাতীয় ভাব বিশেষ বিকাশ পাইয়াছিল। রুষ-পদ-দলিত পোলণ্ডের জাতীয় ভাবের নাম অদ্যাপি জগতে কীর্ত্তিত। অধীন আইরিষদিগের অন্তরে জ্বলন্ত জাতীয় ভাব বিদ্যমান। রোমপরাজিত ব্রিটনের জাতীয় ভাব বিলুপ্ত হয় নাই। অধীনতায় স্বদেশানুরাগ বিলুপ্ত হয় নাই বলিয়াই আজ আমেরিকার এত গৌরব। ক্ষুদ্র পোলণ্ড জাতীয় অস্তিত্ব বিসর্জ্জন দিল, তথাপি জাতীয় অভিমান ছাড়িল না। দুর্ব্বল আয়র্লণ্ড প্রবল ব্রিটিষ সিংহের নিকট পরাজিত হইয়াও জাতীয় অভিমান ভুলিতে পারিতেছে না। রোমপরাজিত ব্রিটন্ অধীনতায় জাতীয় গৌরব ভুলে নাই বলিয়া, আজ তাহার কীর্ত্তি জগৎ-ব্যাপিনী। কিন্তু দাসত্ববিষে ভারতের জীবনীশক্তি বিলুপ্তপ্রায়। বহুদিনের অধীনতায় ভারতবাসিমাত্রেরই অন্তর হইতে স্বদেশানুরাগ ও

স্বজাতিপ্রেমের ভাব সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে। জন্মভূমির মঙ্গলোদ্দেশে ধন প্রাণ বিসর্জ্জন করা, স্বজাতির উন্নতি সাধনে জীবন উৎসর্গ করা—ভারতবাসীর নিকট অবিশ্বাস্য অলীক ঘটনা। ভারতবাসী এক্ষণে জাতীয় জীবন ভুলিয়া পারিবারিক-জীবন-প্রিয় হইয়াছেন। তাঁহার চিন্তার একমাত্র বিষয় পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ। এ পৃথিবীতে আসিয়া, এই ভারতভূমিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া—পারিবারিক ব্যক্তিবর্গ ভিন্ন আর কাহারও বিষয় ভাবিতে তিনি শিক্ষা করেন নাই। পারিবারিক কর্ত্তব্য ভিন্ন আর কোন কর্ত্তব্য তাঁহার কার্য্যের নিয়ামক নহে। সাধারণ কর্ত্তব্য তাঁহার উপহাসের বিষয়। জন্মভূমি প্রপীড়িত হউক তাহাতে তাঁহার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। শূন্য ও দূষিত আমোদ-প্রমোদে তিনি লক্ষ্য লক্ষ্য মুদ্রা ব্যয় করিবেন, তথাপি স্বদেশের উন্নতি-সাধনে কপর্দ্দকমাত্র প্রদান করিবেন না। তাঁহার লজ্জা নাই, ভাবনা নাই, উঠিবার ইচ্ছা নাই। তাঁহার তেজ নাই, বীর্য্য নাই, সাহস নাই। তিনি জাতীয় অভিমান ও ব্যক্তিগত অভিমান পরিপাক করিয়া বৈদেশিকের অধীনে দাসত্ব করিতে বিশেষ অভ্যস্ত হইয়াছেন। গোলামী যেন তাঁহার প্রকৃতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনন্তকালের গোলামীতে তাঁহাদিগের জাতীয় একতা বিলুপ্ত হইয়াছে। তাঁহারা দুইজনে একত্র হইয়া কোন কাজ করিতে পারেন না। বলবতী স্বার্থপরতা পরস্বার্থের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে পারে না। সুতরাং ভীষণ সংঘর্ষ আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপ নিরন্তর সংঘর্ষে ভারতের অন্তর্দ্দৌর্ব্বল্য দিন দিন অধিকতর সম্বর্দ্ধিত হইতেছে। এইরূপে অন্তর্দ্দৌর্ব্বল্যের বৃদ্ধির সহিত ভারতের উন্নতির আশা অঙ্কুরে বিদলিত হইতেছে। এই ভীষণ রোগের প্রধান ঔষধ আত্মত্যাগ শিক্ষা। আমরা যতদিন না আত্মভাব ভুলিয়া জন্মভূমির নিকট জীবন উৎসর্গ করিব, যতদিন না আমরা দেবী ভারতীর উপাসনায় তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইব, ততদিন আমাদের জাতীয় জীবনের কোন আশা নাই। যাঁহারা মনে করেন যে ইংরাজ তাড়াইলেই আমরা জাতীয় জীবন প্রাপ্ত হইব, তাঁহাদিগকে আমরা ভ্রান্ত মনে করি। যে সকল উপাদানে জাতীয় জীবন গঠিত হয়, আমা-

দিগের অভ্যন্তরে সেই উপাদান-সামগ্রীর অসদ্ভাব আছে। সেই অসদ্ভাব থাকিতে বৈদেশিক শৃঙ্খল আমাদিগের পক্ষে অপরিহার্য্য। ইংরাজ যায়, রুষ আসিবে; রুষ যায়, জার্ম্মান্ আসিবে—এইরূপে অনন্ত বৈদেশিক বিজেতৃস্রোত ভারতবক্ষ প্লাবিত করিবে। যে উপাদান-সামগ্রীতে জাতীয় জীবন সংগঠিত হয়, তাহার মধ্যে জননী জন্মভূমির চরণে আত্ম-বলি প্রদান সর্ব্বপ্রধান। যখন অধিকাংশ ভারতবাসী জননী জন্মভূমির চরণে আত্মোৎসর্গ করিতে শিখিবেন, তখন দেবীপ্রসাদে ভারতবাসীর চরণ হইতে বৈদেশিক শৃঙ্খল আপনিই উন্মুক্ত হইবে। ইতালীবাসীরাও বহুদিনের দাসত্বে জাতীয় জীবন ভুলিয়া পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ ও বিশ্বাসশূন্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। বহুকাল-ব্যাপিনী অধীনতায় তাঁহা-রাও জাতীয় অভিমান ভুলিয়া বৈদেশিক গোলামীতে বিশেষ দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহারাও স্বদেশের জন্য ও স্বজাতির জন্য বিন্দুমাত্রও আত্মত্যাগ করিতে পারিতেন না। এই জন্য পদে পদে তাঁহাদিগকে বৈদেশিক চরণে প্রণত হইতে হইত। তখন ইউরোপীয় সমাজে তাঁহারা নগণ্য ও ঘৃণাস্পদ ছিলেন। কিন্তু সেই ইতালীই আবার যখন ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মার উদ্দীপনায় জন্মভূমির চরণে আত্মোৎসর্গ করিতে শিখিল, তখন বৈদেশিক শৃঙ্খল অল্পায়াসেই ইতালীয়গণের চরণ হইতে উন্মুক্ত হইল। যে যে প্রাতঃস্মরণীয়-চরিত মহাত্মাগণের নিরন্তর যত্নে ও অদ্ভুত আত্মোৎসর্গের মোহিনী শক্তিতে দাসত্বপ্রপীড়িত জাতি সকল আত্ম ভুলিয়া জন্মভূমির চরণে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে শিখিয়াছে, তাঁহাদিগের জীবিতমালা জাতীয় ভাষায় গ্রথিত করা আমার জীবনের একটী প্রধান ব্রত। সেই সকল জীবনের বলবতী উদ্দীপনায় যদি একজন ভারতবাসীও জন্মভূমির চরণে জীবন উৎসর্গ করিতে শিখেন, যদি একজনও আত্মস্বার্থ জাতীয় স্বার্থে বলি-দান করিতে শিখেন; যদি সেই সকল জীবনের মোহিনীশক্তিবলে দুইজন ভারতবাসীও ভারতের মঙ্গলোদ্দেশে সমবেত হইতে শিখেন—তাহা হইলেও আমার পরিশ্রম সফল মনে করিব।

গ্রন্থকারস্য।

বিজ্ঞাপন।

যে প্রণালীতে মিলের জীবনবৃত্ত লিখিত হইয়াছে, ইহাতেও সেই প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে। ইউরোপীয় রাজনৈতিক ভাব সকল বঙ্গভাষায় প্রতিবিম্বিত করা যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার—যাঁহারা এ-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহারা ভিন্ন অপরে তাহা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। বঙ্গভাষা সংস্কৃত হইতে প্রসূত। সেই সংস্কৃত ভাষাতেই আধুনিক রাজনৈতিক ভাবের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং পদে পদে আমাকে সংস্কৃত ধাতুমূল লইয়া নূতন শব্দ সংগঠিত করিতে হইয়াছে। এরূপ না করিলেও বঙ্গভাষার উন্নতিসাধন করা সম্ভবপর নয়। বঙ্গভায়া দীনা বলিয়া সুশিক্ষিত বঙ্গবাসিগণ ইহাকে অনাদর করিয়া থাকেন। বঙ্গভাষায় কথোপকথন করা, বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করা, বঙ্গভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করা অনেকে অর্দ্ধ-শিক্ষিতের লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। অনেকের সংস্কার যে যাহা শিখিতে হইবে ইংরাজী হইতেই শিখা উচিত। এই সমস্ত ভ্রান্ত ও লজ্জাকর মতের মূল—বঙ্গভাষার দারিদ্র্য। যাঁহারা মাতৃভাষার সেই দারিদ্র্য বিমোচনে জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত দেশহিতৈষী, তাঁহারাই ভবিষ্য পুরুষের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। যাঁহারা ইংরাজীতে লিখিয়া, ও ইংরাজীতে বক্তৃতা করিয়া বৈদেশিক ভাষার কলেবর বৃদ্ধি করণে জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহারা বিজেত্রী জাতির নিকট আদরণীয় হইতে পারেন, উচ্চপদে আরূঢ় হইতে পারেন,—কিন্তু তাঁহাদিগ কর্তৃক স্বদেশের কোন চিরস্থায়ি মঙ্গল সাধিত হইবে বোধ হয় না।

২রা চৈত্র ১২৮৬ }
কলিকাতা। }

গ্রন্থকারস্য।

জোসেফ্ ম্যাট্সিনি ও নব্য ইতালী।

প্রথম অধ্যায়।

অদ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়েই এক্ষণে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। মনুষ্যের মন উন্নতির দিকে প্রবলবেগে ধাবমান। কোন বাধা বিপত্তি এই বেগ সংরুদ্ধ করিতে অক্ষম। বাষ্পীয় পোত, বাষ্পীয় শকট, তড়িদ্বার্ত্তাবহ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক উপকরণ সকল মানবসমাজকে একত্র আত্মোৎকর্ষ সাধনের জন্য যেন ক্রমেই ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে। সমুদায় পৃথিবী যেন ক্রমে এক সা[illegible]তন্ত্ররূপে পরিণত হইতেছে। মানব মাত্রই যেন এক্ষণে পরস্পরে[illegible]হায্যে পরস্পরকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ভ্রান্ত ধর্ম্মের দুর্ভেদ্য [illegible] হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টায় উদ্যত হইয়াছেন। যে দিকে নয়ন [illegible]প করি, সেই দিকেই দেখি যেন প্রলয়কাল উপস্থিত। মানব মাত্রই এক্ষণে নিজের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন। প্রত্যেকের জীবনের, প্রত্যেক জাতির জীবনের, মানব সাধারণের জীবনের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা মানব মাত্রই এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন। কি ধর্ম্মনীতি, কি রাজনীতি, কি সমাজবিজ্ঞান, কোন বিষয়েই ব্যক্তিবিশেষের, জাতিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের অধীনতা স্বীকার করায়,—মানবপ্রকৃতির অবমাননা, মানবী উন্নতির গতি রোধ করা হয়, ইহা মানব মাত্রই এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন। ব্যক্তিবিশেষের, সম্প্রদায়বিশেষের বা জাতিবিশেষের প্রভুত্বে যে জগতের মানব সাধারণের উন্নতি সম্ভাবিত নহে, তাহা এক্ষণে মানব মাত্রই বুঝিতে পারিয়াছেন। এতদিন তাঁহারা চির-

নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। প্রথম ফরাশিবিপ্লবের উন্মাদিনী উত্তেজনায় মানবসমাজ যেন এখন সেই চিরনিদ্রা হইতে অভ্যুত্থিত হইয়াছেন। সেই ভীষণ বিপ্লবকালে হত অসংখ্য মানবের রুধির, হতাবশিষ্ট মানবজাতির মৃতদেহে যেন জীবন সঞ্চার করিয়াছে। প্রোটেষ্টাণ্টিজ্ম যেমন পোপ-প্রচারিত ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছে, মানবধর্ম্ম, যেমন প্রোটেষ্টাণ্টিজ্‌মকে অধঃকৃত করিয়াছে, সেইরূপ বিশ্বব্যাপি সাধারণতন্ত্রের ভাব রাজ্যতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। ব্যক্তিবিশেষ, জাতিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষ আর এক্ষণে মানবজাতির উপাস্য দেবতা নাই। মানবসাধারণই এক্ষণে মানবমাত্রেরই উপাস্য দেবতা। ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বাধীনতা, সাম্য, একতা ও মানবপ্রেম এক্ষণে মানবমাত্রেরই উপাস্য দেবতা হইয়া উঠিয়াছে। এই ভাব ফরাশিবিপ্লবের পূর্ব্বে ভল্‌টেয়ার প্রভৃতি কতিপয় বৈজ্ঞানিকের মনে প্রথম সমুদিত হয় এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতেই সমস্ত ফরাশি দেশে ব্যাপ্ত হইয়া ফরাশিবিপ্লবরূপ সেই ভীষণ প্রলয় উপস্থাপিত করে। সেই প্রলয়ের বেগ ইয়ুরোপের প্রায় সমস্ত দেশকেই ক্রমে উপপ্লাবিত করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ[illegible] যে এই গভীর ও উন্নত ভাব কোন দেশেই সর্ব্বপ্রথমে প্রজাসাধা[illegible]রে মনে সমুদিত হয় না। ইহা সর্ব্বপ্রথমে কতিপয় মনীষীরই মনকে আন্দোলিত করে। তাঁহাদিগেরই জ্ঞানরশ্মির বিকীরণে ক্রমে প্রজাসাধারণেরও চিরনিমীলিত জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়।

যৎকালে ইতালী অষ্ট্রীয়সাম্রাজ্যের ভীষণ নিগড়ে আবদ্ধ ছিল, তৎকালে ইতালীর প্রজাসাধারণের মনে কোন গভীর যাতনা উপস্থিত হয় নাই। দাসত্বের ভীষণ মূর্ত্তি তাহাদিগের নিকট প্রশান্ত ও রমণীয় আকার ধারণ করিয়াছিল। অভ্যাসবশতঃ তাহারা আপন আপন অদৃষ্টে আপনারা সুখী হইয়া আসিতেছিল। তাহাদিগের হৃদয় মন ও শরীর ভীষণ দাসত্বভরে যে ক্রমে জীর্ণ ও বিশুষ্ক হইয়া আসিতেছিল, তাহা তাহারা প্রথমে কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে নাই। যখন তাহারা প্রায় কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়াছে, যখন তাহাদিগের দুর্দ্দশার আর

পরিসীমা নাই তখনও তাহারা নিদ্রায় অভিভূত। কিন্তু এই গভীর নিদ্রার সময়েও স্থানে স্থানে কতিপয় বীরপুরুষ কর্তৃক শৃঙ্খলভেদের চেষ্টা অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু সাধারণ প্রজাবর্গের অভ্যুত্থান বিরহে এরূপ আংশিক চেষ্টা প্রায় উক্ত বীরপুরুষদিগের নির্ব্বাসনে বা শিরশ্ছেদনে পর্য্যবসিত হইত।

এই সময় একদিন কতিপয় পলাতক বিদ্রোহীকে দেখিয়া ম্যাট্সিনিনামক একজন ইতালীয় যুবকের মনে এই গভীর চিন্তা সমুদিত হয়—"ইতালী আর কত দিন এরূপ নিদ্রায় অভিভূত থাকিবে? ইতালীর দাসত্ব কি কখনই উন্মোচিত হইবে না? আমরা—ইতালীর অধিবাসীরা—যদি সকলেই দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি, তাহা হইলেও কি ইতালীর স্বাধীনতা পুনঃ সংস্থাপিত করিতে পারিব না?" যেন কোন দৈববাণী এই প্রশ্নের উত্তরে বলিল "ইতালী আর অধিক দিন এরূপ নিদ্রায় অভিভূত থাকিবে না। ইতালী অষ্ট্রিয়ার দাসত্বশৃঙ্খল হইতে অচিরাৎ উন্মুক্ত হইবে। ইতালীর অধিবাসীরা যদি সকলেই প্রাণপণে চেষ্টা করে তাহা হইলে একদিনেই ইতালীর দুর্গোপরি জাতীয় জয়পতাকা উড্ডীন হইতে পারে।" এই বাক্যগুলি সুমধুর বীণাধ্বনির ন্যায় তাঁহার কর্ণকুহরে যেন মধুধারা বর্ষণ করিল।

ম্যাট্সিনি আশৈশব পিতামাতাকর্ত্তৃক সাম্য ও সাধারণতন্ত্রপ্রণালীর উপাসনায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কি ধনী কি দরিদ্র সকলের প্রতিই তাঁহার পিতামাতার সমান ব্যবহার ছিল। অবস্থাভেদে তাঁহাদিগের নিকট ব্যবহারভেদ ছিল না। সকল অবস্থাতেই একজন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি তাঁহাদিগের আদরের পাত্র ছিলেন। ম্যাট্সিনির নিজেরও স্বাভাবিকী প্রবণতা, সাম্য ও স্বাধীনতার দিকেই ছিল। সেই স্বাভাবিকী প্রবণতা ফরাশি সাধারণতন্ত্রী লেখকগণের পুস্তক ও পত্রিকা পাঠে এবং লিভি ও ট্যাসিটস্ প্রভৃতি লাটিন্ গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থাবলীর আলোচনায় অধিকতর পরিবর্দ্ধিত ও পরিণত হইল।

এই পরিণত ও পরিবর্দ্ধিত স্বাভাবিকী স্বাধীনতাপ্রবণতা হইতেই

ইতালীকে অষ্ট্রিয়ার শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করার ইচ্ছা ম্যাট্সিনির অন্তরে অতিশয় বলবতী হয়। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে জেনোয়া নগরে জননীর সহিত পরিভ্রমণ করিতে করিতে পলায়মান অকৃতকার্য্য পীড্মণ্টিস্ বিদ্রোহীদিগের সহিত যে দিন তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেই দিন হইতেই স্বদেশের উদ্ধার সাধন তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়া উঠিল। ইতালীয় অধিবাসিমাত্রেরই স্বদেশের অত্যাচার নিবারণে প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত; তিনিও ইতালীর অধিবাসী, সুতরাং তাঁহারও এই গুরুতর উদ্যমের অংশভাগী হওয়া উচিত—এই চিন্তা এই দিন হইতে এক দিনের জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। দিবসে যখন জাগরিত থাকিতেন, রজনীতে যখন নিদ্রায় অভিভূত হইতেন, সকল সময়েই সেই পলায়মান বিদ্রোহীদিগের মূর্ত্তি তাঁহার স্মরণপথে আবির্ভূত হইয়া যেন তাঁহার আত্মাকে কর্ত্তব্যের অকরণ জন্য তিরস্কার করিত। এই সকল উন্মাদিনী উত্তেজনায় তাঁহার অন্তর নাচিয়া উঠিল। তিনি এই কিশোরবয়সেই সেই বিদ্রোহের অকৃতকার্য্যতার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; এবং সেই বিদ্রোহকালে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল ও যে যে লোক তাহাতে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সকলের তালিকা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সমস্ত ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে সকলেই যদি প্রাণপণে চেষ্টা করিত, তাহা হইলে এ বিদ্রোহ কখনই অকৃতকার্য্য হইত না। যদি সকলেই প্রাণপণে চেষ্টা করিলে ইতালীর উদ্ধারসাধন সম্ভবপর হয়, তবে সে চেষ্টার পুন রারম্ভ করা না যায় কেন?

এই ভাব সেই বাল্যবয়স হইতেই তাঁহার হৃদয় অধিকৃত করিল। এক্ষণে কি উপায়ে তাঁহার অভীষ্ট সাধন করিবেন এই ভাবনায় তাঁহার শরীর ও মন জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। যৎকালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাষ্ঠমঞ্চকে উপবিষ্ট, অন্যান্য সমপাঠী বালকবৃন্দ তাঁহার চতুর্দ্দিকে প্রফুল্লমনে হাসিতেছে, খেলিতেছে, বেড়াইতেছে, কিন্তু তিনি বিষণ্ন ও গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। বোধ হইত যেন অকালে জরা আসিয়া তাঁহার শরীর ও মন আচ্ছন্ন করিয়াছে। লোকে আত্মীয় স্বজনের

মৃত্যুতে যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করে, তিনি স্বদেশের শোক-চিহ্নস্বরূপ আপনাকে সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে সতত আচ্ছাদিত রাখিতেন। ক্রমে এই শোকের ভাব এত গভীরতর হইয়া আসিল, যে তাঁহার দুঃখিনী জননীর অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হইল পাছে তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র আত্মহত্যা করেন।

ক্রমে শোকের নবীনতাজনিত উদ্বেলতা তিরোহিত হইয়া হৃদয়ে শান্তি পুনঃ সংস্থাপিত হইল। এই সময় রফিনিনামক ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব সংঘটিত হয়। এত দিন তাঁহার নিকট জীবন কেবল দুঃখময় বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। কিন্তু এই বন্ধুত্ব-ঘটনায় তাঁহার বিশুষ্ক জীবন যেন সজীব হইয়া উঠিল। যে আভ্যন্তরীণ বহ্নি তাঁহার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছিল, তাহা যেন কিঞ্চিৎ পরিমাণে নির্ব্বাপিত হইল। তাঁহাদিগের সহিত সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও দার্শনিক ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনায়; এবং কিরূপে ইতালীর পুনরুদ্ধার সাধন হইবে, তজ্জন্য কিরূপে নানা স্থানে সভা সংস্থাপন করিতে হইবে তাহার উপায় চিন্তনে, তাঁহার জীবন এক্ষণে কথঞ্চিৎ সুখে অতিবাহিত হইতে লাগিল। কার্য্যের প্রসর পাওয়ায় তাঁহার হৃদয় প্রশান্ততর হইল। ক্রমে ক্রমে ইতালীর পুনরুদ্ধারে কৃতসংকল্প কতিপয় যুবক তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। ইহাঁদিগের সাহায্যে তাঁহার হৃদয়ের গভীর যাতনা কথঞ্চিৎ অপনীত হইল। জগৎ তাঁহার নিকট আর শূন্য ও জীর্ণারণ্যবৎ প্রতীয়মান হইল না।

এই সময় পস্থিনীয়ার নামে এক ব্যক্তি জেনোয়ার ইণ্ডিকেটর নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু ম্যাট্‌সিনি ও তাঁহার বন্ধুবর্গ এই পত্রিকায় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অভিপ্রায় প্রকাশ করায়, গবর্ণমেণ্টের আদেশে অচিরকালমধ্যেই ইহার প্রচার রহিত হইল। যাহা হউক যেরূপ তেজে ইহাতে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লেখা হয়, তাহাতেই ম্যাট্‌সিনির যশ জেনোয়ার সর্ব্বত্র উদ্‌ঘোষিত হইল।

এই সময় গোয়েরাট্‌সিনামক একজন সুবিখ্যাত নাটককারের সহিত ম্যাট্‌সিনির বিশেষ আত্মীয়তা জন্মিল। সার্ডিনীয় গবর্ণমেণ্ট

কর্ত্তৃক জেনোয়ার ইণ্ডিকেটরের প্রচার রহিত হইলে—ম্যাট্‌সিনি, গোয়ে রাট্‌সি ও তাঁহাদিগের বন্ধুবর্গ স্থির করিলেন যে লেগহরণে ইণ্ডিকেটরের পুনঃ প্রচার আরম্ভ করিবেন। এই দ্বিতীয় পত্রিকায় তাঁহাদিগের রাজবিরোধী ভাব অভ্রান্তরূপে পরিব্যক্ত হইল। ফস্‌কোলো, পীট্রো-জিয়ানন, জিয়োভনি বার্চেট প্রভৃতি যে সকল লেখকগণ বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লেখার জন্য নির্ব্বাসন প্রভৃতি নানা দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, ইহাঁরা এই নূতন পত্রিকায় তাঁহাদিগেরই স্তুতিবাদ আরম্ভ করিলেন। ইহাঁদিগের সাহস এতদূর বাড়িয়া উঠিল, যে নিদ্রাভিভূত টস্কান্ গবর্ণমেণ্টেরও নিদ্রা ভঙ্গ হইল, এবং ইহার আদেশে তাঁহাদিগের পত্রিকার প্রচার রহিত হইল। এরূপ বলপূর্ব্বক পত্রিকার প্রচার রহিত করায় ইতালীর ভাবী মঙ্গলের সূত্রপাত করা হইল। ইহাতে দেশের লোকের মনে, ইতালীর বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টসকল যে সর্ব্বপ্রকার উন্নতির শত্রু, এই ভাব দৃঢ়বদ্ধ হইল; সুতরাং সকলেরই মনে এই প্রতীতি জন্মিল যে ইহাদিগের উন্মূলন ব্যতীত ইতালীর আর মঙ্গল নাই। যে সকল হৃদয়তন্ত্রী এতদিন নীরব ছিল, তাহা এক্ষণে এক রবে বাজিয়া উঠিল।

এই সময় কার্বোন্যারিজম নামে একটী গুপ্ত সম্প্রদায় ইতালীতে পুনঃ সংস্থাপিত হয়। এই সম্প্রদায়ের সহিত অনেক বিষয়ে ম্যাট্‌সিনির সহানুভূতি ছিল না। কিন্তু ইহাঁদিগের যে গুণের তিনি স্তাবক ছিলেন তাহা এই—যে কথা সেই কায! যে চিন্তা সেই কায! যে বিশ্বাস সেই কায! নির্ব্বাসন ও প্রাণদণ্ডের ভয় ইহাঁদিগকে কর্ত্তব্য সাধনে রেখামাত্রও বিচলিত করিতে পারিত না। অধ্যবসায় ইহাঁদিগের জীবন ছিল। ইহাঁদিগের আর একটী বিশেষ ক্ষমতা এই ছিল যে—যত বার পুরাতন জাল ছিন্ন করিবে, তত বারই ইহাঁরা নূতন জাল প্রস্তুত করিতে পারেন। এই সকল কারণে ম্যাট্‌সিনি এই সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইলেন।

যে গুরুদ্বারা তিনি এই সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হন, তাঁহার নাম রায়-মনডো ডোরিয়া। তিনি অতি গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"আদেশমাত্র

কার্য্য করিতে পারিবে কি না? প্রয়োজন হইলে এই সম্প্রদায়ের মঙ্গ-লের জন্য প্রাণ দিতে পারিবে কি না?" ম্যাট্‌সিনি বলিলেন "পারিব"। তাহার পর তাঁহাকে জানূপরি বসিতে বলিয়া, অসি নিষ্কোশিত করিয়া, সেই সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্রস্বরূপ কতিপয় নিয়ম পালন করিবার জন্য শপথ করাইলেন। পরে সেই সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃগণকে চিনিতে পারা যায় এমন দুই তিনটী সঙ্কেত প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায় করিলেন। ম্যাট্‌সিনি আজ হইতে কার্ব্বোন্যারো হইলেন।

"আদেশমাত্র কার্য্য করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে এই সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনও করিতে হইবে।"--কাহার আদেশ? কি কার্য্য? এই সম্প্রদায়ভুক্ত কতগুলি লোক আছেন এবং তাঁহাদিগের নামই বা কি? কোন্ মঙ্গলই বা তাঁহাদিগের অভীষ্ট? ম্যাট্‌সিনি এই সকল বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কিছুই জানিতে পারিলেন না। তিনি কেবল এইমাত্র জানিতে পারিলেন যে তাঁহাকে নিস্তব্ধভাবে আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে এবং আদেশ ও মন্ত্রণা গোপন রাখিতে হইবে। তাঁহার দীক্ষাগুরু মূলমন্ত্রো-চ্চারণকালে আদেশপ্রতিপালন ভিন্ন আর কোন কথারই উল্লেখ করেন নাই। কি উদ্দেশ্য সংসাধিত করিতে হইবে তাহার তিনি কিছুই উল্লেখ করেন নাই। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই দীক্ষাগুরুপ্রদত্ত মূলমন্ত্রের উদ্দেশ্য বটে; কিন্তু বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট কিরূপে উন্মূলিত করিতে হইবে, এবং ইহা উন্মূলিত করিয়া ইতালীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশকে এক শাসনের অধীন করিতে হইবে কি স্বতন্ত্র রাখিতে হইবে, ইতা-লীতে সাধারণতন্ত্র কি রাজ্যতন্ত্র সংস্থাপিত হইবে, তিনি তদ্বিষয়ে কোন উপদেশ দেন নাই।

দীক্ষাকালে প্রত্যেক সভ্যকে কুড়ি ফ্রাঙ্ক এবং মাসিক পাঁচ ফ্রাঙ্ক করিয়া দিতে হইত। যদিও ইহা ম্যাট্‌সিনির ন্যায় ছাত্রের পক্ষে অতি-শয় গুরুভার, তথাপি তিনি ইহা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রদান করিতেন। মন্দ উদ্দেশ্যে পরের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করা পাপ বটে, কিন্তু যে কার্য্যে একটী মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবার সম্ভাবনা আছে, এরূপ

কার্য্যে অর্থ প্রদান করিতে সংকুচিত হওয়া তাহা অপেক্ষাও অধিকতর পাপ সন্দেহ নাই।

এই সময়কার লোকের এই একটী বিষম রোগ উপস্থিত হইয়াছে যে, তাঁহারা সৎকার্য্যে একটী টাকা ব্যয় করিতে হইলে সহস্র তর্ক—সহস্র বিতণ্ডা উপস্থাপিত করিবেন, কিন্তু আমোদ প্রমোদে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে একটী বাক্যব্যয়ও করিবেন না। শরীরের রক্তের বিনিময়ে যাঁহাদিগের দেশের উদ্ধার সাধন করা উচিত, স্বদেশের স্বাধীনতা ক্রয় করা উচিত, তাঁহারাই বারংবার আত্মস্বার্থত্যাগের অসম্ভবনীয়তা খ্যাপন করিতে লজ্জিত হইবেন না। বরং তাঁহারা আপনাদিগের মান, সংভ্রম, জীবন পর্য্যন্তও বিপদরাশিতে নিমগ্ন করিবেন, স্বদেশবাসিগণের—ভ্রাতৃগণের—আত্মাকে দাসত্বরূপ নরকে নিক্ষিপ্ত করিবেন, তথাপি আপনাদিগের কোষভাণ্ডারের দ্বার কখনই উদ্‌ঘাটন করিবেন না।

প্রাচীন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা আপনাদিগের জন্য যৎকিঞ্চিৎ রাখিয়া দরিদ্র ভ্রাতৃগণের উপকারার্থ তাঁহাদিগের সমস্ত ধনসম্পত্তি ধর্ম্মগুরুর চরণে নিক্ষেপ করিতেন; কিন্তু এক্ষণে ইতালীর দুইকোটী পঞ্চাশলক্ষ লোকের মধ্যে এমন একলক্ষ লোক পাওয়া যায় না, যাঁহারা ইতালী উদ্ধারের জন্য প্রত্যেকে একটী করিয়া মুদ্রা দিতে পারেন; অথচ ইতালীতে এমন লোক নাই যিনি ইতালীর স্বাধীনতা চান না।

দীক্ষিত হওয়ার অল্প দিন পরেই ম্যাট্সিনি কার্ব্বোন্যারো সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে আরোহণ করেন। এখন হইতে তিনি স্বয়ং অন্যকে দীক্ষিত করিবার অধিকার পাইলেন। তথাপি এই সম্প্রদায় কি প্রণালীতে কার্য্য করিতেছে ও কি প্রণালীতে কার্য্য করিবে, তদ্বিষয়ে তিনি এখনও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ রহিলেন। ক্রমে তাঁহার এই প্রতীতি জন্মিল যে অদ্যাপি ইহাঁরা কোন কার্য্যই করেন নাই। ইহাঁরা সতত বলিতেন যে ইতালীর কার্য্যকরী শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং আপনাদিগকে বিশ্বস্বাধীনতাবাদী বলিয়া পরিচয় দিতেন। যাঁহারা জগতের অধিবাসিমাত্রেরই স্বাধীনতার জন্য ব্যগ্র, তাঁহারাই

উক্ত পদের অভিবাচ্য। কিন্তু ইহাঁরা জানিতেন না যে যাঁহারা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের পক্ষে জগতের অধিবাসিমাত্রেরই স্বাধীনতা রক্ষা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র।

যাহা হউক ম্যাট্সিনি এই সম্প্রদায়ের সহিত এক্ষণে কোন প্রকাশ্য বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া নবাধিগত অধিকার অনুসারে এই সম্প্রদায়ে নব নব শিষ্য দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন যে এমন এক দিন আসিতে পারে, যখন তাঁহার শিষ্যসংখ্যা এত বেশী হইতে পারে, যে তিনি তাহাদিগের সাহায্যে একটী নূতন সমাজ স্থাপন করিয়া, সেই সম্প্রদায়ের মৃতদেহে নব জীবন সঞ্চারিত করিতে পারিবেন।

এই সময় ফ্রান্সে দশম চার্লস ও সাধারণতন্ত্রীদিগের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হয়। গিজো, বার্থ, লাফেটি প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সাধারণতন্ত্রিদলের অধিনায়ক ছিলেন। ইহাঁদিগের সহিত কার্ব্বোন্যারোদলের অধিনায়কদিগের বিশেষ সহানুভূতি ছিল। আবশ্যক হইলে ইহাঁদিগের সাহায্য করিতে হইবে, এই ভাবিয়া কার্ব্বোন্যারোদলের অধিনায়কেরা আপনাদিগের কার্য্যচেতনা উদ্দীপিত করিতে লাগিলেন। ম্যাট্সিনির উপর আদেশ হইল তিন টস্কানীতে গিয়া কার্ব্বোন্যারিজম্ সংপ্রদায়ের শিষ্যসংখ্যা বর্দ্ধিত করেন। টস্কানী যাত্রার পূর্ব্ব দিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তিনি এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তৎকর্তৃক দীক্ষিত সমস্ত শিষ্য সেই স্থানে তদাগমন-প্রতীক্ষা করিতেছে। এই সংপ্রদায়ের সমস্ত কার্য্য এত নিভৃতভাবে সংসাধিত হইত যে ম্যাট্সিনির শিষ্যেরা কেহই জানিত না যে তাহাদিগকে কোথায় যাইতে হইবে। যাহা হউক এই শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে ম্যাট্সিনি অবশেষে লেগ্হরণে উপস্থিত হইয়া টস্কানী ও অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদিগকে এই সংপ্রদায়ে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন।

এই স্থানে কার্লোবিনি নামে একজন কার্ব্বোন্যারো ম্যাট্সিনির বিশেষ সহায়তা করেন। এই যুবকের হৃদয় অতি উদার ও পবিত্র, এবং বুদ্ধিবৃত্তি অতি তেজস্বিনী ছিল। বাণিজ্যের অনুসরণে সতত ব্যস্ত

থাকায় ও তাৎকালিক মনুষ্য ও ঘটনাবলীর কৃতকার্য্যতার উপর বিশ্বাস না থাকায়, এমন উদার হৃদয় ও এতাদৃশী তেজস্বিনী বুদ্ধির বিস্ফুরণ সতত হইতে পারিত না। পারলৌকিক পুরস্কারের আশা ও বিশ্বাস বিনা অসাধারণ ধর্ম্মনৈতিক দৃঢ়তা ও অসীম আত্মত্যাগ সম্ভাবিত নয়— যাঁহাদিগের এরূপ বিশ্বাস, কার্লোবিনির চরিত্র তাঁহাদিগের বিশ্বাসের অমূলকতা সপ্রমাণ করিতে সক্ষম।

কার্লোবিনিও ম্যাট্‌সিনির ন্যায় কার্ব্বোন্যারিজমের সঙ্কেতাদির উপর বিশেষ বিরক্ত ছিলেন। তথাপি তিনি যে-কোনপ্রকার সভা স্থাপনের বিশেষ আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন। ইহাঁরা দুই জনে ভ্রমণ করিতে করিতে এক দিন মণ্টিপল্‌সিয়ানো নগরে উপস্থিত হইলেন। এখানে এই সময়ে, কসিমো ডেল্‌ ফ্যান্‌টি নামক সাহসিক সৈনিক পুরুষের প্রশংসাসূচক গীতি গান করার অপরাধে গোয়েরাট্‌সি কারাগারে অবরুদ্ধ ছিলেন। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টসকলের এত দূর আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা সংঘটিত হইয়াছিল, যে অধীন জাতি কোন বীরপুরুষের যশোগান করিয়া আপনাদিগের বিমজ্জনোন্মুখ আত্মাকে কথঞ্চিৎ উত্তোলিত করিতে গেলেও, তাহারা ভয়ে কম্পিত হইত। তাহাদিগের সাধ্য থাকিলে তাহারা ইতিহাসকে জগৎ হইতে নির্ব্বাসিত করিত সন্দেহ নাই। অবশেষে গোয়েরাট্‌সির সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা দেখিলেন, গোয়েরাট্‌সি সেই ভীষণ কারাগারে বসিয়াও তাঁহার "অ্যাসিডিও ডি ফিরেঞ্জ" নামক গ্রন্থের রচনায় নিমগ্ন আছেন। তিনি উপক্রমণিকাটী তাঁহাদিগের নিকট পাঠ করিয়া স্বয়ং এত দূর উত্তেজিত হইয়াছিলেন, যে মস্তকে জলসিঞ্চন দ্বারা তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে হইয়াছিল। স্বদেশের অতীত অবদানপরম্পরার উপর তাঁহার গভীর ভক্তি, ও ভাবী মহত্ত্বের উপর তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। যে সকল অদ্ভুত ঘটনা ইতালী ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সংঘটিত হইবে, তাঁহার অতীব তেজস্বিনী কল্পনা তাঁহার মনোদর্পণে তাহাদিগের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করিত। কিন্তু কি উপায়ে সেই মহৎ কার্য্য সকল সম্পাদিত হইবে তদ্বিষয়ে তাঁহার বুদ্ধি কোন স্থিরতা

অবলম্বন করিতে পারিত না। এই সময়ে মধ্যে মধ্যে তাঁহারা গিজো ও কুজিন দত্ত ঐতিহাসিক দার্শনিক উপদেশ সকল প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। গিজো ও কুজিনের মত সকল উন্নতি-পক্ষপাতী ছিল; এই জন্য তাঁহাদিগের উপদেশসকলের আগমনকাল তাঁহারা ঔৎসুক্যের সহিত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। ম্যাট্‌সিনি ড্যাণ্টের "ডেলা মনার্কিয়া" নামক পুস্তক পাঠ করা অবধি এই মতের পক্ষপাতী হন। তিনি সেই অবধি এই মতটী অধিষ্ঠাত্রী-দেবতাস্বরূপ হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিতেছিলেন। এইজন্য তিনি গোয়েরাট্‌সির নিকট গিজো ও কুজিনের উপদেশসকলের বিশেষ প্রশংসা করিলেন। "উন্নতি—" তিনি বলিলেন, "উন্নতি প্রাণীদিগের প্রাণ, ঈশ্বরদত্ত প্রধান প্রসাদ, ঈশ্বরের অলঙ্ঘ্য বিধি; এই বিধির জ্ঞানে ও অনুসরণে মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ অচিরাৎ উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইবে।"

গোয়েরাট্‌সি ঈষৎ হাসিলেন। তাঁহার হাস্যে যেন ঈশ্বরের অলঙ্ঘ্য বিধির প্রতি অবিশ্বাস মাখা ছিল। ম্যাট্‌সিনির ঈশ্বরপরায়ণ হৃদয় ইহাতে ব্যথিত হইল। তিনি এত দূর বিরক্ত ও কাতর হইলেন যে বিনির হস্তে তাঁহাদিগের আগমনের উদ্দেশ্য ন্যস্ত করিয়া গোয়েরাট্‌সির কারামন্দির পরিত্যাগপূর্ব্বক জেনোয়ায় প্রত্যাগত হইলেন।

জেনোয়ায় প্রত্যাগত হইয়া তিনি দেখিলেন যে তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ের অধিনায়কদিগের মধ্যে মনান্তর উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার উপর আদেশ হইল, তিনি যেন তদীয় দীক্ষাগুরু ডোরিয়ার নিকট তাঁহার কার্য্যের কোন বিবরণ না দেন। এবং ডোরিয়ার উপর আদেশ হইল তিনি তৎকৃত কোন অজ্ঞাত অপরাধের দণ্ডস্বরূপ যেন কিছু কালের জন্য জেনোয়া নগর পরিত্যাগ করেন। এক দিন প্রত্যূষে ম্যাট্‌সিনি ব্যাভেরীগ্রামস্থ তদীয় জননীর বাসস্থান হইতে আসিতেছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে ডোরিয়ার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ডোরিয়া কোথা হইতে আসিতেছিলেন তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না। কিন্তু এইমাত্র জানিতে পারিলেন যে ডোরিয়া এই সংপ্রদায়ের উপর ক্রোধে অন্ধ হইয়াছেন এবং এই সংপ্রদায়ের প্রতি,

ইহার উদ্দেশ্যের প্রতি, ও ইহার নবদীক্ষিত সভ্যদিগের প্রতি প্রতি-হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন।

এই সময় ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ফরাসিবিপ্লব উপস্থিত হয়। উক্ত সংপ্রদায়ের অধিনায়কেরা যেন সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ম্যাট্‌সিনির ন্যায় যুবা সভ্যেরা গোলা গুলি প্রভৃতি যুদ্ধের উপকরণসামগ্রী সকল প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের তেজস্বিনী-কল্পনাবলে তাঁহারা যেন যুদ্ধক্ষেত্র সম্মুখে দেখিতে লাগি-লেন। এমন সময় ম্যাট্‌সিনি হঠাৎ এক দিন আদেশ পাইলেন, যে তাঁহাকে লায়ন্ রুগ্ নামক হোটেলে যাইতে হইবে। তথায় মেজর কর্টিননামক একজন সেভয়বাসী সৈনিক পুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে। সে পূর্ব্বেই এই সংপ্রদায়ের প্রথম শ্রেণীতে দীক্ষিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে দীক্ষিত করিতে হইবে। এই সংপ্রদায়ের যুবা সভ্য সকল প্রাচীন সভ্যদিগের দ্বারা যেন যন্ত্রের ন্যায় চালিত হইতেন। এই জন্য ম্যাট্‌সিনি মনে করিলেন—এ কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত না করিয়া উক্ত সৈনিক পুরুষের সহিত পরিচিত কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইল না কেন?—এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অনাবশ্যক। সুতরাং তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। তথায় যাইবার পূর্ব্বে ম্যাট্-সিনির মনে যেন দৈবীশক্তিবলে কোন ভাবী অনিষ্টের আশঙ্কা উপস্থিত হইল। তাঁহার মনে বোধ হইল, যেন তিনি কারারুদ্ধ হইবেন। এই জন্য তিনি জননীর পত্রের অভ্যন্তরে রফিনিদিগকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখেন এবং অনুরোধ করেন, যে যদি তিনি যথার্থই কারারুদ্ধ হন, তাহা হইলে তাঁহারা যেন জননীর শোকাপনোদন করিতে চেষ্টার ত্রুটি না করেন।

তাঁহার আশঙ্কা ফলবতী হইল। তিনি নির্দ্দিষ্ট দিবসে উক্ত হোটেলে উপস্থিত হইলেন। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবার সময় একটী ঘরে প্যাসানো-নামক উক্ত সম্প্রদায়ের একজন সভ্যকে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু প্যাসানো এরূপ ভঙ্গি করিল, যেন তাঁহাকে চিনিতে পারিল না।

তিনি কটিনের বিষয় জিজ্ঞাসা করায়, একজন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, কটিন্‌কে দেখাইয়া দিল। কটিন্ দেখিতে খর্ব্বাকৃতি, তাহার চক্ষুদ্বয় সংপ্লবমান। তাহার আকৃতি দেখিয়াই যেন ম্যাট্‌সিনির মনে কোন অসুখের ভাব উদিত হইল। কটিন্ সৈনিক পরিচ্ছদে আবৃত ছিল না। সে ফরাশি ভাষায় কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল।

ম্যাট্‌সিনি নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত দ্বারা কটিন্‌কে জানাইলেন যে তিনি একজন সাম্প্রদায়িক ভ্রাতা এবং বলিলেন যে তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য, বোধ হয় তাঁহার অবিদিত নাই। কটিন্ কোন উত্তর না করিয়া তাঁহাকে নিজ শয্যাগৃহে লইয়া গেল এবং তাঁহার সম্মুখে জানুপরি বসিল। তদনন্তর ম্যাট্‌সিনি নির্দ্দিষ্টনিয়মানুসারে যষ্টি হইতে অসি নিষ্কোশিত করিয়া যেমন তাহাকে শপথ উচ্চারণ করাইতে যাইবেন, অমনি শয্যাপার্শ্বস্থ-প্রাচীর-সংলগ্ন একটী গবাক্ষদ্বার দিয়া একটী অপরিচিত মুখ তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। সেই অপরিচিত মুখ ক্ষণকালের জন্য ম্যাট্‌সিনির প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া গবাক্ষদ্বার পাতন পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইল। কটিন্ যেন ইহাতে লজ্জিত হইল এবং ম্যাট্‌সিনিকে এবিষয়ে উদ্বিগ্ন হইতে বারণ করিল; এবং বলিল যে ঐ ব্যক্তি তাহার বিশ্বস্ত ভৃত্য বই আর কেহই নহে; আর গবাক্ষ দ্বার রুদ্ধ করিতে ভুলিয়া যাওয়ার জন্য যে অপরাধ হইয়াছে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল। অবশেষে দীক্ষাকার্য্য সমাপ্ত হইলে, কটিন্ বলিল যে সে অচিরাৎ কিছুদিনের জন্য নাইছ গমন করিবে, তথায় সেনামধ্যে সে অনেক কার্য্য করিতে পারিবে। কিন্তু নিজ স্মরণ শক্তির উপর তাহার কোন বিশ্বাস নাই; এই জন্য তাহার প্রার্থনা তিনি যেন স্বহস্তে দীক্ষামন্ত্রগুলি তাহাকে লিখিয়া দেন। ম্যাট্‌সিনি ইহাতে অস্বীকৃত হইলেন এবং বলিলেন যে এরূপ কার্য্য তাঁহার অভ্যাসে বিপরীত; তবে তিনি মন্ত্রগুলি মুখে বলিয়া যাইতে পারেন, ইচ্ছা থাকিলে সে স্বয়ং সে গুলি লিখিয়া লইতে পারে। কটিন্ স্বীকৃত হইল, এবং স্বহস্তে মন্ত্রগুলি লিখিয়া লইল। ম্যাট্‌সিনি তাহার পর তাহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন; কিন্তু এই ব্যাপারে তিনি অতিশয় বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইলেন।

ম্যাট্সিনি অবশেষে বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, সেই অপরিচিত ব্যক্তি একজন ছদ্মবেশী পুলিশকর্ম্মচারী। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই ম্যাট্সিনি পুলিশের হস্তে পতিত হইলেন। যৎকালে তিনি পুলিশকর্ত্তৃক ধৃত হন, তখন তাঁহার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের অনেক গুলি অভিযোগ ছিল—প্রথমতঃ গুলী প্রস্তুতকরণ; দ্বিতীয়তঃ বিনির নিকট হইতে সাঙ্কেতিক পত্র প্রাপ্তি; তৃতীয়তঃ ত্রিবর্ণ কাগজে জুলাইমাসের তিন দিবসের ইতিহাস লেখন, চতুর্থতঃ কটিন্‌কে কার্ব্বোন্যারো সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে দীক্ষিত করণ কালে মন্ত্রোচ্চারণ, এবং শেষতঃ অসি-গর্ত্ত যষ্টি ব্যবহার করণ। ম্যাট্সিনি এক এক করিয়া সমস্ত অভিযোগ হইতে আপনাকে উন্মুক্ত করিলেন। গবর্ণমেণ্টের প্রজাপীড়ন করিবার ইচ্ছা অতিশয় বলবতী ছিল, কিন্তু কিরূপে প্রজাপীড়ন করিতে হয় গবর্ণমেণ্ট তাহা জানিত না। ম্যাট্সিনির গৃহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোড়ন করিয়াও গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কাগজপত্র পাইল না।

প্রটোলঙ্গো নামে যে কমিশনর ম্যাট্সিনির বিচারার্থ নিযুক্ত হন, তিনি প্রমাণাভাবে ম্যাট্সিনিকে দোষী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। গবর্ণমেণ্ট তথাপি তাঁহাকে ছাড়িতে পারিলেন না। ম্যাট্সিনি পিয়াট্সা সার্জ্জেনোর শিবিরে অবরুদ্ধ থাকিতে আদিষ্ট হইলেন। এখানে এক জন প্রাচীন কমিশনর কর্ত্তৃক তিনি পুনর্ব্বার পরীক্ষিত হইলেন। তিনি ম্যাট্সিনির প্রতি নানাপ্রকার প্রশ্ন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, নানাপ্রকারে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; তথাপি তাঁহার নিকট হইতে কিছুই বাহির করিতে পারিলেন না। অবশেষে ক্লান্ত ও ক্রোধান্ধ হইয়া, মাট্সিনিকে হতবুদ্ধি করিবার নিমিত্ত বলিলেন—"তুমি এখনও স্বীকার কর, তোমার সমুদায় বিষয় প্রকাশ হইয়া গিয়াছে, এখন গোপন করা বৃথা। তুমি অমুক দিন, অমুক সময় মেজর কটিন্ নামক কোন ব্যক্তিকে কার্ব্বোন্যারিজম্ সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে দীক্ষিত করিয়াছিলে।"

ভয়ে ম্যাট সিনির সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু তিনি কথ

ঞ্চিৎ ভয় সম্বরণ করিয়া বলিলেন—"স্বকপোলকল্পিত মিথ্যাপবাদের অসত্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র! আচ্ছা যদি ইহা সত্য হয় তবে আপনি কেন উক্ত মেজর কটিন্‌কে আমার সম্মুখীন করুন্ না।"

কিন্তু কমিসনর মেজর কটিন্‌কে ম্যাট্‌সিনির সম্মুখীন করিতে পারিলেন না। কারণ ম্যাট্‌সিনির বিরুদ্ধে গোয়েন্দার কার্য্য গ্রহণ করার সময় কটিন্ গবর্ণমেণ্টকে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করেন, যে তাঁহাকে যেন কোন মতেই বিচারস্থলে আনয়ন করা না হয়।

ম্যাট্‌সিনি কিছুদিন সেই শিবিরেই অবরুদ্ধ রহিলেন। যে কয়েক দিন তিনি তথায় ছিলেন, সৈনিকেরা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া নানা প্রকার রহস্য কৌতুক করিত। তিনি যেন তাহাদিগের ক্রীড়ার সামগ্রী হইয়া উঠিলেন। যত দিন তিনি শিবিরে আবদ্ধ ছিলেন প্রতিদিনই গৃহ হইতে তাঁহার জন্য আহারীয় দ্রব্যাদি আসিত। এক দিন তাঁহার জননী সেই আহারীয় দ্রব্যাদির অভ্যন্তরে একটী পেন্সিল্ পাঠাইয়া দেন। ম্যাট্‌সিনি ধৌত করিবার নিমিত্ত বাটীতে যখন তাঁহার লিনেন্ জামা পাঠাইয়া দিতেন, সেই সময় সেই পেন্সিল্ দিয়া আপনার মন্তব্য কথা সেই জামায় লিখিয়া পাঠাইতেন। এই প্রকারে তিনি তাঁহার বন্ধু বান্ধবদিগকে গৃহস্থিত কতকগুলি কাগজপত্র নষ্ট করিয়া ফেলিবার উপদেশ দেন। সেই কাগজপত্রগুলি ধরা পড়িলে টস্‌কানীর অনেক গুলি কার্ব্বোন্যারোর প্রাণদণ্ড, নির্ব্বাসন বা কারাবরোধ হইত সন্দেহ নাই।

যৎকালে ম্যাট্‌সিনি কারারুদ্ধ হন, তৎকালে মরেলি নামক একজন ব্যবহারাজীব, ডোরিয়া নামক একজন পুস্তকবিক্রেতা এবং প্যাসানো ও টোরি প্রভৃতি আরও অনেকগুলি কার্ব্বোন্যারো কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

একদিন ম্যাট্‌সিনির পিতা জেনোয়ার গবর্ণর ভেনান্‌সন্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহার পুত্র কি অপরাধে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন?" তদুত্তরে গবর্ণর বাহাদুর বলিলেন "এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। তথাপি যদি জানিতে ইচ্ছা

কর, তবে এই মাত্র বলিতে পারি (যে তোমার পুত্রের বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ এবং তাহার প্রকৃতি অতি চিন্তাশীল; কিন্তু তাহার চিন্তার বিষয় যে কি, তাহা সে জিজ্ঞাসা করিলেও কোনমতে প্রকাশ করে না। আর সে রজনীতে নির্জ্জন প্রদেশ ভ্রমণ করিতে অতিশয় ভাল বাসে। এরূপ তীক্ষ্ণধীশক্তিসম্পন্ন যুবকবৃন্দ—যাহাদিগের গভীর চিন্তার বিষয় গবর্ণমেণ্টের নিকট অবিদিত—কখন গবর্ণমেণ্টের প্রীতিভাজন হইতে পারে না।")

একদিন রজনীতে ম্যাট্সিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত আছেন, এমন সময় দুইজন সৈনিক পুরুষ আসিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাহাদের অনুবর্ত্তন করিতে বলিল। ম্যাট্সিনি মনে করিলেন তাঁহাকে বুঝি আবার পরীক্ষা করিবে বলিয়া লইয়া যাইতেছে। কিন্তু যখন তাহারা তাঁহাকে বস্ত্রাদি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে বলিল, তখন তিনি বুঝিলেন যে তাঁহাকে এ শিবির পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে হইবে। তখন তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহাকে কোথায় যাইতে হইবে। তদুত্তরে তাহারা বলিল যে তাঁহার নিকট তাহা ব্যক্ত করার নিষেধ আছে। তখন হঠাৎ স্নেহ-ময়ী জননীর কথা ম্যাট্সিনির মনে উদিত হইল। জননী যদি পরদিন জানিতে পারেন যে তাঁহার পুত্রকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে পুত্রের জীবন বিষয়ে হতাশ হইয়া হয়ত তিনি আত্মহত্যা করিবেন। এই জন্য ম্যা ট্সিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন যে বলচালিত না হইলে জননীকে পত্র না লিখিয়া তিনি এক পাদও বিচলিত হইবেন না। সৈনিকদ্বয় অনেক চিন্তার পর আপনাদিগের দলপতির সহিত পরামর্শ করিয়া ম্যাট্সিনিকে পত্র লিখিতে অনুমতি প্রদান করিল। ম্যাট্সিনি জননীকে এই মর্ম্মে কতিপয় পংক্তি লিখিলেন যে তিনি শিবির পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতেছেন বটে, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার কোন ভয়ের কারণ নাই। পত্র সমাপ্ত হইলে, তিনি সেই সৈনিকপুরুষদিগের অনুগমন করিলেন। শিবিরদ্বারে তাঁহার জন্য এক খানি সিডান চেয়ার প্রস্তুত ছিল। ম্যাট্সিনি ইহায় অভ্য-

স্তরে প্রবেশ করিবামাত্র সৈনিকেরা ইহা অবরুদ্ধ করিয়া দিল। এই সময় হঠাৎ দূর হইতে অশ্বের পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। বোধ হইল যেন কোন অশ্বারোহী বহুদূর হইতে অতিবেগে আগমন করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে অশ্ব সমীপবর্ত্তী হইল এবং "ভয় নাই! ভয় নাই! প্রফুল্ল হও! প্রফুল্ল হও!" পিতৃদেবের এই চির-পরিচিত স্বর ম্যাট্‌সিনির কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ করিল।

ম্যাট্‌সিনির পিতা পুত্রের স্থানান্তরীকরণ বৃত্তান্ত কোথা হইতে শুনিয়াছিলেন, ম্যাট্‌সিনি তাহা জানিতে পারেন নাই। ম্যাট্‌সিনির পিতা সেই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র সৈনিকেরা যেরূপ নিষ্ঠুরতার সহিত তাঁহাকে তথা হইতে দূরীকৃত করিয়া দিল,—ম্যাট্‌সিনি পিতার করস্পর্শ-জনিত সুখেও যাহাতে বঞ্চিত হন সেই অভিপ্রায়ে যেরূপ নিষ্ঠুরতার সহিত তাঁহাকে সিডান্‌ চেয়ার হইতে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া বন্দীশকটে আরোপিত করিল,—যেরূপ নিষ্ঠুরতার সহিত তাহারা ম্যাট্‌সিনির দুঃখে কাতর সমীপবর্ত্তী কোন যুবকের প্রতি যেন গ্রাস করিবার মানসে ধাবমান হইল,—ওরূপ নিষ্ঠুরতার নিদর্শন ম্যাট্‌সিনি পূর্ব্বে আর কখন দেখেন নাই। যে যুবক অদূরে দাঁড়াইয়া ম্যাট্‌সিনির দুঃখে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিলেন, তাঁহার নাম অগষ্টিনো রফিনি। এই পরিবারের সহিত ম্যাট্‌সিনির ভ্রাতৃভাব ছিল। ইহার অনতিকাল পরেই এই অনুপম যুবক নির্ব্বাসিত হইয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই স্কট্‌লণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশে মানবলীলা সম্বরণ করেন। হৃদয়ের কোমলতা, বুদ্ধিবৃত্তির গভীরতা এবং আত্মার অপাপবিদ্ধতা প্রভৃতি গুণে তাঁহার নাম, শুদ্ধ ইতালীর কেন, স্কট্‌লণ্ডেরও অধিবাসিদিগের চিত্তপটে চির-অঙ্কিত হইয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে বন্দীশকট সেণ্ট অ্যাণ্ড্রিয়া কারাগারের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেই কারাগার হইতে একজন বন্দী আনীত ও শকটমধ্যে প্রবেশিত হইল। এই বন্দীর পাদ হইতে চক্ষু পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর বস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল; তথাপি ম্যাট্‌সিনি তাহাকে প্যাসানো বলিয়া চিনিতে পারিলেন। প্যাসানোর সহিত বন্দুকধারী দুই জন

সৈনিকপুরুষ ছিল। তন্মধ্যে একজন লায়ন্ রুগ্ হোটেলের সেই গুপ্তচর।

বন্দীশকট পুনরায় প্রবাহিত হইল এবং অনতিবিলম্বে সেভোনার দুর্গের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। দুই বন্দীই দুর্গের অভ্যন্তরে নীত ও তৎক্ষণাৎ পৃথক্‌কৃত হইলেন। পূর্ব্বে তাঁহাদিগের আসার কোন সংবাদ ছিল না, এই নিমিত্ত তাঁহাদিগের জন্য কোন গৃহ প্রস্তুত করিয়া রাখা হয় নাই। এই জন্য ম্যাট্‌সিনিকে প্রথমে এক অন্ধকারময় স্থানে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। তথায় সেভোনার গবর্ণর ডি মেরি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেই সপ্ততিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ পুরুষ বক্রোক্তি পূর্ব্বক ম্যাট্‌সিনিকে বলিলেন—"তুমি অনেক রজনী বিদ্রোহী সভায় জাগরণে অতিবাহিত করিয়াছ, অনিদ্রায় ও চিন্তায় তোমার শরীর ও মন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে; আশা করি এক্ষণে এই নির্জ্জন ও নিভৃত প্রদেশে বিশ্রাম লাভ করায় অনিদ্রা ও চিন্তাজনিত ক্লম অপনীত হইবে।" ম্যাট্‌সিনি তাঁহার নিকট একটি চুরট প্রার্থনা করায় আবার বক্রোক্তি পূর্ব্বক বলিলেন— 'আমি জেনোয়ার গবর্ণরের নিকট এ বিষয়ে লিখিয়া পাঠাইব। তিনি যদি অনুমতি করিয়া পাঠান তাহা হইলে আমার দিবার কোন আপত্তি থাকিবে না।" এই বলিয়া গবর্ণর প্রস্থান করিলেন। ম্যাট্‌সিনি কারারুদ্ধ হওয়া অবধি অনেক বার অবমানিত হইয়াছেন, অনেক যন্ত্রণা পাইয়াছেন, তথাপি ম্যাটসিনির চক্ষু দিয়া এক বিন্দুও জল কখন পতিত হয় নাই। কিন্তু আজ গবর্ণর চলিয়া গেলে— তাঁহার গর্ব্বিত নয়ন ভেদ করিয়া গুটিকত অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইল। কিন্তু এ অশ্রু দুঃখের অশ্রু নহে—কাতরতার অশ্রু নহে—ক্রোধের অশ্রু; পিঞ্জরবদ্ধ সিংহের ক্রোধাশ্রু; ক্রোধের কারণ এই যে তিনি এরূপ ঘৃণিত ও পাষণ্ডদিগের হস্তে নিপতিত হইয়াছেন।

গবর্ণরের সহিত কথোপকথনের এক ঘণ্টার মধ্যে তিনি তাঁহার নবনির্ম্মিত গৃহপিঞ্জরে আবদ্ধ হইলেন। এই নবগৃহ সেই দুর্গের শিখরোপরি অবস্থিত ছিল। সুতরাং সেখান হইতে অনন্ত সাগরের লহরীলীলা ভিন্ন আর কিছুই অবলোকন করা যাইত না। ইহাও

ম্যাট্সিনির পক্ষে তখন সামান্য সুখের বিষয় হইল না। যখনই তিনি তদীয় গৃহপিঞ্জরের লৌহজালবদ্ধ গবাক্ষ দিয়া নয়ন প্রসারণ করিতেন, তখনই অনন্ত সাগর ও অনন্ত আকাশ—প্রকৃতির দুই প্রকাণ্ডতম পদার্থ—তাঁহার নয়নপথে পতিত হইত। সেই গৃহটী এত উচ্চে অবস্থিত ছিল, যে তথা হইতে মৃত্তিকা দেখা যাইত না। অনিলদেব যখন সেই গবাক্ষের দিকে প্রবাহিত হইতেন, তখনই সুদূর হইতে জালোপজীবিদিগের আনন্দগীতি শুনিতে পাওয়া যাইত। প্রথম মাসে ম্যাট্সিনির হস্তে কোন পুস্তক প্রদত্ত হয় নাই; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই সময় ডি মেরির পরিবর্ত্তে, ক্যাভালীয়ার ফণ্টানা নামক একজন সদাশয় ব্যক্তি সেভোনার গবর্ণরের পদে অভিষিক্ত হন। ইনি দয়া করিয়া একখানি বাইবল, একখানি ট্যাসিটস্ ও একখানি বাইরন্ ম্যাট্সিনির হস্তে প্রদান করেন। এখানে একটী ক্ষুদ্র পক্ষী তাঁহার একমাত্র কারাসহচর ছিল। ইহা সুমিষ্ট রব ও বিবিধ গতি দ্বারা অনেক সময় তাঁহার মানসিক ক্লেশ অপনীত করিত।

তাঁহার সদয় কারাধ্যক্ষ সার্জেণ্ট অ্যাণ্টোনীটি; দৈনন্দিন কারাপ্রহরী; ক্যাটেরিনা নামক পীড্মণ্টিস্ রমণী—যিনি প্রত্যহ তাঁহার আহারসামগ্রী আনয়ন করিতেন;—এবং গবর্ণর ফণ্টানা,—মানবজাতির এই কয়েকজন মাত্র সেই কারাগারে তাঁহার নয়নপথে পতিত হইতেন। অ্যাণ্টোনীটি প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে অবিচলিত গাম্ভীর্য্যের সহিত ম্যাট্সিনিকে বলিতেন—"যদি আমি কোন বিষয়ে আদেশ প্রদান করি ?" তদুত্তরে ম্যাট্সিনি প্রায়ই বলিতেন—"হাঁ, কিসের আদেশ তাহা আমি বুঝিয়াছি; আমায় জেনোয়ায় লইয়া যাইবার জন্য একখানি শকটের"।

ফণ্টানা একজন বৃদ্ধ সৈনিক পুরুষ। ইতালীতেই তাঁহার জন্ম; মাতৃভূমির দুঃখে তিনি কাতর ছিলেন না এরূপ নহে। কিন্তু তাঁহার মনে এই গভীর প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে কার্ব্বোন্যারো সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য কেবল লুণ্ঠন, ধর্ম্মের নির্ব্বাসন এবং প্রকাশ্য স্থানে নরবলি প্রদান ইত্যাদি। ম্যাট্সিনির ন্যায় এমন যুবকের মনে এরূপ ভ্রম

প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া তাঁহার জন্য তিনি অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতেন, এবং সদয় ব্যবহারে তাঁহাকে সৎপথে আনিবার নানা প্রকার চেষ্টা করিতেন। অধিক কি তিনি কর্ত্তৃপক্ষের উপদেশ লঙ্ঘন করিয়াও প্রতিদিন সায়ংকালে তাঁহার ও তদীয় পত্নীর সহিত কাফি পান করিবার নিমিত্ত ম্যাট্সিনিকে নিমন্ত্রণ করিতেন।

ইত্যবসরে ম্যাট্সিনি জেনোয়াস্থিত বন্ধুদিগের সাহায্যে নির্ব্বাণোন্মুখ কার্ব্বোন্যারিজম্ সম্প্রদায়ে প্রকৃত জীবনের স্ফুলিঙ্গ উত্থাপিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রতি দশম দিবসে তিনি জননীর নিকট হইতে একখানি করিয়া হস্তলিপি প্রাপ্ত হইতেন। এই হস্তলিপি খোলা অবস্থায় আসিত এবং তাঁহার হস্তে প্রদত্ত হওয়ার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী দ্বারা পরীক্ষিত হইত। তিনি জননীর পত্রের উত্তর দিতে পারিতেন বটে; কিন্তু অ্যাণ্টোনীটীর সাক্ষাতে তাঁহাকে ইহার উত্তর লিখিতে হইত এবং তাঁহারই হস্তে খোলা অবস্থায় ইহা দিতে হইত। গবর্ণমেণ্টের এতদূর সতর্কতাতেও বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত তাঁহার ষড়যন্ত্র নির্ব্বিবাদে চলিতেছিল, তাঁহাদিগের সহিত ম্যাট্সিনির এরূপ সঙ্কেত ছিল যে তিনি জননীকে যে চিটী লিখিবেন তাহার একটী অন্তর প্রত্যেক পদের প্রথম অক্ষরগুলি একত্র করিলে যে লাটিন্ পদগুলি প্রস্তুত হইবে, সেই গুলিই তাঁহাদিগের মনোযোগের বিষয়। এইরূপ সাঙ্কেতিক উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও তাঁহার জননীর পত্রে আপনাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া পাঠাইতেন।

এইরূপে তিনি বন্ধুদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন তাঁহারা যেন তাঁহার পরিচিত কার্ব্বোন্যারোগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার প্রস্তাব সকল ব্যক্ত করেন। কিন্তু তৎকালে কার্ব্বোন্যারোগণ এতদূর ভীত ও চকিত হইয়াছিলেন, যে ম্যাট্সিনির বন্ধুবর্গের প্রস্তাবে কর্ণপাতও করিলেন না।

এই সময় পোলণ্ডে অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ম্যাট্সিনি বন্ধুদিগের নিকট হইতে এই সংবাদ পাইয়া যৌবনসুলভ অসাবধানতাবশতঃ ফণ্টানাকে ইহা বলিয়া ফেলিলেন। ফণ্টানা কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহাকে

বলিয়া গিয়াছেন যে এক্ষণে ইউরোপের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে। ম্যাট্‌সিনি কেমন করিয়া এই সংবাদ পাইলেন ভাবিয়া গবর্ণর বিস্মিত হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে ম্যাট্‌সিনির সহিত কোন ভূতযোনির কথোপকথন হইত। এই ঘটনায় এই বিশ্বাস এখন হইতে আরও দৃঢ়ীভূত হইয়া গেল।

যাহা হউক কার্য্যকালে ভীতি, কোন অবিচলিত বিশ্বাস বা নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যের অভাব, এবং অন্যান্য নানা কারণে ম্যাট্‌সিনির মনে প্রতীতি জন্মিল যে কার্ব্বোনারিজম্ সম্প্রদায় এখন আর জীবদ্দশায় নাই। সুতরাং মৃতদেহে জীবনসঞ্চার করার বৃথা চেষ্টায় সময় ও শক্তি পর্য্যবসিত না করিয়া, জীবিত ব্যক্তিদিগকে উত্তেজিত করিলে এবং নব ভিত্তির উপর নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিলে, অধিকতর মঙ্গল সংসাধিত হইবে।

এই কারাবাসের সময়েই ম্যাট্‌সিনির মনে "নব্য ইতালী" নামক সমাজ সংস্থাপনের কল্পনা উদিত হয়। কি কি মূল মতের উপর এই সমাজমন্দির সংস্থাপিত হইবে, ইহার সভ্যদিগের পরিশ্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই বা কি হইবে, ইহার ঘটনাপ্রণালীই বা কিরূপ হইবে, ইহার সৃষ্টি বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য কিরূপ লোকই বা মনোনীত করিতে হইবে, এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের বর্ত্তমান বিদ্রোহিদলের কার্য্য প্রণালীর সহিত ইহার কার্য্য-প্রণালী কিসূত্রেই বা সম্বদ্ধ করা যাইতে পারে, ইত্যাদি গুরুতর বিষয়ের গভীর চিন্তায় তাঁহার দিবা-রজনী অতিবাহিত হইত।

তিনি এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ সংখ্যায় অল্প, বয়সে কনিষ্ঠ এবং ধন ও প্রভাবে দরিদ্র ছিলেন। তথাপি তাঁহার প্রতীতি জন্মিল যে, যে ইতালী-বাসীর হৃদয় একদিন স্বাধীনতার নামে মাতিয়া উঠিত, যে ইতালীবাসীর হৃদয় আজ উত্তাপ অভাবে শীতল হইয়া পড়িয়াছে, সেই ইতালীবাসীর হৃদয়কে উত্তাপিত ও উত্তেজিত করিতে পারিলে, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য অবশ্যই সফল হইবে—ইতালীর পুনরুদ্ধার অবশ্যই সংসাধিত হইবে।

সাধারণ লোক সমূহ হইতেই জাতীয় সমস্ত সুমহৎ কার্য্যের সূত্রপাত হয়। আপনার কার্য্যকরী শক্তির উপর অটল বিশ্বাস এবং অবিচলিত

ইচ্ছা—সাধারণ লোক সমূহের এক মাত্র বল। সময়ের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান ও নানা প্রকার বাধাবিপত্তিও এ বলের প্রতিরোধ করিতে পারে না। কার্য্যের সূত্রপাত হইলে, তখন সম্ভ্রান্ত লোক সাধারণ লোক সমূহের অনুগমন করেন এবং ধনসম্পত্তি ও মান সম্ভ্রম দ্বারা আরব্ধ কার্য্যের সমর্থন ও বাহন করিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে এরূপও ঘটে যে সম্ভ্রান্ত লোকের সংস্রবে আরব্ধ কার্য্যের লক্ষ্যেরও পরিবর্ত্ত হইয়া যায়।

ইতালীর অতীত ইতিহাস ও সামাজিক গঠনপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়া ম্যাট্সিনি একতা ও সাধারণতন্ত্র—এই প্রস্তাবিত সমাজের লক্ষ্য নির্দ্ধারিত করিলেন। তিনি যে শুদ্ধ ছিন্ন ভিন্ন, উৎপীড়িত ও অবনত ইতালীরই প্রদেশ সকলে একতা ও সাধারণতন্ত্র সংস্থাপিত করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন এরূপ নহে; ইতালীতে একতা ও সাধারণতন্ত্র সংস্থাপিত হইলে, ইতালীর সাহায্যে সমস্ত ইউরোপেই একতা ও সাধারণতন্ত্র সংস্থাপন করা তাঁহার চরম লক্ষ্য রহিল।

ইতালী যে এক দিন স্বাধীন হইবে, ইতালীতে যে এক দিন একতা ও সাধারণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং ইতালীর সাহায্যে যে এক দিন সমস্ত ইউরোপে একতা ও সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা যেন তিনি নখদর্পণে দেখিতে লাগিলেন, তাহা তাঁহার জীবন্ত বিশ্বাসে পরিণত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—ইতালী যখন স্বাধীন হইবে, ইতালীতে যখন একতা ও সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন সেই এক, স্বাধীন ও স্বাধারণতন্ত্রী ইতালীর কোন নিভৃত স্থানে যদি তিনি তাঁহার কষ্টযন্ত্রণাপূর্ণ জীবনের একবৎসরও অতিবাহিত করিতে পারেন, তাহা হইলেও আপনার জীবনকে সার্থক বলিয়া মনে করিবেন।

এতদিন তাঁহার হৃদয়াকাশ চিন্তামেঘে আচ্ছন্ন ছিল; আজ সেই হৃদয়াকাশ এই ভাবের বিদ্যুৎবিকাশে সহসা উজ্জ্বলিত হইল। তিনি যেন দেখিতে, পাইলেন চিরনিদ্রোত্থিত ইতালী জগতে—উন্নতি ও ভ্রাতৃভাব,—এই নবীন ও অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্ম উদ্ঘোষিত করিতেছে। পূর্ব্বে ইতালী-জগতে যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল, এই নব ধর্ম্মের সহিত তাহার তুলনা নাই

রোম—যে রোম এক দিন জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিল—যে রোম এক দিন জগতের একতার মধ্যবিন্দু ছিল—যে রোম একদিন জগতের একমাত্র জীবন ছিল—সেই রোমই এখন ম্যাট্‌সিনির জীবনের উপাস্য দেবতা হইয়া উঠিল। রোম ব্যতীত জগতের শাসনভার দুইবার গ্রহণ করা আর কোন রাজ্যেরই ভাগ্যে ঘটে নাই। তথায় জীবন এক-দিন অনন্ত ও মৃত্যু অজ্ঞাত ছিল। গ্রীসীয় সভ্যতার পরে যে রোম জগতের সভ্যতার নেতা ছিল—সেই সাধারণতন্ত্রী রোম—সেই রোম সীজরদিগের হস্তে যে রোমের জীবিতপর্য্যবসান হয়--তিনি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন—যেন সেই রোম এক্ষণে নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া অতীত জগৎকে স্মরণপথের অতীত করিয়াছে, যেন তাহার নবীন জয়-পতাকা সমস্ত জগতে উড্ডীন করিয়াছে, যেন স্বত্ব ও স্বাধীনতার স্রোত সমস্ত জগতে প্রবাহিত করিতেছে।

'ইহার প্রথম পতনের পর লোকে যখন ইহার জন্য শোকে অভি-ভূত ছিল, তখনই ইহা আবার উঠিল, আবার বৃহত্তর আকার ধারণ করিল, আবার জগতের অন্যপ্রকার একতার মধ্যবিন্দু হইল। এক সময়ে ইহা পার্থিব বিধির অধিনায়ক ছিল, এক্ষণে ইহা স্বর্গীয় বিধির অধিনায়ক হইল, এবং জগতের হৃদয়ে স্বত্বের পরিবর্ত্তে কর্ত্তব্যের ভাব অঙ্কিত করিল।

'রোম যদি একবার পড়িয়া আবার উঠিয়াছিল, তবে কেন তৃতীয়-বার উঠিবে না? তবে কেন নূতন রোম—ইতালীর সাধারণ লোকের রোম—তৃতীয় যুগের সৃষ্টি করিবে না? কেন ইতালীতে বিস্তৃততর একতার ভিত্তি সংস্থাপিত করিবে না? কেন স্বত্ব ও কর্ত্তব্যের সাম-ঞ্জস্য বিধান দ্বারা পৃথিবী ও স্বর্গকে একসূত্রে সম্বদ্ধ করিবে না? কেন—শুদ্ধ ব্যক্তিমাত্রের নিকট নয়—জাতিমাত্রেরই নিকট "সমাজ" এই শব্দটী উদ্ঘোষিত করিবে না? এবং কেনই বা স্বাধীন ও সম ব্যক্তি-মাত্রকেই তাহাদিগের ইহলোকের কর্ত্তব্যের উপদেশ দিবে না?'

কারাধ্যক্ষ অ্যান্টোনীটী ও গবর্ণর ফণ্টানার সহিত তাঁহার মত-বিষয়ে দৈনন্দিন বিবিধ তর্ক বিতর্কের পর যাহা কিছু সময় পাইতেন

তাহাতে তিনি তাঁহার গৃহপিঞ্জরে বসিয়া এইরূপ চিন্তায় অতিবাহিত করিতেন। ইহার পর নির্ব্বাসিত অবস্থায় ইংলণ্ডের ক্ষুদ্র কুটীরে বসিয়া যখন তিনি আত্মজীবনবৃত্তান্ত লিখেন, তখনও এ গভীর চিন্তাসকল তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। তাঁহার জীবদ্দশায় এই সকল কারণে তাঁহাকে কেহ অসম্ভবানুসারী কেহ বা উন্মত্ত বলিয়া পরিহাস করিত। কিন্তু তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে তাঁহার এই চিন্তাসকল কখনই উন্মাদ-বিজৃম্ভিত নহে। এমন দিন অবশ্যই আসিবে যখন সেগুলি প্রকৃত ঘটনায় পরিণত হইবে।

যাহা হউক তিনি দেখিলেন যে সকল উপায়ে ইতালীর পুনরুদ্ধার সাধন করিতে হইবে, সেগুলি শুদ্ধ রাজনৈতিক নহে, বরং অধিক-তর নৈতিক। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টসকলের উচ্ছেদসাধন করিলেই যে ইতালীর উদ্ধার সাধিত হইবে তাহা তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। তিনি জানিতেন যে ইতালীর অধিবাসীদিগের নৈতিক উন্নতি ব্যতীত কখন চিরস্থায়ী মঙ্গল সংসাধিত হইবে না।

এদিকে ম্যাট্‌সিনির বিচারের ভার টিউরিণের সিনেটারদিগের কমিটীর হস্তে অর্পিত হইল। গবর্ণমেণ্ট কটিনের নিকট যে প্রতি-জ্ঞায় আবদ্ধ ছিলেন, তাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে একমাত্র সাক্ষী লায়ন্ রুগ্ হোটেলের সেই ছদ্মবেশী পুলিশকর্ম্মচারী। কিন্তু ম্যাট্‌সিনির নিজের অস্বীকার এই একমাত্র সাক্ষ্যের সমতুল, সুতরাং ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে সিনেটারেরা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবেন এবং তিনি নবীন উৎসাহের সহিত পুনর্ব্বার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। বস্তু-তঃও সিনেটারেরা তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। কিন্তু জেনোয়ার গবর্ণর ভেনান্‌সন্ ইহাতে আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া কার্লো ফেলিসের চরণে গিয়া শরণাপন্ন হইলেন। বলিলেন তিনি স্বয়ং যে প্রমাণের বিষয় অবগত আছেন, তাহাতে তিনি শপথ করিয়া বলিতে পারেন যে ম্যাট্‌সিনি অপরাধী এবং গবর্ণমেণ্টের ভয়ের কারণ। কার্লো ফেলিস্ গবর্ণরের কাতরতায় মুগ্ধ হইয়া ম্যাট্‌সিনির আত্মগত স্বত্ব, তাহার বিচারকদিগের আদেশ, তাঁহার জনক জননীর নিস্তব্ধ ক্রন্দন,

সকলই পদদলিত করিলেন। তিনি ম্যাট্‌সিনিকে এই মর্ম্মে সংবাদ দিয়া পাঠান যে তিনি জেনোয়া টিউরিন্ এবং তৎসদৃশ অন্যান্য বড় বড় নগরে অথবা লিগিউরিয়ান্ উপকূলের কোন স্থানে অবস্থিতি করার আশা যেন পরিত্যাগ করেন। অ্যাষ্টি, অ্যাকুই, ক্যাসেইল্‌স প্রভৃতি ইতালীর অভ্যন্তরস্থ কোন ক্ষুদ্র নগরে তাঁহাকে বাসস্থান মনোনীত করিতে হইবে, অথবা তাঁহাকে কোন অনিশ্চিত কালের জন্য নির্ব্বাসনে যাইতে হইবে। এই নির্ব্বাসনের অবসান তাঁহার চরিত্র ও রাজানুগ্রহের উপর নির্ভর করিবে।

কার্লো ফেলিসের আদেশানুসারে সৈনিক পুরুষ দ্বারা তাঁহাকে জেনোয়ায় লইয়া যাওয়া হইত। এবং তথায় শুদ্ধ অতি নিকটসম্বন্ধে সম্বদ্ধ ব্যক্তিদিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করাইয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসনে পাঠান হইত। ম্যাট্‌সিনির পিতা পুত্রকে এই যাতনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য কার্লো ফেলিসের আদেশের মর্ম্ম সেভোনায় আসিয়া স্বয়ং তাঁহাকে অবগত করান।

যৎকালে ম্যাট্‌সিনির উপর এই কঠোর আদেশ প্রদত্ত হয়, তখন প্যাসানো কর্শিকার অধিবাসী বলিয়া এবং অ্যাঙ্কোনা নগরে কিছুদিন ফ্রেঞ্চ কন্‌সলের পদে অভিষিক্ত ছিলেন বলিয়া কারামুক্ত হন। তৎকালে সকল রাজতন্ত্র গবর্ণমেণ্টই ফ্রান্সকে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করিত, অথচ তাহার তোষামোদ, তাহার আদেশপ্রতিপালন এবং যে কোন প্রকারে তাহার তুষ্টিবিধান করিতে ক্রুটি করিত না।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ম্যাট্‌সিনি কারামুক্ত হন। ইহার অনতিপূর্ব্বে ইতালীর অভ্যন্তরে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। ম্যাট্‌সিনি শুনিলেন যে নির্ব্বাসিত ব্যক্তিগণ ইতালীর সীমাভিমুখে ধাবমান হইতেছেন এবং তথায় ফ্রান্সের নূতন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে সাহায্য ও আশাদান দ্বারা প্রোৎসাহিত করিতেছেন। সুতরাং ম্যাট্‌সিনি নির্ব্বাসনই স্বীকার করিলেন। তিনি দেখিলেন যদি তিনি পীড্‌মণ্টের কোন ক্ষুদ্র নগরে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে পুলিসের সতত নির্যাতনে তিনি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবেন, এবং সামান্য সন্দেহে পুনরায়

কারারুদ্ধ হইতে পারেন। এজন্যও তিনি নির্ব্বাসনই শ্রেয়ঃকল্প মনে করিলেন। তিনি দেখিলেন যে নির্ব্বাসন তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্বাধীনতায় পুনঃসংস্থাপিত করিবে। কিন্তু তিনি তখন ভাবিয়াছিলেন যে এ নির্ব্বাসন অতি অল্পদিনস্থায়ী হইবে। তিনি এই আশ্বাসবাক্যেই বিদায়কালে পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা করিলেন। যাইবার সময় পিতাকে বলিলেন—'পিতঃ আপনি কাতর হইবেন না, আমি অচিরকালমধ্যেই স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব।' কিন্তু তখন তিনি জানিতে পারিলেন না যে, তিনি এ জীবনের মত আর পিতৃমুখ দেখিতে পাইবেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ম্যাট্‌সিনি পিতার নিকট জন্মের মত বিদায় লইয়া দেশান্তরবাসে নির্গত হইলেন। তিনি সেভয়ের মধ্য দিয়া গমন করিয়া সিনিস্ পর্ব্বতের অধিত্যকা প্রদেশ পর্য্যটনানন্তর জেনিভায় অবতরণ করেন। জেনিভা হইতে ফ্রান্সে গমনপূর্ব্বক তথায় রাজাদেশ পর্য্যন্ত দেশান্তর বাসকাল অতিবাহিত করিবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন। তৎকালে ম্যাট্‌সিনির মাতুল ফ্রান্সে অবস্থিতি করিতেন। এই জন্য ম্যাট্‌সিনির জননী পূর্ব্বেই স্থির করেন যে পুত্রের ফ্রান্সে ভ্রমণ ও অবস্থিতি কালে তদীয় ভ্রাতাই তাঁহার সহচর থাকিবেন। ম্যাট্‌সিনির মাতুল বহুদিন পর্য্যন্ত ফ্রান্সে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সুতরাং ম্যাট্‌সিনির ভ্রমণ-সহচরত্ব কার্য্যে ব্রতী হইবার তিনিই সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন।

সুইজর্লণ্ডে যাইয়া ম্যাট্‌সিনি সর্ব্বপ্রথমেই সাধারণতন্ত্রী ইতিবেত্তা সিস্‌মণ্ডির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি ও তদীয় পত্নী উভয়েই ম্যাট্‌সিনিকে অতিশয় সহৃদয়তার সহিত গ্রহণ করিলেন।

সিস্‌মণ্ডি এই সময় "ফ্রান্সের ইতিবৃত্ত" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছিলেন। তাঁহার আকৃতি হৃদয়গ্রাহিণী ও বিনয়নম্র,

তাঁহার স্বভাব সরল ও অমায়িক এবং তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে ইতালীয় ছিল। তিনি সস্নেহ ঔৎসুক্যের সহিত ম্যাট্‌সিনির নিকট ইতালীর বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ইতালীয়েরা যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মত-সকলের অনুবর্ত্তন করিতেছেন তজ্জন্য তিনি আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু এই বলিয়া আবার আপনিই ইহার মীমাংসা করিলেন যে সংঘর্ষকালে এরূপ ভাব অনিবার্য্য। সিস্মণ্ডি ইতালীয়দিগের মতের অপযশ করিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার নিজের মতও সম্পূর্ণ উদার ছিল না। তদীয় বুদ্ধি—অধিকার ও অধিকারের অবশ্যম্ভাবি-ফলস্বরূপ স্বাধীনতামাত্র উপলব্ধি করিতে পারিত; কিন্তু স্বাধীনতার সহিত একতার সামঞ্জস্যের আবশ্যকতা ও সম্ভবপরতা উপলব্ধি করিতে পারিত না। তিনি ইচ্ছা করিতেন যে সুইজর্‌লণ্ডের ন্যায় ইতালীর বিভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশ স্বাধীন হইয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে। ইতালীর বিভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশগুলি বিদেশীয় শাসনের অধীনতা হইতে উন্মুক্ত হইয়া স্বদেশীয় এক শাসনের অধীন হয়, ইহা প্রার্থনীয় বা সম্ভবপর বলিয়া তিনি মনে করিতেন না।

সিস্মণ্ডি ম্যাট্‌সিনিকে "লিটারেরি ক্লব্" নামক একটী সভার সভ্যদিগের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। সভার সভ্যদিগের অনেক-গুলিই ইতালীর নির্ব্বাসিত ব্যক্তি। ইহাঁদিগের বিষয় দূর হইতে শুনিয়া ম্যাট্‌সিনির মনে যে আশালতা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাঁহা-দিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া ম্যাট্‌সিনির মনে সেই আশালতা সমূলে উৎ-পাটিত হইল। তিনি দেখিলেন যে তাঁহাদিগের কাহারও স্বাধীন যুক্তি বা স্বাধীন চিন্তা নাই। তাঁহাদিগের চক্ষে ফ্রান্সই সকলই, ফ্রান্সের অনুবর্ত্তনই তাঁহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য। তাঁহাদিগের রাজনীতি কোন অসঞ্চালনীয় নৈতিক ভিত্তির উপর অবস্থাপিত ছিল না। রাজনীতি বিষয়ে তাঁহাদিগের কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না। ঘটনা-স্রোতের পরিচালন করা তাঁহাদিগের লক্ষ্য ছিল না, তাহার অনুবর্ত্তন করাই তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষ্য।

সেই সভার সভ্যদিগের মধ্যে একজন লম্বার্ডি হইতে নির্ব্বাসিত।

ইহাঁর নাম জিয়াকোমো সিয়ানি। ইনি ১৮২১ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া প্রাণভয়ে স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেশান্তরে পলায়ন করেন। যৎকালে ম্যাট্সিনি সিস্মণ্ডির নিকট হইতে বিদায় লইতেছিলেন, তৎকালে এই নির্ব্বাসিত ব্যক্তি ম্যাট্সিনির কাণে কাণে এই কথা বলিলেন যে—যদি আপনি কিছু কায করিতে চাহেন, তাহা হইলে লিয়ন্স নগরে গমন করিবেন এবং যে সকল নির্ব্বাসিত ইতালীয়েরা তথাকার "কাফি ডেলা ফিনিস্" নামক হোটেলে সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিবেন। এই উপদেশ নিবন্ধন ম্যাট্সিনি এই ব্যক্তির নিকট চির-ঋণে বদ্ধ ছিলেন।

লিয়ন্সে আসিয়া ম্যাট্সিনি ইতালীয়দিগের মধ্যে প্রকৃত জীবনের স্ফুলিঙ্গ দেখিতে পাইলেন। যে সকল নির্ব্বাসিত ব্যক্তি তথায় সমবেত হইয়াছিলেন, এবং যাঁহারা প্রতিদিন তথায় আসিয়া জুটিতেছিলেন, সকলই সৈনিক পুরুষ। যে সকল বীর পুরুষদিগকে দশ বৎসর পূর্ব্বে ম্যাট্সিনি জেনোয়ার রাজপথে মনের বিষাদে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিলেন, যাঁহারা স্পেন ও গ্রীসে স্বাধীনতা-সমরে অবতীর্ণ হইয়া ইতালীর নাম জগৎপূজ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই বীর পুরুষদিগের অনেককেই ম্যাট্সিনি তথায় সমবেত দেখিতে পাইলেন। এতদ্ব্যতীত বর্সো ডি কার্মিনেটি, কার্লোবিয়াঙ্কো, ভোয়ারিনো, টেডেস্কি প্রভৃতি অনেক নির্ব্বাসিত ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

লিয়ন্সে সমবেত নির্ব্বাসিত ব্যক্তিদিগের অধিকাংশই নিয়মতন্ত্র রাজত্বের পক্ষপাতী। তাঁহাদিগের যে আন্তরিক বিশ্বাস এইরূপ ছিল তাহা নহে। ফ্রান্সে যেরূপ শাসনপ্রণালী প্রচলিত, তাঁহার অন্যরূপ শাসনপ্রণালীর পক্ষপাতী হইতে তাঁহারা কোন মতে সাহসী হইতেন না।

ক্রমে ইতালীয় নির্ব্বাসিতেরা চারি দিক্ হইতে আসিয়া লিয়ন্সে মিলিত হইতে লাগিলেন। সেভয়ের আক্রমণ তাঁহাদিগের লক্ষ্য। সেভয় আক্রমণোদ্যত সৈন্যের সংখ্যা ক্রমে দুইসহস্র ইতালীয় ও কতিপয় ফরাসি শ্রমজীবীতে পরিণত হইল। অভিযানোদ্যত ব্যক্তি-

দিগের কোষ ধনে পূর্ণ ছিল। তাহার কারণ এই ফরাশি গবর্ণমেণ্ট এই অভিযানের পোষকতা করিবেন, এবং অভিযানোদ্যত ব্যক্তিগণ রাজ্যতন্ত্রের পক্ষপাতী—এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অসংখ্য নির্ব্বাসিত ধনী ও রাজন্যবর্গ এই অভিযানে মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রকাশ্যরূপে এই অভিযানের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইতালীয় ত্রৈবর্ণিক পতাকার সহিত ফ্রান্সের ইগল্ "কাফি ডেলা ফিনিস্" হোটেলের শিখরে উড্ডীন হইতে লাগিল। অধিক কি আভিযাত্রিক কমিটির লিয়ন্সের প্রিফেক্টরের সহিত লেখালিখিও চলিতে লাগিল।

কিন্তু রাজচরিত্র কে বুঝে? রাজাদিগের উপর যাঁহারাই বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই পরিণামে অনুতাপ করিতে হইয়াছে। ম্যাট্সিনি স্বচক্ষে এই তৃতীয় বার রাজকীয় বিশ্বাসঘাতকতা অবলোকন করিলেন। প্রথম—কার্বোন্যারো-নায়ক চারল্স অ্যাল্বার্টের শত্রুশিবিরে পলায়ন। দ্বিতীয় মডেনার ডিউক চতুর্থ ফ্রান্সিস্ কর্ত্তৃক সাইরোমিনোতি নামক ব্যক্তি দ্বারা বিদ্রোহের উত্তেজন ও পরে অষ্ট্রিয়ার উত্তেজনায় তাহার প্রাণ-বিনাশন। তৃতীয় ফরাশি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক হতভাগ্য ইতালীয় নির্ব্বাসিত ব্যক্তিদিগের সর্ব্বস্বান্তীকরণ।

এক দিন ম্যাট্সিনি "কাফি ডেলা ফিনিসের" দিকে দ্রুতপদে গমন করিতেছেন—তাঁহার মন অব্যবহিত কার্য্যের পূর্ণ আশায় উচ্ছ্বসিত—এমন সময় দেখিলেন গবর্ণমেণ্ট প্রাকারোপরি যে একটী ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছেন তাহা পাঠ করিবার জন্য অসংখ্য লোক ধাবিত হইতেছে। সেভয়ের বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত ইতালীয় অভিযান নিবারণ করাই এই ঘোষণাপত্রের উদ্দেশ্য। নির্ব্বাসিত ব্যক্তিরা যেন অবিলম্বে ছত্রভঙ্গ হয়—যাহারা মিত্ররাজ্য সকলের সীমা-প্রদেশের শান্তিভঙ্গ করিয়া সেই সকল রাজ্যের সহিত ফ্রান্সের সন্ধিবন্ধন শিথিলিত করিবে, তাহারা দণ্ডবিধির উচ্চতম দণ্ডে দণ্ডিত হইবে—ঘোষণাপত্র ইহাই প্রচার করিতেছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই ঘোষণাপত্র লিয়ন্সের প্রিফেক্টরের আফিস হইতেই প্রচারিত হয়।

ম্যাট্সিনি দেখিলেন আভিযাত্রিক কমিটি সম্পূর্ণরূপে চূর্ণীকৃত—

অভিযানোদ্যত ব্যক্তিগণ হতবুদ্ধি ও ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ়—কাফি ডেলা ফিনিস্ হোটেলের মস্তক পতাকাশূন্য—অস্ত্রাগার হৃতাস্ত্র—অভিযান-সেনাপতি বৃদ্ধ রেজিস্ সাশ্রুনয়ন—এবং অভিযানোদ্যত নির্ব্বাসিত ব্যক্তিগণ ফরাশিরাজের অদ্ভুত বিশ্বাসঘাতকতা ভাবিয়া করতলবিন্যস্ত-কপোল। ম্যাট্সিনি স্বচক্ষে এই সমস্ত দেখিলেন—অমনি তাঁহার মনে এই চিন্তা সমুদিত হইল—যে জাতি স্বদেশের উদ্ধার সাধন বিষয়ে বিদেশীয় রাজ্যের উপর নির্ভর করে, তাহারা এই রূপেই বিধাতার কোপানলে ভস্মীভূত হয়!

কোন কোন ব্যক্তির রাজভক্তি এত অচলা যে তাঁহারা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে উদারচেতা লুই ফিলিপ লিবারেল-দিগের আশালতা এরূপে সমূলে উন্মূলিত করিবেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে অভিযান নিবারণ করা ফরাশি গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য না হইতে পারে। ফরাশি গবর্ণমেণ্ট এই অভিযানের সহায়তা করেন নাই এরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করাই এই ঘোষণা-পত্রের উদ্দেশ্য। ম্যাট্সিনি এই বলিয়া পূর্ব্বোক্ত নানা বিতর্কের মূলোচ্ছেদ করিলেন যে ফরাশি গবর্ণমেণ্ট বাস্তবিক এই অভিযানের প্রতিকূল কি না, সেভয়ের অভিমুখে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেই জানা যাইবে। ম্যাট্সিনির পরামর্শের অনুসরণ করা হইল। সেভয়ের অভিমুখে ফরাশি-শ্রমজীবি-বহুল একদল সেনা যেই প্রেরিত হইল, অমনি ফরাশী অশ্বারোহী সেনা দ্বারা তাহাদিগের গতি প্রতিরুদ্ধ ও ছত্রভঙ্গ হইল। ফরাশী শ্রমজীবীরা সর্ব্ব প্রথমেই ছত্রভঙ্গ হইল। ফরাশি-সেনানায়ক তাহাদিগকে এই বলিয়া উপদেশ দিলেন—বিদেশীয়দিগকে যথেচ্ছাচারের হস্ত হইতে উন্মুক্ত করার ভার স্বদেশীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তেই নিহিত আছে। তাহাতে হস্তক্ষেপ করা তোমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। তাহারা সেনানায়কের এই উপদেশের মর্ম্ম বুঝিল, আর তৎক্ষণাৎ দলভঙ্গ করিয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল। এইরূপে সেভয়-অভিযানের উদ্যম নিষ্ফল হইল।

ফরাশি গবর্ণমেণ্ট ইহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না। যে সকল নির্ব্বা-

সিত ব্যক্তি ছত্রভঙ্গ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁহাদিগের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। অনেকেই ধৃত হইলেন এবং শৃঙ্খলিত হস্তে ক্যালে নগরে আনীত ও ক্যালে হইতে ইংলণ্ডে প্রেরিত হইলেন।

যৎকালে চতুর্দ্দিক্—কারারোধ, পলায়ন, ভয়প্রদর্শন ও হতাশ্বাসতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, সেই ভীষণ সময়ে বর্সো গোপনে ম্যাট্‌সিনিকে বলিলেন যে তিনি তাঁহার কতিপয় সাধারণতন্ত্রী সহচর সমভিব্যাহারে সেই রাত্রিতেই কর্সিকা যাত্রা করিবেন স্থির করিয়াছেন এবং তথা হইতে অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য লইয়া ইতালীর মধ্যভাগের নির্ব্বাপ্যমান বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিবেন দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার ইচ্ছা যে তিনিও তাঁহাদিগের অনুগমন করেন। ম্যাট্‌সিনি তৎক্ষণাৎ ইহাতে সম্মত হইলেন। কিন্তু কর্সিকা যাত্রার বিষয় মাতুলের নিকট সম্পূর্ণরূপে অবিদিত রাখিলেন। কেবল যাইবার সময় তাঁহাকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়া গেলেন যে তিনি যেন তাঁহার কর্সিকা-যাত্রার জন্য বিশেষ ভীত না হন, আর এই ঘটনা যেন তাঁহার জনক জননীর গোচর না করেন।

তাঁহারা লিয়ন্‌স হইতে যাত্রা করিয়া অবিশ্রান্ত ভ্রমণের পর মার্সেলিস্ নগরে উপনীত হইলেন। মার্সেলিস্ হইতে টুলনে, এবং টুলন হইতে একখানি নিয়োপলিটান্ বাণিজ্য-অর্ণবযানে আরোহ করিয়া অত্যুচ্চ-তরঙ্গমালা-সমাকুলিত সাগরের উপর দিয়া ব্যাষ্টিয় নগরে উত্তীর্ণ হইলেন। বহু দিন জন্মভূমির মুখাবলোকন করিলে হৃদয়ে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপস্থিত হয়, আজ ম্যাট্‌সিনির হৃদয়ে সেই আনন্দ আবির্ভূত হইল। ইতালীয় মারুত হিল্লোলে তাঁহার মৃতপ্রায় দেহ আজ পুনরুজ্জীবিত হইল।

ফ্রান্সের অত্যাচারে ও ইতালীয় গবর্ণমেণ্টের অনবধানতা বশতঃ কর্সিকা যে কি শোচনীয় অবস্থায় আনীত হইয়াছিল তাহা ব্যক্ত-করা যায় না। তথাপি একথা অখণ্ডনীয় যে এই দ্বীপ আজও পর্য্যন্ত কি জল বায়ু, কি প্রাকৃতিক দৃশ্য, কি ভাষা, কি স্বদেশানু-

রাগ—সকল বিষয়েই প্রকৃত ইতালীয় ছিল। এই দ্বীপে ফ্রান্সের প্রভুত্ব শুদ্ধ শিবিরেই সন্নিবেশিত ছিল। ব্যাষ্টিয়া ও অ্যাজাসিয়ো নগরে বেতনভোগী কর্ম্মচারীর সংখ্যা অধিক হওয়াতে, সমুদায় কর্সিকার মধ্যে সেই নগরদ্বয়ই কেবল বেতনদাতা ফরাসী গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত ছিল। এতদ্ব্যতীত কর্সিকার আর সমস্ত অধিবাসীই অন্তরে আপনাদিগকে ইতালীয় বলিয়া মনে করিত এবং বাহিরেও তাহা ব্যক্ত করিতে পরাঙ্মুখ হইত না। সকলেই উৎসুক অন্তরে কেন্দ্রোত্থ বিগ্রহের পরিণাম অবলোকন করিতেছিল; এবং সকলেরই অন্তরের বলবতী ইচ্ছা যে এই দ্বীপ জননীর সহিত পুনঃসংযোজিত হয়।

ম্যাট্সিনি কর্সিকার মধ্যস্থলে যত দূর ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সর্ব্বত্র ফরাশিদিগের প্রতি প্রজ্বলিত বিদ্বেষ ও বৈরভাব অবলোকন করিয়াছিলেন।

এই দ্বীপের মধ্যস্থল পর্ব্বতমালা-সমাকুলিত। এই পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই সুদৃঢ়কায় বীর পুরুষ এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। ইহারা এই সময় রোমাগ্না প্রদেশের স্বাধীনতা-সমরে অবতীর্ণ হইবে সঙ্কল্প করিতেছিল; সুতরাং তাহারা ম্যাট্সিনি প্রভৃতিকে পাইয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে আপনাদিগের অধিনায়কত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিল। এই প্রভুপরায়ণ, আতিথেয়, পার্ব্বতীয় জাতি সাধারণতঃ স্বাধীনপ্রকৃতি, স্ত্রীজাতি বিষয়ে অতিশয় ঈর্ষাপরতন্ত্র; সাম্যপ্রিয় এবং বিদেশীয়দিগের প্রতি সন্দিগ্ধচিত্ত। কিন্তু ইহারা যখন জানিতে পারে যে বিদেশীয়দিগের নিকট কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, যখন জানিতে পারে যে বিদেশীয়েরা তাহাদিগের সহিত সমভাবে ব্যবহার করিতেছেন, যখন জানিতে পারে যে—যেমন সভ্যতাভিমানী ব্যক্তিরা অসভ্য ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করেন—বিদেশীয়েরা তাহাদিগের সহিত সে ভাবে কথোপকথন করিতেছেন না, তখন তাহারা প্রাণ দিয়াও তাঁহাদিগের সাহায্য করিবে। ইহারা অতিশয় প্রতিহিংসা-প্রিয়, কিন্তু বরং নিজের প্রাণ

বিসর্জ্জন করিবে, তথাপি গুপ্তভাবে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবে না।

নিয়োপলিটান্ নির্ব্বাসিতেরাই সর্ব্বপ্রথমে কর্সিকায় কার্ব্বোন্যারিজম্ প্রচারিত করেন। সেই অবধি কার্ব্বোন্যারিজম্ তথায় একটী ধর্ম্মের ন্যায় অনুসৃত হইত। যাহারা পরস্পরের সহিত চিরশত্রুতাপাশে সম্বদ্ধ তাহারাও এই নূতন ধর্ম্মের বলে, পরস্পরের মিত্র হইয়া উঠিল। এই নূতন ধর্ম্মের বলে সকলেই যেন স্বদেশের উদ্ধাররূপ মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানোৎসাহে মাতিয়া উঠিল।

এইরূপ সঙ্কল্প হইল যে, যে তিনসহস্র কর্সিকান্ অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে, তাহার অধিনায়ক হইয়া ম্যাট্‌সিনি ও তৎসহচরবর্গ সাগর পার হইয়া ইতালীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবেন। কিন্তু তাঁহাদিগের হস্তে তৎকালে এমন অর্থ ছিল না, যে তাঁহারা তরণোপযোগী যান ভাড়া করেন—বা যে সকল দীন দ্বীপবাসী তাঁহাদিগের সহিত সমরসাগরে অবতীর্ণ হইতেছে, তাহাদিগের অসহায় পরিবারবর্গের জন্য কিছু রাখিয়া যান। অনেকেরই নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করা হইল, অনেকেই অর্থসাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিলেন, কিন্তু কেহই সে অঙ্গীকার কার্য্যে পরিণত করিলেন না। অবশেষে বলগ্‌নার প্রোভিসনল্ গবর্ণমেণ্টের নিকট অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য প্রার্থনা করা হইল। কিন্তু সেই গবর্ণমেণ্ট আপনার দীনতা ও ভীরুতা গোপন করিয়া এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে—যাহারা আপনাদিগের স্বাধীনতা প্রার্থনা করে, তাহাদিগের স্বদেহের বিনিময়ে তাহা ক্রয় করা উচিত।

এই বিলম্ব নিবন্ধন যে যে ইতালীয় প্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল সেই সেই প্রদেশের অধীশ্বরেরা অষ্ট্রিয়ার সাহায্যে স্ব স্ব রাজ্যে শান্তি পুনঃসংস্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন।

ম্যাট্‌সিনি ভগ্ন মনে ও রিক্ত হস্তে কর্সিকা পরিত্যাগপূর্ব্বক মার্সেলিসে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার মাতুলও তাঁহার জনক জননীর নামে তাঁহাকে তথায় প্রত্যাগত হইতে বার বার অনুরোধ করিতেছিলেন।

ম্যাট্‌সিনি মার্সেলিসে প্রত্যাগত হইয়া "নব্য ইতালী" নামক চিরাভিলষিত সভার অধিষ্ঠাপনের সঙ্কল্প পুনর্গ্রহণ করিলেন।

এই সময় মডেনা, পার্মা, এবং রোম্যাগ্‌নার নির্ব্বাসিত ব্যক্তিগণ সকলেই আসিয়া মার্সেলিসে একত্রিত হইলেন। তাঁহাদিগের সংখ্যা ক্রমে এক সহস্রে পরিণত হইল। তাঁহাদিগের অধিনায়কগণের সহিত ম্যাট্‌সিনির পরিচয় হইল। স্বদেশানুরাগ ইহাঁদিগের ধমনীমণ্ডলে প্রবল-বেগে রুধিরস্রোত প্রবাহিত করিতেছিল। যে যে ভ্রমবশতঃ ইতালী-উদ্ধারের পূর্ব্বোদ্যম সকল এত দিন বিফল হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহারা ম্যাট্‌সিনির সহিত স্থির সঙ্কল্প করিলেন যে ভবিষ্যতে তাঁহারা কখন এরূপ ভ্রমের অধীন হইবেন না।

তাঁহারা সকলেই ম্যাট্‌সিনির সহিত পবিত্রতম বন্ধুত্বসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইলেন। এই সম্বন্ধ—লক্ষ্যের একতা, সুখ দুঃখের সহভাগিতা, বিদেশে সহবাস প্রভৃতি কারণে ক্রমেই ঘনীভূত হইতে লাগিল। তাঁহারা এক্ষণে পরস্পর যে শৃঙ্খলে সংবদ্ধ হইলেন, মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুতেই সে শৃঙ্খল ভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই।

ম্যাট্‌সিনি "নব্য ইতালী" নামক তদীয় অভীপ্সিত সভার নিয়মাবলী প্রস্তুত করিলেন; এবং জেনোয়াস্থিত তদীয় বন্ধুবর্গের নিকট নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

ইত্যবসরে, সেই বৎসরের এপ্রিল মাসে কার্লোফেলিসের মৃত্যু হওয়ায়, ১৮২১ খৃষ্টাব্দের কার্ব্বোন্যারো ষড়যন্ত্রী—চারল্‌স অ্যাল্‌বার্ট সার্ডিনিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। চারল্‌সের সিংহাসনাধিরোহণে অনেক দুর্ব্বলপ্রকৃতি লোকের মনে প্রবল আশা জন্মিল যে ষড়যন্ত্রী রাজকুমার রাজসিংহাসনে আসীন হইয়া এক্ষণে অবশ্যই স্বাভিপ্রেত সকল কার্য্যে পরিণত করিবেন। কিন্তু তাহারা জানিত না যে তাহাদিগের রাজকুমার কখন কোন হৃদ্গত শুভকর ভাবের উন্মাদকরী উত্তেজনায় সঞ্চালিত হন নাই—দুর্দ্দমনীয় দুরাকাঙ্ক্ষা-বৃত্তির অনুসরণই তাঁহার সমস্ত কার্য্যের লক্ষ্য ছিল। তাহারা জানিত না যে তাহা-

দিগের রাজকুমার তৎকালে কার্ব্বোন্যারো ষড়যন্ত্রে নির্লিপ্ত ছিলেন, তখন তাঁহার হারাইবার কিছুই ছিল না; কিন্তু এক্ষণে তিনি একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বর; সুতরাং ষড়যন্ত্রে কৃতকার্য্য না হইলে তিনি অনিশ্চিত মহত্তর সিংহাসনের জন্য নিশ্চিত ক্ষুদ্রতর সিংহাসন হারাইবেন। এরূপ বীরোচিত সাহসিকতায় প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার ন্যায় ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তির কার্য্য নহে।

চারল্‌স অ্যালবার্ট—কার্ব্বোন্যারো ষড়যন্ত্রী—সার্ডিনিয়ার বর্ত্তমান অধীশ্বর—ইতালীর উদ্ধারব্রতে অবশ্যই ব্রতী হইবেন এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ইতালীর অধিকাংশ অধিবাসীর চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। এই অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ম্যাট্‌সিনির ইতালীস্থ বন্ধুবান্ধবেরা সকলেই বলিয়া পাঠাইলেন—যে তাঁহার সঙ্কল্প উৎকৃষ্ট হইলেও এক্ষণে অনাবশ্যক ও অসাময়িক; যে যত দিন না সার্ডিনিয়ার নূতন রাজা তাঁহাদিগের চিরলালিত আশালতার উন্মূলন করিতেছেন, তত দিন তাঁহারা কেহই এ ব্যাপারে যোগ দিতে পারিতেছেন না।

ম্যাট্‌সিনি এ উত্তরে হতাশ্বাস হইলেন না। তিনি বুঝিলেন যে যত দিন না তাঁহারা সেই মুগ্ধ আশ্বাসে বঞ্চিত হইবেন তত দিন তাঁহাকে তাঁহাদিগের সহকারিতায় বঞ্চিত থাকিতে হইবে। কিন্তু তিনি জানিতেন তাঁহাদিগকে সেই মুগ্ধ আশ্বাসে বঞ্চিত করিতে অধিক আয়োজন প্রয়োজন হইবে না; সংবাদপত্র যোগে চারল্‌স অ্যালবার্টকে একখানি পত্র লিখিলেই তাঁহার সমস্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়া পড়িবে।

ম্যাট্‌সিনি চারল্‌স অ্যালবার্টকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকটিত হইল—

"১৮২১ খৃষ্টাব্দের কার্ব্বোন্যারো ষড়যন্ত্রী রাজকুমার চারল্‌স অ্যাল্‌বার্টের সার্ডিনিয়ার সিংহাসনাধিরোহণে ইতালীর অধিবাসিমাত্রেরই অন্তরে এই আশার সঞ্চার হইয়াছে—যে রাজকুমার ১৮২১ খৃষ্টাব্দে যে সকল প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হন এবং তৎকালে অসমতা বশতঃ যে সকল প্রতিজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হন, এক্ষণে রাজসিংহাসনে

আরূঢ় হইয়া অবশ্যই সে সকল প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিবেন। ইতালীর অধিবাসীরা আহ্লাদপূর্ব্বক ইহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছে—তিনি সেই সময় সহচরবৃন্দকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়া যে গুরুতর ভ্রমে পতিত হন তাহা অবস্থাজনিত—নিজের ইচ্ছা-জনিত নহে। ইয়ুরোপে এমন হৃদয় নাই যাহার শিরাসমূহে আপনার সিংহাসনাধিরোহণ-সংবাদ-শ্রবণে প্রবলতররূপে রুধিরস্রোত প্রবাহিত হয় নাই; ইয়ুরোপে এমন নেত্র নাই, যাহা এই নবজীবনে প্রবর্ত্তিত আপনার কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত আপনার উপর পতিত হয় নাই।

রাজন্! আপনার সম্মুখ-জীবন-ক্ষেত্র সঙ্কটাপন্ন। ইয়ুরোপ এক্ষণে দুই দলে বিভক্ত হইয়াছে। অধিকার ও ক্ষমতা—কার্য্য-প্রবণতা ও স্থিতিপ্রবণতা লইয়া চতুর্দ্দিকে ঘোরতর সমর উপস্থিত হইয়াছে। এক দিকে রাজবৃন্দ বহু দিন হইতে যে সকল অধিকার ও ক্ষমতা উপভোগ করিয়া আসিতেছেন তাহা পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক—অন্য দিকে প্রজাসাধারণ, যে সকল প্রকৃতিদত্ত অধিকার সকল হইতে এত দিন বঞ্চিত ছিল, তাহাদিগের পুনরুদ্ধারে দৃঢ়সঙ্কল্প। তর্ক বিতর্কের সময় অতীত হইয়াছে। এক্ষণে—হয় সমর, নয় প্রজাদিগের অধিকার প্রত্যর্পণ—এই দুই বিকল্পের মধ্যে যেটী ইচ্ছা আপনি অবলম্বন করিতে পারেন। প্রজারা বরং সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে, তথাপি তাহাদিগের প্রকৃতিলব্ধ অধিকার সকলের একটীরও পুনরুদ্ধারে পরাঙ্মুখ হইবে না।

রাজন্! এক্ষণে দুইটী পথ আপনার সম্মুখে উন্মুক্ত আছে। আপনি ইচ্ছা করিলে বল ও ভয় প্রদর্শন দ্বারা প্রজাদিগকে করায়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে প্রার্থিত অধিকার সকল প্রজাদিগকে প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগের অনুবর্ত্তন করিতে পারেন। কিন্তু প্রথম পথের অনুসরণে অসংখ্য বিপদ্—অসংখ্য বিঘ্ন। রক্তের পরিবর্ত্তে রক্ত—প্রজাদিগের শরীর হইতে এক বিন্দু রক্তপাত করিবেন, কি তৎক্ষণাৎ আপনার শরীর হইতে দুই বিন্দু রক্ত পতিত হইবে।

এক জন প্রজার প্রাণবধ করিবেন, কি ষড়যন্ত্রীর নিষ্কোশিত অসি প্রচণ্ডতর হইয়া উঠিবে। যদি দ্বিতীয় পথের অনুসরণ করিতে চা'ন, তাহা হইলে—বিচারক ও শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্তন, করের যথাযথ নির্দ্ধারণ ও বিনিয়োগ, দণ্ডবিধির কাঠিন্য সংযমন, এবং শাসনকার্য্যের অত্যাচার সকল নিবারণ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা আপনার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে এরূপ মনে করিবেন না। শাসনপ্রণালী অপরিবর্ত্তনীয় ভিত্তির উপর সংন্যস্ত না হইলে, রাজা ও প্রজা একটী দুশ্ছেদ্য সন্ধিসূত্রে সম্বদ্ধ না হইলে, রাজ্যের শাসনকার্য্যে প্রজাদিগের অলঙ্ঘ্য ক্ষমতা ও অধিকার আছে স্পষ্টাক্ষরে তাহা ব্যক্ত না করিলে—আপনার সে অভীষ্টসিদ্ধির কোন আশা নাই।

রাজন্! অতঃপর প্রজাদিগের প্রতি আপনার এরূপ ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে তাহারা আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া মনে করে। আংশিক সংস্কার যথেচ্ছাচারের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইবে। যতদিন অযথাচারী রাজকর্ম্মচারিদিগের মধ্যে কে দোষী ও কে নির্দ্দোষী তাহার নির্ব্বাচন-ক্ষমতা প্রজাদিগের হস্তে সন্ন্যস্ত না হইতেছে, যতদিন প্রজা-সাধারণ রাজদণ্ডের ঔচিত্যানৌচিত্য নির্ণয় করিবার অধিকারে বঞ্চিত থাকিবে, ততদিন অনুপযুক্ত কর্ম্মচারীর কর্ম্মচ্যুতিতে ও প্রজাদিগের হৃদয় প্রশান্ত হইবে না; তাহারা এরূপ কার্য্যকে যথেচ্ছাচারের আর একটী অঙ্গ বলিয়া মনে করিবে। দণ্ডপ্রণালীর অবৈষম্য ও বিচারের প্রকাশ্যতা—প্রজা-রঞ্জনার্থ এই দুইটী বিষয় সর্ব্বথা অপরিহার্য্য।

রাজন্! অল্প স্বাধিকার ত্যাগে আর প্রজাদিগকে প্রশান্ত করিতে পারিতেছেন না। মানবজাতির যে সকল প্রকৃতিসিদ্ধ অধিকারে তাহারা এতদিন বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে, সেই সমস্তেরই পুনরুদ্ধারসাধন এক্ষণে তাহাদিগের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা রাজকীয় বিধির অধীন হইতে প্রস্তুত আছে—কিন্তু তদ্বিনিময়ে তাহারা ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বাধীনতা এবং জাতীয় একতা চায়। তাহারা এক্ষণে বিভক্ত, বিচ্ছিন্নাঙ্গ এবং উৎপীড়িত; তাহাদিগের এক্ষণে

জাতীয় নাম বা জাতীয় অস্তিত্ব নাই। বিদেশীয়েরা তাহাদিগকে দাসজাতি বলিয়া পরিহাস ও ঘৃণা করিয়া থাকে। তাহারা দেখিতে পায় যে স্বাধীন দেশের লোক এ দেশ দর্শন করিতে আসিয়া ইহাকে মৃত মহাত্মাদিগের জন্মভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তাহারা দাসত্ব-হলাহলে উদর পরিপূরিত করিয়াছে আর তাহারা পারে না—এক্ষণে তাহাদিগের দৃঢ় সঙ্কল্প যে এ হলাহল তাহারা স্পর্শও করিবে না।

রাজন্! ইতালীর প্রদেশমাত্রই যে অষ্ট্রিয়ার বিদ্বেষী তাহা বোধ হয় আপনার অবিদিত নাই। আপনি জাতীয় স্বাধীনতার জন্য অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিলে যে ইতালীর প্রদেশমাত্রেরই সহানুভূতি ও সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন তাহা বোধ হয় আপনি অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। এই নূতন পথ আপনার সম্মুখে উন্মুক্ত রহিয়াছে। আপনি এই নূতন পথে অগ্রসর হউন্—প্রজাসাধারণের উপর নির্ভর করুন্—দেখিবেন ফ্রান্স বা অষ্ট্রিয়া অপেক্ষা তাহারা আপনার অবিচলিত ও অসন্দিগ্ধ মিত্রের কার্য্য করিবে। রাজন্! আমি যে রাজমুকুটের কথা বলিতেছি—তাহা পিড্‌মণ্টের মুকুট অপেক্ষা সহস্র গুণে উজ্জ্বলতর ও মহত্তর। এই মুকুট মস্তকে ধারণ করার ভাব মনে আনিতে যে ব্যক্তির সাহস আছে, যে ব্যক্তি এই ভাব কার্য্যে পরিণত করিতে প্রাণ বিসর্জ্জনেও প্রস্তুত আছে, যে ব্যক্তির ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এতদূর বলবতী যে সে এই মুকুটমণি হইতে সমুত্থিত কিরণমালা নিজ পাপে ও অত্যাচারে কলুষিত করিবে না, এই মুকুট—এই দেবদুর্লভ মুকুট—সেই মহাত্মারই শিরোভূষণ হইবে।

রাজন্! আপনি যদি এই ইতালীয় জাতীয় স্বাধীনতা-সমরের অধিনায়ক না হন, তাহা হইলে ইহাকে কিছুদিন বিলম্বিত করিবেন মাত্র, কখনই একেবারে নিবারিত করিতে পারিবেন না। বিধাতা ইতালীয় জাতির ললাটে ভাবী স্বাধীনতা অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন বিধাতার লেখন কে খণ্ডন করে? 'আপনি যদি ইহা না করেন, অপরে করিবে; তাহারা আপনার অভাবেও ইহা করিবে, অধিক কি আপনার বিরুদ্ধেও করিবে।'

রাজন্‌! আপনার সিংহাসনাধিরোহণে সাধারণ আনন্দ ও সাধারণ উৎসাহ দেখিয়া আপনি ভ্রান্ত হইবেন না। আপনি অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন এই আনন্দ ও এই উৎসাহের মূল কি? প্রজাসাধারণ আপনাকে তাহাদিগের সমস্ত আশা ও সমস্ত উচ্চাভিলাষের প্রতিভূ বলিয়া মনে করে এবং আপনার নাম স্মরণ মাত্র তাহাদিগের মনে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ষড়যন্ত্রী রাজকুমারের কথা সমুদিত হয়।

রাজন্‌! আমি আপনাকে ভূতার্থ বিদিত করিলাম। স্বাধীনতা-পক্ষপাতী প্রজাবৃন্দ আপনার কার্য্যাবলীতে এই পত্রের উত্তর প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া রহিল। সে উত্তর যাহাই হউক, ইহা নিশ্চিত জানিবেন যে ভবিষ্যৎ পুরুষ আপনাকে হয় মহত্তম পুরুষ—নয় ইতালীর শেষ প্রজাদ্রোহী রাজা—বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। এক্ষণে আপনার যথা-ভিরুচি।"

চারল্‌স অ্যাল্‌বার্টের প্রতি লিখিত এই পত্রখানি ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে পারিসে পুনর্মুদ্রিত হয়। সেই পত্রখানির প্রথমে প্রকাশকের প্রতি লেখকের নিম্নলিখিত উক্তিনিচয় সন্নিবেশিত হয়।

"লণ্ডন, এপ্রিল ২৭, ১৮৪৭।

"মহাশয়!

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে আমি রাজা চারল্‌স অ্যাল্‌বার্টকে যে পত্রখানি লিখি, তাহার পুনর্মুদ্রাঙ্কনের জন্য আপনি আমার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। তদুত্তরে আমি এই মাত্র বলিতেছি—যে সেই সময় হইতে আমি যাহা কিছু লিখিয়াছি বা যাহা কিছু প্রকাশ করিয়াছি, তৎসমস্তই সাধারণের সম্পত্তি। যিনি ইচ্ছা করেন, তিনিই যে কোনও প্রকারে সেই সমস্তের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন; তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।

" কিন্তু আমি ইচ্ছা করি না যে এই অনুমোদন পরামর্শ বা উপদেশ রূপে গৃহীত হয়। অনুগ্রহপূর্ব্বক এই বিষয়টীতে সাবধান হইবেন, তাহা হইলেই আমি পরিতৃপ্ত হইব।

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে রাজা প্রিন্স বা পোপ দ্বারা, কি বর্ত্তমানে কি ভবিষ্যতে, ইতালীর উদ্ধার সাধন হইবে না।

"ইতালীর বিচ্ছিন্ন প্রদেশ সকলকে একত্রিত করা, বিদেশীয় অধীনতা হইতে ইতালীকে উন্মুক্ত করা—সামান্য রাজার কার্য্য নহে। এরূপ রাজার অসাধারণ প্রতিভা চাই, নেপোলিয়নের ন্যায় তেজস্বিনী কার্য্যপ্রবণতা চাই এবং অসামান্য ধর্ম্মপ্রবণতা চাই। অসাধারণ প্রতিভা—যদ্দ্বারা এই গুরুতর ব্যাপারের ভাব মনে অঙ্কিত করিতে পারা যায়—যদ্দ্বারা জয়লাভের সহিত অনিবার্য্য রূপে সংশ্লিষ্ট কর্ত্তব্য-নিচয়ের জ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারা যায়। নেপোলিয়নের ন্যায় তেজস্বিনী কার্য্য-প্রবণতা—সঙ্কল্পিত গুরুতর কার্য্যের অনিবার্য্য সহচর বিপদ্‌পরম্পরার সম্মুখীন হইবার জন্য ইহার প্রয়োজন নহে,—কারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট সে বিপদের সংখ্যা অতি অল্পই হইবে;—কিন্তু সর্ব্ব-প্রকার পারিবারিক বন্ধন ও সর্ব্বপ্রকার সন্ধিবন্ধন ছেদনের জন্য,—রাজকীয় জীবনের যে সকল অভ্যাস ও আবশ্যকতা প্রজাদিগের অভ্যাস ও আবশ্যকতা হইতে স্বতন্ত্র ও দূরবিক্ষিপ্ত তাহাদিগের মূলোৎপাটনের জন্য,—ধূর্ত্ত ও ভীত মন্ত্রিদলের বাক্‌জাল ও কূট মন্ত্রজাল হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার জন্য। অসামান্য ধর্ম্মপ্রবণতা—যদ্দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক এতা-বৎকালভুক্ত অধিকার-নিচয়ের অন্ততঃ কিয়দংশও পরিত্যাগ করিতে পারা যায়। প্রজাদিগের অধিকার প্রজাদিগকে ফিরাইয়া না দিলে তাহারা সমরে ধন ও প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কখনই প্রস্তুত হইবে না।

"যে সকল মহীপাল এক্ষণে পৃথিবী শাসন করিতেছেন, তাঁহা-দিগের কেহই এ সমস্ত গুণের আধার নহেন। তাঁহাদিগের শিক্ষা, তাঁহাদিগের স্বভাব, এবং প্রজাদিগের প্রতি তাঁহাদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ অবিশ্বাস—তাঁহাদিগকে এ সমস্ত রাজোচিত গুণে চিরবঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। বুঝি বিধাতা প্রজাদিগের সম্মুখে স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত

করিবার জন্য—রাজাদিগকে এই সমস্ত রাজোচিত গুণে ভূষিত করেন নাই। যখন আমি রাজা চার্লসকে পত্রখানি লিখি তখনও আমার এইরূপ বিশ্বাস ছিল, এখনও সেইরূপ বিশ্বাস আছে। চারল্‌স আল্‌বার্ট যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার পূর্ণ যৌবন; ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের গভীরতর প্রতিজ্ঞা সকল তখনও তাঁহার স্মৃতিতে দেদীপ্যমান,—বিদ্রোহী প্রজাবৃন্দের আর্ত্তনাদ তখনও তাঁহার শ্রুতিতে বিরাজমান,—তিনি প্রজাসাধারণকে অষ্ট্রিয়ার দাসত্বশৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করিবেন এই আশায় ও উৎসাহে প্রজাদিগের যে হৃদয়তন্ত্রী এক দিন বাজিয়া উঠিয়াছিল—তাহার প্রতিঘাতে তখনও তদীয় হৃদয়তন্ত্রী তাড্যমান। ইহাতেও তিনি ইতালীয়দিগের অভাব ও ইচ্ছা কি, তাহা জানিলেন না—ইহাতেও তিনি প্রজাদিগের প্রতি কর্ত্তব্য কি, তাহা বুঝিলেন না।

"ইতালীয়েরা তাঁহার উপর যে প্রকাণ্ড আশাসৌধ নির্ম্মিত করিয়াছিল, আমি তাঁহার নিকট তাহা বিদিত করিয়াছিলাম মাত্র; সে সৌধ নির্ম্মাণে আমার কোন অংশ ছিল না।

"আপনি যদি মল্লিখিত সেই পত্রখানি পুনঃপ্রকাশিত করেন, তাহা হইলে—ফ্রান্সে যাঁহারা আপনাদিগকে নবদলের স্রষ্টা ও অধিনায়ক বলিয়া পরিচয় দিতেছেন এবং নিয়মতন্ত্র রাজত্বের পক্ষপাতী বলিয়া আপনাদিগের গৌরব করিতেছেন—তাঁহারা অন্ততঃ বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহাদিগের এই দল নূতন দল নহে—ষোড়শ বৎসর পূর্ব্বে ইতালীয়দিগের মধ্যে যে জাতীয় দল সংস্থাপিত হয় ইহা তাহার প্রতিবিম্ব মাত্র; এবং তাঁহারা যে মত নূতন বলিয়া জগতে ঘোষণা করিতেছেন সে মত সেই জাতীয় দলের মতের ছায়া মাত্র; জাতীয় দল অনেক বৎসরের প্রবঞ্চনার পর—অজস্র ভ্রাতৃরুধির পতনের পর—যে মত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ইহা সেই মতের অনুকরণ মাত্র। ইতালীয়েরা অসংখ্য বিপদ্-পাতের পর,—বহু দিনের পরীক্ষার পর,—এই সত্য জানিতে পারিয়াছেন যে—

তাঁহাদিগের সমস্ত আশা ও সমস্ত ভরসা তাঁহাদিগের নিজের উপর ও ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতেছে।

আপনার

জোসেফ্ ম্যাট্সিনি।”

চারল্স আল্বার্টের প্রতি লিখিত পত্রখানি সর্ব্বপ্রথমে মার্সেলিসে প্রকাশিত হইল। সার্ডিনিয়ার যে যে অধিবাসীকে ম্যাট্সিনি নামতঃ চিনিতেন, ইহার এক এক খণ্ড ডাকযোগে তাঁহাদিগের নিকট প্রেরিত হইল। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় ডাকের চিঠী খোলার পদ্ধতি তখন সাধারণ নিয়মে পরিণত হয় নাই। তথাপি কি প্রকারে ইহার দুই চারিটী গুপ্ত মুদ্রাঙ্কন সম্পাদিত হইল। এইরূপে অনতিকালমধ্যেই ইহা ইয়ূরোপের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। রাজা চারল্স ইহার এক খণ্ড প্রাপ্ত হইলেন এবং পাঠও করিলেন।

অমনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সার্ডিনিয়ার সীমাস্থিত কর্ম্মচারিগণের প্রতি এই সার্কুলার জারী হইল যে—‘ম্যাট্সিনি নামক কোন নির্ব্বাসিত ইতালীয়, যদি ইতালী প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তাহাকে যেন তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হয়’।

যাহা হউক এই পত্র প্রচারিত হইলে, ইতালীর যুবকসম্প্রদায় উৎসাহে মাতিয়া উঠিলেন। ম্যাট্সিনি মার্সেলিসে বসিয়া ইতালীর একতাসমর্থক যে স্বর মুখ হইতে সমুদ্গীরিত করিলেন, সেই স্বরের প্রতিঘাতে ইতালীর যুবকসম্প্রদায়ের নিদ্রিতপ্রায় হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল এবং সেই বাদ্যে তাঁহাদিগের হৃদয়ের নিদ্রিত বা অননুভূত হৃদয়াবেগের অতিশয় প্রাবল্য হইয়া উঠিল। ম্যাট্সিনি এই ভাবী শুভসূচনা সাহ্লাদে শিরোধার্য্য করিলেন। ম্যাট্সিনির অসমসাহসিকতা এই প্রথম উৎসাহ পাইল।

যদিও যুগে যুগে ইতালীর পুরুষশ্রেষ্ঠগণের মুখ হইতে ইতালীর ভাবী একতা সূচক ভবিষ্যদ্বাণী সমুদ্গীরিত হইয়াছে, তথাপি বর্ত্তমান

রাজমন্ত্রণা-তত্ত্ববিদেরা ইহাকে কার্য্যবিষয়িণী রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন না এবং ইহাকে অসম্ভবপ্রলাপীর উক্তি বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন; ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিলেও করা যাইতে পারে, ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন না। ইতালীর স্বাধীন প্রদেশ সকলকে এক সন্ধিসূত্রে সম্বদ্ধ করা ভিন্ন অন্য কোন একতার ভাব তাঁহারা মনে ধারণা করিতে পারেন না।

তাঁহাদিগের চিন্তা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লইয়া যতদূর ব্যাপৃত ছিল, জাতীয় স্বাধীনতা লইয়া ততদূর ব্যাপৃত ছিল না। কিন্তু যে দেশ জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে অসমর্থ, সে দেশে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কিরূপে সংরক্ষিত হইতে পারে?

যাহা হউক ইতালীর প্রজাসাধারণ—চারল্‌স আল্‌বার্ট সম্বন্ধে যে সকল ভ্রমে পতিত হন, তদীয় রাজত্বের প্রথম কার্য্য দ্বারাই সে সকল ভ্রমের অপনয়ন হয়। যে সকল লোক ১৮২১ খৃঃ তদুদ্ভাবিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে নির্ব্বাসিত হন, চারল্‌স রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাঁহাদিগের স্বদেশে প্রত্যানয়ন আবশ্যক বলিয়া মনে করিলেন না। তাঁহাদিগের অধিকাংশই বোধ হয় তৎপ্ররোচনা ব্যতীত কখন এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে কতকগুলি আবার চারল্‌সের প্রিয় সহচর ছিলেন; তথাপি তাঁহাদিগের স্বদেশে প্রত্যানয়ন বিষয়ে চারল্‌স একবারও ভাবিলেন না।

ম্যাট্‌সিনি এই ঘটনানিচয়ের অন্তর্নিহিত গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন। এই সকল শুভ চিহ্ন ইতালীর ভাবী স্বাধীনতা-সূচক তাহাও তিনি বুঝিলেন। তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে চতুর্দ্দিকস্থ ঘটনাবলীর প্রতি সাবধান দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং কি প্রণালীতে কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে তদ্বিষয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

এই সময় কার্লো বিয়াঙ্কো—যাঁহার সহিত ম্যাট্‌সিনি তৎকালে মার্সেলিসে সহবাস করিতেছিলেন—অ্যাপোফেসিমিনিস্‌ নামক একটী গুপ্ত সমাজের অস্তিত্বের বিষয় ম্যাট্‌সিনিকে বিদিত করিলেন। ইহাকে একপ্রকার সৈনিক সভাও বলা যাইতে পারে। ইহার সভ্যদিগের

নিকট হইতে শপথ গৃহীত হইত ও তাঁহাদিগকে পরস্পর-পরিচায়ক সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রদত্ত হইত। ইহাঁদিগের মধ্যে পদ ও পদের ক্রমারোহণও প্রচলিত ছিল; এবং ইহাঁদিগের মধ্যে এরূপ কঠিন শাসন প্রচলিত ছিল যে, সে কঠিন শাসনে হৃদয়ের উৎসাহ ও একাগ্রতার উৎস পর্য্যন্তও বিশুষ্ক হইয়া যাইত। অধিকন্তু এই সমাজ কোন সুদৃঢ় নৈতিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত ছিল না।

কিন্তু ম্যাট্সিনির সমাজবন্ধনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। সুশিক্ষা বিধান ও বিদ্রোহের বীজ বপন—এ দুইটীই তাঁহার সমাজবন্ধনের [illegible] ছিল। চিন্তা ও কার্য্যের সামঞ্জস্য বিধানই তাঁহার প্রবলতর হৃদয়ের ভাবের বিষয় ছিল। বিশেষতঃ কেন্দ্রোত্থ বিদ্রোহের পতনে তাঁহার মনে এই দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, যে সকল সমাজ দ্বারা সেই বিদ্রোহ-নিয়মিত ও সঞ্চালিত হইয়াছিল, সে সকলের মধ্যে অবশ্যই স[illegible]তার পূর্ণ অভাব বর্ত্তমান ছিল। এই জন্য তিনি নূতন লোক লইয়া তাঁহার সমাজ গঠিত করিবেন স্থির করিলেন।

ইতালীকে স্বাধীন করা তাঁহার সমাজবন্ধনের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু ইতালীর মহত্ত্ব ও ক্ষমতা পরিবর্দ্ধিত করা—ইতালীকে তাহার অতীত কীর্ত্তি-নিচয়ের উপযোগিনী করা এবং ইতালীর হৃদয়ে তাহার ভাবী কর্ত্তব্যনিচয়ের ভাব দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করা—তাঁহার সমাজবন্ধনের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ম্যাট্সিনির এই উচ্চতম মতসকল ইতালীর তৎকাল-প্রচলিত সাধারণ মত-সকলের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল।

ইতালী সকল বিষয়েই ফ্রান্সের মুখ চাহিয়া থাকিত। ইতালীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রদেশগুলিকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করা এবং ইতালীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রদেশগুলির স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থোন্নতি করাই—ইতালীয় সাধারণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সমস্ত ইতালীকে এক শাসনের অধীন করা, সমস্ত ইতালীকে এক শিক্ষাপ্রণালীতে দীক্ষিত করা, সমস্ত ইতালীকে এক নৈতিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করা, সমস্ত ইতালীকে এক জাতিতে পরিণত করা—এ সমস্ত ইতালীয় সাধারণের বুদ্ধি ও

চিন্তার অতীত ছিল। ইহাদিগের কোন উচ্চ নৈতিক আদর্শ ছিল না। অধিক কি বর্ত্তমান অসহ্য ক্লেশরাশি হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাহারা যে কোনপ্রকার শাসনপ্রণালীর এবং যে কোনও লোকের অধীন হইতে প্রস্তুত ছিল।

ইতালী যে পর-সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ং স্বাধীনতা সমরে অবতীর্ণ হইতে সমর্থ—এ ভাব কেবল ম্যাট্‌সিনিরই অন্তরে সর্ব্বপ্রথমে আবির্ভূত হয়। ম্যাট্‌সিনির অবিচলিত বিশ্বাস ছিল যে—

আত্ম-নির্ভর-পর না হইলে কোন জাতিই স্বাধীন হইতে পারে না।

এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ফরাশি গবর্ণমেণ্টের জঘন্য অনুবর্ত্তিতা হইতে স্বদেশকে উন্মুক্ত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

ম্যাট্‌সিনি জানিতেন যে—ইতালীয় হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বার্থপরতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সেই সিংহাসনে "নিরভিসন্ধি আত্মত্যাগ" রূপদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে তাঁহার সঙ্কল্পসিদ্ধির কোন আশা নাই। তিনি জানিতেন যে নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ব্যতিরেকে ইতালীয়েরা কখনই বিজয়মার্গে অগ্রসর হইতে পারিবে না। তিনি জানিতেন যে অবিচ্ছিন্ন আত্মত্যাগ ব্যতিরেকে ইতালীয়েরা বিজয়ী হইয়াও বহু দিন আত্মগৌরব রক্ষণে সমর্থ হইবে না।

কার্ব্বোন্যারিজম্ সম্প্রদায় ম্যাট্‌সিনির নিকট এই সকল গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনের সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলিয়া প্রতীত হইল। অষ্টাদশ লুই এবং দশম চারল্‌সের রাজত্বকালে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত সমদর্শী সমাজের ন্যায়, ইহার লক্ষ্য এত অনির্দ্দিষ্ট ছিল যে তাহা কার্য্যে পরিণত করা সুকঠিন। অটল বিশ্বাস ও নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ব্যতিরেকে কখনই একতা সম্পাদিত হয় না, এবং একতা ব্যতিরেকেও কখন মহতী অবদান-পরম্পরা সংসাধিত হইতে পারে না।

যৎকালে দুর্দ্দান্ত নেপোলিয়ন্ ইয়ুরোপের ভস্মরাশির উপর প্রকাণ্ড একতাসৌধ নির্ম্মাণ করেন, যৎকালে ইয়ুরোপে এক দিকে ভাবী শুভের

বলবতী আশা যুবক হৃদয়কে এবং অন্য দিকে দুর্দ্দমনীয় সর্ব্বগ্রাসকরী বৃত্তি বৃদ্ধ-সৈনিক-হৃদয়কে আন্দোলিত করিতেছিল, যৎকালে এক দিকে প্রজারা দূর হইতে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবী রাজ্যের মোহন মূর্ত্তির ছায়া মাত্র অবলোকন করিয়া আনন্দে পুলকিত হইতেছিল, ও অন্য দিকে গবর্ণমেণ্ট অতীত ঘটনাবলীর নিদর্শন দেখাইয়া পূর্ব্বপ্রচলিত অত্যাচার সকল পুনরাবির্ভূত করিতে চেষ্টা করিতেছিল, সেই কালে—সেই পরস্পরবিরোধী মত সকলের সংঘর্ষকালেই—কার্ব্বোন্যারিজম্ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাবহেতু পূর্ব্বোক্ত সকলপ্রকার লোকই এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইল; এবং যে ভীষণ তমোরাশি তৎকালে ইয়ুরোপ আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহার অভ্যন্তরে ইহার প্রকৃত অবয়ব অতি অস্পষ্ট রূপেই উপলব্ধ হইতে লাগিল।

যত দিন কার্ব্বোন্যারিজম্ সম্প্রদায়কে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত করা সম্ভবপর ছিল, তত দিন ইহা সিসিলির রাজগণের আদর ও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সামান্য উদ্দেশ্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কার্ব্বোন্যারিজম্ দেশীয় লোকের মনকে প্রকৃত লক্ষ্যের অনুসরণ হইতে বিরত রাখিয়াছিল। যদিও রাজগণ কর্তৃক প্রতারিত হইয়া ইহা রাজকীয় উপাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, তথাপি ইহা অতর্কিত ভাবে পূর্ব্বের কতকগুলি অভ্যাসের অনুসরণ করিত। এই সম্প্রদায়ের আর একটী সাংঘাতিক দোষ এই ছিল যে ইহা সমাজের উচ্চতম শ্রেণী হইতেই অধিনায়ক সকল মনোনীত করিত। ইহার এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল যে ইতালীর উদ্ধার উচ্চশ্রেণী দ্বারাই সংসাধিত হইবে। ইঁহারা জানিতেন না যে বৃহৎ বিপ্লব সকল প্রজাবৃন্দ ব্যতিরেকে আর কাহারও দ্বারা সংসাধিত হইতে পারে না। অনেক রাজনৈতিক সমাজেই এই ভয়ঙ্কর ভ্রম অদ্যাপিও প্রচলিত রহিয়াছে।

কার্ব্বোন্যারিজমের আর একটী প্রধান দোষ এই ছিল যে ইহা সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিদিগকে সমাজসৌধের কিরূপে মূলাকর্ষণ করিতে হয় তাহাই শিখাইত; কিন্তু কিরূপে সেই স্থলে নব সৌধ নির্ম্মাণ করিতে হয় তাহা শিখাইত না।

এই সম্প্রদায়ের অধিনায়কেরা দেখিলেন যে যদিও জাতীয় স্বাধীনতা বিষয়ে সমস্ত ইতালীয়েরাই একবাক্য; তথাপি জাতীয় একতা বিষয়ে তাঁহাদিগের মধ্যে গুরুতর মতভেদ আছে, এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাধীনতার মধ্যে যে গুরুতর প্রভেদ আছে তাহা তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই অবগত নহেন।

তাঁহারা এই সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে এক মধ্যপথ অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের পতাকার উপর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাধীনতা—এ উভয়ই অঙ্কিত করিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কাহাকে বলে এবং কি উপায়েই বা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তাহা তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিলেন না; কেবল এইমাত্র বলিলেন যে ভবিষ্যতে যখন আবশ্যক হইবে তখন দেশের উচ্চশ্রেণীস্থ লোকেরাই তাহার মীমাংসা করিবেন।

এই রূপে তাঁহারা "জাতীয় একতা" শব্দ স্থানে "জাতীয় মিলন" শব্দ প্রয়োগ করিলেন। ইতালীর বিচ্ছিন্ন প্রদেশ সকল এক শাসনের অধীন হইবে—ইতালীর বিচ্ছিন্ন প্রদেশ সকল এক সন্ধিসূত্রে পরস্পর-সম্বদ্ধ হইবে,—"জাতীয় মিলন" শব্দে এই দুই অর্থই বুঝাইতে পারে।

সাম্য বিষয়ে এই সম্প্রদায় কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই। অথবা এরূপ অস্পষ্ট ভাবে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন যে তাহা হইতে প্রয়োজন মত বিভিন্ন বিভিন্ন অর্থও ব্যক্ত হইতে পারে।

এই রূপে কার্ব্বোন্যারিজম্ একতাবন্ধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও, তৎকালে সাধারণমনে যে সকল সন্দেহের ও প্রশ্নের আন্দোলন হইতেছিল সে সকল সন্দেহের কোন উৎকৃষ্ট মীমাংসা বা সে সকল প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর দিল না। যাহাদিগকে বিপদ্প্রাঙ্গণে আহ্বান করিতেছে, যাহাদিগের নিকট হইতে বিবিধ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে তাহাদিগের নিকটও ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালীর কোন বিবরণ প্রকাশ করিল না।

সকল শ্রেণীর লোকই ইহার সভ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে লাগিল। কারণ প্রায় সকল শ্রেণীর লোকই বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর উপর বিরক্ত

হইয়া উঠিয়াছিল। সকলেরই ইচ্ছা এবং সকলেরই চেষ্টা যাহাতে বর্ত্ত-
মান শৃঙ্খলা পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই রূপে এই সমাজের সভ্যসংখ্যা অসাধারণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। যদিও এই সম্প্রদায়ের মত সকল সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতে লাগিল তথাপি ইহার অধিনায়কদিগের প্রজা-সাধারণের উপর বিশ্বাস না থাকায়, তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হইল না। প্রজা-সাধারণের সহানুভূতি ও সহকারিতা প্রাপ্ত হইলে, এই সম্প্রদায়ের প্রতি উচ্চ শ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে, এই জন্যই কেবল এই সম্প্রদায়ের অধিনায়কেরা প্রজাসাধারণের সহানুভূতি ও সহকারিতা প্রার্থনা করিয়াছিলেন; তাহাদিগকে কোন অব্যবহিত কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন তাঁহাদিগের এরূপ কোন ইচ্ছা ছিল না।

এই সমাজের যুবক-সম্প্রদায় উৎসাহপূর্ণ ও কার্য্যদক্ষ, স্বদেশহিতৈষী ও সাধারণতন্ত্রপ্রিয়, যুদ্ধকুশল ও গৌরবপ্রিয়; কিন্তু প্রাচীনসম্প্রদায় সাম্রাজ্যপ্রিয় ও কার্য্যকুণ্ঠ, বিশ্বাসশূন্য ও আশাবিরহিত এবং শুদ্ধ নিজে-রাই উৎসাহ ও সাহসে বঞ্চিত হইয়াও ক্ষান্ত নহেন—যুবকহৃদয়ের উৎ-সাহ ও সাহসের বীজ পর্য্যন্ত উৎপাটিত করিতে কৃতসঙ্কল্প। দুর্ভাগ্যবশতঃ এরূপ প্রাচীন সম্প্রদায়ের হস্তে তাদৃশ যুবকসম্প্রদায়ের নেতৃত্ব অর্পিত হইল।

ক্রমে কার্ব্বোন্যারোদিগের সংখ্যা এত অধিক হইল যে তাহাদিগের গুপ্ত ভাব অরক্ষণীয় হইয়া উঠিল। অনতিকালমধ্যে কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া দলপতিরা দলস্থ ব্যক্তিদিগকে অবিলম্বে কার্য্যক্ষেত্রে অবতারিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু সেই গুরুতর কার্য্যে তাঁহারা স্বয়ং অসমর্থ হইয়া একজন অধিনায়কের—একজন রাজার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এই দিন হইতেই কার্ব্বোন্যারি-জমের পতন আরম্ভ হইল—এই দিন হইতেই কার্ব্বোন্যারিজম্ একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে পরিণত হইল।

তৃতীয় অধ্যায়।

জাতীয় অভ্যুত্থান ও ইহার পতন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যে দিন হইতে কার্ব্বোন্যারোগণ ইতালীর উদ্ধারসাধনের জন্য একজন রাজার অন্বেষণ আরম্ভ করিলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহাদিগের পতন আরম্ভ হইল, সেই দিন হইতেই তাঁহারা একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপে পরিণত হইলেন।

রাজতন্ত্র-শাসনপ্রণালীর উপর যে কার্ব্বোন্যারোদিগের বিশেষ আস্থা ছিল এরূপ নহে; কারণ তাঁহারা আপনাপনির মধ্যে রাজতন্ত্র লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ ও উপহাস করিতেও ত্রুটী করিতেন না। তত্রাপি তাঁহারা যে এত আদরের সহিত ইহাকে গ্রহণ ও এত উৎসাহের সহিত ইহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব ছিল। প্রথমতঃ তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে ইহা তাঁহাদিগের বলপ্রাপ্তির প্রধান কারণ হইবে। দ্বিতীয়তঃ নিম্ন-শ্রেণীস্থ প্রজামণ্ডলীকে তাঁহারা অতিশয় ভয় করিতেন; তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল তাহাদিগকে শৃঙ্খলোন্মুক্ত করিলে—তাহাদিগের হস্তে ক্ষমতা প্রদান করিলে—বিপ্লবের বিশেষ উপকার না হইয়া বরং রাজ্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে, নির্ম্মুক্ত বৃষের ন্যায় তাহাদিগকে শেষে আয়ত্ত করা দুরূহ হইবে; তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল রাজতন্ত্রের আশ্রয় লইলে তাঁহাদিগকে এই ভয়ঙ্কর বিপদে পড়িতে হইবে না অথচ তাঁহাদিগের অভীষ্ট কিয়ৎ পরিমাণে সংসিদ্ধ হইবে। তৃতীয়তঃ তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে এই অভ্যুত্থানের সহিত কোন রাজনাম সংশ্লিষ্ট করিলে তাঁহারা অষ্ট্রীয়ার ক্রোধানল কিয়ৎ পরিমাণে নিবারিত করিতে পারিবেন এবং—ইংলণ্ড কি ফ্রান্স—কোন না কোন রাজতন্ত্র গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

এই জন্যই তাঁহাদিগের নেত্র পীড্‌মণ্টের চারল্‌স্ অ্যাল্‌বার্ট এবং নেপল্‌সের প্রিন্স ফ্রান্সেস্‌কোর উপর পতিত হইল। চারল্‌সের প্রকৃতি স্বভাবতই যথেচ্ছচারপ্রবণ ছিল; এবং তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষাবৃত্তি অতিশয়

তেজস্বিনী সত্ত্বেও মহত্ত্ব অভাবে তাহা কথনই পরিতৃপ্ত হয় নাই। দ্বিতীয়—ফ্রান্সেস্কো, জীবনের প্রারম্ভ হইতেই কপটাচারী ও বিশ্বাস-ঘাতক ছিলেন। কার্ব্বোন্যারোগণ এবম্ভূত দুই অযোগ্য রাজপুরুষের হস্তে ইতালীর ভাবী আশা ন্যস্ত করিলেন—ইতালী উদ্ধারের সমস্ত আয়োজনভার অর্পণ করিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে এই দুই রাজ-পুরুষের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র এবং মতও স্বতন্ত্র। জানিয়াও তাঁহারা নিতান্ত অদূরদর্শীর ন্যায় এরূপ পরস্পর-বিসংবাদী উদ্দেশ্য ও মতের সামঞ্জস্যের জন্য ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিলেন।

রাজনামে—রাজপ্রতাপে—তাঁহাদিগের দলে লোক-সংখ্যা অধিক হইবে, কার্ব্বোন্যারোগণ এই আশাতেই রাজ-চরণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু উপস্থিত ঘটনাবলী দ্বারা অসন্দিগ্ধ রূপে প্রমাণীকৃত হইল যে শুদ্ধ লোকের সংখ্যায় কোন কার্য্যই সংসাধিত হয় না। যাহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, তাহাদিগের পরস্পরের প্রতি আসক্তি এবং যে কার্য্যে অবতীর্ণ হইবে সেই কার্য্যের প্রতি আসক্তিই কৃতকার্য্যতা লাভের প্রধান মূল। বিপ্লবের অধিনায়কদিগের উচ্চ লক্ষ্যের অসদ্ভাবের অনিবার্য্য পরিণাম কি, উপস্থিত ঘটনাবলী দ্বারা তাহাও বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইল।

কার্ব্বোন্যারোদিগের প্রথম উদ্যম কৃতকার্য্য হইল। তাঁহাদিগের পথে কোন গুরুতর বিঘ্নপরম্পরা অবস্থিত ছিল না। কিন্তু এই কৃতকার্য্যতা অনতিবিলম্বেই ঘোরতর অন্তর্ব্বিদ্রোহে পরাভূত হইল। প্রলয়-কার্য্য মাত্র সম্পাদিত হইয়াছে—এমন সময় প্রত্যেক কার্ব্বোন্যারো আপন আপন ব্যক্তিগত লক্ষ্য ও ব্যক্তিগত মতামত লইয়া পরস্পরের সহিত ঘোরতর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রলয়কার্য্যে তাঁহাদিগের সকলেরই ঐকমত্য ছিল। কিন্তু সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহাদিগের মধ্যে ঘোরতর মতভেদ উপস্থিত হইল। কতকগুলির মত যে,—সমস্ত ইতালী এক রাজতন্ত্রের অধীন হয়; অনেকের ইচ্ছা যে ইতালী ফ্রান্স বা স্পেনের সহিত মিলিত হয়; কাহারও কাহারও ইচ্ছা যে ইতালীতে একমাত্র সাধারণতন্ত্র সংস্থাপিত হয়; আবার অনেকের ইচ্ছা যে ইহা বহু সাধারণতন্ত্রে

বিভক্ত হয়। কিন্তু কাহারও ইচ্ছা সফল হইল না—সুতরাং সকলেই আপনাদিগকে প্রতারিত বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

উপস্থিত-কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য তৎকালে ইতালীতে কয়েকটী প্রোভিসনল্ বা সাময়িক গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত হয়। কিন্তু কার্য্যারম্ভেই সভ্যদিগের পরস্পর-বিবাদে তাঁহাদিগের কার্য্য-স্রোত ব্যাহত হয়। কেহ কেহ কিছুই করিব না বলিয়া বসিয়া রহিলেন, আবার অনেকে শুদ্ধ কিছু না করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন এরূপ নহে, অপরে কিছু করিতে উদ্যত হইলেও, তাহার ব্যাঘাত সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এই জন্যই সেই সকল গবর্ণমেণ্টের তাদৃশ অব্যবস্থিততা ও অনিশ্চিততা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সেই সকল গবর্ণমেণ্ট যদি দৃঢ়তার সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সমস্ত বাধা বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিতে পারিতেন। যাহা হউক এই সকল কারণে ইতালীর যুবকবৃন্দ ও প্রজাসাধারণ অচিরকালমধ্যেই নিরুৎসাহ, ছিন্ন ভিন্ন, এবং লক্ষ্য-শূন্য হইয়া পড়িল।

রাজতন্ত্রতা বিপ্লবের অধিনায়ক হওয়ায়, কার্য্যের সাধক মনোনীত করণে কার্ব্বোন্যারোদিগের কোনও স্বাধীনতা ছিল না। রাজতন্ত্রতার সহিত অনিবার্য্য রূপে সংশ্লিষ্ট অসংখ্য কর্ত্তব্যাবলী ও অসংখ্য বিশ্বাস, বিদ্রোহ-জীবনের নির্ভীক পরিণতি হইতে দিল না। কিন্তু ন্যায়ের রাজ্য এক সময়ে না এক সময়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে। বিদ্রোহের অধিনায়কেরা অসন্দিগ্ধ রূপে খ্যাপন করিলেন যে প্রজা-সাধারণ আত্মোদ্ধারে বা আত্ম-শাসনে সম্পূর্ণ অক্ষম, এই জন্য তাঁহারা প্রজাসাধারণকে আত্মোদ্ধার-সাধক অস্ত্র প্রদান দ্বারা বিদ্রোহের অধিনয়নকার্য্যে কোনও অংশ প্রদান করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রজারূপ বলের স্থানে অন্য বলের বিনিযোজনা করিতে হইয়াছিল—এই অভাব পূরণের জন্য তাঁহাদিগকে অগত্যা বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহার ফল কি হইল? তাঁহারা শরণাগত হইলেন—আপনাদিগের অধিকার, আপনাদিগের স্বাধীনতা কিয়ৎ পরিমাণে বিসর্জ্জন দিলেন—আপনাদিগের মান সম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিলেন, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে

তাঁহারা কি পাইলেন ? মিথ্যা আশা ! মিথ্যা প্রতিজ্ঞা ! তাঁহারা রাজপুরুষদ্বয়ের হস্তে মন্ত্রী ও সেনাপতি মনোনীত করণের ভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু তাহারই বা ফল কি হইল ? দেশশত্রু বিশ্বাসঘাতক ও অকর্ম্মণ্য কর্ম্মচারীদিগের হস্তে ইতালীর সৌভাগ্যলক্ষ্মী অর্পিত হইল— ইতালীর দুর্দ্দশা—যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা—অধিকতর হইল। তাঁহাদিগের পাপের শেষ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অবশেষে তাঁহাদিগকে স্বচক্ষে দেখিতে হইল যে—তাঁহাদিগের সমস্ত আশা ভরসার স্থল সেই রাজপুরুষদ্বয়ই শত্রুশিবিরে পলায়ন করিলেন এবং পলায়ন করিয়া, যে বিদ্রোহ তাঁহারা আপনারাই উত্তেজিত করেন, তাহারই বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইলেন। প্রিন্‌স অ্যাল্‌বার্ট ও প্রিন্‌স ফ্রান্‌সেস্ কোর পলায়নের পরেই ইতালীয় জাতীয় অভ্যুত্থানের পতন আরম্ভ হয়। নিয়াপলিটান্ অভ্যুত্থানের সর্ব্বপ্রথমেই পতন হয়। নিয়াপলিসের পতনের প্রথম লক্ষণ বেনেভেণ্টো এবং পণ্টিকর্ভো নামক চির-সংশ্লিষ্ট নগরীদ্বয়ের পরিত্যাগ। দ্বিতীয় লক্ষণ নিয়াপলিটান্ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঘোষণা—যে আত্মরক্ষা ব্যতীত অন্য কোন কারণে তাঁহারা রণে প্রবৃত্ত হইবেন না। তৃতীয় লক্ষণ যৎকালে অষ্ট্রীয় সৈন্য ইতালীর হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত, তখনও নিয়াপলিটান্ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উদ্ঘোষণ—যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত অষ্ট্রীয় সেনা নিয়াপলিটান্ রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া ইহাতে পদার্পণ না করিতেছে, ততক্ষণ তাহাদিগকে শত্রু বলিয়া বিবেচনা করা হইবে না।

পীড্‌মণ্টিস্ অভ্যুত্থান ঠিক সেইরূপ ভ্রমে পতিত হয়। ইহার অধিনায়কেরা নিয়াপলিসের দৃষ্টান্তে আপনাদিগকে অনায়াসেই ভ্রম হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন—একইরূপ ভ্রমের পুনারাবৃত্তি অবশ্যই নিবারণ করিতে পারিতেন ; কিন্তু তাহা তাঁহারা করিলেন না, সেইরূপ ভ্রমেই তাঁহাদিগেরও পতন হইল। যৎকালে লম্বার্ডীর সমস্ত লোক অভ্যুত্থানোন্মুখ হইয়াছিল, যৎকালে কেবলমাত্র ২৫০০০ পঁচিশ হাজার পীড্‌মণ্টিস সৈন্য লম্বার্ডদিগের সহিত মিলিত হইলে লম্বার্ডের বিপ্লব সম্পূর্ণ রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিত—কারণ তৎকালে লম্বার্ডীতে যে অষ্ট্রীয় সৈন্য ছিল তাহারা সংখ্যায় এত অল্প যে এরূপ জাতীয় অভ্যুত্থান কখন

নিবারণ করিতে পারিত না—তখনও তাহাদিগকে যথাযোগ্য সাহায্য প্রেরণ করা হইল না, এই সাহায্য তাঁহারা অভ্যুত্থানের এক সপ্তাহ মধ্যে অনায়াসে প্রেরণ করিতে পারিতেন। এই রূপে একে একে নিয়াপলিস্ পীড্‌মণ্ট্ ও লম্বার্ডী পতিত হইল। ইহাদিগের পতনে ইতালীর হৃদয়ে ভয় সঞ্চার হইল। ইতালীর উদ্ধারসাধন দূর-বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল।

চারল্‌স অ্যাল্‌বার্ট—যিনি বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্টের অধিনায়ক ছিলেন—বিজ্ঞাপন জারি করিলেন যে, যে সকল সৈন্য বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল, বিদ্রোহিদলের সহিত সম্পূর্ণ রূপে সংশ্রব পরিত্যাগ করিলে, তাহাদিগকে ক্ষমা করা হইবে। বিদ্রোহিসমাজ রুসীয় দূত মসিনিগোর শরণাপন্ন হইলেন। রুসীয় দূত স্বীকার করিলেন যে অষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টকে বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে ক্ষমা প্রদান করাইবেন এবং এরূপ আশাও দিলেন যে তিনি ইতালীতে কোনপ্রকার নিয়মতন্ত্র শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

এই বিদ্রোহিসমাজের অধিকাংশ সভ্যেরই নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতা প্রতিবাদাসহ। সকলেই দীক্ষিত কার্বোণ্যারো। তাঁহারা যে কোন স্বার্থ সাধন মানসে বিপ্লব হইতে নিরস্ত হইলেন তাহা নহে। এক দিকে বিপ্লবের আনুষঙ্গিক নৈমিত্তিক বিশৃঙ্খলা তাঁহাদিগের মনে পড়িল, অন্য দিকে রাজা-তন্ত্রের সুপ্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলা মনে পড়িল। উভয় পক্ষ পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহারা অগত্যা শেষোক্ত পক্ষ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। যে লোককে তাঁহারা অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন; যে ব্যক্তি—তাঁহাদিগের মনে ভয় ছিল—এক দিন তাঁহাদিগকে শত্রু-হস্তে সমর্পণ করিলেও করিতে পারে; তাঁহারা অগত্যা তাহার নিকট হইতেই উপদেশ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

কোন্‌টী ন্যায়-সঙ্গত তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না এরূপ নহে; কিন্তু বুঝিয়াও ব্যক্ত করিতে সাহস করিলেন না। তাঁহারা পুরাতন রাজকর্ম্মচারী ও পুরাতন সেনাপতিগণকে পরিবর্ত্তিত না করিয়া রাজ্যের পূর্ণ সংস্কারে—আমূল পরিবর্ত্তনে—কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহা-

দিগের সঙ্কল্প সুতরাং বিফল হইল। তাঁহারা নোভারার গবর্ণমেণ্ট কাউণ্ট লাটুরের হস্তে এবং সেভয়ের গবর্ণমেণ্ট কাউণ্ট ডাণ্ডিজেনির হস্তে সেই আমূল পরিবর্ত্তনের ভার সমর্পণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা জানিতেন। যে ইহাঁরা দুই জনেই বিপ্লবের প্রখ্যাত শত্রু।

সমরের অনিবার্য্যতা ও আবশ্যকতা তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই দেখিয়াছিলেন ও বলিয়াও ছিলেন। তথাপি রাজতন্ত্রের শৃঙ্খলার পাছে কোন ব্যাঘাত ঘটে এই ভয়ে তাঁহারা ভূয়োভূয়ঃ প্রার্থিত হইয়াও প্রজাসাধারণকে শস্ত্র প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইলেন; ইলেক্‌টরাল্ সমাজ আহ্বান করিতে অপরিমিত বিলম্ব করিলেন; প্রত্যুত যে কোন কার্য্য দ্বারা বিপ্লববিষয়ে প্রজাসাধারণের সহানুভূতি সমুদ্ভূত করা যাইতে পারিত, তাঁহারা তৎসমস্তেই অবহেলা প্রদর্শন করিলেন: অধিক কি জেনোয়ায় লবণের মূল্য কমানোর জন্য যে বিধি ব্যবস্থাপিত হয় তাহা পর্য্যন্তও তাঁহারা রদ করিলেন।

এইরূপ অসংখ্য ভ্রমে ও অন্তর্দৌর্ব্বল্যেই কার্ব্বোন্যারোদিগের পতন হইল। যদি তাঁহারা প্রবলতর শত্রুসেনা দ্বারা পরাভূত হইতেন তাহা হইলেও তাঁহাদিগের কথঞ্চিৎ গৌরবরক্ষা হইত। কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগের দুর্বুদ্ধিতার দোষে—আপনাদিগের বৈপ্লবিক কার্য্যপ্রণালীর পরস্পর-বিসংবাদেই—বাহ্য অন্তরায় বিনাও পতিত হইলেন। তাঁহারা ইতালীর উদ্ধার সাধন করিবেন, অথচ প্রজা-সাধারণকে স্বাধীনতা দিবেন না—তাহাদিগকে অস্ত্র প্রদান করিবেন না! তাঁহারা স্বদেশকে অষ্ট্রীয়ার শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করিবেন, অথচ বিপ্লবের অধিনয়ন কার্য্যের ভার অষ্ট্রীয়ার দাস কতিপয় রাজপুরুষের হস্তে সমর্পণ করিবেন! তাঁহারা প্রচলিত শাসনপ্রণালীতে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিবেন, অথচ প্রচলিত শাসনপ্রণালীর প্রধান সমর্থক পুরাতন কর্ম্মচারীদিগকে স্বপদে প্রতিষ্ঠাপিত রাখিবেন! কিন্তু অসম্ভব কে সম্ভবপর করিতে পারে?

কার্ব্বোন্যারোগণ ম্যাট্‌সিনির নিকট এইরূপ চিত্রে পরিদৃষ্ট হইয়াছিলেন—মস্তকশূন্য এক প্রকাণ্ড ও সবল দেহ—এক সম্প্রদায়, যাহাতে

উদার ইচ্ছার অপ্রতুল নাই বটে, কিন্তু লক্ষ্য ও উপায়ের কোনও সামঞ্জস্য নাই, এবং অন্তর্নিগূহিত জাতীয় ভাবকে কার্য্যে পরিণত করার জন্য যেপরিমাণ যুক্তি ও যেপরিমাণ বহুদর্শন থাকা আবশ্যক তাহার অস্তিত্বের অভাব আছে।

কার্ব্বোন্যারোদিগের বিশ্বনাগরিকতায় তাঁহাদিগের কার্য্যক্ষেত্র পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের কার্য্যকরী শক্তি অতিশয় ব্যাহত হইয়া পড়িয়াছিল। জগতের মঙ্গলসাধন তাঁহাদিগের কার্য্যের লক্ষ্য হওয়ায়, তাঁহারা কার্য্যতঃ কোন দেশেরই মঙ্গলসাধন করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

কিন্তু কার্ব্বোন্যারোগণ একটী গুরুতর বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করেন। তাঁহারা যে বীরোচিত অবিচলিততার ভাব শিক্ষা দ্বারা লোকের মনে চির-অঙ্কিত করিয়াছিলেন, যে নির্ভীকতার সহিত তাঁহারা স্বদেশের কার্য্যে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন,—সেই অবিচলতা ও নির্ভীকতার সহস্র দৃষ্টান্ত ইতালীয় জাতির অন্তরে এমন একটী জাতীয় একতার ভাব বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিল যে, তাহা হইতেই ইতালীর ভাবী জাতীয় মিলন ও মহতী ভবিষ্য অবদান-পরম্পরার পথ উন্মুক্ত হয়; তাহা দ্বারাই কি সম্ভ্রান্ত কি অসম্ভ্রান্ত, কি ধর্ম্মব্যবসায়ী কি সাহিত্যোপজীবী, কি সিবিল্ কি সৈনিক—ইতালীর সকল শ্রেণীর লোকই এক লক্ষ্যে দীক্ষিত হন।

এই সময় ইতালীতে যে লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় এবং যে অমানুষ সহিষ্ণুতা ও নির্ভীকতার সহিত কার্ব্বোন্যারো দণ্ডিতগণ আপনাদিগের দণ্ড গ্রহণ করেন, তাহা পাঠ করিলে তাদৃশ নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠাতৃগণের প্রতি মৃত ব্যক্তিরও হৃদয় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠে, এবং কার্ব্বোন্যারোদিগের প্রতি পাষাণ-হৃদয়ও ভক্তিরসে বিগলিত হয়। ইতালীয় অভ্যুত্থান নিবারিত হইলে অসংখ্য কার্ব্বোন্যারো ষড়যন্ত্রীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। অধিক কি ধর্ম্মোপজীবীরাও এই দণ্ডের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। দক্ষিণ ইতালীতে অসংখ্য, এবং মডেনায় দুইজনমাত্র ধর্ম্মোপজীবী এই প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হন।

কার্ব্বোন্যারোগণ কিরূপ নির্ভীকতা ও বীরোচিত ঔদার্য্যের সহিত তাঁহাদিগের প্রাণদণ্ডের আদেশ গ্রহণ করেন, তাহা একটীমাত্র উদাহরণে বিশদীকৃত হইতে পারে। ইহাঁদিগের অন্যতম সভ্য অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক গুইসেপী আণ্ডিয়োলী যৎকালে শুনিয়াছিলেন যে তিনি ও তৎসহচর কারাবাসিগণের মধ্যে তাঁহারই কেবল প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, তৎকালে তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা ছিল না এবং তিনি এই করুণার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলেন না।

কারাবাসিদিগের নিজ নিজ মুখ হইতে তাহাদিগের বিদ্রোহিতাপরাধ স্বীকার করাইয়া লইবার জন্য নৃশংস রাজতান্ত্রিকেরা ভীষণ উপায় সকল উদ্ভাবিত করিয়াছিল। কারাবাসিদিগের পানীয়ের সহিত ইন্‌ফিউসন অব আট্রোপোস্ বেলাড়োনা নামক ঔষধি মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইত। ইহা শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অনতিবিলম্বেই মস্তিষ্ককে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিত। মস্তিষ্কের এরূপ দুর্ব্বল অবস্থায় কাবাবাসিদিগকে যাহাই জিজ্ঞাসা করা হইত, তাঁহারা ভয়ে ও আত্মসংযমাভাবে তাহাই স্বীকার করিতেন। দণ্ড্যেরা স্বমুখে আপনাদিগের অপরাধ স্বীকার করিলে তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে অন্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইত না, সুতরাং বিনা আয়োজনে তাঁহারা বিচারালয়ে দণ্ডনীয় হইতেন। এই রূপে অসংখ্য নিরীহ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইল। ক্ষুদ্র মডেনা রাজ্যে ১৪০, পীড্‌মণ্টে শতাধিক এবং লম্বার্ডী, নেপল্‌স ও সিসিলিতে অগণ্যসংখ্যক ব্যক্তির প্রাণ বধ হইল।

বিপদে ধৈর্য্য, অবিচলিত অধ্যবসায়, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ এবং স্বদেশের কার্য্যে অকাতরে প্রাণবিসর্জ্জন করা প্রভৃতি যে সকল গুণ থাকিলে মনুষ্য কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে সক্ষম হন, কার্ব্বোন্যারোদিগের সে সকল গুণের কোনও অভাব ছিল না। তথাপি তাঁহারা এই গুরুতর অনুষ্ঠানে অকৃতকার্য্য হইলেন কেন? এ দুরূহ প্রশ্নের কে মীমাংসা করিবে? আমরা এই অভ্যুত্থান-সমকালিক কার্ব্বোন্যারোদিগের কার্য্যাবলীর পর্য্যালোচনা করিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটী ঘটনাকে তাঁহাদিগের পতনের মূল কারণ বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি—প্রথমতঃ কি প্রণা-

লীতে প্রলয়কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে—এবং প্রলয়কার্য্য সমাপন করিয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কার্ব্বোন্যারো-সম্প্রদায়ের অধিনায়কেরা সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদিগকে অথবা প্রজাসাধারণকে তাহার কোনও তালিকা প্রদান করেন নাই; কিন্তু তাঁহাদিগের জানা উচিত ছিল যে কি প্রণালীতে কার্য্য করিতে হইবে, এবং কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া শেষেই বা কি কি কার্য্য করিতে হইবে, এ সমস্ত সবিশেষ জানিতে না পারিলে, যাহারা কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের কার্য্যে সবিশেষ উৎসাহ থাকে না। দ্বিতীয়তঃ কার্ব্বোন্যারোগণ বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের উপরই তাঁহাদিগের জয়াশা অধিক পরিমাণে সন্ন্যস্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের জানা উচিত ছিল যে—আপনারা সক্ষম না হইলে কখনই পর-সাহায্যে স্বদেশের উদ্ধারসাধন করা যাইতে পারে না। তৃতীয়তঃ যে সকল ইতালীর অধিবাসী বিদ্রোহের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, কার্ব্বোন্যারোগণ তাঁহাদিগেরই হস্তে বিদ্রোহের অধিনীতি ও পরিণতির ভার সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের এ সামান্য জ্ঞান থাকা উচিত ছিল যে বিদ্রোহের সৃষ্টির সহিত যাঁহাদিগের কোনও সংশ্রব ছিল না, বিদ্রোহের ফলাফলের সহিত তাঁহাদিগের বিশেষ সহানুভূতি থাকিতে পারে না।

যাহা হউক ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহে বিদ্রোহিদিগের রাজনৈতিক শিক্ষার উন্নতির একটী স্পষ্ট লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। উচ্চ শ্রেণী ও সৈনিক দলের হস্তক্ষেপ ব্যতীত বিদ্রোহে কৃতকার্য্যতালাভ অসম্ভব—এই অন্ধ বিশ্বাস এই দ্বিতীয় বিদ্রোহকালে বিদ্রোহিদিগের মন হইতে চলিয়া যায়। ইতালীর বক্ষেই কতিপয় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি হইতেই এই দ্বিতীয় বিদ্রোহ সমুত্থিত হয়।

প্যারিসের ত্রৈদিবসিক বিদ্রোহের পর দিন, বলোনার ডাকঘর লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। প্যারিসের সংবাদপত্র সকল বলোনার যুবক-বৃন্দের হস্তে আসিয়া পড়িল। যুবকবৃন্দ উৎসাহে মাতিয়া উঠিয়া কাষ্ঠ-মঞ্চকে দণ্ডায়মান হইয়া পরিবেষ্টনকারী শ্রোতৃবৃন্দকে প্যারিসের

ঘটনা সকল পড়িয়া শুনাইলেন। উৎসাহ-স্রোত যুবকহৃদয় হইতে উচ্ছ্বলিত হইয়া প্রবল বেগে শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় প্লাবিত করিল। অমনি চতুর্দ্দিক্ হইতে অস্ত্রসংগ্রহ হইতে লাগিল; দলে দলে ইচ্ছা-সৈনিকের সংখ্যা স্ফীত হইতে লাগিল; এবং অবিলম্বেই সেনানায়ক সকল মনোনীত হইল। এই সংক্রামক উৎসাহ বলোনার রাজসেনাদলের চিত্ত পর্য্যন্তও অধিকার করিল। বলোনার সেনাপতি গবর্ণরকে জানাইলেন যে তাঁহার সৈনিকেরা নগরবাসিদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে অস্বীকৃত। সুতরাং এই বিদ্রোহ-স্রোত অপ্রতিহত বেগে বর্দ্ধিতায়তন হইতে লাগিল।

এই অগ্নি অন্যান্য নগরেও জ্বলিয়া উঠিল। ২রা ফেব্রুয়ারী মডেনার নাগরিকেরা সাইরো মিনোত্তির গৃহের উপর যে কামান-গোলক বর্ষণ করিল, তাহাই জাতীয় অভ্যুত্থানের সঙ্কেত-চিহ্ন-স্বরূপ পরিগৃহীত হইল। বলোনা ৪ঠা ফেব্রুয়ারী প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ৫ই ফেব্রুয়ারী বলোনার অধিবাসিগণ তাহাদিগের ডিউক ও তদীয় পারিষদ্বর্গকে নগরী হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিল। ইলোমা ফেয়েন্‌সা, ফর্লী, কাসেনা এবং রাভেন্না একে একে সকলেই স্বাধীন হইয়া উঠিল। ৭ই তারিখে ফেরারাও তাহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। অষ্ট্রীয় সৈন্য পলায়ন করিল। ৮ই তারিখে পেসারো, ফসোমব্রোণ, ফেনো এবং অর্বীণো আপনাদিগকে শৃঙ্খলোন্মুক্ত করিল। ১৩ই তারিখে বিদ্রোহাগ্নি প্রথমে পার্ম্মায়, তাহার পরে ক্রমে ক্রমে কামেরিণো, আস্‌কোলি, পেরুজিয়া, তার্ণী, নার্ণী এবং অন্যান্য নগরেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

সাধারণ বেগ ও সমবেত উৎসাহোন্মাদের এতদূর শক্তি যে—যে কার্য্য এক যুগে সম্পন্ন হওয়া কঠিন, তাহা কয়েক দিনের মধ্যেই বৈদ্যুতিক বেগে নিষ্পন্ন হইয়া উঠিল। এই উৎসাহ ও বেগ এত বিশ্বজনীন হইয়া পড়িয়াছিল যে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণও ইহা দ্বারা উন্মাদিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা শারীরিক দৌর্ব্বল্য বশতঃ বলসাধ্য যুদ্ধ-ব্যাপারে নিযুক্ত হন নাই বটে, কিন্তু গৃহে বসিয়া পতাকা, ককেড্‌স প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া যথাসাধ্য বিদ্রোহের সাহায্য করিতে ত্রুটী করেন নাই।

এ দিকে রণবৃদ্ধ বীর পুরুষগণ যুবকবৃন্দের মন বিন্দুমাত্রও বিচলিত হই-তেছে দেখিলে অমনি তাঁহাদিগের দেহ বস্ত্রোন্মুক্ত করিয়া দেখাইয়া বলিতেন "দেখ, স্বদেশের রক্ষার জন্য আমাদিগের শরীর কত ক্ষত ধারণ করিয়াছে!"

এই রূপে ২৫এ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে প্রায় পঞ্চবিংশতি লক্ষ ইতালীয় অধিবাসী জাতীয় অভ্যুত্থানের সহিত মিলিত হইল। তাহারা স্বজাতির উদ্ধার সাধনে প্রাণ সঙ্কল্প করিল। তাহারা যে শুদ্ধ আত্মরক্ষণপর সম-রের জন্য উদ্যুক্ত হইল এরূপ নহে, পরধর্ষণ সমরের জন্যও প্রস্তুত হইল।

ক্রমে এই অভ্যুত্থান ইতালীর প্রায় সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া জাতীয় আকার ধারণ করিল। ইতালীয় ত্রৈবর্ণিক ককেড্ সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইল। অভ্যুত্থানের প্রারম্ভে বলোনার যুবকবৃন্দ টস্কানীর আক্রমণে চেষ্টমান হন; মডেনা ও রেজিওর যুবকবৃন্দ মাসানগরের বিরুদ্ধে অভি-যান করেন; এবং অবশেষে জাতীয় সেনা ফর্লোর মধ্য দিয়া নেপাল্স রাজ্য আক্রমণে নীত হইবার জন্য অধিনায়কদিগকে গুরুতর উত্তেজনা করিতে লাগিল। কিন্তু অধিনায়কেরা ঈদৃশ—মূলতঃ লক্ষ্যতঃ ও উপা-দানতঃ—জাতীয় বিপ্লবকে প্রাদেশিক অভ্যুত্থানে পরিণত করিবার জন্য নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। বিস্তৃতি ও পরিণতি জীবনের একটী প্রধান ধর্ম্ম, বিপ্লবের অস্তিত্বের মূলসূত্র। বিপ্লবকে সঞ্জীবিত রাখিতে হইলে ক্রমেই ইহার পরিধির বিস্তার সাধন করা একান্ত আবশ্যক, কিন্তু বিপ্লবের অধিনায়কেরা ইহার ক্রমিক বিস্তৃতি সাধন না করিয়া ক্রমেই ইহাকে সঙ্কীর্ণতম সীমায় আবদ্ধ করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা বিধি দ্বারা নিষেধ করিলেন অতঃপর কেহই বক্তৃতা, রচনা বা কথোপকথন দ্বারা বিদ্রোহ-সূত্রের প্রচার করিতে পারিবেন না। তাঁহারা পূর্ব্বাগত বিঘ্নরাশি বিদূরিত না করিয়া বরং বিদ্রোহমার্গে নব নব বিঘ্ন-রাশি সঞ্চিত করিতে লাগিলেন। বিশ্বব্যাপিনী জাতীয়তাই এই অভ্যু-ত্থানের প্রকৃত জীবন। ইতালীয় জাতিই এই অভ্যুত্থানের একমাত্র

জনক। কিন্তু তাঁহারা সেই ইতালীয় জাতির উপর নির্ভর না করিয়া ইতালীর বহিশ্চর জাতিদিগের নিকট সাহায্য-প্রার্থী হইলেন। অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল; যেরূপ উৎসাহ অধ্যবসায় ও ক্ষিপ্রকারিতার সহিত কার্য্য করিলে তাঁহারা অবশ্যম্ভাবী সমরে জয় লাভ করিতে পারিতেন, তাঁহারা তাহার কিছুই দেখাইলেন না; বরং এরূপ ঘোষণা করিয়া দিলেন যে শান্তির পরিরক্ষণ ও পুনঃসংস্থাপনের উপরেই বিপ্লবের জয় প্রধানতঃ নির্ভর করিতেছে, এবং শান্তি যে শুদ্ধ সম্ভবপর এরূপ নহে—ইহা অনায়াস-রক্ষ্য ও অনায়াস-লভ্য; সুতরাং যে কোন কার্য্য দ্বারা শান্তিভঙ্গ বা শান্তির ব্যাঘাত সম্পাদন হওয়া সম্ভব, তাহা হইতে সর্ব্বথা বিরত থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য।

বিদ্রোহের উপাদানসামগ্রীর প্রকৃতি এবং বিদ্রোহী প্রদেশ সকলের অবস্থান-বৈষম্য জন্য—এই বিদ্রোহ সুতরাং সাধারণতন্ত্রপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছিল; এরূপ স্থলে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট সকলের সহানুভূতি লাভ অসম্ভব; এই প্রজা-সাধারণের সহানুভূতি সমাকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত অধিনায়কদিগের প্রাণপণে যত্ন করা উচিত ছিল। প্রজাসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করার প্রধান উপায়, তাহাদিগের নিকট অকপটভাবে আপনাদিগের সমস্ত মনোগত ভাব খুলিয়া বলা; কিন্তু তাঁহারা তাহা না করিয়া রাজবৃন্দের অনুগ্রহভিখারী হইলেন, এবং সেই জাতীয় অভ্যুত্থানকে রাজসভার জটিল মন্ত্রণাজালে পর্য্যুদস্ত করিলেন।

অপরকে কার্য্যে উত্তেজিত করিতে হইলে, অগ্রে আপনাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে; অপরের কার্য্যকরী শক্তি উদ্দীপিত করিতে হইলে, অগ্রে আপনাদিগের কার্য্যকরী শক্তি দেখাইতে হইবে; অপরের মনে বিশ্বাসের ভাব অঙ্কুরিত করিতে হইলে, অগ্রে আপনাদিগকে বিশ্বাসী হইতে হইবে; কিন্তু তাঁহারা তাহার কিছুই করিলেন না। তাঁহাদিগের সকল কার্য্যেই দুর্ব্বলতা ও সন্দিগ্ধচিত্ততা-জনিত ভীতি পরিব্যক্ত হইতে লাগিল। সুতরাং বিদ্রোহী প্রদেশ সকলে তাঁহাদিগের প্রতি অবিশ্বাসের ভাব সঞ্চারিত হইতে লাগিল। গভীর হতাশতার ভাব ইতালীর সমস্ত প্রদেশেই পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের উপর ইতালী উদ্ধারের জন্য নির্ভর করার বিষময় ফল কার্ব্বোনারোগণ ক্রমেই উপভোগ করিতে লাগিলেন। ফ্রান্স অসন্দিগ্ধরূপে ঘোষণা করেন যে তিনি কোন প্রকারেই বহিশ্চর রাজ্য সকলের কার্য্যস্রোতের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইবেন না। এই ঘোষণা সত্ত্বেও ইতালীয় অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পূর্ব্বে ইতালীর প্রভাবশালী লোকগণ লাটুর মবুর্গ নামক লেপল্‌সস্থিত ইতালীর দূতের নিকট এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান যে—“যদি ইতালীতে একটী জাতীয় বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য ইতালীয়েরা অষ্ট্রিয়ার ভয়ঙ্কর কোপানলে পতিত হন, তাহা হইলে ফ্রান্স ইতালীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন।” দূত স্বহস্তে সেই পত্রেরই পার্শ্বদেশে লিখিয়া দেন, যে “যদি এই নবপ্রতিষ্ঠিত শাসনসমিতি বিশৃঙ্খল আকার ধারণ না করেন, যদি তাঁহারা ইয়ুরোপ-প্রচলিত সাধারণ নিয়মাবলীর ব্যতিক্রম না করেন, তাহা হইলে ফ্রান্স অবশ্যই এই বিপ্লবের সমর্থন করিবেন।” কিন্তু বিপ্লব উপস্থিত হইলে ফরাশী দূত অম্লানবদনে এই স্বহস্তলিখিত প্রতিজ্ঞা পত্র অস্বীকার করিলেন।

ফ্রান্সের প্রতিনিধি সভার সভাপতি লাফেটি, সুবিখ্যাত ইতিহাস-লেখক গিজো, পররাষ্ট্র-বিভাগের মন্ত্রী, এবং ডিউক্ অব্ ডাল্‌মেসিয়া প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন যে ফ্রান্স বহিশ্চর রাজ্য সকলের কার্য্যস্রোতের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া প্রজাসাধারণের শান্তি হরণ করিবেন না বটে, কিন্তু বহিশ্চর রাজ্য সকলের প্রজাবৃন্দের স্বাধীনতা বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে ফ্রান্স তাহাদিগকে অনুকূল হস্ত প্রদান করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না; স্বাধীনতার পরিরক্ষণ ও পরিবর্দ্ধন সাধনই ফ্রান্সের রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য; উদাসীন থাকিয়াই হউক, আর লিপ্ত হইয়াই হউক, ফ্রান্স তৎসাধনে কখনই ভীত বা বিমুখ হইবেন না। কিন্তু এই সকল আশ্বাসবাক্য সময়ে কোনও ফল প্রসব করিল না।

এই সকল আশ্বাসবাক্যে বিপ্লবের অধিনায়কদিগের স্বভাবতঃই এরূপ বিশ্বাস জন্মিতে পারে যে বিপদ্‌কালে ফরাশিরাজ লুই ফিলিপ্

কথনই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। এরূপ বিশ্বাস নিতান্ত সঙ্গত হইলেও তাঁহাদিগের অন্যতর কোটি কল্পনা করিয়া তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত ছিল।

কার্ব্বোন্যারোগণের বিবেচনা করা উচিত ছিল যে লুই নিতান্ত ধর্ম্মভীরু ও একান্ত প্রতিজ্ঞাপালন-তৎপর হইলেও আত্মরাজবংশের ধ্বংস-সম্ভাবনায় কথনই ইতালী উদ্ধারের জন্য সাহায্য প্রদান করিতে পারিবেন না। মনে কর এই সময় ফ্রান্স ও অষ্ট্রীয়ার মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল; সমস্ত ইয়ুরোপ এই যুদ্ধে দুই ভাগে বিভক্ত হইল—যাঁহারা উন্নতিশীল তাঁহারা ফ্রান্সের সহিত যোগ দিলেন, যাঁহারা স্থিতি-শীল তাঁহারা অষ্ট্রীয়ার সহিত মিলিত হইলেন। লুই ফিলিপের গবর্ণমেণ্ট অতিশয় দুর্ব্বল এবং প্রজা-সহানুভূতি-বিরহিত ছিল। এ দিকে সাধারণতন্ত্রের ভাব প্রজাদিগের মনে অদ্যাপি দৃঢ়রূপে অঙ্কিত ছিল; সুতরাং তাহারা সুযোগ পাইলে—লুই ফিলিপের গবর্ণমেণ্ট কোন প্রকারে শিথিলিত ও পর্য্যুদস্ত হইলেই—ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিত করিতে সতত অভ্যুদ্যত। অষ্ট্রীয়ার সহিত সমরে ফ্রান্স জয় লাভ করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সংঘর্ষে লুই ফিলিপের গবর্ণমেণ্ট নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িত; সুতরাং ফ্রান্সে প্রজাদিগের নবীন উৎসাহে একটী নবীন সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত হইতে পারিত। এরূপ আত্মবিধ্বংসকারী কার্য্যে লুই কেন প্রবৃত্ত হইবেন? ইতালীর উদ্ধারসাধন তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে, কিন্তু আত্মবিনাশে তিনি তাহা করিবেন কেন? কার্ব্বোন্যারোদিগের এই বিষয় এক বার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল।

কিন্তু ফরাশী গবর্ণমেণ্টকে প্রতিজ্ঞাপালনে বাধ্য করিবার দুইটী সহজ উপায় ছিল—প্রথমতঃ যদি কার্ব্বোনারোগণ ইতালীয় বিদ্রোহ দীর্ঘকালস্থায়ী করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ক্রমে ফ্রান্সের প্রজাসাধারণের মনে ইহার প্রতি নিশ্চয়ই গভীর সহানুভূতি সমুদ্ভূত হইত; সুতরাং সাধারণমত ইতালীর পক্ষ সমর্থন করিলে, ফরাশী গবর্ণমেণ্ট আত্মকৃত প্রতিজ্ঞা পালন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না;—দ্বিতীয়তঃ প্রুসিয়ার সসৈন্য বেলজিয়মে আসার ন্যায়, অষ্ট্রীয়ার সসৈন্য পীড্মণ্টে

আসা ফ্রান্সের চিরকালই অরুন্তুদ; বিদ্রোহ ইতালীর সর্ব্বত্র—বিশেষতঃ পীডমণ্টে—পরিব্যাপ্ত হইলে অষ্ট্রিয়া নিশ্চয়ই সসৈন্য পীড্‌মেণ্টে আসিয়া উপস্থিত হইত; ফ্রান্স ইহা কখনই সহ্য করিত না; অগত্যা ফ্রান্সকে ইতালীয় বিদ্রোহের সাহায্য করিতে হইত।

অন্তর্দৌর্ব্বল্য প্রদর্শন করিয়া লুই ফিলিপের দয়া ও সহানুভূতি আকর্ষণ করার চেষ্টা উন্মত্ততাপ্রকাশ বই আর কিছুই নহে। শান্তিভঙ্গনিবারণী সন্ধির অনুরোধে অষ্ট্রিয়া বিদ্রোহী ইতালীর আক্রমণ হইতে বিরত থাকিবে, এরূপ আশা অধিকতর উন্মত্ততার কার্য্য সন্দেহ নাই। অষ্ট্রিয়া বরং আপনাকে সমরসাগরে প্রক্ষিপ্ত করিবে, তথাপি স্বসন্নিকৃষ্ট লাম্বার্ডো-ভিনিসীয় প্রদেশে স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত হইতে দিবে না।

তথাপি বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের কোনও আয়োজন করিলেন না। এ দিকে অষ্ট্রিয়া সময় পাইয়া ফ্রান্সের সহিত মনোরাগের যে সকল কারণ ছিল, তাহা মিটাইয়া লইল, এবং ইতালীর আক্রমণের জন্য সজ্জিত হইতে লাগিল। তখনও বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট এই অমূলক বিশ্বাস ধরিয়া বসিয়া রহিলেন যে অষ্ট্রিয়া ইতালী আক্রমণ করিবে না, এবং বিদ্রোহকে নির্ব্বিবাদে ইতালীর বক্ষঃস্থলে বদ্ধমূল হইতে দিবে; এই জন্য বিদ্রোহিদিগের বিদ্রোহ-প্রণালীর এইটী প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিল যে অষ্ট্রিয়া যেন ইতালী আক্রমণের কোনও ন্যায়-সঙ্গত কারণ না পায়!

এই জন্য জাতি-সাধারণ যে—রাজ্যের প্রকৃত ঈশ্বর, এবং জাতিসাধারণ যে—রাজ্যের অধিকার সকলের একমাত্র অধিকারী, তাহা তাঁহারা কোন প্রকাশ্য বিধি দ্বারা খ্যাপন করিলেন না; প্রজাসাধারণকে যুদ্ধার্থে অস্ত্রশস্ত্রে সসজ্জ হইবার নিমিত্ত কোন ঘোষণা করা হইল না। প্রজাদিগের মধ্য হইতে প্রতিনিধি গ্রহণের জন্য কোন প্রকার উপায় অবলম্বিত হইল না; ইতালীর সন্নিকৃষ্ট প্রদেশ সকলকে ইতালীর সাহায্যার্থে অভ্যুদ্যত করিবার নিমিত্ত কোনও প্রকার অনুরোধপত্র প্রচারিত হইল না।

কার্ব্বোন্যারোদিগের প্রত্যেক বিধিতে ভয়ের চিহ্ন স্পষ্ট রূপে লক্ষিত হইতে লাগিল। স্পষ্ট বোধ হইল যে বিদ্রোহ সকলেই অন্তরে অনুমোদন করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই প্রকাশ্য রূপে ইহার পক্ষ সমর্থন করিতে বা ঘোষণা করিতে প্রস্তুত নহেন। পার্ম্মা ও মডেনার বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিলেন যে তাঁহাদিগের রাজবংশ দেশ পরিত্যাগ করায় এবং তাঁহাদিগের পরিবর্ত্তে কোন প্রকার গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠাপিত না করায় তাঁহারা অগত্যা এই নূতন শাসন-সমিতি সংস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বলোনাও ইহাঁদিগের অনুকরণে এই মর্ম্মে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন, যে তাঁহাদিগের গবর্ণর মসো ক্লারেলী রাজ্যের শাসনভার পরিত্যাগ করায় তাঁহারা অরাজকতা-নিবারণের জন্য অগত্যা এই নূতন শাসন-সমিতি সংগঠিত করিয়াছেন। যখন কৃতকার্য্যতা ও অন্তঃসারবত্তা নির্ভীকতর ভাষা অবলম্বন করিতে বলিল তখনও বলোনার গবর্ণমেণ্ট কাপুরুষোচিত ভাষা অবলম্বন করিলেন এবং প্রজা-সাধারণের অনন্ত অধিকার সকলের কোন কথাই উল্লেখ করিলেন না। তাহা না করিয়া ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে পোপ পঞ্চম নিকলাসের সহিত বলোনার যে সন্ধি হয়, তাহাই তাঁহারা বলোনার স্বাধীনতার মূল বলিয়া খ্যাপন করিলেন।

পার্ম্মার জাতীয় সেনার অধিনায়কত্ব ফেডিলি নামক এক ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করার প্রস্তাব হয়। ফেডিলি রাণীর (পার্ম্মার ডচেস্) নিকট অনুমতি না লইয়া এই ভার গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট তাহাতে অনুমোদন করিলেন; এবং তাঁহাদিগের মূর্খতার প্রতিফল স্বরূপ ফেডিলি কর্তৃক প্রতারিত হইলেন। ফেডিলি রাণীর সহযোগে বিদ্রোহিদিগের বিরুদ্ধে এক প্রতিকূল ষড়যন্ত্র সংস্থাপিত করিলেন। বিদ্রোহের চরম সীমায় যখন তাঁহাদিগের কোষ শূন্যপ্রায় হইয়া পড়িল, তখনও হুকুম জারি হইল যে নির্ব্বাসিত রাজ-পরিবারের কর্ম্মচারিগণের যেন রীতিমত বেতন প্রদান করা হয়।

যৎকালে নেপল্‌স, এবং পীড্‌মণ্ট প্রভৃতি ইতালীর সর্ব্বত্র বিদ্রোহ-

শিখা প্রজ্বলিত হইতেছিল, বিদ্রোহকেন্দ্র বলিয়া যৎকালে বলোনার দিকে সকলেরই নেত্র নিপতিত ছিল, সেই সময়েই—১১ই ফেব্রুয়ারী—বলোনা লজ্জা ও গৌরবের মস্তকে পদাঘাত করিয়া আইন জারি করিল যে "বলোনা অন্যান্য রাজ্যের সহিত সখ্যভাব নষ্ট করিতে চায় না—বলোনা বহিশ্চর রাজা সকলের কোন প্রকারেই শান্তিভঙ্গ করিবে না; এবং ইহার পরিবর্ত্তে বলোনা আশা করে যে অন্যান্য রাজ্যও বলোনার বিরুদ্ধে স্বতঃ পরতঃ কোন প্রকারে শত্রুতাচরণ করিবে না; এবং আত্মরক্ষা ব্যতীত অন্য কোন কারণেই বলোনা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে না।" এই কার্য্যে বিদ্রোহের কেন্দ্রীভূত বলোনা তাহার মৌলিকতা পরিত্যাগ করিল; এবং ইতালীর জাতীয় লক্ষ্য হইতে তাহার লক্ষ্য স্বতন্ত্র করিয়া ফেলিল। যাহারা সম্পূর্ণরূপে বিদ্রোহের অনুকূল ছিল না, যাহারা বিদ্রোহের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে সতত সন্দিগ্ধচিত্ত ছিল, তাহারা বলোনার ব্যবহারে বিদ্রোহ-ব্যাপার হইতে বিরত হওয়ার বিশেষ কারণ পাইল; এবং স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিল যে বিদ্রোহ কোন মতেই কৃতকার্য্য হইবে না। প্রাচীন ষড়যন্ত্রীরা রটনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল—যখন বলোনা বিদ্রোহ হইতে পরাবৃত্ত হইয়াছে, তখন অবশ্যই ইহার অভ্যন্তরে কোন গূঢ়তম কারণ নিগূহিত আছে। এই কাপুরুষদিগের সন্দেহ-উদ্দীপনায় বিদ্রোহিদিগের মন সন্দেহদোলায় আন্দোলিত হইতে লাগিল—তাঁহাদিগের হৃদয় অর্দ্ধভগ্ন হইল। উৎসাহ, অধ্যবসায়, ও যুগপৎ কার্য্যানুষ্ঠান বিপ্লব-সাধনের নিদানীভূত; এই তিনের সমবায়ের উপর তাঁহাদিগের অবিচলিত বিশ্বাস টলিয়া গেল। তাঁহারা এখন হইতে ঘটনাস্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন; ঘটনাস্রোত যে দিকে যাইতে লাগিল, তাঁহারা সেই দিকেই যাইতে লাগিলেন—তাহার গতি নির্দ্দেশ করিবার জন্য, তাহাকে করায়ত্ত রাখিবার জন্য, তাঁহারা কোনও চেষ্টা করিলেন না। ইহার অনিবার্য্য পরিণাম বিদ্রোহের পতন।

লম্বার্ডীর প্রতিনিধিগণ বলোনায় অতি হতাদরে গৃহীত হইলেন; লম্বার্ডেরা ইহাতে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন; এবং কার্য্যানু-

ষ্ঠানের আশা তাঁহারা মন হইতে একেবারেই বিদূরিত করিলেন। কিন্তু তাঁহারা যদি অবিচলিত অধ্যবসায় ও বীরোচিত সাহসের সহিত কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতরণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই সমস্ত বাধা বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিতে পারিতেন।

বলোনার গবর্ণমেণ্ট বিদেশীয় রাজ্যের সাহায্য-প্রত্যাশায় আত্মরক্ষক ও পরধর্ষণ উভয়প্রকার যুদ্ধের আয়োজনে বিরত রহিলেন। মিলিসিয়া সংগঠন করার প্রস্তাব হইল—গবর্ণমেণ্ট তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। আঙ্কোনার দুর্গের পুনঃসংস্কার করা হইল না। সেনাপতি য়ুচি যে ছয় রেজিমেণ্ট পদাতিক ও দুই রেজিমেণ্ট অশ্বারোহী সংগ্রহ করার জন্য আদেশ করেন তাহা অনুমোদিত হইল না। সার্কগ্নেনী রোমের বিদ্রোহোন্মুখতা দর্শন করিয়া রোম আক্রমণ করার যে প্রস্তাব করেন তাহাও প্রত্যাখ্যাত হইল। রোমের ক্যাপিটল হইতে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন হইলে ইতালীয় জাতির অন্তরে যে কি অনিবার্য্য বল প্রদীপ্ত হইত, বলোনার মন্ত্রিসভা তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন নাই।

পুনঃপুনরাবৃত্ত প্রতিজ্ঞা দ্বারা ইতালীয় যুবকবৃন্দের হৃদয়ে অঙ্কুরিত অসন্তোষের ভাব প্রশমিত করা হইল বটে; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা কোন-বারই কার্য্যে পরিণত করা হইল না। ১২ই ফেব্রুয়ারীর কঠোর বিধি দ্বারা প্রতিকূল সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করা হইল। সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে যে বিধি বদ্ধ হয়, তাহার মর্ম্ম এই যে—কোন লেখা দ্বারা বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সকলের সহিত বলোনার বর্ত্তমান সখ্যভাব বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা, কোন বিক্রেতা তাদৃশ সংবাদপত্র পত্রিকা বা পুস্তকাদি বিক্রয় করিতে পারিবে না; এই বিধি সত্ত্বেও বিক্রয় করিলে তাহাদিগকে হয় অর্থদণ্ড নয় কারাবাস সহ্য করিতে হইবে।

ঈদৃশ কাপুরুষতার অনিবার্য্য প্রতিফল স্বরূপ বলোনার বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট সকল বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃকই প্রতারিত ও পরিত্যক্ত হইল। ফরাশী গবর্ণমেণ্ট বলোনার পত্রের উত্তর পর্য্যন্তও দিল না। রুষীয় দূত রোম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময় বলোনার পথ পরিত্যাগ

করিয়া অন্য পথ দিয়া গমন করিলেন; বলোনার গবর্ণমেণ্টের সহিত কোনপ্রকার সংস্রবে না আসাই তাঁহার এরূপ বক্রগতির প্রধান উদ্দেশ্য।

ইত্যবসরে অষ্ট্রিয়া—পার্ম্মা, মডেনা এবং রীজিয়ো আক্রমণ করিল। কিন্তু এরূপ প্রতিজ্ঞা করিল যে বলোনা যদি অষ্ট্রিয়ার প্রতি সদ্ব্যবহার করেন তাহা হইলে অষ্ট্রিয়া বলোনার উপর কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করিবেন না। বলোনা এই লুব্ধ আশ্বাসে বিশ্বস্ত হইয়া এরূপ ঘোষণা করিলেন যে "মডেনা প্রভৃতির কার্য্যের সহিত বলোনার কোনও সংস্রব নাই; সন্নিকৃষ্ট প্রদেশ সকল ও পররাষ্ট্র সকলের কার্য্যস্রোতের প্রতিঘাত না করা বলোনার অব্যভিচারী নিয়ম; আমাদিগের একান্ত অনুরোধ যেন কোন বলোনীজ্ পার্শ্বচর বা বহিশ্চর রাজ্য সকলের কার্য্যপ্রণালীর সহিত কোনও সংস্রবে না আইসেন।" তাঁহারা আরও আদেশ করিলেন যে "বিদেশীয়েরা সশস্ত্র বলোনার অন্ত্যসীমায় পদার্পণ করিলেই তাঁহাদিগকে অস্ত্রচ্যুত করিয়া স্বদেশে প্রেরিত করা হইবে।" এই আদেশানুসারে সেনাপতি ঝুচি কর্ত্তৃক অধিনীত সপ্তশত মডেনীস্ সৈন্যকে ধৃত করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করা হয়।

পার্ম্মা, মডেনা ও রীজীয়ো আক্রমণের পর অষ্ট্রিয়া ফেরারা আক্রমণ করিল, ফেরারায় পোপের আধিপত্য সংস্থাপন করিয়া অবশেষে ২০এ তারিখে বলোনার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলোনীজ্ গবর্ণমেণ্ট জাতীয় সেনার হস্তে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া আঙ্কোনায় পলায়ন করিলেন; তথায় পঞ্চ দিবস অবস্থিতির পর ২৫এ মার্চ্চ বলোনীজ্ গবর্ণমেণ্ট কার্ডিন্যাল বেন্‌ভেনুটির হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন, আত্মসমর্পণের বিনিময়স্বরূপ তাঁহার নিকট কেবল ক্ষমাদান প্রার্থনা করিলেন। এই লজ্জাকর আবেদনপত্র বলোনীজ্ গবর্ণমেণ্টের প্রায় সকল সভ্যই স্বাক্ষরিত করেন।

যে নিয়মে বলোনা আত্মসমর্পণ করেন, অষ্ট্রীয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে তাহা ভঙ্গ করেন এবং ৫ই এপ্রেল পোপও ইহার অনুমোদন করেরেন। ১৪ই ও ৩০এ তারিখের আদেশ অনুসারে—বিদ্রোহের কি অধিনায়ক,

কি সাহায্যকারী, কি অনুমোদনকারী সকলেরই প্রাণদণ্ড বিহিত হইল। ইহার সহিত বলোনার বিদ্রোহের অবসান হইল এবং বলোনার পতনে ইতালীর অভ্যুত্থানেরও পতন হইল।

সেনাপতি ঝুচি ৭০ জন বিদ্রোহী সমভিব্যাহারে জলযানে দেশান্তরে পলায়ন করিতেছেন, এমন সময় দুর্দ্দান্ত অষ্ট্রীয় রণতরি তাঁহার জাহাজ ধৃত করিল এবং বন্দিভাবে তাঁহাদিগকে বিনিসে আনয়ন করিল। অনন্তর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রেল অষ্ট্রীয়ার আদেশানুসারে মডেনার ডিউক এই ভীষণ আইন জারি করিলেন যে "যখনই কোনও গুপ্ত প্রমাণ দ্বারা (প্রমাণাহরণকারীর সহিত বাদীর মোকাবিলা হইবার আশা নাই) নৈতিক নিশ্চয়তার সহিত জানা যাইবে যে কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তখনই প্রমাণদাতার কোনও উল্লেখ না করিয়া অপরাধীকে গুরুতর দণ্ড প্রদান করা যাইবে; প্রাণদণ্ড ব্যতীত অন্য যতই কেন গুরুতর দণ্ড প্রয়োগ করা যাউক না, তাহার সহিত সততই নির্ব্বাসনদণ্ড সংযোজিত হইবে।"

এই কঠোর বিধি ইতালীর কণামাত্রাবিশিষ্ট স্বাধীনতাও হরণ করিল—ইতালীর ভাবী অভ্যুত্থানের আশা সুদূরপরাহত করিয়া ফেলিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

ম্যাট্সিনি কর্ত্তৃক লা জিয়োবিনি ইতালীয়া বা নব্য ইতালী নামক সমাজ সংস্থাপন।

১৮২০-২১ এবং ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের জাতীয় অভ্যুত্থানদ্বয়ের পতনে ম্যাট্সিনির হৃদয় ভীত বা হতাশ হইল না। কোন্ কোন্ ভ্রম প্রমাদবশতঃ পূর্ব্বোক্ত অভ্যুত্থানদ্বয়ের পতন হইল, তাহা তিনি স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাইলেন; এবং তাঁহার স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিল যে সেই সকল ভ্রম প্রমাদের দূরীকরণ হইলে ভাবী অভ্যুত্থান অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবে। ম্যাট্সিনির হৃদয় ভীত বা হতাশ হইল না বটে,

কিন্তু ইতালীয়গণের অধিকাংশেরই হৃদয় এই জাতীয় অভ্যুত্থানদ্বয়ের পতনে গভীর হতাশতার ভাবে ম্লান ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িল।

ম্যাট্‌সিনি স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পাইলেন যে অধিনয়ন কার্য্যের পটুতার উপরই জাতীয় অভ্যুত্থানের কৃতকার্য্যতা সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিতেছে। এই অধিনয়ন কার্য্যের দোষই জাতীয় অতীত অভ্যুত্থান-দ্বয়ের পতনের একমাত্র কারণ।

যাঁহারা বিপ্লবের স্রষ্টা, বৈপ্লবিক শাসনকার্য্য তঁহাদিগের হস্তে সমর্পিত না হইয়া সচরাচর বিপ্লববিরোধী বা উদাসীন ব্যক্তিদিগের হস্তে সমর্পিত হইয়া থাকে। এই ভ্রমের সহস্র সহস্র জীবন্ত উদাহরণ ইতালীর সর্ব্বত্র বিদ্যমান। যাঁহারা কখন উচ্চ-পদাভিষিক্ত ছিলেন, তাঁহাদিগেরই হস্তে বিপ্লবের অধিনয়ন কার্য্যের ভার সমর্পণ করা ইতা-লীয় লোক-সাধারণের—বিশেষতঃ যুবকমণ্ডলীর—একটী রোগ হইয়া উঠিয়াছিল। " অরাজকতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষতা " অপবাদভয়ের প্রাবল্যই ইহার মূল। জাতীয় স্বাস্থ্যের সময় পলিতকেশ বা প্রভাবশালী ব্যক্তি-দিগের হস্তে কার্য্যভার সমর্পণ করা শুভপ্রদ বটে, কিন্তু তাঁহারা বিপ্লবসময়ের কে ? বিপ্লবের প্রকৃতি, গতি ও পরিণতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পলিত-কেশই হউন আর পূর্ণপ্রভাবশালীই হউন, তাঁহাদিগদ্বারা বিপ্লবের অনিষ্ট বই ইষ্ট সাধন হইতে পারে না। পীড্‌মণ্ট ও বলোনার বৈপ্লবিক শাসনসমিতি এইরূপ লোকদ্বারাই সংগঠিত হয়। ইহাঁরা পর্য্যুদস্ত গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত, গলিতবয়া, পুরা-প্রচলিত সঙ্কীর্ণ মতাবলীতে দীক্ষিত, যুবক-মণ্ডলীর প্রতি বিশ্বাসবিরহিত, ফরাশি-বিপ্লবের অত্যাচার-জনিত ভয়ে অদ্যাপি জড়ীভূত ; এরূপ লোকদিগের বিপ্লব-সাধনোপযোগী উৎসাহ, অধ্যবসায়, শক্তি ও বুদ্ধি থাকা সম্ভবপর নহে। সুতরাং এরূপ লোকদিগের হস্তে যখন বিপ্লবের অধিনয়ন কার্য্য-ভার অর্পিত হয়, তখন বিপ্লব পরাস্ত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি।

এই সকল কারণে ম্যাট্‌সিনি নূতন প্রণালীতে বিপ্লবসাধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন ; এবং এই উদ্দেশ্য সাধন মানসে তিনি নব্য ইতালী নামক একটি সমাজ সংস্থাপন করিলেন।

নব্য ইতালী সমাজের সভ্যদিগের জন্য ম্যাটসিনি যে উপদেশাবলী ও নিয়মাবলী প্রস্তুত করেন নিম্নে তাহা বিবৃত হইল।

নব্য ইতালী।

সাম্য—স্বাতন্ত্র্য—স্বাধীনতা—একতা—পরোপকারব্রততা—নব্য ইতালীর মূলমন্ত্র স্বরূপ।

প্রথম শাখা।

ইতালীর উন্নতি ও উদ্ধার সাধন যাঁহারা জীবনের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন; যাঁহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে ইতালী একদিন এক অখণ্ড জাতিতে পরিণত হইবে, এবং তৎসাধনার্থে ইতালীকে বহিশ্চর রাজ্যসকলের শরণাপন্ন হইতে হইবে না; যাঁহাদিগের বিশ্বাস যে ইতালীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাতীয় অভ্যুত্থানসকলের পতনের কারণ অধিনয়ন-কার্য্যের বিশৃঙ্খলা, অন্তর্দৌর্ব্বল্য নহে; এবং যাঁহাদিগের বিশ্বাস যে চেষ্টার অবিচ্ছিন্নতা ও একতাই বলের মূল; নব্য ইতালী সমাজ সেই সকল ইতালীয়গণকে এক ভ্রাতৃসূত্রে সম্বদ্ধ করিতেছে। ইহাঁরা ইতালীর উদ্ধারসাধন জন্য চিন্তাকে কার্য্যে পরিণতকরিবেন, অষ্ট্রিয়শৃঙ্খলে আবদ্ধ ইতালীয়দিগকে এক স্বাধীন জাতিতে পরিণত করিবেন, এবং স্বাধীন ইতালীয় জাতির অন্তরে সাম্য ও ঐক্যের ভাব প্রবলতর রূপে অঙ্কিত করিবেন।

দ্বিতীয় শাখা।

এক শাসনের অধীন, এক ভ্রাতৃসূত্রে সম্বদ্ধ, বিভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশস্থ ইতালীর অধিবাসি-সমষ্টিই ইতালীয় জাতি শব্দের প্রতিপাদ্য।

তৃতীয় শাখা। সমাজের ভিত্তিমূল।

লক্ষ্যের অবিচলিতত্তা, পরিস্ফুটতা ও সুনিশ্চিততা,—সমাজের স্থায়িত্ব, কার্য্যকারিতা এবং দ্রুত উন্নতির মূল।

সভ্য-সংখ্যা সমাজের বলের প্রকৃত পরিচায়ক নহে; সভ্যদিগের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অবিচলিতত্তা এবং লক্ষ্যের ও মনোভাবের একত্তাই সমাজবলের প্রকৃত পরিচায়ক।

যাঁহাদিগের লক্ষ্যের ও কার্য্যপ্রণালীর কোন নিশ্চিততা নাই, যাঁহাদিগের মতের কোন একতা নাই, এরূপ নির্লক্ষ্য বা অনিশ্চিত-লক্ষ্য বিভিন্নধর্ম্মা সভ্যগণ দ্বারা যে সকল বৈপ্লবিক সমাজ সংগঠিত, সংহার-কার্য্যের সময় তাঁহাদিগের একচিত্ততা পরিদৃষ্ট হইতে পারে; কিন্তু নির্ম্মাণকার্য্য আরব্ধ হইলেই তাঁহাদিগের কার্য্যস্রোত অন্তর্ব্বিচ্ছেদে ব্যাহত হইবে; এবং যে সময় কার্য্য ও লক্ষ্যের একতার নিতান্ত প্রয়োজন, সেই সময়েই ঘোরতর গৃহ-বিচ্ছেদে বিপ্লবের উদ্দেশ্য পর্য্যুদস্ত হইবে।

বিপ্লব সাধন করিতে হইলে একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুসরণ করিতে হইবে; নিয়ম শব্দের অর্থ প্রণালী; লক্ষ্যের অনুরূপ সাধন-সামগ্রীর আয়োজন করাই উক্ত প্রণালীর কার্য্য।

যত দিন বিপ্লবের লক্ষ্য অনিশ্চিত থাকিবে, তত দিন বিপ্লবের সাধন-সামগ্রীরও কোন নিশ্চিততা হইবে না; এবং সাধন-সামগ্রীর নিশ্চয়াভাবে বিপ্লবের কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা অল্প। কারণ লক্ষ্যের নিশ্চয়াভাবে, অনুরূপ সাধন-সামগ্রীর আয়োজন হইতে পারে না; এবং অনুরূপ সাধন-সামগ্রীর আয়োজন বিনাও বিপ্লবের কৃতকার্য্যতা বিষয়ে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। বিশ্বাস না জন্মিলেও কখন লোকে বিপ্লব-সংসাধন জন্য প্রাণপণ করিতে পারে না; প্রাণপণ চেষ্টা ব্যতীতও কখন বিপ্লব সংসাধিত হইতে পারে না। অতীত ঘটনায় ইহার ভূরী ভূরী প্রমাণ পাওয়া যায়।

যাঁহারাই বিপ্লবের অধিনায়ক হইবেন, বিপ্লবের পরিণাম কি তাঁহাদিগকে স্পষ্ট রূপে জানিতে হইবে। যাঁহারাই লোক-সাধারণকে অস্ত্র ধারণ করিতে আহ্বান করিবেন, তাঁহাদিগকেই বলিয়া দিতে হইবে কি ফলের আশায় তাহারা অস্ত্র ধারণ করিবে; কারণ জয় লাভ করিয়া কি ফল হইবে তাহা জানিতে না পারিলে কখন সমস্ত জাতি যুদ্ধার্থ অভ্যু-

খিত হইতে পারে না। যাঁহারাই দেশের পুনঃসংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তাঁহাদিগের এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই যে তাঁহারা তৎসাধনে সমর্থ; এরূপ বিশ্বাস ব্যতীত তাঁহারা কখনই তাদৃশ গুরুতর কার্য্যের অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইবেন না; এবং তাঁহারা সংহার কার্য্য মাত্র সম্পন্ন করিয়া এরূপ অরাজকতা সংঘটিত করিবেন, যাহার প্রতিবিধান বা নিরাকরণ তাঁহাদিগের সাধ্যাতীত।

এই সকল কারণে নব্য ইতালীর সভ্যগণ জাতীয় ভ্রাতৃগণকে স্পষ্টাক্ষরে তাঁহাদিগের লক্ষ্য ও কার্য্য-প্রণালী অবগত করাইতেছেন।

এই সমাজের প্রথম লক্ষ্য **বিপ্লব সাধন**, দ্বিতীয় লক্ষ্য **নব নির্ম্মাণ**; কিন্তু তাঁহাদিগের লক্ষ্য সাধনের প্রধান অস্ত্র **শিক্ষা**। শিক্ষা যেরূপ বিপ্লব সাধনের মহাস্ত্র, তেমনই বিপ্লবের পর নির্ম্মাণ-কার্য্যেরও অদ্বিতীয় সাধক; এই জন্য বিপ্লবের পূর্ব্বে ও পরে শিক্ষাই এই সমা- জের প্রধান অবলম্বনীয় হইবে।

নব্য ইতালী সমাজ সাধারণতন্ত্র-বাদী।

১ম কারণ—সামাজিক ও প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সকল জাতিই সময়ে সাম্য ও স্বাধীনতা ভোগ করিবে, সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালীই এই ভবিষ্য সুখ সাধনের একমাত্র উপযোগিনী।

২য় কারণ—জাতি-সাধারণই দেশের প্রকৃত রাজা এবং সর্ব্বোচ্চ নৈতিক বিধির একমাত্র ব্যাখ্যাতা।

৩য় কারণ—সমাজের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী এখন যতই কেন অধিকার ভোগ করুন না, সমাজের স্বাভাবিকী প্রবণতা সাম্যের দিকেই; সাম্যই স্বাধীনতার মূল; সাধারণতন্ত্র ভিন্ন অন্য সকলপ্রকার শাসনপ্রণালীই সাম্যের প্রতিকূলে; সুতরাং সাধারণতন্ত্র ভিন্ন অন্য সকলপ্রকার শাসনপ্রণালীই স্বাধীনতার বিরোধী।

৪র্থ কারণ—জাতিসাধারণের রাজত্ব স্বীকার না করিয়া যদি ব্যক্তি-বিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের রাজত্ব স্বীকার করা যায়: তাহা হইলে পরস্পর বিবাদের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। সেখানে সখ্যভাব

একান্ত প্রয়োজন, সেখানে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও পরস্পরের সহিত কলহ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সখ্যভাবের অভাবে সামাজিক জীবনের চিরস্থায়িত্বের সম্ভাবনা অল্প।

৫ম কারণ—রাজা প্রজা-সাধারণের সহিত পার্শ্বাপার্শ্বি হইয়া কখন নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারেন না; রাজকীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মধ্যবর্ত্তী সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর অস্তিত্বের একান্ত প্রয়োজন—যাঁহারা রাজার ন্যায় অদ্বিতীয় বিভবশালীও হইবেন না এবং প্রজা-সাধারণের ন্যায় অতি দীনও হইবেন না;—কিন্তু এই সম্ভ্রান্ত শ্রেণীই সমাজের যাবতীয় দূষণ ও বৈষম্যের নিদান।

৬ষ্ঠ কারণ—ইতিহাস পাঠে ও প্রকৃতি পর্য্যালোচনায় আমরা জানিতে পারিয়াছি যে সিংহাসন শূন্য হইলে, প্রজামণ্ডলীর মধ্য হইতে প্রতিবার নূতন নূতন রাজা মনোনীত করিতে গেলে, রাজ্যে ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত হয়; আবার এদিকে পুরুষ-পরম্পরায় এক বংশেই রাজসিংহাসন আবদ্ধ রাখিলে যথেচ্ছচারিতার নিরতিশয় আধিক্য হইয়া উঠে।

৭ম কারণ—রাজস্বাধিকার পুরাকালের ন্যায় এখন আর ঈশ্বরদত্ত স্বত্ব বলিয়া বিবেচিত হয় না; এই জন্য লোক-সাধারণের নিকট ইহার মোহিনী শক্তি অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে; এরূপ দুর্ব্বল অবস্থায় ইহা রাজ্যের প্রভুতা ও একতার কেন্দ্র-স্বরূপ হইতে পারে না।

৮ম কারণ—ইয়ুরোপে যে সকল ক্রমিক উন্নতিমূলক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, সে সমস্তেরই অনিবার্য্য প্রবণতা সাধারণ-তন্ত্র সংস্থাপনের দিকে।

৯ম কারণ—ইতালীতে আপাতত রাজ্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত হইলে অচিরকাল মধ্যেই সাধারণতন্ত্র সংস্থাপন জন্য দ্বিতীয় বিপ্লব অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে।

১০ম কারণ—কার্য্যতঃ ইতালীতে রাজতান্ত্রিক উপাদান-সামগ্রী নাই। রাজা, জমিদার ও প্রজাসাধারণ—এই তিনটীই রাজতন্ত্রের অপরিহার্য্য উপাদান। ইহার কোনটীরও অভাবে রাজতন্ত্র পরিরক্ষিত হইতে পারে না। কিন্তু ইতালীতে প্রথম দুইটীরই একপ্রকার অভাব পরি-

দৃষ্ট হয়। ইতালীতে এমন কোন প্রাচীন রাজবংশ নাই যাহা ইতালীর সমস্ত প্রদেশের স্নেহ ও সহানুভূতি আয়ত্ত করিতে পারে; এবং এরূপ সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী জমিদারশ্রেণীও নাই—যাঁহারা রাজা ও প্রজাসাধারণের মধ্যবর্ত্তী গহ্বর পরিপূরিত করিতে পারেন।

১১শ কারণ—ইতালীয় প্রবাদ প্রধানতঃ সাধারণতান্ত্রিক; ইতালীর অতীত অবদান-পরম্পরার স্মৃতিও সাধারণ-তান্ত্রিক; ইতালীর জাতীয় উন্নতির ইতিবৃত্ত সাধারণতান্ত্রিক; রাজতন্ত্র ইতালীর অবনতির সমসাময়িক মাত্র। বিজাতীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনতা, প্রজাবর্গের প্রতি বিরোধিতা, এবং জাতীয় একতার প্রতিকূলতা দ্বারা, রাজতন্ত্রই অচিরকাল মধ্যে ইতালীর পূর্ণ ধ্বংস বিধান করিয়াছে।

১২শ কারণ—যে প্রণালী প্রাদেশিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহে, ইতালীর বিভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশ সকল প্রফুল্ল মনে তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিবে; কিন্তু তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যক্তিবিশেষের প্রভুতাধীনে আসিবে না।

১৩শ কারণ—যদি রাজতন্ত্র ইতালীয় বিপ্লবের একবার লক্ষ্য হইয়া উঠে, তাহা হইলে রাজতন্ত্রের অপরিহার্য্য আনুষঙ্গিক কর্ত্তব্যনিচয়ও সেই সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইবে; বহিশ্চর রাজবৃন্দের চরণে আত্মবিসর্জ্জন,—দূতমণ্ডলীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও অবিচলিত বিশ্বাস স্থাপন,—দেশের একমাত্র উদ্ধার-সাধক লৌকিক বলের নিয়ন্ত্রণ,—বিপ্লববিরোধী রাজতন্ত্রপক্ষপাতীদিগের হস্তে বৈপ্লবিক গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপরিভাবী ক্ষমতা প্রদান প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে বিপ্লবেরই মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে।

১৪শ কারণ—অতীত ইতালীয় বিপ্লবদ্বয়ের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে ইতালীয় জাতি-সাধারণের বলবতী প্রবণতা সাধারণতন্ত্রেরই দিকে।

১৫শ কারণ—সমস্ত জাতিকে যখন যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতে হইবে, তখন তাহাদিগের নিকট এমন একটী লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিতে হইবে, যাহার সহিত তাহাদিগের স্বার্থের সামঞ্জস্য হইতে পারে।

১৬শ কারণ—ইতালীর বর্ত্তমান সকল গবর্ণমেণ্টই—হয় ভয়ে নয় মতে—সঞ্জীবন-কার্য্যের প্রতিকূল।

এই জন্য নব্য ইতালী সমাজ বিপ্লবসাধনার্থ রাজতন্ত্রের সাহায্য গ্রহণে অনিচ্ছুক; ইহার সভ্যেরা ইতালীয় রণক্ষেত্রে জাতীয় ধ্বজা উড্ডীন করিয়া লোক-সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনা করিবেন; এবং যে সাধারণতন্ত্রপ্রণালী আধুনিক ইয়রোপীয় বৈপ্লবিক বিস্ফুরণের অভি-নেত্রী, সেই সার্ব্বজনীন প্রণালীর নামে সভ্যেরা লোকসাধারণের সাহায্য ভিক্ষা করিবেন।

নব্য ইতালী একতাবাদী-অর্থাৎ ইতালীর বিচ্ছিন্ন রাজ্যসকলকে এক সাধারণ-সূত্রে সম্বদ্ধ করা ইহার অন্যতম লক্ষ্য।

১ম কারণ—একতা ব্যতীত প্রকৃত জাতীয় অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে।

২য় কারণ—একতা ব্যতীত প্রকৃত বলপ্রাপ্তির আশা নাই; কিন্তু যখন ইতালী চতুর্দ্দিকে প্রবল, একীভূত ও ঈর্ষা-পরবশ জাতিনিচয়ে পরিবেষ্টিত,—তখন ইতালীর পক্ষে বলপ্রাপ্তিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়।

৩য় কারণ—ইতালী বিচ্ছিন্ন হইলে তাহার রাজনৈতিক অবস্থা ঠিক সুইজরলণ্ডের ন্যায় হইয়া পড়িবে; সুতরাং অগত্যা তাহাকে কোন সন্নিকৃষ্ট প্রবলতর জাতির অধীনে থাকিতে হইবে।

৪র্থ কারণ—ইতালী বিচ্ছিন্ন হইলে তাহার বিচ্ছিন্ন প্রদেশ সকলের পরস্পরের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় আবার প্রাদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিদ্বেষ-ভাব আসিয়া উপস্থিত হইবে; সুতরাং মধ্যযুগের ভীষণ অন্ধকার আবার ইতালীকে আচ্ছন্ন করিবে।

৫ম কারণ—ইতালী বিচ্ছিন্ন হইলে ইতালীর প্রশস্ত জাতীয় কার্য্য-ক্ষেত্র অসংখ্য ক্ষুদ্র কার্য্যক্ষেত্রে বিভক্ত হইয়া পড়িবে; এইরূপে অসংখ্য ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তির অযোগ্য উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধনের পথ পরিষ্কৃত হইবে; সুতরাং সাম্যের মূলে কুঠারাঘাত পড়িবে।

৬ষ্ঠ কারণ—ইতালী বিচ্ছিন্ন হইলে মানবজাতি-সাধারণের প্রতি

ইঁনি যে গুরুতর কর্ত্তব্য-সাধন-ব্রতে ব্রতী, তাহার কিছুই অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না।

৭ম কারণ—যখন ইয়ুরোপীয় সমাজ এক বৃহৎ রাজনৈতিক সূত্রে পরস্পর সম্বদ্ধ হইতে যাইতেছেন, তখন ইতালীকে অন্তর্বিচ্ছিন্ন করিতে যাওয়া উন্মাদবিজৃম্ভিত মাত্র।

৮ম কারণ—সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণে দৃষ্ট হয় যে বহুদিন হইতে ইতালীর আভ্যন্তরীণ সভ্যতার বেগ একতা প্রতিষ্ঠাপনের দিকেই ধাবিত হইতেছে।

নব্য ইতালী সমাজ যে জাতীয় একতার উপাসক, তাহার অর্থ ইতালীর সমস্ত প্রদেশের এক রাজনীতি ও এক সমাজসূত্রে গ্রন্থন। প্রত্যেক প্রদেশের আভ্যন্তরীণ জীবনের প্রতি হস্তক্ষেপ করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। নব্য ইতালী সমাজ রাজ্যের কার্য্যনির্ব্বাহক বিভাগের এরূপ সুন্দর শৃঙ্খলা করিবেন যে প্রত্যেক প্রদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় একতা এই দুইই সংরক্ষিত হইবে; কিন্তু রাজনৈতিক বিভাগ—যাহা অন্যান্য ইয়ুরোপীয় রাজ্য সকলের নিকট ইতালীর প্রতিভূ স্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইবে—এক এবং কেন্দ্রীভূত থাকিবে।

রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, দণ্ডনীতি প্রভৃতি বিষয়ে একতা ভিন্ন প্রকৃত জাতীয় জীবন সম্ভবপর নহে। নব্য ইতালী সমাজের মূলভিত্তি স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত মত সকল এবং তাহাদিগের সম্ভাবিত ভাবী পরিণাম—যাহা যাহা সমাজের পত্রিকাদিতে পরিব্যক্ত হইবে—সমাজের মূলধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইবে; এবং যাঁহারা এই মূলধর্ম্ম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন, এবং যাঁহাদিগের এই মূলধর্ম্মে পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিবে, তাঁহারাই নব্য ইতালী সমাজের সভ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেন।

নব্য ইতালী সমাজ হইতে সময়ে সময়ে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক প্রত্যেক মতের উপর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রস্তাব বাহির হইবে। উন্নতি মানবজাতির জীবন; সুতরাং সেই উন্নতির নিয়মানুসারে এই সকল মতেরও সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তন করা হইবে।

যাঁহারা দীক্ষাগুরু তাঁহারা এই সকল মত দীক্ষিতদিগকে স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিবেন; এবং দীক্ষিতেরা আবার সেই সকল মত যতদূর সম্ভব ইতালীর জাতিসাধারণকে বুঝাইয়া দিবেন। দীক্ষাগুরু ও দীক্ষিত উভয়কেই সতত মনে রাখিতে হইবে যে এই সকল মতের নীতিমার্গানুসারী প্রয়োগই বিশেষ প্রয়োজনীয়। নৈতিক উৎকর্ষ ব্যতিরেকে প্রকৃত নাগরিকত্ব সম্ভবপর নহে;—কোন গুরুতর কার্য্যের কৃতকার্য্যতার প্রথম সোপান নৈতিক উৎকর্ষ;—যাঁহারা এই সকল মতের প্রচারক, এই সকল মতের সহিত তাঁহাদিগের দৈনন্দিন জীবনের অবিসংবাদিতা থাকা চাই, অন্যথা তাঁহারা জগতের নিকট অতি ভয়ঙ্কর কপটাচারী ও স্বধর্ম্মবিদ্বেষী বলিয়া পরিচিত হইবেন;—নৈতিক উৎকর্ষের দ্বারাই নব্য ইতালী সমাজের সভ্যেরা অপরকে তাঁহাদিগের মতে আনিতে সক্ষম;—যাঁহারা তাঁহাদিগের মতের সত্যতা অস্বীকার করেন, যদি নব্য ইতালী সমাজের সভ্যেরা তাঁহাদিগের অপেক্ষা আপনাদিগের অধিকতর উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে না পারেন, তাহা হইলে লোকে তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত-মতাবলম্বী সাম্প্রদায়িক বলিয়া ঘৃণা করিবে;—কিন্তু নব্য ইতালী সমাজ সম্প্রদায়বিশেষে বা দলবিশেষে পরিণত হইতে চাহেন না; সুতরাং তাঁহাদিগকে ঈশ্বরপ্রেরিতের ন্যায় তাঁহাদিগের জীবন্ত বিশ্বাস, জীবন্ত ধর্ম্ম দেশে দেশে প্রচার করিয়া বেড়াইতে হইবে।

যে উপায় দ্বারা নব্য ইতালী সমাজ তাঁহাদিগের লক্ষ্য সংসাধন করিবার প্রস্তাব করিতেছেন তাহা শিক্ষা এবং বিপ্লব। দুইই এক সময়ে আরম্ভ করিতে হইবে; এবং একটী অপরটীর সহিত যাহাতে সমঞ্জসীভূত হয় তাহারও চেষ্টা করিতে হইবে। দৃষ্টান্ত বাক্য এবং রচনা দ্বারা বিপ্লবের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করাই শিক্ষার প্রধান কার্য্য হইবে। আবার বিপ্লব এরূপ প্রণালীতে সংসাধন করিতে হইবে যে তাহা হইতেই জাতীয় শিক্ষা সংসাধিত হইতে পারিবে।

এই বিপ্লবোদ্দীপক শিক্ষা ইতালীতে কাযে কাযেই গুপ্তভাবে সম্পাদন করিতে হইবে; কিন্তু ইতালীর বাহিরে ইহা প্রকাশ্যভাব ধারণ করিবে।

নব্য ইতালী সমাজের সভ্যেরা সমাজের মত প্রচার ও মুদ্রাঙ্কনাদি ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রত্যেকেই কিছু কিছু করিয়া চাঁদা দিবেন।

ইতালীর নির্ব্বাসিত ব্যক্তিগণ এই সকল মতের প্রচারকার্য্যে জীবন সমর্পণ করিবেন।

কার্য্যনির্ব্বাহোপযোগী উপদেশাদি ও সংবাদ ইতালীর অভ্যন্তরে ও বাহিরে উভয় স্থলেই অতি গুপ্তভাবে প্রদত্ত হইবে। এই বিপ্লবের কার্য্যপ্রণালী ভাবী ইতালীর জাতীয় কার্য্য-প্রণালীর বীজস্বরূপ হইবে। যেখানেই বিপ্লবের নবাভ্যুত্থান হইবে, যেখানেই বৈপ্লবিক পতাকা উড্ডীন হইবে, যেখানেই বিপ্লবের লক্ষ্য নির্ব্বাচিত হইবে, ইতালীর নাম সর্ব্বত্র উদ্ঘোষিত হইবে, ইতালীর জাতীয় ভাব সর্ব্বত্র পরিব্যক্ত হইবে।

এই বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্য ইতালীকে একটী সমগ্র জাতিতে পরিণত করা; সুতরাং ইহার কার্য্যপ্রণালী জাতীয় নামেই সম্পাদিত হইবে; এবং যে ইতালীর লোক-সাধারণ এত দিন অনাদৃত ও পদদলিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকেই এই বিপ্লবের একমাত্র অবলম্বন ও একমাত্র অধিনায়ক করিতে হইবে।

নব্য ইতালী সমাজের দৃঢ় বিশ্বাস যে—ইতালী বাহিরের সাহায্য ব্যতীতও অষ্ট্রিয়ার শৃঙ্খল হইতে আপনাকে উন্মুক্ত করিতে সক্ষম; একটী জাতি প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইলে, অগ্রে লোকের মনে জাতীয় ভাব ও জাতীয়তার জ্ঞান দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিতে হইবে; কিন্তু বৈদেশিক শক্তি দ্বারা বিপ্লব সংসাধিত হইলে এরূপ জাতীয় ভাব ও জাতীয়তার জ্ঞান সম্ভবপর নহে। "নব্য ইতালী" সমাজ অসন্দিগ্ধরূপে প্রতীত হইয়াছেন যে, যে বিপ্লব বহিশ্চর সাহায্যের উপর নির্ভর করে, তাহাকে বহিশ্চর ঘটনাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে হয়; সুতরাং তাহার জয়লাভ অনিশ্চিত।

যে বিংশতি লক্ষ ইতালীয় এক্ষণে অষ্ট্রিয়ার শৃঙ্খল হইতে আপনাদিগকে উন্মুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তাঁহাদিগের যে জিনিসের অভাব আছে তাহা শক্তি নহে, আত্মশক্তির প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস।

উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই বিশ্বাসের উৎপাদন করাই নব্য ইতালী সমাজের প্রধান চেষ্টা হইবে।

ইতালীর পূর্ণ বিপ্লব সাধন করিতে হইলে অগ্রে ইতালীর চতুর্দ্দিকে লোকসাধারণকে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ও অভ্যুত্থিত করিতে হইবে; যখন এই অভ্যুত্থান কৃতকার্য্য হইবে, তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে বিপ্লব আরম্ভ হইবে।

প্রথম অভ্যুত্থান ও ইতালীর পূর্ণ দাসত্ব মোচনের মধ্যবর্ত্তী সাময়িক কার্য্যভার অল্পসংখ্যক লোকেরই হস্তে সমর্পিত থাকিবে।

ইতালীতে পূর্ণ স্বাধীনতা পুনঃস্থাপিত হইলে, একটী জাতীয় সভা সংগঠিত হইবে; তখন সেই জাতীয় সভার নিকট সকলেরই মস্তক অবনত করিতে হইবে; যিনি যে কোন ক্ষমতাপ্রার্থী হইবেন তাহা এই সভার নিকট হইতেই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

যে জাতি আপনাদিগকে বিদেশীয় শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে গেরিলা যুদ্ধপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। অভ্যুত্থানের প্রারম্ভে অধীন জাতির নিয়মিত ও সুসম্বদ্ধ সেনা থাকার সম্ভাবনা নাই; গেরিলা যুদ্ধপ্রণালী এই অভাবের কথঞ্চিৎ পূরণ করিবে। ইহা অধীন জাতিকে যুদ্ধকুশল করিয়া তুলিবে এবং জন্মভূমির প্রত্যেক স্থানকেই যুদ্ধ-ব্যাপারের পবিত্র স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিবে।

গেরিলা যুদ্ধপ্রণালী স্থানীয় শক্তির অনুরূপ কার্য্যদক্ষতা উৎপাদন করে; শত্রুদিগকে অনভ্যস্ত যুদ্ধপ্রণালীতে বলপূর্ব্বক অবতারিত করে; অতিবিস্তৃত সমরে ভীষণ পরাজয়ের ভয়ঙ্কর পরিণাম হইতে দেশবাসীদিগকে সংরক্ষিত করে; এবং জাতীয় সমরকে কোন নির্দ্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ করে না। এই সকল কারণে ইহা অজেয় ও অবিনাশ্য।

গেরিলা যুদ্ধপ্রণালী দ্বারা যখন শত্রুসৈন্য ক্লান্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িবে, তখন অতি সাবধানে নির্ব্বাচিত ও অতি যত্নে শিক্ষিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মিত সেনা দ্বারা বিপ্লবকার্য্য সাধন করিতে হইবে।

"নব্য ইতালী" সমাজের সভ্যগণ প্রত্যেকেই এই সকল মত প্রচারের

জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। এই সমাজ হইতে মধ্যে মধ্যে যে সকল পুস্তক ও পত্রিকাদি বাহির হইবে, তাহাতে সেই সকল মত অতিশয় পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুটরূপে পরিব্যক্ত হইবে এবং যে সকল নিয়ম ও শৃঙ্খলা দ্বারা অভ্যুত্থানকাল নিয়ন্ত্রিত হইবে তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

৫ম শাখা।

"নব্য ইতালী" সভার প্রত্যেক সভ্যকে সভার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য প্রতিমাসে অন্যূন অর্দ্ধ ফ্রাঙ্ক করিয়া দিতে হইবে। যাঁহাদিগের অবস্থা ভাল, তাঁহাদিগকে অবস্থার ক্রমানুসারে অধিকতর চাঁদা দিতে হইবে।

৬ষ্ঠ শাখা।

"নব্য ইতালীর" পরিচায়ক বর্ণ—শ্বেত, লোহিত এবং হরিৎ হইবে। "নব্য ইতালীর" ধ্বজপতাকা এই তিন বর্ণই ধারণ করিবে এবং পতাকার এক দিকে—স্বাধীনতা, সাম্য ও পরোপকারব্রততা ও অন্য-দিকে—একতা ও স্বাতন্ত্র্য এই বাক্যগুলি লিখিত থাকিবে।

৭ম শাখা।

প্রত্যেক সভ্যকে "নব্য ইতালী" সমাজের সভ্যপদে দীক্ষিত হওয়ার সময় দীক্ষাগুরুর সমীপে নিম্নলিখিত শপথ গ্রহণ করিতে হইবে—

ঈশ্বর ও ইতালীর নামে, এবং সেই মহাত্মাদিগের নামে—যাঁহারা ইতালী উদ্ধাররূপ পবিত্র যজ্ঞে স্বদেশীয় যথেচ্ছচারিণী শক্তির হস্তে প্রাণ হারাইয়াছেন—

যে দেশে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যে দেশে আমার ভ্রাতৃগণ জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দেশের প্রতি আমি যে কর্ত্তব্য-ঋণে আবদ্ধ, তাহার নামে—

যে দেশ আমার জননীকে জন্ম প্রদান করিয়াছে, যে দেশ আমার পুত্রকন্যাদিগের ভাবী ক্রীড়াস্থল হইবে, সেই দেশের প্রতি আমার

হৃদয়ে যে প্রকৃতিসিদ্ধ প্রণয় বিরাজমান রহিয়াছে, সেই প্রণয়ের নামে—

অন্যায়, অবিচার, অশুভ, পরাধিকারগ্রহণ ও যথেচ্ছচারিণী শাসন-প্রণালীর প্রতিকূলে আমার হৃদয়ে যে বলবতী ঘৃণা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার নামে—

যখন আমি অন্যান্য দেশের স্বাধীন নাগরিকের নিকট দণ্ডায়মান হই এবং জানিতে পারি যে তাঁহাদিগের ন্যায় আমাদিগের স্বাধীন নাগরিকের অধিকার নাই, যাহাকে নিজের দেশ বলিতে পারি এমন দেশ নাই, এবং নিজের জাতীয় পতাকা নাই, তখন যে প্রবল লজ্জার বেগে আমার ললাটদেশ আলোড়িত হয়, তাহার নামে—

আমার যখন মনে হয় যে আমার আত্মা স্বাধীনতাসুখ ভোগের জন্য সৃষ্ট হইয়াও সে সুখে বঞ্চিত রহিয়াছে, যখন আমার মনে হয় যে আমার আত্মা জগতের অনন্ত শুভ সাধনে সক্ষম হইয়াও দাসত্বের ভীষণ নিগড়ে আবদ্ধ থাকায় জগতের কিছুই করিতে পারিতেছে না, তখন আমার হৃদয়ের যে বলবতী ইচ্ছা স্বাধীনতার দিকে অপ্রতিহত বেগে ধাবিত হয়, তাহার নামে—

ইতালীর অতীত মহত্ত্বের যে স্মৃতি ও বর্ত্তমান শোচনীয় দুরবস্থার যে জ্ঞান আমার হৃদয়ে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, তাহার নামে—

সংক্ষেপতঃ ইতালীর অসংখ্য অধিবাসী অহরহ যে দারুণ দাসত্ব-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহার নামে—

আমি অমুক,—যাহার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ রহিয়াছে যে জগদী-শ্বর ইতালীকে জগতের মঙ্গল সাধন কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন, সুতরাং প্রত্যেক ইতালীয়েরই কর্ত্তব্য তদুদ্দেশে প্রাণপণ চেষ্টা করা—

—যাহার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস, যে ইতালী একটী স্বাধীন জাতিরূপে পরিণত হয় ইহা যখন ঈশ্বরের অভিপ্রেত, তখন তিনি তৎসাধনোপ-যোগী শক্তি অবশ্যই ইতালীর অভ্যন্তরেই রাখিয়া দিয়াছেন; সেই শক্তির আধার ইতালীর লোকসাধারণ; এবং সেই শক্তি লোকসাধা-

রণের উপকারার্থ লোকসাধারণ কর্তৃক পরিচালিত হইলেই জয় লাভ হইবে—

—যাহার বিশ্বাস যে আত্মত্যাগে ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানেই প্রকৃত ধর্ম্ম, এবং একতা ও লক্ষ্যের অবিচলিততাতেই প্রকৃত বল—

সেই আমি, "নব্য ইতালী" সমাজের—যে নব্য ইতালী সমাজের সভ্যেরা আমার সহিত এক মতে, এক বিশ্বাসে ও এক ধর্ম্মে দীক্ষিত ও সম্বদ্ধ—সভ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া শপথ করিতেছি—যে ইতালীকে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করিতে—

ইতালীকে একটী সাধারণতান্ত্রিক জাতিতে পরিণত করিতে জন্মের মত এ প্রাণ উৎসর্গ করিলাম। সেই আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে বাক্য, রচনা ও কার্য্য দ্বারা যতদূর সাধ্য, আমার ইতালীয় ভ্রাতৃগণকে "নব্য ইতালীর" লক্ষ্যোপযোগী শিক্ষা প্রদান করিব; যে সমাজ-বন্ধন "নব্য ইতালীর" অভীষ্টসিদ্ধির প্রধান উপায় তাহার অনুষ্ঠানে রত থাকিব; এবং যে নৈতিক উৎকর্ষ জয় চিরস্থায়ী করিবার একমাত্র নিদান তাহার অনুসরণে কখনই বিরত হইব না।

কখনই অন্য কোন সমাজের সভ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইব না। যাঁহারা "নব্য ইতালী" সমাজের সভ্যদিগের প্রতিভূ, তাঁহারা যখন যাহা আদেশ করিবেন, সমাজের লক্ষ্যের সহিত বিসংবাদী না হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন করিব; এবং প্রাণ দিয়াও সেই সকল আদেশের গূঢ়তা রক্ষা করিব।

কার্য্য ও পরামর্শ দ্বারা সমাজস্থ ভ্রাতৃগণের সতত সাহায্য করিব।

এই সকল প্রতিজ্ঞাপালনে—এক্ষণে ও অনন্ত কালের জন্য—আমার এই জীবন উৎসর্গীকৃত করিলাম।

যদি কখন আমি আমার এই প্রতিজ্ঞাসকলের সমস্ত বা অংশমাত্র ভঙ্গ করি, তাহা হইলে ইন্দ্রের বজ্র যেন আমার মস্তককে চূর্ণীকৃত করে, মানবী ঘৃণা যেন আমাকে পদদলিত করে, এবং মিথ্যাশপথকারীর অক্ষালনীয় কলঙ্ক যেন আমার স্মৃতিকে অনন্ত কালের জন্য কলুষিত করে।

ম্যাট্সিনিই সর্ব্বপ্রথমে এই শপথ গ্রহণ করিলেন। ক্রমে অসংখ্য লোক ম্যাট্সিনির দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। নব্য ইতালী সমাজ ক্রমেই পুষ্টাবয়ব হইতে লাগিল।

নব্য ইতালী সমাজ ম্যাট্সিনির মস্তিষ্কের উদ্ভাবনা। সুতরাং ইহার কৃতকার্য্যতা সাধনে ম্যাট্সিনির যতদূর আগ্রহ ও যত্ন হইবার সম্ভাবনা ততদূর আর কাহারও সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ ইহার কৃতকার্য্যতা সাধনের জন্য যে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও অবিচলিত অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তাহা তৎকালে ম্যাট্সিনি ভিন্ন অতি অল্প লোকেরই ছিল। আরও বিপ্লবের সময় অধিনয়ন-কার্য্যভার অধিক লোকের হস্তে সমর্পিত থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর শৃঙ্খলা থাকা দুরূহ। এই সকল কারণে ম্যাট্সিনি স্বয়ংই ইহার অধিনেতৃত্বপদ গ্রহণ করিলেন।

অধিনেতৃত্বপদ গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু আপন অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছামত তাঁহার কায করিবার যো ছিল না। কারণ নব্য ইতালী সমাজের মূলভিত্তিস্বরূপ কতিপয় নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী দ্বারা তাঁহাকে সতত আবদ্ধ থাকিতে হইত। তিনি সে গুলি হইতে রেখামাত্রও বিচলিত হইলে তাঁহার সহশ্রমিগণ তাহা জানিতে পারিতেন এবং তাঁহার প্রতি অনুযোগ করিতেন; সুতরাং ম্যাট্সিনিকে তৎক্ষণাৎ আত্মসংযম ও ভ্রমসংশোধন করিতে হইত।

বস্তুতঃ অধিনেতৃপদে অভিষিক্ত হওয়ায় ম্যাট্সিনিকে কষ্টের বোঝাই অধিক বহিতে হইয়াছিল। অপযশ, বাধা, নির্য্যাতন প্রভৃতি তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সহ্য করিতে হইয়াছিল।

তাঁহারা সকলেই প্রায় রিক্তহস্ত ছিলেন। ম্যাট্সিনি চারি মাস অন্তর বাটী হইতে জীবনধারণোপযোগী কিছু কিছু অর্থসাহায্য পাইতেন। তিনি তাহা হইতেই যতদূর সাধ্য কিছু বাঁচাইয়া সভার চাঁদা দিতেন। তাঁহার বন্ধু বান্ধবদিগের অবস্থা তাঁহার অপেক্ষাও অধিকতর শোচনীয় ছিল। তথাপি তাঁহারা এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়া অনন্ত সাগরে ঝাঁপ দিলেন! যদি তাঁহাদিগের মতে কিছু সত্য থাকে, তাহা হইলেঅব-

শ্যই অনেকে তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিবেন এবং অর্থ সাহায্য করি- বেন—এই অনিশ্চিত ভাবী আশার উপর নির্ভর করিয়াই কপর্দ্দক-শূন্য কতিপয় ইতালীয় নির্ব্বাসিত বিপ্লবতরঙ্গে আত্মসমর্পণ করিলেন।

ভারতবাসিন্! পূর্ব্বপুরুষগৌরবদৃপ্ত! স্বদেশানুরাগাভিমানিন্! যদি দেশের প্রকৃত হিত ইচ্ছা কর, যদি দেশের বিনষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে চাও, তবে ম্যাট্সিনি ও তৎসহচরবৃন্দের নিকট বিপদে ধৈর্য্য, কার্য্যে অধ্যবসায়, ভবিষ্যতে বিশ্বাস, ও দারিদ্র্যে ত্যাগস্বীকার শিক্ষা কর।

পঞ্চম অধ্যায়।

বাহ্য বিপ্লব অন্তর্ব্বিপ্লবের প্রতিফলন মাত্র। কি নৈতিক, কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক যে কোন বিপ্লব সাধন করিতে যাও না কেন, অগ্রে তোমাকে অন্তর্ব্বিপ্লব সাধন করিতে হইবে;—অগ্রে তোমাকে লোকের মনের ভাবস্রোত তদনুকূল দিকে প্রধাবিত করিতে হইবে। অভীপ্সিত-কার্য্যারম্ভ হওয়ার অগ্রে লোকের মনকে অনু- কূলভাবে প্রমত্ত করিতে হইবে। লোকের মন অনুকূলভাবে প্রমত্ত হইলে, তাহা কার্য্যের দিকে অপ্রতিহত বেগে আপনিই প্রধাবিত হইবে। সে বেগ নিবারণ করে কাহার সাধ্য? 'ক ঈপ্সিতার্থস্থির- নিশ্চয়ং মনঃ পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ?' অভিলষিত বিষয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প মন ও নিম্নাভিমুখিনী স্রোতস্বিনীর গতি কে রোধ করে? এ স্রোতের বেগে পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া যায়, দুর্লঙ্ঘ্য বাধা বিপত্তি সকল অন্তর্হিত হয়। এই অন্তর্ব্বিপ্লব সাধন করাই—জনসাধারণের মানসিক ভাবস্রোতের গতি পরিবর্ত্তন করাই—সংস্কারকদিগের সর্ব্ব- প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। এই গভীর বিপ্লব সাধনের দুই মাত্র অস্ত্র—লেখনী ও জিহ্বা। বাগ্মী হৃদয়ালোড়নকারিণী বক্তৃতা দ্বারা সমাগত শ্রোতৃবর্গের চিত্ত উন্মাদিত করিয়া দেন; লেখক হৃদয়- প্রজ্বালনকারিণী রচনা দ্বারা অনাগত পাঠকবৃন্দের হৃদয়কে অগ্নিময়

করিয়া তুলেন। অন্তর্বিপ্লব সাধন করিতে হইলে এই দুই শ্রেণীর সংস্কারকেরই একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু অধীন দেশে বাগ্মীর সংখ্যা অতি বিরল। ইতালী বহুকাল হইতে অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে। যে ইতালী একদিন বাগ্মিকশ্রেষ্ঠ সিসিরোর বক্তৃতায় উন্মাদিত হইয়াছিল, সেই ইতালী এক্ষণে চির-অধীনতায় নীরব! অষ্ট্রিয়ার দৌরাত্ম্যে মনের দুঃখ ব্যক্ত করিতেও অক্ষম! পিশাচদিগের আবির্ভাবে সেই দেবভূমি এক্ষণে শ্মশান! কুত্রাপি জীবনের কোন চিহ্ন উপলক্ষিত হইতেছে না, কেবল সেই পিশাচ-সমাচ্ছন্ন ভীষণ শ্মশানের অদূরে কয়েকটী নির্ভীক কাপালিক একত্রিত হইয়া শব সাধন করিতেছিলেন মাত্র। বলা বাহুল্য মাত্র যে এই কাপালিক সমাজ নির্ব্বাসিত ম্যাট্সিনি ও তৎ-সহচরবৃন্দ দ্বারা সংগঠিত। সেই কাপালিক সমাজ পৈশাচিক আবির্ভাব হইতে ইতালীকে উন্মুক্ত করিবার জন্য—ইতালীয়দিগের মৃত-দেহে জীবন সঞ্চার করিবার নিমিত্ত, ভগবতী সঞ্জীবনী শক্তির আরাধনা আরম্ভ করিয়াছেন। কিয়ৎকাল দেবীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেই তাঁহারা অনুপ্রাণিত হইলেন। তাঁহাদিগের অবসন্নপ্রায় হৃদয় ভাব-বেগে উচ্ছ্বসিত হইল। তাঁহাদিগের শিথিলিত হস্ত নূতন বল পাইয়া লেখনী ধারণ করিল। তাঁহারা পিশাচগ্রস্ত ইতালীয়দিগের রুধিরে—তাঁহাদিগেরই বক্ষস্থলকে এই মূল মন্ত্রগুলি লোহিতবর্ণে অঙ্কিত করিলেন :—

"ভ্রাতৃগণ! তোমরা পিশাচদিগের হস্তে পতিত হইয়াছ! তোমাদিগের হৃদয় ক্রোধে ও দুঃখে ভস্মীভূত হইতেছে! তোমাদিগের শোণিত ভয়ে শুষ্ক হইতেছে! পিশাচ-তাড়নে তোমাদিগের মাংস অস্থি হইতে বিশ্লেষিত হইতেছে! কিন্তু ভয় পাইও না। হৃদয়ে ভবিষ্যতে বিশ্বাস স্থাপন কর এবং সিদ্ধির আশা ধারণ কর, দেখিবে অবিলম্বেই সমস্ত অন্ধকার তিরোহিত হইবে। আমাদিগের এই উক্তি নির্ব্বাসিতের বিলাপমাত্র মনে করিও না।

আমরা জানি যে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত অনেক সময় কেবল বৃথা

বাক্যব্যয়েই অতিবাহিত হইয়াছে, কিছুই অদ্যাপি কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আমাদিগের নিজের হৃদয়-প্রবণতার অনুসরণ করিলে আমরা আর বৃথা বাক্যব্যয় করিতাম না, অত্যাচারের গভীর প্রায়শ্চিত্তের দিন পর্য্যন্ত নীরবে থাকিতাম; কিন্তু আমাদিগের মরণোন্মুখ ভ্রাতৃগণের কাতরোক্তিতে ও অনুরোধে সাধারণ হিতের জন্য আমরা সঞ্জীবনৌষধ স্বরূপ গুঠিকত বীজ মন্ত্র না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমাদিগের হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া সরলভাবে স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণকে গুটিকত অকাট্য সত্যের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। এবং যে সকল জাতি অবিচলিতভাবে ও অম্লানমুখে ইতালীর কষ্ট, যন্ত্রণা, দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়াছেন তাঁহাদিগকেও গুটিকত মর্ম্মভেদী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

হৃদয়-ভাবের উদ্বেলতা হইতেই মহতী বিপ্লব-পরম্পরা সংসাধিত হইয়া থাকে। যাঁহারা মনে করেন যে শুদ্ধ শাণিত বেয়নেটেই বিপ্লব সংসাধিত হইতে পারে তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। নৈতিক উৎকর্ষ অন্তর্বিপ্লব সংসাধন করিলে, বেয়নেট্ বা শারীরিক বল বাহ্য বিপ্লব মাত্র সম্পাদিত করে। ভাবোদ্বোধিত স্বত্ববিশেষের সমর্থন কালেই বেয়নেট্ প্রকৃত-শক্তিশালী। জনসাধারণের মনে নৈতিক জ্ঞান বদ্ধমূল হইলেই, তাহা হইতে সামাজিক স্বত্ব ও কর্ত্তব্যজ্ঞান সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। অন্ধ পাশব বলে কখন কখন দুই একটী জেতৃপুরুষ সমুদ্ভূত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের জয় প্রায়ই জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতিকূলে, এইজন্য তাহার পরিণাম প্রায়ই যথেচ্ছাচার—সাধারণ হিতের সমূলোৎপাটন।

যখন লেখকের তেজস্বিনী রচনা স্বাধীনতার ভাবে জনসাধারণের মনকে উচ্ছ্বসিত করিয়া দেয় তখনই লোকের স্বাধীনতা লাভে প্রকৃত অধিকার জন্মে। যখনই লোকে স্বাধীনতার অভাব অনুভব করিতে শিখে, তখনই তাহাদিগের স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা বলবতী হয়। তখন বিপ্লব আপন হইতেই আবির্ভূত হয়। তখনই বিপ্লব বিধি ও ন্যায়ের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তখন বিপ্লবের সাধন-সামগ্রীও ন্যায় ও বিধির অনুমোদনে দুর্নিবার্য্য বল প্রাপ্ত হয়।

অদ্বিতীয়-প্রতিভাশালী প্রশস্ত-হৃদয় মনীষিগণ জগতে যে নূতন উন্নতির বীজ রোপণ করেন, অসংখ্য লোকের জলসেচনে সেই বীজ হইতে প্রথমে অঙ্কুর ও পরে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। সেই বৃক্ষ আবার বহুকাল জলসেচনের পরে ফল ধারণ করিয়া থাকে।

মানব সমাজের শিক্ষা একদিনে সম্পন্ন হইতে পারে না। কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের বহুকাল-ব্যাপিনী পর্য্যালোচনায়, ঘটনানিচয়ের অক্লান্ত অধ্যয়নে, এবং অধিগত সত্য সমূহের ধীর ও বহুকাল-ব্যাপী প্রয়োগেই মানবমনে নূতন সংস্কার—নূতন বিশ্বাস—প্রতিষ্ঠাপিত হইতে পারে।

এই ক্রমিক উন্নতি ও ক্রমিক শিক্ষার প্রধান সাধন সাময়িক পত্র। যাঁহাদিগের জীবনের এক লক্ষ্য, তাঁহাদিগের সমবেত শ্রমে ও সমবেত যত্নেই এরূপ গুরুতর ব্যাপার সংসাধিত হইতে পারে। এই সাময়িক পত্র—সমস্ত ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিবে, কোন ঘটনাকেই তুচ্ছ জ্ঞানে পরিত্যাগ করিবে না। ইহা প্রত্যেক ঘটনার অভ্যন্তরে যে গভীর ও অপরিবর্ত্তনীয় সত্য নিহিত আছে, তাহার অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করিবে। এরূপ শিক্ষাপ্রণালীই এক্ষণকার ঘটনাস্রোতের গতি-প্রাবল্যের সম্পূর্ণ উপযোগিনী।

ইতালী এক্ষণে একটী নব জীবনের দিকে প্রবলবেগে প্রধাবিত; সুতরাং এতদবস্থ অন্যান্য দেশের ন্যায় ইতালীতেও এক্ষণে ভীষণ শক্তি-সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। লক্ষ্যের অবৈষম্য সত্ত্বেও, সাংঘাতিক মতবৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে। সকলেরই এক লক্ষ্য; কিন্তু কি উপায়ে সেই লক্ষ্য সংসাধন করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে ঘোরতর মতান্তর উপ-স্থিত হইয়াছে।

অষ্ট্রিয় জেতৃগণের প্রতি কতকগুলি লোকের বিদ্বেষ এরূপ প্রবল, যে বিদেশীয় অষ্ট্রিয়গণ স্বাধীনতা অপহরণ করিয়াছে বলিয়াই, তাঁহারা স্বাধীনতার জন্য উন্মত্ত। কিন্তু তাঁহারা স্বাধীনতার স্বতন্ত্র মূল্য এখনও অনুধাবন করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

বিচ্ছিন্ন ইতালীয় প্রদেশ গুলিকে একত্রিত করা কতকগুলি লোকের আবার এত ইচ্ছা, যে সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা

বরং বিদেশীয় যথেচ্ছাচারী প্রবল রাজার অধীন হইতে প্রস্তুত আছেন, তথাপি তাঁহারা অসংখ্য স্বদেশীয় রাজার অধীনে ইতালীকে দুর্ব্বল ও বিচ্ছিন্নাঙ্গ দেখিতে প্রস্তুত নহেন।

আবার কতকগুলি লোক প্রাদেশিক বিদ্বেষের সংঘর্ষ হইতে এতদূর অনিষ্ট আশঙ্কা করেন, এবং সহসা প্রাদেশিক স্বার্থের মূলোৎপাটন চেষ্টার সাফল্য বিষয়ে এতদূর সন্দিহান, যে ইতালীর পূর্ণ একতা বিধান চেষ্টা অসম্ভব ভাবিয়া তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিমুখ থাকিতে চাহেন; এবং আপাততঃ এমন যে কোন নব বিভাগে সম্মত আছেন, যাহাতে ইতালীর বিচ্ছিন্ন ভাব কিয়ৎপরিমাণে সঙ্কুচিত হয়।

একতা, স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য—এই তিন অপরিহার্য্য ভিত্তির উপর ইতালীর উন্মোচন চেষ্টা সংস্থাপিত না হইলে যে ইতালীর প্রকৃত উন্নতি পদে পদে প্রতিহত হইবে, ইহা এক্ষণে অতি অল্প লোকেই বুঝিয়াছেন।

কিন্তু যাঁহারা এরূপ বুঝিয়াছেন, এরূপ লোকের সংখ্যা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে; এবং আশা করা যাইতে পারে যে অচিরকাল মধ্যেই এই বিশ্বব্যাপী বিশ্বাসের অভ্যন্তরে অন্যান্য সমস্ত বিশ্বাস বিলীন হইবে।

স্বদেশের প্রতি অনুরাগ, অষ্ট্রিয়ার প্রতি ঘৃণা, এবং অষ্ট্রিয়ার শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হওয়ার জ্বলন্ত ইচ্ছা, এক্ষণে প্রায় ইতালীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিতেছে। ভয় এবং রাজনৈতিক কৌশল এত দিন যে সকল জঘন্য সামের অনুমোদন করিয়া আসিতেছিল, তাহা অচিরাৎ পরিত্যক্ত হইয়া জাতীয় ইচ্ছার গৌরব পরিরক্ষিত করিবে। ভ্রাতৃগণ! এক্ষণে তোমাদিগের সম্মুখে দুইটী মাত্র সম্ভবনীয় ঘটনা রহিয়াছে—এই শক্তি-সংঘর্ষে হয় ইতালীতে বৈদেশিক যথেচ্ছাচারের চূড়ান্ত আধিপত্য পরিবর্দ্ধিত হইবে, নয় তোমাদিগের অমানুষ বীরত্বে বৈদেশিক যথেচ্ছাচার ইতালীক্ষেত্র হইতে জন্মের মত বিদূরিত হইবে।

কি উপায়ে সেই গভীর লক্ষ্য সংসাধন করিতে হইবে, এবং কি উপায়েই বা এই অন্তর্বিদ্রোহানলকে চিরস্থায়ী ও সফল বিজয়ে পরিণত করিতে হইবে, তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত সহজ নহে।

একদল সম্ভ্রান্ত ও দক্ষ রাজনীতিজ্ঞ আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে কৌশলে ও গুপ্তভাবেই বিপ্লব সাধিত হইতে পারে। বিশ্বাসের অবিচলিততা ও ইচ্ছার দৃঢ়তার অনিবার্য্য বল অপেক্ষা এই কৌশল ও গূঢ়তার উপরই তাঁহারা অধিকতর আশা সংন্যস্ত করেন। তাঁহারা আমাদিগের মতের অনুমোদন করেন বটে, কিন্তু তাহার পরিণাম বিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত। বিদেশীয় অধীনতায় দেশের অসীম অমঙ্গল সংঘটিত হইতেছে তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন এবং তজ্জন্য মর্ম্ম-পীড়িত; তথাপি তাঁহারা উৎকট রোগের প্রতীকার জন্যও উগ্রতর ঔষধ প্রয়োগ করিতে ভীত হয়েন; তথাপি যে কৌশলে ও যে ধূর্ত্ততায় ইতালী যথেচ্ছাচারী অষ্ট্রিয়ার পদানত হইয়াছে, সেই কৌশল ও সেই ধূর্ত্ততা দ্বারাই তাঁহারা ইতালী উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন।

তাঁহারা যে সময়ে ইতালীতে জন্ম গ্রহণ ও শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, সে সময়ে ইতালীয়গণের অন্তরে স্বাধীন জাতির কর্ত্তব্য-জ্ঞান উদ্বোধিত হয় নাই, সুতরাং অতীত মহিমার স্মরণে, প্রাকৃতিক স্বত্ব সমর্থনের জন্য, প্রাণের দায়ে, প্রজাসমূহ অভ্যুত্থিত হইলে যে, তাহাদিগের বেগ অসম্বরণীয়—এ বিশ্বাস তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। জ্বলন্ত উৎসাহে তাঁহাদিগের কোন বিশ্বাস নাই। যে কূট ও জটিল রাজনীতিতে আমরা সহস্রবার ক্রীত ও বিক্রীত হইয়াছি, এবং যে বৈদেশিক বেয়নেট্ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমাদিগকে সহস্রবার শত্রুহস্তে সমর্পিত করিয়াছে, সেই কূট ও জটিল রাজনীতি এবং সেই বিশ্বাসঘাতক বৈদেশিক বেয়নেটেই তাঁহাদিগের সমস্ত আশা সন্ন্যস্ত রহিয়াছে।

অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে যে—ইতালীয় হৃদয়ে সঞ্জীবন ক্রিয়া আরব্ধ হইয়াছে, ইতালীয় জাতি সাধারণের মন উৎকৃষ্টতর অব-

স্থার জন্য প্রবলবেগে প্রধাবিত হইয়াছে, তাহা তাঁহারা অবগত নহেন।

তাঁহারা জানেন না যে বহুকালব্যাপী দাসত্বের পর পুনরুজ্জীবিত হইতে হইলে অসাধারণ নৈতিক উৎকর্ষ ও জীবনের নির্ভীক উৎসর্গীকরণ একান্ত প্রয়োজনীয়।

তাঁহারা জানেন না যে ইতালীর শতাধিক সার্দ্ধদ্বিকোটি অধিবাসী এই সুমহৎ লক্ষ্য সাধনে সমব্রত দৃঢ়সঙ্কল্প হইলে, জয় দুর্নিবার্য্য। ইতালীর সমস্ত অধিবাসী যে এক লক্ষ্যে ও এক উদ্দেশ্যে কখন সমবেত হইতে পারে ইহা তাঁহারা সম্ভবপর বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা কি কখন একাগ্র চিত্তে ইহার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন? 'তাঁহারা ইহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত' কখন কি তাঁহারা এরূপ ভাব ইতালীয় ভ্রাতৃগণের নিকট প্রদর্শন করিয়াছিলেন? শুদ্ধ ইতালীয় ভ্রাতৃগণের উপর নির্ভর করিয়া কখন কি তাঁহারা বিদেশীয় জেতৃগণের উপর রণোদ্ঘোষণ করিয়াছিলেন? 'আত্মনির্ভর ব্যতীত উদ্ধারের আর উপায়ান্তর নাই'—স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের নিকট তাঁহারা কি কখন এই অমূল্য সত্যের উদ্‌ঘোষণ করিয়াছিলেন? 'তাঁহাদিগের স্বাপক্ষ্যে যে আন্দোলন অভ্যুত্থিত হইবে তাহা স্বশোণিতে পরিপুষ্ট ও পরিরক্ষিত করিতে হইবে'—ইহা কি তাঁহারা কখন লোকসাধারণের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন? 'যুদ্ধ অপরিহার্য্য—সেই সাংঘাতিক ও অপরিহার্য্য যুদ্ধকে হয় জাতীয় সমাধিতে নয় জাতীয় বিজয়ে পরিণত করিতে হইবে'—এ উপদেশ তাঁহারা কখন কি প্রজাসাধারণকে প্রদান করিয়াছিলেন?

না; কখন না; তাঁহারা কার্য্যের গুরুত্বে ভীত হইয়া হয় কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূরে অবস্থিত ছিলেন, নয় সভয়ে সন্দিগ্ধচিত্তে কার্য্যক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন, যেন তাঁহারা যে গৌরবের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহা ন্যায় ও বিধির অনুমোদিত নহে।

যে সকল নিয়মাবলী ও বিধিব্যবস্থা বৈদেশিক মন্ত্রিসভা দ্বারা

প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, [illegible] লের অনুবর্ত্তনে শিক্ষা দিয়া তাঁহারা তাহাদিগে [illegible] করিয়াছেন; বৃথা বৈদেশিক সাহায্যের [illegible] য়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিল—তাহাদিগে [illegible] করিয়াছেন; এবং যে সময় অক্লান্ত কার্য্যে [illegible] করা উচিত ছিল, সেই সময় আলস্যে বা বৃথা বৈধিক [illegible] অতিবাহিত করিয়াছেন।

অবশেষে যখন আপনাদিগের আশামরীচিকায় আপনারা উদ্ভ্রান্ত হইলেন; যখন বৈদেশিক কূট রাজমন্ত্রণা-জালে আপনারা প্রবঞ্চিত হইলেন; যখন দ্বারে শত্রু ও হৃদয়ে ভীতি বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল; যখন স্ব স্ব স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া স্বাধীনতা সমর্থনের জন্য জীবন উৎসর্গীকৃত করা তাঁহাদিগের মহৎ পাপের মহৎ প্রায়শ্চিত্তের একমাত্র ব্যবস্থা ছিল; তখন তাঁহারা ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া পলায়ন করিলেন।

যাহাঁরা কখনই আত্মদৃষ্টান্ত দ্বারা জাতীয় হৃদয়ে জাতীয় বিশ্বাস উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করেন নাই, তাহাঁরাই এক্ষণে জাতীয় বিশ্বাসের শক্তি অস্বীকার করিয়া থাকেন। যাঁহারা আপনাদিগের ভীরুতা ও সন্দিগ্ধতা দ্বারা জাতীয় উৎসাহানল নির্ব্বাপিত করিয়াছেন, তাঁহারাই এক্ষণে জাতীয় উৎসাহের অস্তিত্ব বিষয়েই সন্দেহ করিয়া থাকেন।

আশীর্ব্বাদ করি তাঁহারা শান্তিলাভ করুন। তাঁহাদিগের প্রতি আমাদিগের কোন বিদ্বেষ বা ক্রোধ নাই। আমরা জানি তাঁহাদিগের ভ্রম মানসিক-দুর্ব্বলতা-জাত, নীচতা-সম্ভূত নহে। কিন্তু যে কার্য্যের আদ্যন্ত ধারণা করিবার তাঁহাদিগের শক্তি নাই, সে কার্য্যের অধিনেতৃত্ব গ্রহণে তাঁহাদিগের কি অধিকার?

বিপ্লবের পরিণতির সময় প্রত্যেক ভ্রম প্রত্যেক স্খলন সত্য নির্ণয়ের এক একটী সোপান স্বরূপ হইয়া উঠে। অতীত ঘটনাবলী অভ্যুত্থানশীল পুরুষের বিশেষ শিক্ষাস্থল; এবং আমরা মুক্তকণ্ঠে

বলিতে পারি যে ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ঘটনাবলী অতীত কালের পুরুষদিগের সহিত নব্য ইতালীর পূর্ণ বিচ্ছেদ—পূর্ণ পৃথক্‌ভাব—সংসাধিত করিয়াছে।

এই শেষ দৃষ্টান্ত—যথায় যে শপথ সপ্ত সহস্র দেশীয় বীর পুরুষের দেহ স্পর্শ করিয়া গৃহীত হয়, তাহাও অগৌরবে ও প্রবঞ্চনায় পরিণত হইয়াছে—এই শেষ দৃষ্টান্তও কি ইতালীয়দিগকে শিক্ষা দিবে না যে জয় অসি-অগ্রে, রাজপুরুষদিগের কূট মন্ত্রণাজালে নহে?

সহস্র বৎসরের শিক্ষা এবং শত সহস্র প্রতারিত পিতৃপুরুষদিগের মৃত্যু-শয্যায় প্রদত্ত শাপ, কি ইতালীয়দিগের মনে এই প্রতীতি জন্মাইতে পর্য্যাপ্ত নহে, যে বিদেশীয়দিগের হস্তে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা মরীচিকা মাত্র।

অসংখ্য স্বাধীন ব্যক্তি যে ইতালীর সহিত এতবার প্রবঞ্চনা করিল; কত সহস্র নির্ব্বাশিত ইতালীয় যে এত কষ্ট ও এত যন্ত্রণা ভোগ করিল; কত সহস্র ইতালীয় যে স্বদেশে থাকিয়াও এত দুর্বিষহ উৎপীড়ন সহ্য করিল; ইহাতেও কি ভ্রাতৃগণ! তোমাদিগের মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হইবে না?

অদ্য ঊনবিংশ শতাব্দী। এতদিন পরে—আমাদিগের বিশ্বাস—ইতালী জানিতে পারিয়াছেন যে লক্ষ্য ও সাধনার একতা ব্যতীত ইতালী উদ্ধারের আর উপায়ান্তর নাই; যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গীকৃত না করিলে ইতালী উদ্ধারের আর অন্য উপায় নাই; বিজয়ের পথ রুধির-কর্দ্দমিত, পুষ্পাবকীরিত নহে।

ইতালীর ভাবী অদৃষ্ট লম্বার্ডী ক্ষেত্রেই পরীক্ষিত হইবে; বৈদেশিকদিগের একটী চরণও ইতালী-ক্ষেত্রে থাকিতে ইতালীতে শান্তি সংস্থাপিত হইবে না।

ইতালী এতদিন পরে জানিতে পারিয়াছে যে—জন-সাধারণের অভ্যুত্থান ব্যতীত জাতীয় সমর সংঘটিত হইতে পারে না; যাঁহারা সেই জনসাধারণের অধিনেতৃত্ব পদে অভিষিক্ত হইতে চাহেন, জন-সাধারণকে উত্তেজিত ও অভ্যুত্থিত করা তাঁহাদিগেরই হস্তে, তাঁহা-

দিগেরই দৃষ্টান্তে, নূতন ঘটনা নূতন প্রকার লোকের সৃষ্টি করিয়া থাকে—যাঁহারা প্রাচীন অভ্যাস ও প্রাচীন নিয়মের অধীন নহেন, যাঁহাদিগের হৃদয়ে ভাবী শুভের ভাব জীবন্ত ও জাজ্বল্যমান ও অবিচলিত বিশ্বাসই শক্তির গূঢ় কারণ; আত্মত্যাগই প্রকৃত ধর্ম্ম; এবং আত্মবলই সর্ব্ব কৌশলের মূল।

নব্য ইতালী সমাজ এ সমস্ত বিষয়ই অবগত আছেন। তাঁহারা আপনাদিগের সাধনার মহত্ত্ব অনুভব করিতেছেন, এবং তৎসিদ্ধি বিষয়েও কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। বিগত দশ বৎসরের মধ্যে যে অসংখ্য ইতালীয় স্বদেশের উদ্ধার-সাধন-ব্রতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পবিত্র নামে শপথ করিয়া আমরা বলিতেছি যে নির্য্যাতনে আমাদিগের বিশ্বাস বিদলিত না হইয়া বরং দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।

যে মহাত্মাগণ স্বদেশ-উদ্ধার-যজ্ঞে জীবন বলি প্রদান করিয়াছেন, সেই মহাত্মাদিগের রুধিরের অভ্যন্তরে একটী সমগ্র ধর্ম্ম নিহিত রহিয়াছে। যে স্বাধীনতাবীজ বীরপুরুষদিগের রুধিরে অভিষিক্ত, কোন শক্তিই তাহাকে অঙ্কুরে দলিত করিতে সমর্থ নহে। আমাদিগের অদ্যকার ধর্ম্ম স্বদেশ-উদ্ধার-ব্রতানলে জীবন আহুতি প্রদান; আমাদের কল্যকার ধর্ম্ম হইবে—জাতীয় বিজয়ের উদ্ঘোষণ করা।

নব্য ইতালী সমাজ যুবকমণ্ডলীসংগঠিত—আমরা একমন্ত্রে দীক্ষিত—এক সাধনায় নিমগ্ন; যে কোন প্রকারে সেই পবিত্র ব্রতের উদ্যাপন করা আমাদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য ও একমাত্র লক্ষ্য। যেহেতু আমরা অস্ত্রের ব্যবহারে নিষিদ্ধ, এই জন্য আমরা লিখিব।

যে সকল উদার মত—যে সকল উন্নত হৃদয়ভাব—আমাদিগের মধ্যে সঞ্চারিত ও বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে, আমরা তাহাদিগকে সংশ্লেষিত ও শ্রেণীবদ্ধ করিব। যদি কোন দাসোচিত অভ্যাস—যদি কোন কাপুরুষোচিত হৃদয়ভাব—নব্য ইতালী সমাজের অন্তর্নিহিত থাকে, আমরা অচিরাৎ তাহাকে অঙ্কুরে দলিত করিব।

আমরা ইতালীয় ভ্রাতৃগণের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া এই গুরুতর কর্ত্তব্যভার আমাদিগের মস্তকে গ্রহণ করিলাম; আমরা

অদ্য হইতে উনবিংশ-শতাব্দীয় ইতালীর বিবিধ কষ্ট যন্ত্রণার, বিবিধ আশা ভরশা, বিবিধ অভিলাষ আকাঙ্ক্ষা খ্যাপনের মুখযন্ত্রস্বরূপ হইলাম।

অমরা এই লক্ষ্য সাধনের জন্য মধ্যে মধ্যে পত্রিকাদি প্রচার করিব। আমরা যে সকল মত ব্যক্ত করিলাম আমাদিগের রচনা সেই সকল মত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

ইতালীই আমাদিগের প্রধান লক্ষ্য; সুতরাং আমরা অকারণে বৈদেশিক রাজনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট হইব না; কিন্তু যখন দেখিব যে বৈদেশিক রাজনীতির আলোচনায় ইতালীয়দিগের শিক্ষার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা, যখন দেখিব বৈদেশিক দৃষ্টান্তের তুলনায় মানব-দ্রোহী অষ্ট্রিয়গণের কীর্ত্তি অধিকতর কৃষ্ণবর্ণে অভিরঞ্জিত হইতেছে, যখন দেখিব বৈদেশিক রাজনীতির আলোচনায় সর্ব্বদেশীয় স্বাধীন জনগণের ভ্রাতৃভাব অধিকতর দৃঢ় হইবার সম্ভাবনা, তখন বৈদেশিক রাজনীতির আলোচনা হইতে আমরা বিরত হইব না।

আমরা জানি যে প্রেমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মানব ধর্ম্ম। যেখানেই দুই হৃদয় এক লক্ষ্যে প্রধাবিত, যেখানেই দুই আত্মা এক ধর্ম্মে দীক্ষিত, সেই খানেই এক দেশ, সেই খানেই এক জাতি। সমস্ত জগতের সাধুব্যক্তিদিগকে এক সমাজে আবদ্ধ করার বর্ত্তমান সময়ের যে অত্যুদার চেষ্টা, তাহার অনুকূলতা সাধন বিষয়ে আমরা বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করিব না।

কিন্তু বিশ্বাসঘাতক বৈদেশিকদিগের হস্তে ইতালী—হৃদয়ে যে গভীর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে, যত দিন না সে ক্ষত শুকাইতেছে, যত দিন না সেই ক্ষতদেশ হইতে রুধিরনির্গমন বন্ধ হইতেছে, ততদিন ইতালী বৈদেশিকদিগকে ক্ষমা করিতে পারিতেছে না। যে সকল জাতি দ্বারা আমরা সহস্রবার ক্রীত, বিক্রীত, অবমানিত, ঘৃণিত ও পদদলিত হইয়াছি; যত দিন বিশ্বাসহত ব্যক্তিদিগের মৃত্যুশয্যায় ক্রন্দন সেই সকল বৈদেশিক জাতির ও আমাদিগের অন্তর্বর্ত্তী থাকিবে, ততদিন আমরা বৈদেশিকদিগকে ক্ষমা করিতে পারিব না। ক্ষমা

বিজয়ের ধর্ম্ম, দাসত্বের ধর্ম্ম নহে। প্রেম ক্ষমতা ও শ্রদ্ধার সাম্য-সাপেক্ষ; ক্ষমতা ও শ্রদ্ধার বৈষম্যে প্রেম জন্মিতে পারে না।

যদিও আমরা বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক কৃপার বিদ্বেষী, তথাপি আমরা ইউরোপীয় মনের উৎকর্ষ বিধানে বিন্দুমাত্রও ত্রুটী করিব না, আমরা দেখাইব যে ইতালীয়েরা এখনও পূর্ব্ব গৌরব কিয়ৎ পরিমাণে পরিরক্ষিত করিয়াছেন, আমরা দেখাইব যে ইতালীয়েরা হত-ভাগ্য হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা অন্ধ বা কাপুরুষ নহেন; এইরূপ সহানুভূতি কার্য্যে পরিণত করিয়া আমরা ভাবী বন্ধুত্বের মূলভিত্তি পরস্পর শ্রদ্ধার উপর সংস্থাপিত করিব।

ইতালীর নাম লুপ্তপ্রায়, ইতালীর এক্ষণে প্রকৃত ইতিহাস নাই। বৈদেশিকেরা স্বার্থসাধনোদ্দেশে ইতালীর ঘটনা সকলকে, ইতালীয়-দিগের প্রবৃত্তিনিচয়, রীতি নীতি, আচার ব্যবহার এবং অভ্যাস সকলকে অসত্য বর্ণে রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন।

আমরা আমাদিগের হৃদয় খুলিয়া বৈদেশিকদিগের সম্মুখে আমা-দিগের ক্ষত প্রদর্শন করিব, দেখাইব কূটমন্ত্রীরা সাধারণ শান্তিরক্ষা ব্যপদেশে ভয়ে আমাদিগের হৃদয়-ক্ষত হইতে কত পরিমাণ রক্ত উদ্গী-রিত করিয়াছে, আমরা গগণ বিদারিয়া, বৈদেশিকদিগকে আমাদিগের প্রতি কর্ত্তব্য শিক্ষা দিব; বৈদেশিকেরা যে অসত্যজালে আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা সে জাল ছিঁড়িয়া আমাদিগের প্রকৃত ছবি দেখাইব।

আমরা বৈদেশিক-হস্তে যে অসংখ্য অত্যাচার সহ্য করিয়াছি, যে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, এবং সেই অত্যাচার ও সেই যন্ত্রণার মধ্যেও যে অতুল নৈতিক উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছি, আমরা কারা-গারের অন্ধকার হইতে, এবং অত্যাচারীর মন্ত্রভবনের গূঢ়তম প্রদেশ হইতে, অসংখ্য লেখ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহা প্রমাণ করিব।

যে সকল মহাত্মা ইতালীর উদ্ধার সাধন করিতে গিয়া বৈদেশিক-হস্তে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন; যাঁহারা আমাদিগের কষ্ট যন্ত্রণা, আমা-দিগের অবিচলিত অধ্যবসায় ও আমাদিগের দুঃখে বৈদেশিকদিগের

পাপময় উপেক্ষা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এবং যে মহাত্মাদিগের নাম পর্য্যন্তও ইউরোপে অদ্যাপি বিদিত নাই; আমরা আমাদিগের সমাধিস্থলের অধস্তম তলে নামিয়া সেই মহাত্মাদিগের অস্থি উত্তোলন করিয়া বৈদেশিকদিগকে দেখাইব; দেখাইয়া বলিব যতদিন এই মহাত্মাদিগের অস্থি ইতালী-বক্ষে নিহিত থাকিবে, ততদিন বৈদেশিক-দিগের মঙ্গল নাই, ততদিন বৈদেশিকদিগের সহিত আমাদিগের সখ্য-সংস্থাপনেরও কোন আশা নাই।

যে ইতালী দুইবার ইউরোপে স্বাধীনতা ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছেন, সে ইতালীর ধ্বংস দেখিয়াও ইউরোপ উদাসীন—এই দেখিয়া যেন সেই সমাধিনিহিত ব্যক্তিগণের হৃদয় ভেদ করিয়া সহসা গগন-বিদারী রোদনধ্বনি উত্থিত হইল।

আমরা সে রোদন শ্রবণ করিয়াছি; আমরা সেই রোদনের প্রতি-ধ্বনিতে সমস্ত ইউরোপ পরিপূরিত করিব। যতক্ষণ না ইউরোপ বুঝিবে ইতালীর প্রতি কি পরিমাণ অত্যাচার কৃত হইয়াছে, ততক্ষণ সে প্রতিধ্বনি নীরব হইবে না। আমরা ইউরোপীয় লোকবৃন্দকে বলিব দেখ। কোন্ মহাত্মাদিগকে তোমরা ক্রীত ও বিক্রীত করিয়াছ, দেখ! কোন্ পুণ্য-ভূমিকে তোমরা চিরবিচ্ছিন্ন ও চিরদাসত্বে পরিণত করিয়াছ।"

কাপালিক সমাজের এই প্রথম শবসাধন। নব্য ইতালী সমাজের এই সর্ব্বপ্রথম মন্তব্য-উদ্ঘোষণ। নব্য ইতালী সমাজের মুখযন্ত্রস্বরূপ 'নব্য ইতালী' নামক পত্রিকার এই প্রথম মুখবন্ধ। এই শবসাধনে—এই মন্ত্র-উদ্বোষণে-আল্প্‌স হইতে ভূমধ্য সাগর পর্য্যন্ত সমস্ত ইতালী কাঁপিল! অষ্ট্রিয়সম্রাটের মস্তক হইতে রাজমুকুট খসিয়া পড়িল! সেই তমসাচ্ছন্ন শ্মশানভূমিতে জীবন সঞ্চার পুনরায় সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত হইল! যেন তাড়িত যন্ত্র ইতালীর মৃতদেহ আলোড়িত করিয়া তাহাতে চৈতন্য সঞ্চার করিল! যেন এই আলোড়নে অধীনতাপ্রপীড়িত জাতি মাত্রেরই হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অতীত বিপ্লব পরম্পরায় পতনের কারণ।

ম্যাট্‌সিনি "নব্য ইতালী" নামক পত্রিকায় অনেক গুলি প্রস্তাব লিখেন; তন্মধ্যে প্রথম কয়েকটী বৈদেশিকদিগের তাদৃশ কৌতূহলোদ্দীপক নয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

ইহার পর তিনি—ইতালীর স্বাধীনতার পরিণতি যে কারণ-পরম্পরায় এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত প্রতিহত হইয়া আসিয়াছে—তদ্বিষয়ে দুইটী সুদীর্ঘ ও সুস্পষ্ট প্রস্তাব লিখেন। ম্যাট্‌সিনির রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বিংশতি বৎসরে অভ্যুত্থিত বিপ্লবসকল যে যে কারণে পর্য্যুদস্ত হইয়াছিল, এই প্রস্তাবদ্বয়ে সেই কারণমালা সাবধানে সমালোচিত হইয়াছে। তাঁহার মতে অভ্যুত্থানের ব্যর্থতার প্রধান কারণ—অধিনেতৃগণের ভ্রম ও অক্ষমতা, ইতালীয় জাতির বীরত্ব ও স্বজাতিপ্রেমের অভাব নহে। কারণ প্রত্যেক অভ্যুত্থানই সর্ব্বপ্রথমে জাতীয় আকার ধারণ করিয়াছিল।

ইতালীয় জাতির সহজজ্ঞান সর্ব্বপ্রথমে ইতালীয়ক্ষেত্রে ইতালীয় পতাকাই উড্ডীন করিয়াছিল; এবং বৈদেশিকদিগকে ইতালীক্ষেত্র হইতে বিদূরিত করিবার জন্য যদিও জাতীয় একতা সংসাধিত করিতে না পারুক, অন্ততঃ জাতীয় সম্মিলন সংসাধনের জন্য একাগ্র হইয়াছিল।

অধিনয়নকার্য্যের বিশৃঙ্খলা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভ্যুত্থানের পতনের কারণ। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই অধিনয়ন কার্য্য অক্ষম ও বিশ্বাসহীন অধিনেতৃগণের হস্তেই পতিত হয়। তাঁহারা জনসাধারণের অন্তর্নিগূহিত বলবতী হৃদয়াকাঙ্ক্ষার মর্ম্মবোধে অক্ষম এবং জাতীয় ইষ্টসাধনে জীবন উৎসর্গীকৃত করণে বীতসাহস ছিলেন। তাঁহাদিগের সাহসও ছিল না এবং আপনাদিগের উপর বা জনসাধারণের উপর বিশ্বাসও ছিল না বলিয়াই তাঁহারা বৈদেশিক শক্তি ও কূট মন্ত্রণাজালের উপর তাঁহাদিগের বিজয়াশা সন্ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে সেই বৈদেশিক শক্তি ও কূট মন্ত্রণাজালই তাঁহাদিগকে পদে পদে পরিত্যক্ত ও শত্রুহস্তে সমর্পিত করে।

ঔদার্য্য ও বীরত্বের সহিত আরব্ধ এত গুলি জাতীয় অভ্যুত্থানের পতনের পরিণাম শেষে এই দাঁড়াইল যে ইতালীয় হৃদয়ে গভীর হতাশতা ও নিরুৎসাহতার ভাব দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইল। এবং তাহার বিষময় ফলস্বরূপ এরূপ কার্য্যবিমুখতা জন্মিল যে তাহা হইতে ইতালীকে উদ্ধৃত করিতে না পারিলে ইতালীর আর কোন আশা রহিল না।

যাঁহারা ভবিষ্য অভ্যুত্থানের অধিনায়ক হইবেন তাঁহাদিগকে জাতীয় শক্তির উপরই বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে এবং জনসাধারণকে অস্ত্রধারণে উত্তেজিত করিতে হইবে। তাঁহাদিগের মনে এই ধারণা চাই যে বিপ্লবের কৃতকার্য্যতা আক্রমণেই; এবং বৈদেশিক অস্ত্রে শাসিত দেশে যুদ্ধ অভ্যুত্থানের প্রতিশব্দমাত্র। সুতরাং যুদ্ধ যখন অনিবার্য্য, তখন ইহা এরূপ প্রণালীতে আরব্ধ করা চাই, যে যত দিন ইতালীর ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা বিকীর্ণ না হইবে ততদিন যেন শান্তি বা সন্ধি অসম্ভাব্য হয়।

জানিও যদি এই জাতীয় অভ্যুত্থান জাতি সাধারণের জয়-শব্দে উদেঘাষিত না হয়, তাহা হইলে ইহার পতন অনিবার্য্য।

জাতীয় অভ্যুত্থানের পতনের আর একটী কারণ—অধিনেতৃগণের অবিচলিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ বিশ্বাসের অভাব। বর্ত্তমান অবস্থার বিপর্য্যাস সাধন—যে শৃঙ্খলে ইতালীর জাতীয় চরণ আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহার দ্বিধা বিচ্ছিন্ন করণ—এবিষয়ে তাঁহাদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই বটে, কিন্তু তাহার পর কি করিতে হইবে তদ্বিষয়ে তাঁহারা অনিশ্চিত, সন্দিগ্ধ ও নানামতে বিভক্ত। কিন্তু যাঁহারা প্রতিষ্ঠাপিত সমাজের শৃঙ্খল ভেদ করিয়া জনসাধারণকে উন্নতিমার্গে অগ্রসর করিতে চান, তাঁহাদিগের উচিত অগ্রগামী হইয়া অগ্রবর্ত্তী পথে আলোক বিকীর্ণ করেন।

ব্যক্তি-বিশেষের আধিপত্য, বা ব্যক্তিবিশেষের রাজত্বের কাল অতীত হইয়াছে; এক্ষণে সংঘাতমানবযুগ আবির্ভূত হইয়াছে। সংহিতমানবের শক্তি জগতে অনিবার্য্য। জনসাধারণ কর্ত্তৃক

জনসাধারণের জন্যই বিপ্লব আরব্ধ ও সংসাধিত করিতে হইবে—ইহাই নব্য ইতালীসমাজের মূলমন্ত্র; ইহাই নব্য ইতালী-সমাজের বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম, প্রীতি ও চিন্তা, লক্ষ্য ও কার্য্য।

ইতালীয় জনসাধারণ বহুদিন হইতে অসংখ্য অত্যাচার, অসংখ্য মনঃকষ্ট সহ্য করিতেছে; যথেচ্ছাচারিণী প্রভুশক্তি এবং গর্ব্বিত ও ঘৃণিত উচ্চশ্রেণী দ্বারা প্রতিদিন পদদলিত হইতেছে; যদি তাহাদিগকে অস্ত্রধারণে উত্তেজিত করিতে হয় তবে স্পষ্টাক্ষরে তাহাদিগের নিকট বলিতে হইবে যদি যুদ্ধে জয়লাভ হয় তাহা হইলে অত্যাচারের এই দুইটী মূলই উন্মূলিত হইবে।

তাহাদিগকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিতে হইলে আর একটী কার্য্য করিতে হইবে। ইতালীয় অতীত অবদান-পরম্পরা—ম্যাসানিলো, পারিস, ব্রসেল্‌স, ওয়ার্‌সা প্রভৃতি নগরের আধুনিক যুদ্ধ সকল—তাহাদিগের স্মরণপথে অবতারিত করিতে হইবে। তাহাদিগকে বলিতে হইবে "যদি তোমরা এই সকল কীর্ত্তিকলাপের অনুকরণ করিতে চাও, তবে অসুরের বল ধারণ কর। ঈশ্বর তোমাদিগের মঙ্গল বিধান করিবেন। উৎপীড়িতদিগের সহিতই ঈশ্বরের সহানুভূতি। যখন দেখিবে এই উদ্দীপনাবাক্যে ইতালীয় ললাট স্ফুরিত হইতেছে, সাগর-হৃদয়ের ন্যায় ইতালীয় হৃদয় তরঙ্গায়িত হইতেছে, তখনই অপ্রতিহত বেগে সমরশীর্ষে প্রধাবিত হইবে এবং লম্বার্ডী ক্ষেত্রের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে—

"যাহাদিগ কর্ত্তৃক তোমাদিগের দাসত্বনিশা বর্দ্ধিতায়তন হইতেছে, ঐ দেখ সেই জাতি অদূরে দণ্ডায়মান। তাহার পর আল্‌পসের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিবে—এই আমাদিগের স্বাভাবিকী সীমা—যে অষ্ট্রিয়া সেই সীমা অতিক্রম করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কর।"

"ঈশ্বর জনসাধারণের মঙ্গল বিধান করিবেন! জনসাধারণ তাঁহারই অনুগৃহীত এবং তৎকর্ত্তৃকই তদীয় বিশ্বব্যাপী প্রেমের উদ্ঘোষণ কার্য্যে নিয়োজিত।"

"ভবিষ্য বিপ্লব সকল জনসাধারণের জন্য জনসাধারণ কর্ত্তৃকই অনুষ্ঠিত হইবে"—এই আধুনিক মতের প্রবণতা সাধারণ-তন্ত্রেরই দিকে। এই জনসাধারণকে সাধারণ-তন্ত্রের মূল সূত্রে দীক্ষিত করাই নব্য ইতালীসমাজের প্রধান লক্ষ্য। ম্যাট্সিনির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সাধারণতন্ত্র ব্যতীত ইতালীর একতা ও স্বাধীনতা কখনই সংসাধিত হইবে না।

ইউরোপ নানা আকারে রাজতন্ত্রের পরীক্ষা করিয়াছে, কিন্তু কোন প্রকার রাজতন্ত্রেই শান্তি পাইতেছে না। এক্ষণে সাধারণতন্ত্র ব্যতীত ইউরোপের উন্নতি ও শান্তির কোনও সম্ভাবনা নাই। নেপোলিয়ান্ সেণ্ট্হেলেনায় বসিয়া বলিয়াছিলেন যে "চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ইউরোপের সর্ব্বত্র হয় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত হইবে অথবা ইহা কসাকদিগের অধীন হইবে"। ম্যাট্সিনির মুখ হইতে নেপোলিয়ানের সেই বাক্য সর্ব্বদা উচ্চারিত হইত।

সাধারণতন্ত্রের প্রতি লোকের যে বিদ্বেষ ও ভয় আছে তাহার কারণ প্রথম ফরাশী বিপ্লবের ভীষণ রণোন্মাদ। কিন্তু লোকের জানা উচিত যে তখন বস্তুতঃ ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপনের চেষ্টামাত্র হইতেছিল—সাধারণতন্ত্রানুকূল সমরমাত্র আবদ্ধ হইয়াছিল—সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত হয় নাই।

লোকে সাধারণতন্ত্রের নামেই কম্পিতকলেবর হয়। কিন্তু সাধারণতন্ত্র কি উপাদানে গঠিত, যদি একবার ভাবিয়া দেখে, তাহা হইলে ইহার গ্রহণে কখনই অস্বীকৃত হইবে না।

জাতীয় শাসন-ভারের জাতীয় হস্তে পরিরক্ষণের নামই সাধারণতন্ত্রপ্রতিষ্ঠাপন। যে বিধিমালা দ্বারা এই শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে তাহা জাতীয় ইচ্ছা দ্বারা সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত। এই শাসন-প্রণালীতে জাতীয় প্রভুশক্তিই সর্ব্বোচ্চ নিয়ামক শক্তি ও সর্ব্বপ্রকার প্রভুতার কেন্দ্র ও মূল বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

ইহা এরূপ একপ্রকার জাতীয় সম্মিলন যথায় সংখ্যার শক্তি অনুসারেই প্রত্যেক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; যথায় সর্ব্বপ্রকার মর্য্যাদা

আইনে অস্বীকৃত হয় এবং কার্য্যের দোষ গুণ অনুসারেই দণ্ড ও পুরস্কার প্রদত্ত হয়; যথায় সর্ব্বপ্রকার কর, সর্ব্বপ্রকার উপায়ন এবং শিল্প ও বাণিজ্যের উপর সর্ব্বপ্রকার শুল্ক ন্যূনতম পরিমাণে নির্দ্ধারিত হয়; যথায় সাধারণ-কর্ম্মচারিগণ সংখ্যায় স্বল্পতম ও বেতন-পরিমাণে পরিমিততম; যথায় সাধারণ অনুষ্ঠান মাত্রেরই প্রধান লক্ষ্য সংখ্যায় অধিকতম অথচ অবস্থায় দরিদ্রতম শ্রেণীর উপকার সাধন।

"নব্য ইতালী" পত্রিকায় ম্যাট্‌সিনি-লিখিত পরবর্ত্তী দুইটী প্রস্তাবের মধ্যে একটী নিয়োপলিতান্ গবর্ণমেণ্টের অত্যাচার-বিষয়ক; অপরটি "ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিবৃন্দের প্রতি প্রযুক্ত চিন্তামালা" নামক। ম্যাট্‌সিনি নেপোলিয়ান্ বোনাপার্টের পুত্র ডিউক অব্ রায়েশ্‌ষ্টাডের মৃত্যুতে তাৎকালিক কবিবৃন্দের তুষ্টীম্ভাব দেখিয়া উত্তেজিত হইয়া কবিত্বপূর্ণ এই প্রস্তাবটি লিখেন। আমরা যতদূর সামর্থ্য ইহার মর্ম্মার্থ নিম্নে প্রদান করিলামঃ—

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসের বিংশ দিবসে এই রাজকুমার ভূমিষ্ঠ হন। সে দিন পারীনগরী কামানের গভীর শব্দে নিদ্রোত্থিত হয়।

তৎকালে পারীনগরী জগতের আদর্শরূপিণী ছিল; তখন ফরাসি পতাকার আধূননে জগৎ-হৃদয় বিকম্পিত হইত, এবং তাহার আহ্বানে ফরাশি-হৃদয় সম্মান ও গৌরব-লালসায় উদ্দীপিত হইত।

কুমারের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণে অধীর হইয়া প্রজাবৃন্দ পারীনগরীর রাজপথ সকল অবরুদ্ধপ্রায় করিয়া তুলিল। এই সংবাদে কত ইচ্ছা কত আশা তাড়িত বেগে তাহাদিগের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইল। তাহারা সেই একাধিক শত তোপধ্বনি একটি একটী করিয়া গুণিতে লাগিল—যেন সেই তোপ-ধ্বনিতে ফ্রান্সের অদৃষ্ট নির্ভর করিতেছে। অবশেষে যেমন সেই একাধিক শততম তোপ-ধ্বনি সতৃষ্ণ প্রজাবৃন্দের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, অমনি এই বিশ্বব্যাপী জয়ধ্বনি ভূতল বিদারিয়া গগণে উত্থিত হইল—

"জয় নেপোলিয়ানের জয়! জয় বিজয়লক্ষ্মীর প্রেমাস্পদের জয়!

আনন্দ ও শান্তি ফ্রান্সের সর্ব্বত্র বিরাজ করুক। ফ্রান্সের অধিনায়-কের একটি নবকুমার জন্মিয়াছে।”

আর সেই ফরাশিনায়ক স্বয়ং কুমারের দোলার পার্শ্বে দণ্ডায়মান; লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার অভিবাদন ও জয়োদেঘাষণ করিতেছে; তাঁহার মুখমণ্ডলে বিজয়-স্ফূর্ত্তি দেদীপ্যমান রহিয়াছে; এবং বর্ত্তমানের ন্যায় ভবিষ্যৎ তাঁহার নিকট তৃণবৎ প্রতীত হইতেছে।

সেই এক দিন আর এই এক দিন! একাধিক বিংশতি বৎসর মাত্র অতীত হইয়াছে! আজ ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুলাই।

আজ গাত্রে অষ্ট্রিয় পরিচ্ছদ, ললাটে গভীর চিন্তার রেখা, হৃদয়ে মর্ম্মভেদী যাতনা, “নেপোলিয়ান” নামের গুরুত্বে চুর্ণীকৃত ও বিশীর্ণ, এই অবস্থায় ফরাশি-যুবরাজ স্কীন্ব্রন্ প্রসাদে মৃত্যু-শয্যায় শয়ান!

মরণোন্মুখ রাজকুমারের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে একটি সমগ্র জগৎ, কিন্তু বাহিরে অসীম শূন্য। যে সকল পরিচারক ও বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস অপেক্ষা করিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া ছিল, তাহারা যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেছিল তাহা তাঁহার জাতীয় ভাষা নহে—যে পতাকা তাঁহার নয়ন-সমক্ষে দুর্গোপরি তরঙ্গায়িত হইতে-ছিল তাহা সেই ফরাসী পতাকা নয়, যে পতাকা এক দিন তদীয় পিতার আদেশে অষ্ট্রিয় রাজপ্রাসাদেরও উপর সগর্ব্বে ক্রীড়া করিয়া-ছিল!

বিখ্যাত ২০শে মার্চের শিশু আজ ধরাশায়ী! জন্মদিনে অসীম সাম্রাজ্যের অধীশ্বরের পুত্র—যাঁহার প্রথম ক্রন্দনে গগণ ভেদিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের আনন্দধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল—আজ অনাদরে অপমানে মৃত্যু-শয্যায় শয়ান! পিতৃ-সম্বন্ধিনী অমর গৌরব-রশ্মিমালার ছায়া তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রতিবিম্বিত। তিনি তাহার ঔজ্জ্বল্যে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই মৃত্যু-কালেও—গৌরব, সাম্রাজ্য, ভ্রষ্ট-লব্ধ মুকুট—এই সমস্ত গভীর চিন্তা অনিবার্য্য বেগে যুগপৎ তাঁহার মস্তি-ষ্কের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নির্ব্বাণোন্মুখ হৃদয়-বহ্নিকে সহসা

উদ্দীপিত ও পরক্ষণেই নির্ব্বাপিত করিল। তাঁহার অন্তর্নিগূহিত হৃদয়-বহ্নিতে কেহই সান্ত্বনাবারি প্রদান করিল না। প্রলাপোদ্গীরিত তদীয় মুখোচ্চারিত "যুদ্ধ" "যুদ্ধ" শব্দ কেহই প্রতিধ্বনি দ্বারা সম্মানিত করিল না। অদ্ভুত-প্রভুশক্তি-সম্পন্ন মহান্ পুরুষের সন্ততি এইরূপে অজ্ঞাত ভাবে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

এই অদ্ভুত রাজকুমারের জন্ম ও মৃত্যু—গভীর কবিত্ব-শক্তির অনুকূল দুইটী প্রকাণ্ড যুগ।

অবিশ্রান্ত কার্য্য, অবিশ্রান্ত আন্দোলন, ধারাবাহিক আনন্দ, এবং মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় খরতর প্রভুশক্তি ও উজ্জ্বলতর বিজয়-পরম্পরায় যে কবিত্ব, প্রথম যুগের সেই কবিত্ব; আর অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় গম্ভীর বিষণ্ণ এবং নিস্তব্ধ আভ্যন্তরীণ চিন্তায় যে কবিত্ব দ্বিতীয় যুগের সেই কবিত্ব। বিশ্বাস ও বিজয়ে যে কবিত্ব, প্রথম যুগে সেই কবিত্ব; অসীম মহত্ত্বের ধ্বংসে যে কবিত্ব, দ্বিতীয় যুগে সেই কবিত্ব। একটী বর্ত্তমান-বিষয়ক, অপরটী অতীত-বিষয়ক। ম্যারেঙ্গো, পিরামীড্স, ওয়েগ্রাম এবং অষ্টারলিট্স প্রভৃতি যে সকল প্রকাণ্ড সমরে বিজয়-লক্ষ্মী নেপোলিয়নের অঙ্কশায়িনী হন, প্রথম যুগ সেই সমর-নিচয়ের কিরণ-মালায় উদ্ভাসিত; এবং মস্কাউ, ওয়াটার্লু ও সেণ্টহেলেনা প্রভৃতি যে সকল স্থল নেপোলিয়ানের অধঃপতনের সাক্ষীভূত, দ্বিতীয় যুগ সেই সকল স্থলের ভীষণ স্মৃতিতে তমসাচ্ছন্ন। একটী উদ্দীপনাপূর্ণ, অপরটী শোকোদ্দীপক। একটী জীবন-বিষয়ক, অপরটী মৃত্যু-বিষয়ক।

যে ব্যক্তিগত চরম মহত্ত্বের নিকট একদিন সমস্ত ইউরোপ নতশির ছিল, সেই ব্যক্তিগত চরম মহত্ত্বের একমাত্র প্রতিনিধির মৃত্যুতে কেন আজ ইউরোপ এত উদাসীন? কেন আজ এই উজ্জ্বল তারকার অন্তর্ধানে—এই প্রকাণ্ড ব্যক্তিগত মহত্ত্বরূপ ভাবের জগৎ হইতে অপুনরাগমনের নিমিত্ত তিরোধানে ইউরোপীয় কবিবৃন্দের এরূপ তুষ্ণীম্ভাব? ব্যক্তিগত মহত্ত্বের চরম দৃষ্টান্তস্থল যে চতুর্দ্দশ লুই, দশম চার্ল্স ও প্রথম নেপোলিয়ন্ প্রভৃতির নিকট আজ দুই শতাব্দীকাল সমস্ত ইউ-

রোপ লুণ্ঠিত-শির ছিল, সেই ব্যক্তিগত মহত্ত্বের শেষ স্ফুলিঙ্গের নির্ব্বাণে কেন আজ ইউরোপের এত ঔদাসীন্য ?

সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফরাশি কবি এই প্রকাণ্ড ঘটনাবিষয়ে তুইটী চরণ ছন্দোবদ্ধ করিতে পারেন নাই। সম্পাদকেরা এই মৃত্যু উপলক্ষ করিয়া একটী গুরুতর আন্দোলন উত্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের রচনায় প্রবল হৃদয়োচ্ছ্বাস বা গভীর শোকের কোনও চিহ্ন দৃষ্ট হইল না। বরং তাঁহাদিগের রচনায় এই বিস্ময়ভাব পরিব্যক্ত ছিল যে তাঁহারা যেরূপ আশা করিয়াছিলেন আপনাদিগকে ততদূর উত্তেজিত করিতে পারেন নাই।

কুমারের জন্মদিনের দোলা হইতে তদীয় সমাধি-মন্দিরের পথ একাধিক বিংশতি বৎসর মাত্র।

কিন্তু এই একাধিক বিংশতি বৎসর যে সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, পূর্ব্বে কখন এক শতাব্দী তাহা করে নাই।

কুমারের জন্ম-দিনের এক বৎসর পরে রুসিয়া হইতে নেপোলিয়নের পলায়ন, তাহার পর বৎসর জর্ম্মাণীতে লৌকিক অভ্যুত্থান, এবং তাহার পর বৎসর নেপোলিয়ান্ এল্‌বায় নির্ব্বাসিত। তৎপরে অদ্ভুত উপায়ে নেপোলিয়ানের প্রত্যাগমন এবং অবিচলিত-বিশ্বাস জনসাধারণের অনুগ্রহে সিংহাসন-পুনঃপ্রাপ্তি। তাহার পর ওয়াটার্লু সমরে পরাজয় ও সেণ্টহেলেনা দ্বীপে নির্ব্বাসন। এ সকলের পর স্পেনিস্ বিপ্লব, গ্রীস্ ও ইতালীর ক্রমিক অভ্যুত্থান, পারীনগরীর ত্রৈদিবসিক বিপ্লব এবং ব্রসেল্‌স ও ওয়ার্সার সেই সকল ভীষণ দুর্দ্দিন; কত কত রাজবংশ বিধ্বস্ত, কত কত রাজা ইউরোপে নির্ব্বাসিত পরিব্রাজক; শ্রেষ্ঠতন্ত্র ভাবের ইংলণ্ডেও মূলোৎপাটন; এবং সাধারণতান্ত্রিক ভাবের জর্ম্মাণীতেও সবিশেষ উদ্দীপন।

এই সমস্ত ঘটনা সত্ত্বেও কেন আজ কবিবৃন্দের বীণা নেপোলিয়ন্-তনয়ের সমাধির নিকট নীরব ?

ইহা এখন হইতে আর এক তানে বাজিবে। বিগত একাধিক বিংশতি বৎসরের ঘটনা-স্রোতে ব্যক্তি-বিশেষের নাম এবং অবিমিশ্রিত

জিগীষা ও যশোলিপ্সা ভাসিয়া গিয়াছে। ব্যক্তিগত যুগের পরিবর্ত্তে এক্ষণে জাতীয় যুগ প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। কবিবৃন্দের বীণা এখন হইতে আর ব্যক্তি-বিশেষের যশোগান করিবে না। এখন হইতে জাতীয় সংগীত—জন-সাধারণের যশোগানই—ইহার লক্ষ্য হইবে। এই জন্যই নেপোলিয়ন্-তনয়ের মৃত্যুতে ইহা নীরব। অতীত সংকীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া এখন ইহা ভীষণ ও প্রকাণ্ড ভবিষ্যতের সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিবে। ভবিষ্যৎই এখন সকলের চিন্তা ও অভিলাষের বিষয়ীভূত; অনন্ত ভবিষ্যৎ—সাগরের ন্যায় তরঙ্গ বিস্তার পূর্ব্বক আগ্নেয় গিরির ন্যায় ধাতু-নিস্রব নির্গত করিয়া, দ্রুতপদে ও অনিবার্য্য বেগে আসিয়া মানব-মণ্ডলীর উপর অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ করিতেছে। ইহার আগমনে বিলয়োন্মুখ জাতি সকল আবার উঠিতেছে, বিচ্ছিন্ন জাতি-সকল পুনরায় মিলিতেছে; ব্যক্তিপরম্পরা প্রকাণ্ড মানব-গিরির আরোহণোপযোগিনী সোপান-পরম্পারায় পরিণত হইতেছে।

নেপোলিয়ন্ ও বাইরন্—ব্যক্তিগত যুগের দুই প্রকাণ্ড বীর, দুই প্রকাণ্ড অধিনায়ক। ইহাঁদিগের আবির্ভাবেই ব্যক্তিগত যুগ পরিণতির চরম শিখরে আরোহণ করে, আবার ইহাঁদিগের অস্ত-গমনের সহিতই ইহা অস্তমিত হয়। এক জন সাংগ্রামিক রাজ্যের অধীশ্বর; আর এক জন কল্পনা-রাজ্যের অধিপতি। এক জন কার্য্যবিষয়ক কবিত্বের, আর এক জন চিন্তাবিষয়ক কবিত্বের পারদর্শী।

এক জন এক হস্তে নবোদ্ভাবিত দণ্ডবিধি ও অন্য হস্তে অসি ধারণ পূর্ব্বক, জাতিবৈষম্য উপেক্ষিত ও পদদলিত করিয়া, একই সংস্কারমালায় ও একই শৃঙ্খলদামে ইউরোপীয় জাতি সমূহকে আবদ্ধ করিতেছেন, এবং তাহাদিগের রাজনৈতিক অবস্থাকে একীকৃত ও তাহাদিগকে এক সম্মিলন-সূত্রে গ্রথিত করিতেছেন। দেখিলে বোধ হয় যেন সভ্যতার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভবিষ্যতের সংগঠনের নিমিত্ত ইহাঁকে দ্বিতীয় আটিলার ন্যায় ইউরোপীয় একতার প্রচারক করিয়া পাঠাইয়াছেন। একবার ভাবিয়া দেখিলে বোধ হইবে সংহতি যুগের মূল ভিত্তি দৃঢ়তর রূপে সন্ন্যস্ত করিবার জন্যই যেন

বিধাতা ইউরোপীয় জাতিসমূহকে পূর্ব্ব হইতেই বলপূর্ব্বক একতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন; "এক দিন তোমরা যেমন দাসত্বের বোঝা একত্র বহন করিয়া আসিয়াছ, এখন সেইরূপ একত্র এক সময়েই ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করিবে" ইউরোপীয় জাতি সমূহকে এই নব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্যই যেন বিধাতা নেপোলিয়ান্‌কে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন।

এক্ষণে সে সময় আসিয়াছে, যখন লোকে আপনাদিগের শক্তি বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে; যখন ইউরোপ জানিতে পারিয়াছে যে ব্যক্তি-বিশেষের শক্তিনিরপেক্ষ হইয়া উন্নতি-মার্গে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। যে দিন জাতিনিচয় আপনাদিগের কার্য্য বুঝিতে শিখিয়াছে, সেই দিনই নেপোলিয়নের কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে।

সেই দিন হইতেই নেপোলিয়নের পরাজয় আরম্ভ হয়। সেই জন্যই তাঁহার অবরোহণ ও পতনের বেগ, তাঁহার অভ্যুদয় ও আরোহণের বেগ অপেক্ষা দ্রুততর ও ভীষণতর হয়। বোধ হইল যেন ভবিষ্য পুরুষ-পরম্পরার সৌকর্য্যার্থে কোন ঐশী শক্তি দ্বারা তিনি ইউরোপক্ষেত্র হইতে সহসা অপসারিত হইলেন।

আত্‌লাস্তিক-বক্ষে অবস্থিত হইয়া তিনি চিন্তানলে আত্মভস্মীকরণ আরম্ভ করিলেন। বোধ হইল যেন লোকতান্ত্রিক মতের পর্য্যাপ্ত প্রচারের সুবিধার জন্য ব্যক্তিত্ব-বাদের পরিরক্ষক ও মূর্ত্তান্তর নেপোলিয়ন ইউরোপ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন।

আর এক জন—কবিত্বের নেপোলিয়ন্—একই সময়ে অভ্যুদিত হন। প্রকৃতি যেন দৃশ্যমান প্রকাণ্ড প্রতিকৃতি-নিচয়ের গভীর অনুভূতি ও তাহাদিগের সহিত তন্ময়ত্ব প্রাপ্তির জন্যই তাঁহার সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বাহ্য জগতের উপর ইতস্ততো দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু সে দৃশ্যে পরিতৃপ্ত হইলেন না।

বাহ্যজগৎ দর্শনে হতাশ হইয়া তিনি নিজ অন্তর্জগতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; এবং তাহার গভীরতম প্রদেশে অবরোহণ করিয়া গূঢ় গণনায় নিমগ্ন হইলেন। তথায় সমস্ত জগতের প্রতিবিম্ব দেখিতে

পাইলেন—দেখিলেন যেন একটী প্রকাণ্ড আগ্নেয় পর্ব্বত অবস্থিত রহিয়াছে, তথা হইতে দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয় সকল ভীষণ ধাতুনিঃস্রব ও অগ্নিশিখা উদ্গীরিত করিতেছে; যথেচ্ছাচার সমাজকে যে শোচনীয় অবস্থায় আনীত করিয়াছে, এবং পোপ ও যাজকমণ্ডলী ধর্ম্মকে যে কলঙ্কিত আকার প্রদান করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উত্থাপিত হইয়াছে; মানবজাতি যেরূপ অবনত বিকৃত ও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার বিরুদ্ধেও ভীষণ ভ্রূকুটী আবদ্ধ হইয়াছে। তিনি হৃদয়ের সেই সকল ক্রন্দন শুনিলেন, এবং নানা সুরে কিন্তু একই তীব্রতা ও একই বলে, সেই গুলি গাইলেন; এবং সৃষ্টির কার্য্যের বিরুদ্ধে সেই ক্রন্দনের অভিসম্পাত প্রদান করিলেন।

ইহার ফল বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত কবিতামালার উৎপত্তি—ব্যক্তিগত হৃদয়োচ্ছ্বাসে ও ব্যক্তিগত প্রতিবিম্বে পরিপূর্ণ এক প্রকার কবিতা—যাহার মূল মানব সাধারণে নাই, এবং যাহাতে কোন ব্যাপক বিশ্বাস নাই।

ইহাই নেপোলিয়নের পতনের মূল; ইহারই জন্য বাইরন্‌ বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিলেন। সেণ্ট্‌ হেলেনা ও মিসোলঙ্গি সমাধির অভ্যন্তরে অতীত সময়ের সেই দুইটী পূর্ণ ধ্বংসাবশেষ নিহিত আছে। নেপোলিয়নের পর—ইউরোপে যথেচ্ছাচার-প্রণালী পুনঃ প্রতিষ্ঠাপন করিতে, বিজয় দ্বারা ইউরোপীয় জাতি-সমূহকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে এবং সভ্যতার অনুমোদিত মতের স্থলে নিজের মতের অবতারণা করিতে, আর কাহার সাহস হইবে? আবার বাইরণের পর—তদীয় কর্সেয়ার লারা, ম্যান্‌ফ্রেড প্রভৃতির প্রচারের পর—কে, বিনা জঘন্য অনুকরণে, এমন একটী মানবপ্রতিকৃতি সংগঠনে সমর্থ, যাহা সমাজিক মানব অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক্‌?

নেপোলিয়ন্‌! আর তোমায় আমরা চাহিনা; তোমার অনিয়ন্ত্রিত বলবতী ইচ্ছা, ইউরোপীয় জাতি সমূহের উপর তোমার অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী প্রভুতা, তোমার গভীর ও অবিচলিত মনঃসন্নিবেশ, তোমার শিরঃকম্পনের অলৌকিক শক্তি—যে কম্পনে একদিন অগণিত

জনরাশি উন্মত্তের ন্যায় কার্য্যক্ষেত্রে প্রধাবিত হইত,—তোমার সাময়িক যথেচ্ছাচার, এবং জাতীয় শুভনিরপেক্ষ সামরিক কীর্ত্তিকলাপ —এ সমস্তে আমাদিগের এখন আর কোন প্রয়োজন নাই; সুতরাং ইহাদিগের নিকটে এক্ষণে আমরা বিদায় চাই। ব্যক্তিবিশেষের নিকট আমরা বিদায় চাই। এখন সময় আসিয়াছে, যখন লোকে আপনাদিগের কর্ত্তব্যনিচয় আপনারা সম্পাদন করিতে শিখিয়াছে। এখন জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সমস্ত ইউরোপ উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা বাইরন্‌কেও আর চাহিনা। তাঁহার প্রকাণ্ড প্রতিকৃতি-সৃষ্টি, ও অদৃষ্টের সহিত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ ব্যক্তিবিশেষের মূর্ত্তিকল্পনা দেখিতে, এবং জগৎ শূন্য মরুভূমি সদৃশ, ও কষ্ট যন্ত্রণাই বিশ্বের নিয়ম—ইত্যাদি ক্রন্দন শুনিতে চাহি না।

বসুন্ধরা এক্ষণে আর মরুভূমি নাই। স্বাধীনতার নামে এখন ইহা বীরনিচয়ে পরিপূর্ণ হইয়াছে। নবযুগ ধীরে ধীরে বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া কবিদিগের নয়ন-সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে। যাহার জীবন পারিবারিক দুঃখযন্ত্রণায় ভারস্বরূপ হইয়াছে, সে এক্ষণে দেশের জন্য সগর্ব্বে জাতীয় স্বাধীনতা-সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিবে।

যে কবিতা জাতীয় জীবন সঙ্কীর্ত্তন করে, এবং যাঁহাদিগের জীবন জাতীয় কার্য্যে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে তাঁহাদিগের যশোগান করে, সেই কবিতাই অনন্তকাল-স্থায়িনী হয়।

সম্প্রতি এই মত প্রথমে ফ্রান্স এবং ফ্রান্স হইতে ক্রমশঃ ইউরো-রোপের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে যে—এক্ষণে কবিত্ব নির্ব্বাণপ্রায়; এবং কল্পনা, সৃষ্টি ও উৎসাহোন্মাদ মৃতপ্রায়। সমস্ত শিক্ষিত সম্প্র-দায়েরই এই মত। পৃথিবীতে যে—কোনপ্রকার সুখ আছে অথবা কোন আশা ভরসা আছে, তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহা-দিগের মতে মানব জাতি কেবল দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্যই যেন পৃথিবীতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে। যেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া ভিন্ন মানবজাতির ইহ জগতে অন্য কোন কার্য্য নাই।

এই সকল মত পাঠ করিলে হৃদয়ে যেন এক প্রকার শূন্য ও উদাশ ভাব উদিত হয়; যেন শ্মশানের ভীষণ মূর্ত্তি আমাদিগের নয়ন-সমক্ষে অবতারিত হয়; মানবীয় বস্তুমাত্রেরই উপর গভীর বিদ্বেষ-ভাব বদ্ধমূল হয়; জীবন শুষ্ক ও নীরস হয়; এবং কোন কার্য্যেই প্রবৃত্তি থাকে না।

কিন্তু মানব জাতির ভবিষ্য অদৃষ্টের উজ্জ্বলতার উপর আমাদিগের অবিচলিত বিশ্বাস; সুতরাং কবিত্বের অস্তিত্বেও আমাদিগের পূর্ণ বিশ্বাস। জন্মপরিগ্রহ করিয়া মানবমাত্রই কতকগুলি কর্ত্তব্য-নিচয়ে আবদ্ধ হয় এবং সেই সকল কর্ত্তব্যের সংসাধনে যে গুরুতর মহত্ত্ব আছে, ও আত্মবিসর্জ্জনে যে অলৌকিক ঔদার্য্য আছে, তাহা আমরা বিশ্বাস করি। স্বদেশ ও স্বজাতি যে ধর্ম্মের মধ্যবিন্দু, পৃথিবী ও মানব জাতি যে ধর্ম্মের পরিধি; স্বাধীনতা, একতা ও বিশ্ব-প্রেমিকতা যে ধর্ম্মের ব্যাসার্দ্ধত্রয়—সেধর্ম্মে আমাদিগের অচলা ভক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাস। এ ধর্ম্মের সমস্তই কবিত্ব-পূর্ণ। যে যে দেশে আক্রান্ত অধিকারনিচয়ের বিরুদ্ধে জাতীয় ক্রোধ উদ্দীপিত হয়, সেই সেই দেশেই কবিত্ব; যে দেশেই জাতীয় ক্রন্দনের শক্তি অনুভূত ও অনুপেক্ষিত হয়, সেই দেশেই কবিত্ব; যে দেশেই জাতীয় স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য অসংখ্য বীর পুরুষ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারেন, সেই দেশেই কবিত্ব। জগতে এমন পদার্থ নাই, যাহাতে কবিত্ব নাই। কবিত্ব সৌর কিরণের ন্যায় সকল পদার্থের উপরই পতিত হয়, এবং সকল পদার্থের সহিতই বিমিশ্রিত হয়। ইহার ঐকতানিক শক্তি কাব্যদেবীর বীণার প্রতি তারের সহিত মিশাইয়া আছে, কবির উন্মেষকারী করস্পর্শেই কেবল তাহা উদ্দীপিত ও স্ফুরিত হয়।

প্রত্যেক মানব-হৃদয়েই কবিত্বের উপাদান-সকল নিহিত আছে, তাহাকে উদ্বোধিত করিতে কেবল গভীর হৃদয়োচ্ছ্বাস চাই। যে দেশ এত কষ্ট পাইয়া আবার উঠিতেছে, সে দেশে সে হৃদয়োচ্ছ্বাসের অসদ্ভাব হইবে বোধ হয় না।

যত দিন যাইবে ততই এই কবিত্বের পরিণতি ও পরিপুষ্টি সম্ভা-

ধিত হইবে। কবিত্বই মানবের জীবন, কবিত্বই মানবের গতি, কবিত্বই মানবের কার্য্য-প্রবৃত্তির প্রধান উদ্দীপক, কবিত্বই তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ-পথের একমাত্র ধ্রুবতারা, কবিত্বই উদ্ভ্রান্ত জাতিনিচয়কে মরুভূমির মধ্য দিয়া লইয়া যাইবার একমাত্র অগ্নিস্তম্ভ, কবিত্বই মূর্ত্তিমতী উদ্দীপনা, কবিত্বই আমাদিগের উদার চিন্তানিচয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কবিত্বই আমাদিগের আত্মত্যাগের উপদেশক। কে বলে কবিত্ব মরিয়াছে? না, কবিত্ব মরে নাই, কবিত্ব অমর; কবিত্ব প্রেম, ও স্বাধীনতার অনন্ত উৎসের ন্যায় অজর। রমণীয় নব্য ইউরোপকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্যই কবিত্ব প্রাচীন ইউরোপকে পরিত্যাগ করিয়াছে। চাতক যেমন আশ্রয়ভূত অট্টালিকা পতনোন্মুখ হইলে তাহা পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বলতর আশ্রয় ও নির্ম্মলতর আকাশের অনুসরণ করে, সেইরূপ কবিত্ব পূর্ব্বাশ্রয় প্রাচীন ইউরোপকে পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বলতর ও নির্ম্মলতর নবীন ইউরোপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইহা এখন রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া মানবজাতি-সাধারণ-রূপ অসীম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা এক্ষণে রাজবৃন্দের জয়োদ্ঘোষণ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির কার্য্যে উৎসর্গীকৃত-জীবন বীরবৃন্দের জয়স্তোত্র আরব্ধ করিয়াছে।

এই নবীন কবিত্বের বলেই ফরাশি জাতীয় সভার আদেশে সাধারণ-তন্ত্রিণী সেনা আভ্যন্তরীণ বিবাদ, ভীতি ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও—রিক্ত পদে ও জীর্ণ বস্ত্রে প্রাচ্য সীমাভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছিল; তাহাদিগের মুখে 'স্বাধীনতা' রব, উষ্ণীষে জাতীয় ককেড্, করে উজ্জ্বল বেয়নেট্ এবং অন্তরে দুর্জ্জেয় বিশ্বাস।

এই নবীন কবিত্বের মোহিনী শক্তিতে উদ্দীপিত হইয়াই স্পেনের পার্ব্বতীয় গেরিলা সেনা নেপোলিয়নের অজেয় সেনারও গতিরোধ করিয়াছিল। পর্ব্বতে পর্ব্বতে ইহার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়াই লোক-সাধারণকে বৈদেশিক উৎপীড়কের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিল।

এই নবীন কবিত্বে জর্ম্মণী পরিপ্লাবিত হইয়াছে। ইহা এখানে একটী পবিত্র ধর্ম্মের আকার ধারণ করিয়াছে। ইহারই উদ্দীপনায়

জর্ম্মান্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া এবং গৃহের মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

যে কবিত্বের জন্মদিন এরূপ অমানুষী অবদান-পরম্পরায় উদ্ভাসিত হইয়াছে, সে কবিত্বের কি এরূপ অসময়ে বিলয় সম্ভব? ব্যক্তি-বিষয়ক কবিত্বের সহিত কি এই জাতীয় কবিত্বের তুলনা আছে? ব্যক্তিগত কবিত্ব সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকিয়া, রাজপ্রাসাদ দেবমন্দির বা কোন প্রাচীন বংশের সঙ্কীর্ত্তনে নিরত থাকিবে; এবং যে সঙ্কীর্ণ সীমায় তাহার উৎপত্তি সেই সঙ্কীর্ণ সীমাতেই তাহার লয় হইবে। কিন্তু সেই গম্ভীর, স্থির, বিশ্বাস-পূর্ণ জাতীয় কবিত্ব—অসীম জগৎ ও অনন্ত মানব জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া জগতে এক নূতন যুগের অবতারণা করিবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিবৃন্দ কি এখনও নেপোলিয়ন-তনয় বা বোর্দো-রাজকুমারের যশোগান করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিবে? পোলণ্ড—পবিত্রতার আধার, ও ঔদার্য্যের আবাসভূমি—পোলণ্ডের যে আর্ত্তনাদে সাইবীরিয়ার নির্ব্বাসনপথ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, সেই আর্ত্তনাদে কি কেহই উদ্দীপিত হইবেন না?

যে সহস্র সহস্র নির্ব্বাসিত ব্যক্তি অদৃষ্টের অদ্ভুত মহিমায় ফরাশি-ক্ষেত্রে আসিয়া মিলিত হইয়া ভবিষ্য প্রকাণ্ড ইউরোপীয় মহাসভার সূত্রপাত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের দুঃখের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন, ইউরোপে এমন কি একজনও কবি নাই?

অনন্ত উন্নতির দিকে মানব-হৃদয়ের এই অক্ষান্ত জিগমিষা; বিশ্বব্যাপী সম্মিলনের জন্য মানবজাতির এই দুর্দ্দমনীয় স্পৃহা; যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে জাতিসমূহের এরূপ অনন্ত যুদ্ধ-খ্যাপনা; অপহৃত সত্ত্বনিচয়ের পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁহাদিগের এরূপ অক্লান্ত চেষ্টা; লৌকিক অভ্যুত্থানের সমক্ষে প্রাচীন রাজবংশ সকলের এরূপ পতন; নূতনের জন্য এরূপ অশ্রান্ত অন্বেষণ; প্রাচীন ইউরোপ হইতে এরূপ অপূর্ব্ব নবীন ইউরোপের সৃষ্টি; অধিক কি শ্মশান-ভস্ম হইতে এরূপ উজ্জ্বল জীবনের উৎপত্তি—এসমস্ত কি কবিত্ব নয়?

উনবিংশ শতাব্দীর কবিবৃন্দ! আপনারা অনন্ত ভবিষ্যতের মূর্ত্তি পরিকল্পনা করুন্। কেন আপনারা অতীতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন? অতীতের সহিত আপনাদিগের কোনও সম্বন্ধ নাই। ভবিষ্য পুরুষ-পরম্পরার ভাবী যশ কীর্ত্তন করুন্; বিশ্বপ্রেমিকতা স্বাধীনতা এবং উন্নতির পবিত্র নামে পুনরুজ্জীবিত জাতি সকলের নির্ব্বাণপ্রায় বীর্য্য-বহ্নির সন্ধুক্ষণ করুন্। ইতস্ততঃ ও সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন্, দেখিবেন সমস্ত ইউরোপ আপনাদিগের মুখ পানে চাহিয়া আছে। ভবিষ্যতের গভীর তমসাচ্ছন্ন গহ্বরে নামিয়া ভবিষ্য ঘটনাবলীর আবিষ্কার করুন্।

স্বদেশীয় কবিবৃন্দ! আমাদিগের জন্য জাতীয় সমরের উপযোগি গীতিমালা প্রস্তুত করুন্; সেই গীতিরবে উত্তেজিত হইয়া ইতালীয় যুবকমণ্ডলী যেন অষ্ট্রিয় প্রভুশক্তিকে ইতালীক্ষেত্র হইতে বিদূরিত করিতে পারে; যেন সেই জাতীয় সঙ্গীতমালা ভীষণ কালস্রোত অতিক্রম করিয়া অনন্ত ভবিষ্যতে চিরসংলগ্ন হয়!!

সপ্তম অধ্যায়।

"উনবিংশ শতাব্দীর কবিবৃন্দের প্রতি উক্তির" পর ম্যাট্সিনি নব্য ইতালী পত্রিকায় "কসিমো ডেল্ফ্যান্টের উপর বক্তৃতা," জাতিসাধারণের ভ্রাতৃভাব "জার্ম্মাণ ট্রিবিউন্," "ফরাশি ও জর্ম্মান্ জাতি সমূহের মিলন" "জার্ম্মান্ জাতি ও ফরাশি লিবারেল্‌দিগের প্রতি নব্য ইতালী সমাজের উক্তি" প্রভৃতি কয়েকটী প্রবন্ধ লিখেন।

ম্যাট্সিনি নব্য ইতালী পত্রিকার প্রথম কয়খানি সংখ্যা বিখ্যাত ঐতিহাসিক সিস্‌মণ্ডির নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহার সহকারিতার প্রার্থী হয়েন। এই উপলক্ষে সিস্‌মণ্ডির সহিত তাঁহার কিছুদিন পত্রাপত্রি চলে। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধগুলির পর সেই পত্রগুলি সিস্‌মণ্ডির অনুরোধে নব্য ইতালী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সিস্‌মণ্ডি ম্যাট্সিনির প্রস্তাবে সম্মত হন এবং নব্য ইতালী সমাজের উদার উদ্যমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কিন্তু তিনি ইহাতে

নিজের নাম দেওয়ার পূর্ব্বে সম্পাদকের নিকট হইতে দুইটী বিষয়ের প্রতিশ্রুতি চান। প্রথমতঃ এই যে, যে রাজ্যে এই পত্রিকার লেখকেরা আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, সে রাজ্যের বিরুদ্ধে ইহা কখন প্রতিকূল ভাব ধারণ করিতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ এই পত্রিকায় এমন কোন মত প্রচারিত হইবে না, যাহাতে জনসাধারণের ধর্ম্মভাবে আঘাত লাগিতে পারে।

ম্যাট্‌সিনি ইহার উত্তরে লিখেন যে "ফরাশি সাময়িক-রাজনীতি-বিষয়ক প্রশ্ন সকলে ব্যাপৃত থাকা এই পত্রিকার লেখকদিগের উদ্দেশ্য নহে; সুতরাং আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি যে আমরা জনসাধারণের ধর্ম্মভাবের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিব না। যখন আমি নিজে সেই ভাবে বিচ্ছুরিত, তখন আমি কোন্ প্রাণে ইহার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া জগতে অরাজকতার বীজ বপন করিব? কোন্ প্রাণেই বা মানব-জীবনের একমাত্র উৎস ও অদ্বিতীয় লক্ষ্য এবং একতাসূত্রের একমাত্র দুশ্ছেদ্য গ্রন্থি—সেই ধর্ম্ম-ভাবের উচ্ছেদ সাধন পূর্ব্বক জগতের প্রলয় সাধন করিব?"

সিস্‌মণ্ডি দ্বিতীয় পত্রে স্পষ্টাক্ষরে নব্য ইতালী পত্রিকার লেখক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে স্বীকৃত হন এবং তাহাতে আপনাকে সাধারণতঃ—বিশেষতঃ ইতালী সম্বন্ধে—সাধারণতান্ত্রিক বলিয়া প্রখ্যাত করেন।

ম্যাট্‌সিনি তাহার পর নব্য ইতালী পত্রিকায় "স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের নিকট নব্য ইতালী পত্রিকার লেখকগণের নিবেদন" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখেন। "নব্যইতালী সমাজের" বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষীয়েরা যে বিবিধ আপত্তি উত্থাপিত করেন, ইহাতে সেইগুলি সমালোচিত ও খণ্ডিত হয়; এবং যে সকল মত সভার সভ্যদিগের পরিশ্রমের নোদক ও যে সকল লক্ষ্য ইহার সাধনের নিয়ামক তাহা অসন্দিগ্ধরূপে পরিব্যক্ত হয়। তাঁহারা বলেন "শক্রই হউন আর মিত্রই হউন আমরা তাঁহাদিগের নিকট পরিচিত হইতে এবং তাঁহাদিগের পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করি।"

"নব্য ইতালী" সমাজের বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি এই যে ইহা ইতালীকে "নব্য" ও "প্রাচীন" এই দুই দলে বিভক্ত করিয়া ইতালীর অন্তর্দৌর্ব্বল্য অধিকতর পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে। এই দুই দল একত্রিত হইয়া কার্য্য করিলে ইতালীর উদ্ধার সাধন সম্ভবপর হইতে পারিত; কিন্তু এই দুই দলের এরূপ বিচ্ছিন্ন ভাব ইতালীর ভাবী অন্তর্বিদ্রোহের নিদান।

"নব্য ইতালী" সমাজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে ইহা ইতালীর কার্য্যকর জাতীয় প্রশ্নে নিরবচ্ছিন্নরূপে সংরুদ্ধ না থাকিয়া, কল্পনাবিজৃম্ভিত ভবিষ্য ইউরোপীয় সম্মিলনের আশায় বৈদেশিক জাতিসমূহের সহিত সম্মিলনপ্রার্থী হইয়া, ইতালীর লক্ষ্য সাধন ব্যাহত করিয়া তুলিয়াছে। উক্ত সমাজের কর্ত্তব্য যে বৃথা মত-বিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে কার্য্যতঃ ইতালীর প্রকৃত হিত সাধন হয় তাহাতেই নিরবচ্ছিন্নরূপে ব্যাপৃত থাকে। অবশিষ্ট সমস্তই আপাততঃ ভবিষ্যতের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। বৈদেশিক গবর্ণমেণ্ট হইতে ইতালীর উদ্ধার সাধন হইলে সে সকল তখন বিচার করা যাইবে।

ম্যাট্‌সিনি—দ্বিতীয় আপত্তির উত্তরে এই বলিয়াছেন :-—"যে যদি এই সমাজ হইতে ইতালীর প্রকৃত হিত সাধনের কোন যৌক্তিক আশা থাকে, তাহা হইলে তাহার মূল এই জানিতে হইবে যে এই সমাজের কার্য্যকলাপ এরূপ বিশ্বপ্রয়োগসহ নিয়মাবলী দ্বারা সঞ্চালিত ও সংযমিত, যে তাহা ইউরোপীয় জাতিমাত্রেরই প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে।

"একতা—ভৌতিক ও নৈতিক উভয় জগতেরই নিয়ন্ত্রী। যদি সামাজিক জীবনের ঘটনানিচয় কোন এক অব্যভিচারী মূল নিয়ম দ্বারা পরিচালিত ও সংযমিত না হয়, তাহা হইলে অচিরাৎ ঘোরতর ব্যক্তি-গত মত-বৈষম্য উপস্থিত হইবে এবং বলই সেই বৈষম্যের একমাত্র মীমাংসক হইবে; সুতরাং যথেচ্ছাচারের পথ পরিষ্কৃত হইবে। বিবিধ বৈষম্যপূর্ণ বলের সামঞ্জস্য করণের দিকেই সমাজ মাত্রের স্বাভাবিকী

প্রবণতা। সেই বিষম বল-নিচয়ের অন্যোন্য-সংঘর্ষই সামাজিক পীড়ার নিদান।

সামাজিক উন্নতির কারণ-নিচয়ের আপেক্ষিক সম্বন্ধ নির্ণয় ও স্থাপন করাই প্রত্যেক বিপ্লবের লক্ষ্য।

নব্য ইতালী সমাজের সভ্যদিগের বিশ্বাস যে—যাঁহারা ইতালীর উদ্ধার সাধনের প্রকৃত অভিলাষী তাঁহাদিগের পক্ষে উদ্ধার-সাধনোপযোগী উপাদান-কারণসামগ্রীর আলোচনা একান্ত আবশ্যক; কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে সেই উপাদানকারণ-সামগ্রীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিনিয়োগ সম্ভবপর এবং কিরূপ মূলাভিত্তির উপর নূতন রাজনৈতিক প্রাসাদ প্রতিষ্ঠাপিত হইবে এ সকলের পর্য্যালোচনাও নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

"স্বাধীনতা শব্দের লক্ষ্য ও অর্থ না বুঝিয়া শুদ্ধ "স্বাধীনতা!" "স্বাধীনতা!—" রব করা উৎপীড়িত দাসের কার্য্য বই আর কিছুই নয়।

"প্রতিষ্ঠাপিত শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে লক্ষ্যশূন্য প্রতিঘাতমাত্রে সংরুদ্ধ থাকিলে আমরা স্বাধীনতা শব্দের মহৎ উদ্দেশ্যের মর্ম্মভেদ করিতে পারিব না। এরূপ অর্থে অনুসৃত স্বাধীনতা আমাদিগকে উৎসর্গীকৃত-জীবন মাত্র করিতে পারিবে, বিজয় প্রদান করিতে কথনই সমর্থ হইবে না।

এইজন্য ইতালীয়দিগের অভ্যুত্থানের লক্ষ্য কি তাহা অগ্রে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

"আমরা চাই কি?

"আমরা জাতীয় অস্তিত্ব চাই। আমরা জাতীয় নাম চাই। আমরা আমাদিগের দেশকে প্রভুশক্তি-সম্পন্ন, সর্ব্বসম্মানিত, স্বাধীন ও সুখী দেখিতে চাই।

"আমরা জাতীয় স্বাধীনতা, একতা ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য চাই।

"আমরা জানি প্রথমটী সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। কারণ ইতালীয়

মাত্রেই সমস্বরে ইতালীয় গগণ বিদারিয়া বলিবে—বৈদেশিক উৎপীড়কদিগকে দূরীকৃত কর।

জাতীয় একতা বা জাতীয় সম্মিলন সম্বন্ধে মতান্তর ছিল বটে, কিন্তু ম্যাট্‌সিনির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এ মতান্তর সহজেই অপনীত হইতে পারে। কাহারও কাহারও এরূপ ইচ্ছা যে সমস্ত ইতালী এক জাতীয় প্রভুশক্তির অধীন হয়, আবার কাহারও কাহারও বা ইচ্ছা যে ইতালীয় প্রদেশ সকল বিভিন্ন বিভিন্ন প্রভু শক্তির অধীন থাকিয়াও এক প্রকাণ্ড জাতীয় সম্মিলনসূত্রে আবদ্ধ হয়। কিন্তু এই প্রভেদ অতি সূক্ষ্ম, ইহার অভ্যন্তরে ঘোরতর মতসংঘর্ষ নাই। সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে জাতীয় একতায় জাতীয় বলের পরমা কাষ্ঠা সংসাধিত হয়; সুতরাং জাতীয় একতা সম্ভবপর হইলে তাহাই সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। জাতীয় একতা সম্ভবপর কিনা এই বিষয় লইয়াই মতান্তর; কেহ কেহ বলেন ইহা অসম্ভব; আবার কেহ কেহ বলেন ইহা সম্ভব। এই শেষোক্ত দলের মধ্যে আবার দুই দল আছে এক দল বলেন ইহা সম্ভব বটে, কিন্তু ইহা সময়-সাপেক্ষ; আর একদল বলেন ইহার সময় আসিয়াছে। কিন্তু কিরূপ শাসনপ্রণালী অবলম্বন করিলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সুরক্ষিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে ঘোরতর মতবৈষম্য আছে। এক দল বলেন বিধিনিয়ন্ত্রিত স্বদেশীয়-রাজাধিষ্ঠিত রাজতন্ত্রই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পরিরক্ষণের সবিশেষ উপযোগিনী শাসনপ্রণালী; আর এক দল বলেন ইতালীতে এক্ষণে এরূপ প্রভুশক্তিসম্পন্ন ও প্রাচীন রাজবংশ-সম্ভূত রাজপুরুষ নাই, যাঁহার নিকট সমস্ত ইতালীবাসী নতশির হইতে পারেন, এই জন্য ইউরোপের কোন প্রাচীন রাজবংশ হইতে একটী রাজকুমার আনাইয়া ইতালীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে। আর এক দল বলেন যে, যে ইতালীয় সৈনিকপুরুষ বৈপ্লবিক সমরে বিজয়লক্ষ্মীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম প্রেমাস্পদ হইবেন, তাঁহাকেই ইতালীর রাজচক্রবর্ত্তী করিতে হইবে; আবার সংখ্যায় বহুল আর এক দল বলেন যে সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী ব্যতীত আর কোন প্রকার শাসন-

প্রণালীরই অধীনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পূর্ণ প্রতিভূ নাই। ইহা অপেক্ষা লঘুতর প্রশ্ন লইয়াও নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে প্রধান, নির্ব্বাচন-রাজনীতির প্রয়োগ-প্রণালী। যথা—প্রতিনিধি সভা একটী, দুইটী বা ততোধিক হইবে? বিচার-বিভাগে কি পরিমাণে প্রভুশক্তি সন্ন্যস্ত থাকিবে? ইত্যাদি। এবং এই সকল বিবাদ বিসম্বাদ ও দলাদলি বৈদেশিক শক্রদিগের সমক্ষেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শক্রগা এই অন্তর্বিচ্ছেদের সুবিধা লইয়া এক এক করিয়া সমস্ত দলেরই মস্তক চূর্ণ করেন।

এই ঘোর অন্ধকার ও ভীষণ মত-বিসম্বাদের নিরাকরণ মানসে কেহ কেহ এরূপ প্রস্তাব করেন যে "যতদিন না ইতালীয় জাতি ইহাদিগের প্রাকৃতিক স্বত্ব উপলব্ধ করিতে পারিতেছেন, আইস তত দিন আমরা সমস্ত মতভেদ পরিত্যাগ করি। যেহেতু বৈদেশিক অধীনতা হইতে ইতালীর উদ্ধার সাধন বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই, আমরা এক্ষণে শুদ্ধ ইহারই অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই; জাতীয় স্বাধীনতা পুনঃস্থাপিত হইলে সে সকল মতভেদের তখন মীমাংসা করা যাইবে।"

এরূপ প্রস্তাব অন্তর্দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক; নব্য ইতালী সমাজ দুর্ব্বলতাপ্রদর্শনে নিতান্ত অনিচ্ছুক। বাধাবিপত্তি বা সন্দেহের পরিবর্জ্জন ও পরিহরণ ইহার ইচ্ছা নহে; প্রত্যুতঃ সন্দেহের নিরসন ও বাধাবিপত্তির উল্লঙ্ঘনই ইহার দৃঢ় ব্রত।

"বাধাবিপত্তি ও সন্দেহের পরিহরণ করিয়া এবং কোথায় যাইব কিছুই না জানিয়া কেবল "অগ্রসর হও! অগ্রসর হও।" বলিয়া রব করা কাপুরুষের কার্য্য—স্বদেশের সঞ্জীবন-কার্য্যে ব্রতী মহাত্মাদিগের কার্য্য নহে।

"বিশেষতঃ লোকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিনিময়ে জাতীয় স্বাধীনতার প্রার্থী নহে। যদি তাহারা জানিতে পারে যে জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাপিত হইলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সুরক্ষিত হইবে, তবেই তাহারা বৈদেশিকদিগের শৃঙ্খল হইতে ইতালীকে উন্মুক্ত করিতে অগ্রসর হইবে।

"শুদ্ধ প্রতিষ্ঠাপিত শৃঙ্খলার প্রলয়সাধনে একটী সমগ্র জাতিকে বিপ্লবে উত্থাপিত করা অসম্ভব। তাহারা প্রাচীন যথেচ্ছাচার স্থলে নব যথেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য দেহের রুধির, গৃহের ধন, এবং যথাসর্ব্বস্বই বিসর্জ্জন করিতে কখনই প্রস্তুত হইবে না। যদি জনসাধারণকে বিপ্লবে উত্তেজিত করিতে চাও, তবে অগ্রে তাহাদিগের নয়ন-সমক্ষে একটী সংক্ষিপ্ত, অসন্দিগ্ধ ও পূর্ণ কার্য্যপ্রণালী ধারণ কর।

"কিপ্রকার শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে, বিপ্লবের কৃতকার্য্যতার পর এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলে বরং নূতন নূতন দুর্গমতা উপস্থিত হইবে।

"সেই ভীষণ ঝটিকার পর যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে, তাহাতে জনসাধারণের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিয়া উঠা ভার হইবে। তখন যিনি কৌশলী তিনিই প্রজাসাধারণকে আয়ত্ত করিয়া তাহাদিগকর্ত্তৃক আপনাকে অধিনেতৃত্ব পদে অভিষিক্ত করিতে পারেন। সুতরাং বিপ্লবের উদ্দেশ্য বিফল হইতে পারে।

"বিপ্লবের পর এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করার পরীক্ষা কার্ব্বোনারো সম্প্রদায় কর্ত্তৃক একবার অনুষ্ঠিত হইয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছে। অন্তর্ব্বিচ্ছেদের মৌলিক অনিষ্ট বিপ্লবের পর দ্বিগুণতর ভীষণ আকার ধারণ করে; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই আবার লক্ষ্যের একতা ও কার্য্য-প্রণালীর ঐকতানিকতার বিশেষ ও অপরিহার্য্য আবশ্যকতা। কারণ লক্ষ্য স্বতন্ত্র হইলে, কার্য্যপ্রণালীও স্বতন্ত্র হইবে। যেহেতু যাঁহারা বিধিনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত করিতে সমুদ্যত, তাঁহাদিগকে সাধারণতান্ত্রিকদিগ হইতে স্বতন্ত্র কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। নতুবা ফলবৈষম্য ঘটিবে কেন? বিভিন্ন কারণ হইতেই বিভিন্ন বিভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি হয়।

"সাধ্য ফলের স্থিরতা ও পূর্ণ অবগতিই প্রত্যেক বিপ্লবের মূল ভিত্তি স্বরূপ।

"কি সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিলে সেই সাধ্য ফল পাওয়া যাইবে তাহা দ্বিতীয় বিবেচনার স্থল। কিন্তু সাধ্যের সিদ্ধান্ত হইতে

সাধনার সিদ্ধান্ত আপনিই প্রসূত হয়। এই জন্য অগ্রে সাধ্যের—বিশ্বাস ও লক্ষ্যের—সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

"আমরা সাধারণতন্ত্রকে আমাদিগের সাধ্য স্থির করিলাম।

"যে সকল কারণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে আবার সংক্ষেপে বলিতেছি। ১ম সাধারণ-তন্ত্র কতকগুলি অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের অপরিহার্য্য ও ন্যায়-সঙ্গত ফল; ২য় প্রকৃত স্বাধীনতা ও বিশ্বজনীন একতার সহিত রাজতন্ত্রের সামঞ্জস্য নাই; ৩য় অসংখ্য রাজপুরুষের বিশ্বাসঘাতকতা; ৪র্থ কোনও ব্যক্তি-বিশেষের নামে প্রাদেশিক ঈর্ষানলের নির্ব্বাণাসম্ভবতা; ৫ম এমন একটী ধার্ম্মিক, যশস্বী ও প্রতিভাশালী লোকের অসদ্ভাব, যিনি ইতালীর সঞ্জীবন-কার্য্যের অধিনেতা হইতে পারেন; ৬ষ্ঠ সাধারণ-তন্ত্রের অতীত মহতী অবদান-পরম্পরা অদ্যাপি ইতালীয়দিগের স্মৃতিপটে জলদক্ষরে লিখিত আছে; ৭ম ইতালীয়দিগের মধ্যে রাজতন্ত্রের অনেক গুলি উপাদান-সামগ্রীর অভাব আছে; ৮ম এবং বিপ্লবেই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করার ইচ্ছা—এ সমস্ত কারণই রাজ-তন্ত্রের প্রতিকূল; কিন্তু সাধারণতন্ত্রের অনুকূল।

"এই জন্যই আমরা সাধারণ-তন্ত্রকে আমাদিগের সাধ্য স্থির করিলাম। সুতরাং যখন আমরা লৌকিক পতাকা গগণে উড্ডীন করিলাম, তখন আমাদিগের সমস্ত আশা লোক-সাধারণের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। তাহাদিগের প্রাকৃতিক স্বত্ব তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে। আমরা তাহাদিগের স্বাধীন কার্য্যের প্রতিরোধ করিব না কিন্তু তাহাদিগের কার্য্যাবলীকে সৎপথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিব; এবং এরূপ লৌকিক, জাতীয় গেরিলা যুদ্ধ স্থাপন করিব, যে কোন শত্রুরই এরূপ সাধ্য হইবে না যে তাহার প্রমুখীন হয়। এই জন্য আমরা সর্ব্বপ্রকার মর্য্যাদার মূলে কুঠারাঘাত করিব; সাম্যবাদকে একটী নূতন ধর্ম্ম বলিয়া শিক্ষা দিব; এবং সর্ব্বপ্রকার শ্রেণী-বৈষম্য পদদলিত করিয়া একটী প্রকাণ্ড জাতীয় সম্মিলন সংস্থাপিত করিব।

"এই জন্য আমরা কেবল রাজার সাহায্যপ্রার্থী হইব না, অথবা বৈদেশিক রাজনীতি ও কূট মন্ত্রণাজালের উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীনতা প্রাপ্তির বৃথা আশায় প্রবঞ্চিত হইব না, আমরা বৈদেশিক মন্ত্রিদল ও বৈদেশিক রাজদূতের নিকট মুক্তি ভিক্ষা চাহিব না; কারণ আমরা জানি যে যখন আমরা সাধারণতন্ত্রের নামে বৈপ্লবিক পতাকা উড্ডীন করিয়াছি, তখন আমরা ইউরোপীয় রাজনীতির সহিত অনিবার্য্য ও অপরিসংহরণীয় বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছি; এ বিপ্লব কূট মন্ত্রণাজালে বা মুগ্ধ সন্ধিতে সংসাধিত হইবার নহে, শাণিত বেয়নেটের সূক্ষ্মাগ্রেই ইহা সংসাধিত করিতে হইবে। জনসাধারণেরই সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ, সুতরাং তাহাদিগকে লইয়াই আমরা লড়িব। তাহারাই আমাদিগকে বুঝিবে।"

ম্যাট্‌সিনি প্রথম আপত্তির উত্তরে এইরূপ বলিয়াছেন ঃ—

"আমরা যে ইতালীর ত্রৈবর্ণিক পতাকার উপর "নব্য ইতালী" এই সঙ্কেত অঙ্কিত করিয়াছি তাহার কারণ এই যে ইহাই আমাদিগের মতে সঞ্জীবিত ও অভ্যুদয়োন্মুখ ইতালীয় জাতির জাতীয় নামের উপযুক্ত সঙ্কেত।

"যাঁহারা সামাজিক বিপ্লবের অভিমুখে জনসাধারণের বলবতী ইচ্ছাকে সঙ্কীর্ণ সংস্কার-সীমায় আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন; যাঁহারা মর্য্যাদা বা সম্ভ্রান্তি-রূপ প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংশাবশেষকে লোকতান্ত্রিক নবীন প্রাসাদের সোপান-প্রস্তর করিতে চান; যাঁহারা অতীত বহুদর্শনের অখণ্ডনীয় প্রতিকূল প্রমাণ সত্ত্বেও, বংশপরম্পরাগত রাজতন্ত্রের প্রচারে অস্খলিত-যত্ন; যাঁহারা জনসাধারণের মৃতপ্রায় দেহের উপর নবীন যথেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য জনসাধারণকে মৃত্যুমুখে উত্তেজিত করিয়া থাকেন; যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক মর্য্যাদা ও অসমতার বিরুদ্ধে উচ্চরব হইয়াও, অধ্রুষ্য-শরীর রাজা, বংশপরম্পরাগত-সভ্য-সমাকুল সভা এবং নির্ব্বাচনী শ্রেণী-রূপ রাজনৈতিক মর্য্যাদা ও অসমতার মূলভিত্তির উপর নূতন শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত করিতে চাহেন; যাঁহারা একটী প্রণা-

লীর সমূলোৎপাটন করিবেন বলিয়া লোকের নিকট ভান করেন, অথচ সেই প্রণালীর ফলগুলি সযত্নে সংরক্ষিত করেন; যাঁহারা একটী সমগ্র জাতির অদৃষ্টনেমির পরিবর্ত্তনের অধিকার আপনাদিগেরই হস্তে রাখিতে চান, অথচ বিপৎ ও মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে কম্পিত-কলেবর হয়েন; যাঁহারা ষড়্বিংশতি মিলীয়ান্ ইতালীয়কে বিপ্লবে সমুত্থিত করিতে চাহেন, অথচ কোথায় যাইতে হইবে এবং কি করিতে হইবে তাহা জানেন না, যাঁহারা আপনাদিগকে এতদূর নিরবচ্ছিন্নরূপে ইতালীয় বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন যে, বৈদেশিক অত্যুৎকৃষ্ট দ্রব্যেও ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, অথচ বৈদেশিক মন্ত্রিসভার অনুগ্রহের উপরই যাঁহারা সমস্ত বিজয়াশা নির্ভর করেন, এবং জাতীয় সেনা লইয়া বিপ্লবপতাকা উড্ডীন করা অবিমৃষ্যকারিতা বলিয়া খ্যাপন করেন; যাঁহারা রাজনৈতিক স্বাধীনতার পক্ষপাতী হইয়াও সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতার প্রতিকূল—তাঁহাদিগকেই—তাঁহারা যে বয়সেরই হউন, যে অবস্থারই হউন, যে প্রদেশেরই হউন—কেবল তাঁহাদিগকেই আমরা "প্রাচীন ইতালী" নামে অভিহিত করিলাম। তাঁহারা অতীত যুগের লোক, তাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি জাতীয় উন্নতির ভীষণ শত্রু।

তাঁহাদিগের হইতে আমরা "নব্য ইতালী"—যাহাদিগের মন অনন্ত উন্নতি, অসীম ভবিষ্যৎ ও অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার দিকে প্রবলবেগে প্রধাবিত—যে বয়সেরই, যে অবস্থারই এবং যে প্রদেশেরই হই না কেন—আমরা চিরকালের জন্য আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ বলিয়া খ্যাপন করিলাম।

আমরা ব্যক্তিমাত্রেরই জন্য সার্ব্ববিষয়িক স্বাধীনতা চাই।

আমরা সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ও কর্ত্তব্যনিচয়ের অবৈষম্য চাই।

আমরা জগতের উন্নতিসাধনব্রতে ব্রতী যাবতীয় লোক লইয়া, সমস্ত জাতি একত্র মিলিত হইয়া, একটী প্রকাণ্ড মানবসমাজ গঠন

করিতে চাই। ইহাই আমাদিগের সঙ্কেত, ইহাই আমাদিগের লক্ষ্য, ইহাই আমাদিগের কঠোর ব্রত।

যিনি আমাদিগকে ইহা অপেক্ষা কিছু ভাল শিখাইতে পারেন তিনি অগ্রসর হউন। তাঁহারই কর্ত্তব্য তাহা খ্যাপন করা।

যিনি আমাদিগ অপেক্ষা কিছু ভাল না জানেন, আসুন তিনি আমাদিগের সহযোগী হউন, আমাদিগের ভ্রাতা হউন।

যাঁহারা এ উভয়ের অন্যতর কিছুই করিবেন না, তাঁহারা অকর্ম্মণ্য হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকুন তাহাতে আমাদিগের কোন আপত্তি নহে; কিন্তু তাঁহারা যেন আমাদিগের নিকট নিস্তব্ধতা ও জড়তার উপদেশ দানরূপ ধৃষ্টতা প্রকাশ না করেন।

জনসাধারণই আমাদিগের এই নবীন ধর্ম্মের মূলমন্ত্র; ইহাই সামাজিক পিরামিডের ভিত্তিভূমি; ইহাই মানবসম্মিলনের মধ্য বিন্দু। ইহাই সেই সংহিত মানব—যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আমরা ইতালীয় বিপ্লব বা সঞ্জীবন কার্য্যের বিষয় বলি বা চিন্তা করি।

জনসাধারণ শব্দে আমরা সেই জনসমষ্টি বুঝি যাহাদ্বারা এই জাতিটী সংগঠিত।

কতকগুলি লোক হইলেই একটী জাতি হয় না। তাহাদিগের মধ্যে যদি একটী সাধারণ লক্ষ্য না থাকে, যদি তাহারা এক সাধনায় সিদ্ধ না হয়, যদি এক প্রকার বিধিমালা দ্বারা তাহারা সংযমিত না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে একটী জাতি বলিতে পারি না। জাতিশব্দ একতাব্যঞ্জক। মতের একতা, লক্ষ্যের একতা এবং অধিকারের একতাই কতকগুলি বিসংশ্লিষ্ট লোককে পরস্পর-সম্বদ্ধ ও একটী সমগ্র জাতিতে পরিণত করিতে পারে।

যখন সেই মত, সেই লক্ষ্য, সেই অধিকারনিচয়, কোন অবিচলিত ও চিরস্থায়ী ভিত্তির উপর সন্ন্যস্ত হয়, তখনই সেই জাতিকে প্রকৃত জাতি বলিয়া পরিগণনা করিব।

যে মতে তাহাদিগের সাধারণ বিশ্বাস, সে মত অখণ্ডনীয় ও উন্নতিশীল হওয়া চাই; যেন তাহা সময়ে বা মানুষের খেয়ালে বিনষ্ট না হয়।

আর সেই লক্ষ্য নৈতিক লক্ষ্য হওয়া চাই; কারণ ভৌতিক লক্ষ্য মাত্রই সঙ্কীর্ণ, সুতরাং প্রকৃতিতঃ চিরস্থায়ী সম্মিলনের মূলভিত্তি হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

আর সেই অধিকার-নিচয় যেন মানব-প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ স্বত্বের নিষ্কর্ষ হয়; কারণ তাদৃশ অধিকার-নিচয়ই কালের করাল চক্রে সংঘৃষ্ট ও উৎখালিত হয় না।

মতসাম্য অনিয়ন্ত্রিত ও স্বেচ্ছা-প্রসূত হওয়া চাই; বলে ও কৌশলে যে মতসাম্য তাহা বালুকানির্ম্মিত সেতুর ন্যায় বেগসহনা-সমর্থ।

আত্মোন্নতি ও আত্মবৃত্তিনিচয়ের শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিণতিই যেন ব্যক্তি-মাত্রেরই সাধারণ লক্ষ্য হয়।

কিন্তু জাতির লক্ষ্য হইবে সামাজিক বলনিচয়ের বর্দ্ধনশীল পরি-ণতি ও ক্ষিপ্রকারিতা সাধন। সমাজ-বন্ধন এই উদ্দেশ্য সাধনের একটি প্রধান উপায়।

স্বত্ব ও কর্ত্তব্যে যাহাদিগের সমান অধিকার, তাহাদিগের মধ্যেই প্রকৃত সমাজ বন্ধন সম্ভব।

যেখানেই স্বত্বের সাম্য অব্যভিচারী নিয়ম নহে, সেই খানেই শ্রেণী-বৈষম্য, আধিপত্য, মর্য্যাদা, দাসত্ব এবং অধীনতা বর্ত্তমান; সেখানে স্বাধীনতা, বা সমাজবন্ধন সম্ভবপর নহে।

সাম্য, স্বাধীনতা, এবং সমাজবন্ধন—এই তিনটী উপাদানেই একটী প্রকৃত জাতি গঠিত।

যে স্বাধীন-নাগরিক-স্বত্বভোগী অধিবাসিগণ এক ভাষায় কথা কহে, এক প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বত্বের অধিকারী, কএ সাধারণ লক্ষ্যের অনুসরণে ব্রতী—তাহাদিগের সমষ্টিকেই একটী জাতি বলি।

সমাজবন্ধনের ও সম্বদ্ধ সভ্যদিগের সাম্যের প্রথম পরিণাম এই হইবে যে কোন পরিবার-বিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষ সেই সামাজিক বল-নিচয়ের অংশের বা সমগ্রের উপর একাধিপত্য করিতে পারিবেন না।

সমাজবন্ধন ও সম্বদ্ধ সভ্যগণের মধ্যে সাম্য সংস্থাপনের দ্বিতীয় পরিণাম এই হইবে যে ;—

কোন শ্রেণীবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষ জাতির নিকট হইতে অব্যবহিত আদেশ না পাইয়া সেই সামাজিক বলনিচয়ের সঞ্চালন-কার্য্যের গুরুভার গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

এইরূপে সর্ব্বপ্রকার পুরুষ-পরম্পরাগত মর্য্যাদা বা আধিপত্যের তিরোধান হইবে। সুতরাং যে সকল ব্যক্তির উপর রাজ্যের শাসনভার অর্পিত থাকিবে, তাঁহারা জাতির নিয়োজিত ভৃত্য হইবেন ; তাঁহাদিগের আদেশ জাতি দ্বরা প্রতিসংহরণীয় হইবে ; কারণ তাঁহারা পদমর্য্যাদা, স্বত্ব প্রভৃতি যাহা কিছু পাইয়াছেন তাহা জাতি হইতেই।

স্বয়ং জাতিই অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা।

যে সকল ক্ষমতা জাতি হইতে প্রসূত হয় নাই, তাহা হঠহৃত ও অবৈধ বলিয়া পরিগৃহীত হইবে।

যে কোন ব্যক্তি জাতি-নির্দ্দিষ্ট প্রভুতাসীমা উল্লঙ্ঘন করিবেন, তিনিই একজন বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

নব বিধিমালার প্রতিষ্ঠাপন, এবং প্রতিষ্ঠাপিত বিধিমালার—যখন জাতীয় অভাব ও সামাজিক বুদ্ধিবৃত্তির পরিণতির সহিত তাহার অসামঞ্জস্য হয়—পরিবর্ত্তন বা পরিপুষ্টি সাধন, রূপ অনুল্লঙ্ঘনীয় স্বত্ব কেবল জাতিরই হস্তে নিহিত আছে।

কিন্তু যে হেতু জাতিস্থ ব্যক্তিমাত্রেই সাধারণ সভায় অধিবেশন করিয়া জাতীয় বিধিমালার আলোচনা ও তদ্বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে অক্ষম, এইজন্য জাতিসাধারণ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন ; ইহাঁরা—যাঁহাদিগের উপর বিশ্বাস আছে—এরূপ কতিপয় প্রতিনিধিকে কর্ম্মচারী রূপে নিযুক্ত করেন। তাঁহাদিগকে জাতীয় অভাব ও জাতীয় ইচ্ছা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দেন, এবং সেই জাতীয় অভাবের অনুসরণে সেই জাতীয় ইচ্ছাকেই বিধির আকারে গঠিত করিতে আদেশ করেন।

জাতিনিয়োজিত প্রতিনিধি কর্তৃক পরিব্যক্ত জাতীয় ইচ্ছাই সেই জাতির প্রত্যেক সভ্যের অলঙ্ঘ্য বিধি হইবে।

জাতি অভিন্ন, সুতরাং জাতীয় ইচ্ছার পরিব্যক্তিও অভিন্ন। একের অভেদের অভ্যন্তরে অপরের অভেদ নিহিত আছে।

এই প্রকাণ্ড জাতীয় সম্মিলনের অভ্যন্তরে সর্ব্বপ্রকার জাতীয় উপাদান ও বল অন্তর্নিহিত আছে, যে প্রতিনিধি জাতীয় প্রণালী এই সকল জাতীয় উপাদান ও জাতীয় বলের ইচ্ছার অভিব্যক্তির মুখযন্ত্রস্বরূপ, তাহাকেই আমরা প্রকৃত জাতীয় প্রতিনিধি প্রণালী বলি।

যেই খানেই সেই সকল বলের কোনটী উপেক্ষিত হয়, সেই খানেই প্রতিনিধি প্রণালী অসম্পূর্ণ হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং প্রতিনিধি দ্বারা সেই বলের যথাযথ অভিব্যক্তি করিতে স্বভাবতই বলবতী ইচ্ছা ও প্রবণতা জন্মে; এই জন্যই আবার আমূল সংস্কারের প্রয়োজন হইয়া উঠে। সুতরাং বিবাদ ও বিপ্লব—শান্তি ও নিস্তব্ধ পরিণতির স্থলাভিষিক্ত হয়।

আমাদিগের অধিনয়নে জাতীয় প্রতিনিধিনির্ব্বাচন প্রণালী সম্পত্তির উপর সন্ন্যস্ত না হইয়া জনসংখ্যারূপ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইবে।

প্রতিনিধি মনোনীত করণ কালে প্রত্যেক অধিবাসীর মত গ্রহণ করা যাইবে। যিনি প্রতিনিধি মনোনীত করণে আত্মমত প্রদান না করিবেন, তিনি স্বাধীন নাগরিকের স্বত্ব হইতে বিচ্যুত হইবেন।

শিক্ষা ও ক্ষমতার বৈষম্য হেতু যাঁহারা প্রতিনিধি মনোনীত করণে বিশ্বব্যাপী অধিকারের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের আপত্তি খণ্ডনের জন্য আমরা প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের দুইটী অঙ্গ করিব; প্রথমতঃ বিশ্বব্যাপী অধিকারের বলে প্রত্যেক অধিবাসী কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক লোককে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচক মনোনীত করিবেন; দ্বিতীয়তঃ জাতীয় সভার সভ্যনির্ব্বাচনের ভার তাঁহাদিগেরই উপর অর্পিত হইবে।

এই সভ্যগণের উপরই জাতীয় শাসনভার ন্যস্ত থাকিবে; তাঁহারা জাতীয় কোষ হইতে বেতন পাইবেন; এবং যতদিন তাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী থাকিবেন, ততদিন তাঁহারা রাজ্যের অন্য কোন পদে অভিষিক্ত হইতে পারিবেন না।

এই জাতীয় সভার সভ্যসংখ্যা যত অধিক হয় ততই ভাল, সভ্য-সংখ্যা অধিক হইলে উৎকোচপ্রথা আপনিই কমিবে, কারণ সভ্য মনোনীত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক থাকিলে উৎকোচদ্বারা সভ্য মনোনীত হওয়ার তত প্রয়োজন থাকিবে না। এই জাতীয় সভার সভ্যসংখ্যার হ্রাসের সহিত ফ্রান্সে স্বাধীনতার হ্রাস পরিদৃষ্ট হই-য়াছে।

প্রতিনিধি-নির্ব্বাচকেরা একত্র মিলিত হইয়া জাতীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন; প্রতিনিধিনির্ব্বাচনে তাঁহাদিগের ক্ষমতা অপরি-সীম থাকিবে; কারণ সে ক্ষমতা সবাধা হইলে জাতীয় রাজত্বের গৌরব নষ্ট হইবে।

সামাজিক বলনিচয়ের পরিণতি, উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল উন্নতি ও কার্য্যপরতাই সমাজ-বন্ধনের মূলভিত্তি ও অলঙ্ঘ্য জাতীয় বিধি।

সাধারণ হিতের অনুসরণে সেই সামাজিক বলনিচয়ের সুশাসন, সুনিয়মন, ও পরিপুষ্টিসাধনই জাতীয় প্রতিনিধিদিগের প্রধান কার্য্য। তাঁহারা রাজনৈতিক সাম্যের পরিরক্ষক, সুতরাং তাঁহাদিগকে বিধি-মালা এরূপ ভাবে গ্রথিত করিতে হইবে যে সামাজিক সাম্যেরও যেন ক্রমে পরিপুষ্টি সাধন হয়।

এইজন্য দারিদ্র-দুঃখ-প্রপীড়িত অসংখ্য নিম্নশ্রেণীর দুঃখাপনোদনে তাঁহাদিগের অনেক সময় ও অনেক যত্ন ব্যয়িত করিতে হইবে।

এইজন্য দায়, উইল্ এবং দানাদি বিষয়ক বিধিগুলি এরূপ ভাবে গঠিত করিতে হইবে যেন ব্যক্তিবিশেষের হস্তে অতিশয় টাকা না জমিতে পারে, এবং পরিবার-বিশেষের অধীনে অতিরিক্ত সম্পত্তির সঞ্চয় না ঘটিতে পারে।

সমস্ত বিধিমালার লক্ষ্য এই হওয়া চাই যে যাঁহারা রাজ্যের যে

পরিমাণ উপকার সাধন করিবেন তাঁহারা সেই পরিমাণই পুরস্কার পাইবেন।

কর-প্রণালী এরূপে সংগঠিত করিতে হইবে যেন যে সকল বস্তু জীবিকা সাধনের অপরিহার্য্য উপযোগী সে সকলের উপর কোন প্রকার কর সংস্থাপিত না হয়; কিন্তু যে সকল বস্তু শুদ্ধ বিলাসসাধন সে সকলের উপর পরিমাণানুরূপ ও ক্রমিক-বর্দ্ধনশীল কর সংস্থাপিত হয়।

স্বসমান ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বিচারের অধিকার হইতে সমুৎপন্ন জুরি-বিচার-প্রথা প্রতিষ্ঠাপিত হইবে।

সম্ভবতঃ অধিকতম ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সহিত সম্ভবতঃ অধিকতম জাতীয় সৌভাগ্যের সামঞ্জস্য সাধন করাই, জাতীয় স্বাধীনতার পরিরক্ষক জাতীয় প্রতিনিধিদিগের প্রধান কর্ত্তব্য।

তাহা হইলেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিরক্ষণের জন্য, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যত প্রকার অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবে তাহার গুরুতর দণ্ড বিধান করিতে হইবে।

তাহা হইলেই ব্যক্তিগত-বিবেক-বিষয়ক স্বাধীনতা অস্পৃশ্য রাখিতে হইবে; এবং ধর্ম্মবিষয়ক সর্ব্বপ্রকার প্রশ্ন ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও বিচারের মীমাংসায় অর্পণ করিতে হইবে।

তাহা হইলেই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ ও সুরক্ষিত হইবে।

কিন্তু আমাদিগের জাতি এক্ষণে ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে না। সম্মিলিত সমাজে ক্রমিক উন্নতি সাধনের দিকে ইহার বলবতী ইচ্ছা। সামাজিক বলনিচয়ের পরিরক্ষণ মাত্রে ইহার পরিতৃপ্তি হইবে না, তাহার পরিবর্দ্ধন করা ইহার প্রধান লক্ষ্য হইবে। সুতরাং ইহার প্রতিনিধিদিগের ভবিষ্যতের দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে; ভবিষ্য যুগে যে উচ্চতর শ্রেণীর সভ্যতার আবির্ভাব হইবে তাহার অনুসরণে সতত নিযুক্ত থাকিতে হইবে।

সুতরাং সমাজ বন্ধনের স্বাধীনতা সর্ব্বথা পরিরক্ষিত করিতে হইবে, এবং সুশিক্ষা দ্বারা সাধারণ মনোবৃত্তির যাহাতে বিশেষ

পরিপুষ্টি সাধন হয় তদ্বিষয়ে যথাসম্ভব সর্ব্বপ্রকার উপায় বিধান করিয়া দিতে হইবে; এরূপ শিক্ষাপ্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে যাহাতে জাতিস্থ সমস্ত ব্যক্তিই অন্ততঃ সামান্য শিক্ষাও পাইতে পারে।

যাঁহারা বুদ্ধিবৃত্তির এবং পারিবারিক ও সামাজিক নীতির উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারাই সাধারণ কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

অপরাধীর উন্নতি ও সংস্কার সাধনরূপ ভিত্তির উপরই দণ্ডবিধি সন্ন্যস্ত হইবে।

নানা স্থানে যাহাতে সাধারণ পুস্তকালয়, সাময়িক পত্রিকা, বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাপিত হয় তাহার নানাপ্রকার উপায় করিতে হইবে।

স্বাধীন ও সুশৃঙ্খল রাজ্যের মূলভিত্তি স্বরূপ এই গুলি প্রতিষ্ঠাপিত হইলে ইতালীর সেই সভ্যতাশৈলের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিবার পথ পরিষ্কৃত হইবে, যাহার জন্য আমরা এতদিন প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলাম; এবং যে শাসনসমিতি প্রজাসাধারণের আহ্বানে প্রভুতায় আহূত হইয়াছেন, সে শাসনসমিতি অবশ্যই এই লক্ষ্য সাধনে সরলভাবে ও প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন, নতুবা উহা কথনই প্রজাসাধারণের প্রীতি ও বিশ্বাসভাজন হইতে পারিবে না।

বিশ্বব্যাপী ভোটে যে প্রকার শাসনপ্রণালী নির্ব্বাচিত হইবে, তাহারই নিকট আমরা নতশির হইব; কারণ জাতীয় ইচ্ছার অভ্যন্তরে ব্যক্তিগত ইচ্ছার অন্তর্ধান সর্ব্বথা প্রার্থনীয়; কিন্তু যদি এ সকল মত আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের মূলভিত্তি না হয়, তাহা হইলে আমরা কাতর অন্তরে দেখিব আরও কতদিন মানব দুর্ব্বলতা ও মানব প্রলোভন—মানবজাতি ও উহার ভবিষ্য সৌভাগ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া নব নব বিপ্লবের নিত্য আবশ্যকতা সৃষ্টি করিবে।

আমাদিগের উত্তর এক্ষণে সম্পূর্ণ হইল। আমাদিগের অভি-প্রায় সকল এক্ষণে জগতের নিকট বিদিত হইল; যিনি ইচ্ছা করেন এই সকলের সমালোচনা করিতে পারেন। "নব্য ইতালী"

সমাজ এক্ষণে ইঁহার পথে অগ্রসর হইবে; ইতালীয় ভবিষ্য সৌভাগ্যের ন্যায় ইহা স্থির ও অবিচলিত; যে স্বাধীনতার চিন্তা হইতে ইহার উৎপত্তি তাহার ন্যায় ইহা অবিনাশী।

"নব্য ইতালী" সমাজের বিনাশ নাই, যে হেতু বর্ত্তমান যুগের বিশ্বব্যাপী হৃদয়বেগের সহিত ইহার সামঞ্জস্য আছে; শাসনসমিতি বা সম্প্রদায়-বিশেষের নির্যাতনে, অথবা ব্যক্তিবিশেষের সন্দেহে ইতালীর যুবকমণ্ডীর উন্নিনমিষা কখনই দমিত হইবে না।

যদি আমাদিগকে কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে নব্য ইতালী সমাজ কাহার নিকট হইতে এই ক্ষমতা, এই কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন? তাহার উত্তরে আমরা বলিবঃ—

"আমাদিগের হৃদয়প্রতীতির পবিত্রতা এবং আমাদিগের আভ্যন্তরীণ বিশ্বাস ও নৈতিক বল হইতেই আমরা এই কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়াছি; যাঁহারা জনসাধারণের স্বত্ব ও স্বাধীনতার রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েন, অনন্ত মানব-স্বত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বয়ং প্রকৃতি দেবীই তাঁহাদিগের হস্তে এরূপ কার্য্যভার অর্পণ করেন।

যে সকল মনীষী স্বদেশের উন্নতির সহিত মানবজাতির সামঞ্জস্য বিধানে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা প্রকৃতিদেবীর নিকট হইতে যে কার্য্যভার ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহাদিগের নিকট হইতেও তাহার অনুমোদন গ্রহণ করিব।"

যাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিপ্লবের পতনের মূল কারণ, অথবা সভ্যতা ও জ্ঞানালোক যাঁহাদিগের হৃদয়ে অর্দ্ধপ্রবেশ মাত্র করিয়াছে, এবম্ভূত লোকেই ম্যাট্‌সিনির সেই অকাট্য সত্য সকলের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত করেন—তাঁহাদিগের মতে ইতালীয় একতা অসাধ্য কল্পনা মাত্র এবং ইতালীয়দিগের ঐতিহাসিক প্রবণতার সম্পূর্ণ বিপরীত।

কিন্তু কালে প্রকৃত ঘটনা দ্বারা ম্যাট্‌সিনির মতের সত্যতা প্রমাণীকৃত হইল; সুতরাং ইহাঁদিগের আপত্তির স্বতই খণ্ডন হইয়া আসিল।

অষ্টম অধ্যায়।

অসাধারণ অধ্যবসায় ও অশ্রান্ত আত্মত্যাগের শক্তি দুর্নিবার্য্য। নিরভিসন্ধি ধর্ম্মের বেগ অসম্বরণীয়। নিঃস্বার্থ সত্যের প্রচার রোধ করে কাহার সাধ্য?

অসংখ্য প্রতিবন্ধক অসংখ্য বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ম্যাট্‌সিনির অধ্যবসায় ও ম্যাট্‌সিনির কার্য্যপরতার বিন্দুমাত্রও হ্রাস হইল না। ভবিষ্যতের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস নিবন্ধন তাঁহার উৎসাহোন্মাদ বরং দিন দিন অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহার লেখনী হইতে একটী প্রবন্ধের পর আর একটী প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল। তাঁহার উত্তেজনায় চতুর্দ্দিকে অসংখ্য গুপ্ত সমাজ প্রতিষ্ঠাপিত হইতে লাগিল। ম্যাট্‌সিনি জেনোয়া ও লেগ্‌হরণে যে সকল সহযোগী বন্ধুগণকে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট বিবিধ নিয়মাবলী ও উপদেশমালা পাঠাইতে লাগিলেন। জেনোয়ায় রুবিনী ভ্রাতৃগণের যত্নে এবং লেগ্‌হরণে বিনি ও গোয়েরাট্‌জির উদ্যোগে দুইটী সর্ব্বপ্রথম সমাজ প্রতিষ্ঠাপিত হইল। এই দুইটীই ইতালীতে গুপ্ত সমাজ বিস্তারের কেন্দ্রীভূত হইল।

নব্য ইতালী সমাজের গঠন-প্রণালী।

সমাজের গঠনপ্রণালী যতদূর সরল ও সঙ্কেতশূন্য করা সম্ভব তাহা করা হইল। কার্ব্বোনারোদিগের গুরুপরম্পরার অসংখ্য শ্রেণী বিভাগ পরিত্যাগ করিয়া ইহাতে দীক্ষাগুরু ও দীক্ষিত এই দুইটীমাত্র সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাপিত হইল। যাঁহারা দীক্ষাগুরু, এই সম্প্রদায়ে নব নব শিষ্য দীক্ষিত করিবার অধিকার তাঁহাদিগেরই হস্তে প্রদত্ত হইল; কিন্তু যাঁহারা কেবলমাত্র দীক্ষিত তাঁহাদিগের হস্তে সে অধিকার প্রদত্ত হইল না। নব্য ইতালী সমাজের ভিত্তিভূত মত-সকলে যাঁহাদিগের প্রগাঢ় অনুরাগ, এবং যাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও বিজ্ঞতা যথোচিত পরিপুষ্ট তাঁহাদিগকেই দীক্ষা-গুরু করা হইতে লাগিল।

ইতালীর বহির্ভাগে মার্সেলিসে একটী মাধ্যমিক সমাজ প্রতিষ্ঠাপিত হইল। এই সমাজ ইউরোপীয় লোকতান্ত্রিক মতাবলম্বীদিগের পরস্পর মিলনের সন্ধিস্থল ও "নব্য ইতালী" সমাজের বিজয়পতাকার কেন্দ্রস্বরূপ হইল। এই সভা দ্বারাই নব্য ইতালীসমাজের শাখা প্রশাখার নিয়মন ও তত্ত্বাবধান কার্য্য চলিতে লাগিল।

ইতালীর প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের প্রধান প্রধান নগরের প্রত্যেক উপ বিভাগে নব্য ইতালী সমাজের এক একটী গুপ্তশাখা প্রতিষ্ঠাপিত হইতে লাগিল। একজন দীক্ষাগুরু ও কতিসংখ্যক দীক্ষিত শিষ্য লইয়াই এক একটী শাখা নির্ম্মিত হইল। সকলের সমবেত কার্য্যের বিশৃঙ্খলা না ঘটে, এইজন্য প্রত্যেক নগরের শাখা গুলির উপর এক এক জন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইলেন। এবং প্রত্যেক প্রদেশের তত্ত্বাবধায়কদিগের কার্য্যপ্রণালী দেখিবার জন্য একজন করিয়া সাধারণ তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইলেন। এই সকল শাখার উপর চিঠিপত্র লেখা, পত্রিকা বিতরণ করা, নব নব শিষ্য দীক্ষিত করা প্রভৃতি কার্য্যভার অর্পিত হইল।

মাধ্যমিক সমাজে কোন সংবাদ পাঠাইতে হইলে এই পর্য্যায়ক্রম অবলম্বন করিতে হইবে। দীক্ষিত শিষ্য হইতে দীক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু হইতে তন্নগরস্থ তত্ত্বাবধায়ক, নগরস্থ তত্ত্বাবধায়ক হইতে প্রাদেশিক তত্ত্বাবধায়ক, প্রাদেশিক তত্ত্বাবধায়ক হইতে মাধ্যমিক সমাজের সভাপতির নিকট সংবাদ পাঠাইতে হইবে।

নিত্যপরিচায়ক সর্ব্বপ্রকার সঙ্কেতচিহ্ন বিপৎসঙ্কুল বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। মাধ্যমিক সভা হইতে প্রাদেশিক সভার, অথবা প্রাদেশিক সভা হইতে মাধ্যমিক সভায় কোন দূত যাইলে, তাঁহাকে একপ্রকার সাঙ্কেতিক শব্দ উচ্চারণ করিয়া, বিশেষ প্রকারে কাটা এক টুক্‌রা কাগজ দেখাইয়া, এবং এক বিশেষরকমে হস্তমর্দ্দন করিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিতে হইত। রাজ-নির্য্যাতনভয়ে এই সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন আবার প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবর্ত্তিত করা হইত।

প্রত্যেক সভ্যকে নিজ নিজ ক্ষমতানুসারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মাসিক

চাঁদা দিতে হইত। এইরূপে সংগৃহীত অর্থের দ্বিতৃতীয়াংশ প্রাদেশিক ব্যয়নির্ব্বাহার্থ প্রাদেশিক ধনাগারেই সঞ্চিত থাকিত; অবশিষ্ট একতৃতীয়াংশ সাধারণ শৃঙ্খলা স্থাপনের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ মাধ্যমিক সভার ধনাগারে প্রেরিত হইত। এবং পত্রিকাদির বিক্রয়ে যে টাকা উঠিত তদ্দ্বারা ইহার মুদ্রাঙ্কন ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত।

উৎসর্গীকৃত-জীবন মনীষিগণের স্মরণার্থ একটী করিয়া সাইপ্রেস বৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখা নব্য ইতালী সমাজের পরিচায়ক চিহ্ন-স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। নব্য ইতালী সমাজের মটোয় এই কথাগুলি লিখিত ছিল—“এক্ষণে এবং চিরজীবনের মত”—অর্থাৎ “আমরা নব্য ইতালী সমাজের সভ্যগণ এখন হইতে চিরজীবনের মত স্বদেশের কার্য্যে জীবন উৎসর্গীকৃত করিলাম।”

নব্য ইতালী সমাজের পতাকা ইতালীয় ত্রিবর্ণে রঞ্জিত হইয়া একদিকে স্বাধীনতা সাম্য ও মানবপ্রেম এবং আর এক দিকে একতা ও স্বাতন্ত্র্য এই পদগুলি ধারণ করিয়াছিল। প্রথম পদগুলি ইতালীর বহির্জাতীয় ব্রতের পরিচায়ক, দ্বিতীয় পদগুলি অন্তর্জাতীয় ব্রতের পরিচায়ক।

নব্য ইতালী সমাজের প্রথম প্রতিষ্ঠাপন দিন হইতে বহিশ্চর রাজ্য সকলের সহিত সম্বন্ধে ঈশ্বর ও মানবজাতি এবং স্বদেশের সহিত সম্বন্ধে ঈশ্বর ও জনসাধারণ—ইহার মূলসূত্রস্বরূপ গৃহীত হইল।

এই দুই মূলসূত্র—যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে এক মূল সূত্রেরই প্রয়োগদ্বয়মাত্র—এই দুই মূল সূত্রই নব্য ইতালী সমাজের যাবতীয় নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি।

ম্যাট্সিনি সমাজস্থাপনের সেই প্রথম যুগে বিভিন্ন বিভিন্ন সভার সভ্যগণ ও তত্ত্বাবধায়কদিগকে, এবং যে সকল ইতালীয় যুবকমণ্ডলীর সহিত তিনি কোন প্রকারে সংস্রবে আসিতেন, তাহাদিগকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিতেন তাহা শুদ্ধ রাজনৈতিক নহে, প্রধানতঃ নীতিমূলক।

সেই সকল নীতিমূলক উপদেশের সংক্ষিপ্ত মর্ম্মার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"আমরা শুদ্ধ ষড়যন্ত্রকারী নহি ; বিপ্লব সাধনই যে আমাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য এরূপ নহে ; নূতন ও অদ্ভুত সৃষ্টির অবশ্যম্ভাবিতায় এবং ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতর মূর্ত্তিতে আমাদিগের অবিচলিত বিশ্বাস। ইতালীর সঞ্জীবন সাধনই আমাদিগের একমাত্র ব্রত।

"আমাদিগের প্রথম লক্ষ্য জাতীয় শিক্ষা বিধান। কিন্তু আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় অস্ত্র ও বিদ্রোহই সেই জাতীয় শিক্ষা বিধানের একমাত্র উপায় ; এইজন্যই আমরা তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব। কিন্তু আমরা আমাদিগের বেয়নেটের সূচ্যগ্রে কোন গভীর লক্ষ্য না রাখিয়া কখনই তাহার ব্যবহার করিব না।

"সে ধ্বংসের কোনও উপকারিতা নাই, যাহার স্থলে আমাদিগের রমণীয়তর প্রাসাদ নির্ম্মাণের কোনও আশা নাই। সে স্বত্ব ও কর্ত্তব্য কেবল মাত্র পত্রাঙ্কিত করার ফল কি, যাহা লোকের হৃদয়ে অঙ্কিত করিব বলিয়া আমাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় ও দৃঢ় বিশ্বাস নাই।

"আমদিগের পিতৃপিতামহেরা এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া কায করেন নাই বলিয়াই আজ আমাদিগের এই দুর্দ্দশা ; এইজন্য আরও প্রতিমুহূর্ত্তেই ইহা আমাদিগের হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখা উচিত। শুদ্ধ বিবিধ প্রদেশ সকলকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে না। আমাদিগকে একটী জাতি প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে।

"ইহা আমাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস যে ইহজগতের ইতালীর জীবন অদ্যাপি ভস্মসাৎ হয় নাই। তাহার ললাটে অদ্যাপি লিখিত আছে যে সে আবার বর্দ্ধনশীল মানবপরিণতির উপাদান-সামগ্রীর সংযোজনা করিবে। আবার সে তৃতীয় জীবনের সৌভাগ্য-দোলায় লালিত হইবে। সেই তৃতীয় জীবনের অবতারণা করাই আমাদিগের এই উদ্যমের এক মাত্র লক্ষ্য।

"ইতালীয় জাতির অন্তরে আমাদিগকে একটী প্রবল ও অকৃত্রিম

বিশ্বাস উৎপাদন করিতে হইবে; তাঁহাদের অন্তরে জাতীয় অতীত অবদান-পরম্পরার জলন্ত ভাব পুনরুদ্দীপিত করিতে হইবে; তাঁহাদিগের অন্তরে আমাদিগের কঠোর ব্রতের উপযোগী আত্মত্যাগ, অবিচলিততা এবং একচিত্ততা উত্তেজিত করিতে হইবে।

রাজনৈতিক উপদেশ।

"শিষ্যদিগের অন্তরে শুদ্ধ বৈপ্লবিক ভাব উদ্দীপিত করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিলে চলিবে না; নির্লক্ষ্য বা অনির্দ্দিষ্টলক্ষ্য উদার মতের প্রখ্যাপনায় জগতের অনিষ্ট বই ইষ্টের সম্ভাবনা অল্প। প্রত্যেক সভ্যকে জিজ্ঞাসা করিবে তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস কি; যাঁহাদের সহিত হৃদয় ও প্রতীতি মিলিয়া যাইবে, তাঁহাদিকেই সভ্য মনোনীত করিবে। সংখ্যার বহুত্বের উপর বিজয়াশা নির্ভর করিও না; যদি কখন বিজয় লাভ হয়, তাহা সংখ্যার বহুত্বে নহে, সামাজিক বলনিচয়ের একীভাবে।

"আমাদিগের পরীক্ষা ইতালীর জাতির উপরই অনুষ্ঠিত হইবে। আমাদিগের আশা ভরশা পূর্ব্ব হইতেই প্রতারিত ও বিধ্বস্ত হউক তাহাতেও আমরা প্রস্তুত আছি, তথাপি আমরা বৈপ্লবিক বিজয়ের পর দিনই শিবিরাভ্যন্তরে ঘোরতর অন্তর্বিচ্ছেদ দেখিতে প্রস্তুত নহি।

"তোমাদিগকে একটী নবীন পতাকা উড্ডীন করিতে হইবে, সুতরাং তোমাদিগকে যুবকমণ্ডলী হইতেই তাহার পক্ষসমর্থক বাছিয়া লইতে হইবে; কারণ যুবকমণ্ডলীরই হৃদয় উৎসাহোন্মাদ, কার্য্যদক্ষতা ও আত্মত্যাগের আধার। তাহাদিগের নিকট পূর্ণ সত্য খ্যাপন কর। আমাদিগের লক্ষ্য ও অভিপ্রায় তাহাদিগকে সমস্ত জানিতে দেও। যদি আমাদিগের লক্ষ্য ও অভিপ্রায় জানিয়া তাহারা তাহাতে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় তাহাদিগের উপর নির্ভর করিতে পারিব।

"অতীত বিপ্লবের প্রধান ভ্রম এই হইয়াছিল যে ইতালীর অদৃষ্ট

কোন অপরিবর্ত্তিনীয় মহতী নীতির উপর ন্যস্ত না হইয়া, শুদ্ধ ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা ও সাধুতার উপর সমর্পিত হইয়াছিল।

"এই ভ্রমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ খ্যাপন কর; ব্যক্তি-বিশেষের নাম পরিত্যাগ কর; ইতালীয় জাতিতে, আমাদিগের প্রাকৃতিক স্বত্বে, এবং ঈশ্বরে অবিচলিত বিশ্বাস প্রচার কর।

"শিষ্যদিগকে শিক্ষা দাও, যাঁহাদিগের হৃদয় বৈপ্লবিক ভাবে অনুপ্রাণিত তাঁহাদিগের মধ্য হইতেই যেন অধিনেতা মনোনীত করে, এবং অতীত পদার্থ ও অতীত প্রণালীর সহিত তাহারা যেন সর্ব্বপ্রকার সংস্রব পরিত্যাগ করে। ১৮৩১ সালের ভ্রম সকল তাহাদিগকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া দেও, পূর্ব্ব অধিনেতৃবৃন্দের দোষ সকল তাহাদিগের নিকট গোপন করিয়া রাখার প্রয়োজন নাই।

"বারম্বার মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা কর যে ইতালীর জন-সাধারণ ভিন্ন ইতালীর উদ্ধার সাধন আর কাহারও দ্বারা হইবে না। সেই জনসাধারণের কার্য্যপরতা—অশ্রান্ত কার্য্যপরতা—হইতেই এরূপ গুরুতর ব্যাপার সংসাধিত হইবে; যেন প্রথম পরাজয়ে জন-সাধারণের হৃদয় ভীতিসমাকুল বা হতাশা-প্রপীড়িত না হয়।

"সর্ব্বপ্রকার মত-সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিবে, কারণ ইহা নীতিবিগর্হিত ও বিপৎসঙ্কুল।

অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ—অতি প্রচণ্ড ও রুধির-কর্দ্দমিত যুদ্ধ—পরিহার্য্য বলিয়া আত্মবঞ্চনা করিও না। বরং যে মুহূর্ত্তে আপনাদিগকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রবল বলিয়া মনে করিবে, সেই মুহূর্ত্তেই অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে রণ খ্যাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইবে। বৈপ্লবিক সমরে প্রত্যাক্রমণ অপেক্ষা আক্রমণই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। কারণ তুমি প্রথমে আক্রমণ করিলে শত্রুদিগের হৃদয়ে ভীতি উদ্দীপিত হইবে, এদিকে তোমার বন্ধু বান্ধবদিগের অন্তর সাহস ও উৎসাহে পরিপূরিত হইবে।

"বৈদেশিক রাজ্য সকলের নিকট হইতে কোন সাহায্যের আশা করিও না; তাহাদিগের সাহায্য ব্যতীতও তোমরা বিজয় লাভে

সমর্থ—এইটী তোমরা যতক্ষণ দেখাইতে না পারিতেছ, ততক্ষণ তাহারা কখনই তোমাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে না।

"কূট মন্ত্রণার উপর কোনও বিশ্বাস স্থাপন করিও না; একবারেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া এবং তোমাদিগের লক্ষ্য ও সাধন মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়া কূট মন্ত্রণার মূলোচ্ছেদ করিবে।

ইতালীয় জাতির ভিন্ন অন্য কাহারও নামে বৈপ্লবিক পতাকা উড্ডীন করিও না। কোন একটী অবিচলিত নীতির নামে, জাতীয় বল লইয়া তোমরা যদি প্রথম যুদ্ধে জয় লাভ কর, তাহা হইলে জন-সাধারণে তোমাদিগকে আপনাদিগের অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবে; এবং দ্বিতীয় যুদ্ধে তাহারা তোমাদিগের সহিত সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে। আর যদি নিতান্তই তোমাদিগের পতন হয়, তাহা হইলেও তোমাদিগের মনে এই সান্ত্বনা থাকিবে যে তোমরা স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণকে কিরূপে জাতীয় সমরের অধিনয়ন করিতে হয় তদ্বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিয়াছ; এবং তোমরা যে কার্য্য-প্রণালী প্রখ্যাত করিয়াছ, তাহা অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলে ভবিষ্য পুরুষ অবশ্যই ইতালীর উদ্ধার সাধন করিতে পারিবেন।"

ম্যাট্সিনির পরীক্ষা ফলবতী হইল। জন-সাধারণের বিশ্বজনীন সহানুভূতি বিরুদ্ধমতাবলম্বীদিগের মুখে কালিমা অর্পণ করিল।

অচিরকাল মধ্যেই টস্কানীর প্রধান প্রধান নগরে অসংখ্য সভা সংস্থাপিত হইতে লাগিল। জেনোয়ার রুবিনি ভ্রাতৃগণ ক্যাম্পানেলা বেন্জা প্রভৃতি কতিপয় সভ্যের যত্নে চতুর্দ্দিকে সভা প্রতিষ্ঠাপিত হইতে লাগিল। এই সকল যুবকবৃন্দের নাম সম্ভ্রম কিছুই ছিল না, সুতরাং সামাজিক আধিপত্য লাভের কোনও প্রকার উপায় ছিল না। তথাপি ইহাঁদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় ও অশ্রান্ত যত্নে ছাত্র হইতে ছাত্র এবং যুবক হইতে যুবক—সকলেই তাড়িত বেগে এই নবোদ্ভাবিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। নব্য ইতালী সমাজের প্রথম-প্রচারিত পত্রিকা সকল ইহার প্রবর্ত্তকদিগের নাম সম্ভ্রম ও সামাজিক আধিপত্যের অভাব বিদূরিত করিল। যাহারাই সে সকল

পড়িতে লাগিল, তাহারাই ইহাতে যোগ দিতে লাগিল। এতদিন লোকে নামের মোহিনী শক্তিতেই ভুলিয়া আসিতেছিল; কিন্তু আজ সত্যের নিকট,—অখণ্ডনীয় মতের নিকট—তাহারা পরাজিত হইল। আজ ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতি কতিপয় নির্নাম যুবকের মতে সমস্ত ইতালী সায় দিল। বোধ হইল যেন ইতালীয় জাতির নিদ্রিতপ্রায় উন্নিনমিষা এই কাপালিক সমাজের ভীষণ শবসাধনে পুনরুন্মীলিত হইল।

এই কৃতকার্য্যতায় সেই কাপালিক সমাজ নবীন উৎসাহে মাতিয়া উঠিলেন। যে সকল গুরুতর কর্ত্তব্যভার তাঁহারা মস্তকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরিশ্রম ও আত্মত্যাগে যতদূর সম্ভব, তাহাদিগের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

যে সকল যুবকমণ্ডলী দ্বারা সেই কাপালিক সমাজ সংগঠিত হইয়াছিল,—যাঁহাদিগের ন্যায় উৎসর্গীকৃতজীবন, পরস্পরের প্রতি অবিচলিত ও গভীর অনুরাগপরায়ণ, এবং প্রতি দিনের ও প্রতি মুহূর্ত্তের নিত্য নৈমিত্তিক সর্ব্বপ্রকার কার্য্যেই একান্ত উদ্যোগশীল, ব্যক্তি সেণ্ট্ সাইমোনীয়গণ ব্যতীত ইউরোপে আর ছিল না—সেই প্রাতঃস্মরণীয়দিগের নাম করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে ম্যাট্‌সিনি, লাম্বার্তী, হউসিগ্‌লিয়ো, লুস্ত্রিনি এবং রুবিণি ভ্রাতৃগণের নাম করিতে হয়, ইহাঁদিগের অনেকেই মডেনাবাসী। ইহাঁরা একাকী, রীতিমত অফিস নাই, সাহায্যকারী কর্ম্মচারী নাই, এরূপ অবস্থায় রাত্রি দিবা ঘোরতর পরিশ্রমে নিমগ্ন; কখন পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ রচনা করিতেছেন; কখন চিটিপত্র লিখিতেছেন; কখন পত্রিকা পত্রাদি পাঠাইবার জন্য পরিব্রাজকের অনুসন্ধান করিতেছেন; এবং এই উদ্দেশ্যে কখনবা নাবিকদিগকেও নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছেন; কখন বা বিদেশে পাঠাইবার জন্য পত্রিকাগুলি তাড়ায় তাড়ায় বাঁধিতেছেন; এইরূপে যাহাতে বুদ্ধিবৃত্তির গভীর আলোচনার প্রয়োজন সেই সকল কার্য্য হইতে সামান্য কার্য্য পর্য্যন্তও তাঁহারা অম্লানবদনে করিতে লাগিলেন।

লা সিসিলিয়া নামক একজন কম্পজিটরের কার্য্য করিতে লাগি-লেন; লাম্‌বার্তী প্রুফসংশোধনের ভার গ্রহণ করিলেন; এবং আর একজন সভার খরচ বাঁচাইবার জন্য পত্রিকাদির বাহকের কার্য্য স্বীকার করিলেন।

এই মনীষিগণ সোদরের ন্যায় সর্ব্ব বিষয়ে সমভাবে একত্র কাল-যাপন করিতে লাগিলেন; তাঁহারা এক আশা ও এক লক্ষ্যে দীক্ষিত ছিলেন; এবং লক্ষ্যের অবিচলিততা ও পরিশ্রমের অশ্রান্ততা হেতু সকলেরই প্রীতি ও ভক্তির ভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে অনেক সময় নিজ নিজ দৈনন্দিন খরচ হইতে বাঁচাইয়া এই সকল খরচ চালাইতে হইত. এই জন্য তাঁহাদিগকে দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপনীত হইতে হইয়াছিল। তথাপি তাঁহারা সতত প্রফুল্ল থাকিতেন, এবং ভবিষ্যতে অবিচলিত বিশ্বাস হেতু বিজলীর ন্যায় হাস্যরেখা তাঁহাদিগের অধরোষ্ঠে সতত বিরাজমান থাকিত।

সেই প্রথম দুই বৎসর (১৮৩১—১৮৩৩) নব্য ইতালী সমাজে—শৈশবের সরলতা ও পবিত্রতা, তারুণ্যের স্ফূর্ত্তি ও তেজ, প্রৌঢ়াবস্থার ধীর ও প্রশান্ত প্রফুল্লতা, ও বার্দ্ধক্যের গাম্ভীর্য্য ও আত্মত্যাগ—এ সম-স্তই যুগপৎ বিদ্যমান ছিল। এই সময় সেই কাপালিক সমাজ চতুর্দ্দিকে দুর্দ্দমনীয় শত্রুবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়াও অসংখ্য বিপৎপর-ম্পরার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে সত্যের পথে—বিজয়ের পথে—অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে যে সকল শত্রুমণ্ডলী এই সময় তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাঁহারা পরিচিত ও প্রকাশ্য শত্রু। স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে—অনেক সময় আপনাদিগেরই মধ্যে—পরস্পরের নিন্দা, পরস্পরের গ্লানি, পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, পরস্পরের প্রতি কৃতঘ্নতা; পূর্ব্ব বন্ধুগণ কর্ত্তৃক অকারণে তাঁহাদিগের সংসর্গত্যাগ; অধিক কি ইতালীয় বর্ত্তমান পুরুষের প্রায় সমস্তকর্ত্তৃকই—যাঁহারা ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া শপথ করিয়াছিলেন কখনই তাঁহাদিগের বিশ্বাস ভঙ্গ করিবেন না, তাঁহাদিগ কর্ত্তৃকও—কোন নব বিশ্বাস বশতঃ নহে, শুদ্ধ আত্মদৌর্ব্বল্যবোধে বা প্রতিহত অভিমান-

ভরে—তাঁহাদিগের পতাকাত্যাগ; এ সমস্ত ঘটনা সেই কাপালিক সমাজের হৃদয়-কুসুমকে অদ্যাপি বিশোষিত করে নাই; এ সমস্ত ঘটনা অদ্যাপি গতাবশিষ্ট কতিপয় শবসাধককে হতাশাপ্রপীড়িত হইয়াও কিরূপে কর্ত্তব্যপ্রণোদিত পরিশ্রমের বোঝা বহন করিতে হয় তাহা শিক্ষা দেয় নাই, কর্ত্তব্য, যাহার শাসন দুর্লঙ্ঘ্য, মূর্ত্তি ভীষণ, কিন্তু স্পর্শ শীতল! যে মহাত্মাগণ এই ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, যেন অনন্ত কালের জন্য তাঁহাদিগের প্রাতঃস্মরণীয় নাম জগতের স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকে।

কিরূপে গুপ্তভাবে তাঁহাদিগের পত্রিকা সকল ইতালীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে পারে, সেই কাপালিক সমাজ এক্ষণে এই প্রশ্নের মীমাংসায় আন্দোলিত হইলেন। ষ্টীম্‌বোট্ কোম্পানীর এজেণ্ট, মন্তেনারো নামক কোন যুবাপুরুষ নিয়োপলিতীয় বাষ্পীয়পোতে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেন। তিনি এবং আর কতিপয় ফরাশি নাবিক—এই বিষয়ে তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন।

যতদিন তাঁহাদিগের দিকে গবর্ণমেণ্টের চক্ষু উন্মীলিত বা তাঁহাদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের ক্রোধ উদ্দীপিত না হইয়াছিল, ততদিন তাঁহারা যে প্যাকেট্ জেনোয়ায় পাঠাইবেন তাহা লেগ্‌হরণের কোন অসন্দিগ্ধ বাণিজ্যাগারের নাম দিয়া পাঠাইয়া দিতেন; আবার যাহা লেগ্‌হরণে পাঠাইবেন তাহা সিভিটা ভিচিয়া প্রভৃতি সাঙ্কেতিক স্থলের নাম দিয়া পাঠাইতেন। এইরূপে কিছুদিন তাঁহারা যেখানে যেখানে জাহাজ লাগিত, তথাকার পুলিশ ও কষ্টমহাউস্ কর্ম্মচারিদিগের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের হস্ত হইতে প্যাকেট্‌গুলিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। যখন জাহাজ অভীষ্ট বন্দরে পৌঁছিত, তখন প্যাকেট্‌গুলি যাঁহার মাং প্রেরিত হইত তাঁহারই জিম্মায় থাকিত, যতক্ষণ না কাপালিক সমাজের পূর্ব্বেই প্রাপ্তসম্বাদ কোন গুপ্তচর আসিয়া অতি সংগোপনে তাহাদিগকে লইয়া যাইত।

কিন্তু যখন গবর্ণমেণ্টের চক্ষু সম্পূর্ণরূপে উন্মীলিত হইল, তখন, গবর্ণমেণ্ট প্রচার করিলেন, যে যাহারা নব্য ইতালীসমাজের পত্রি-

কাদি ধরিয়া দিতে পারিবে তাহাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া যাইবে, এবং যাহারা সে সকল পত্রিকার ইতালীতে প্রচারিত হওয়া বিষয়ে কোনপ্রকার সাহায্য করিবে তাহাদিগকে গুরুতর দণ্ড প্রদান করা যাইবে; যখন চার্লস অ্যাল্বার্টের ক্যাসিয়া পেস্কা প্রভৃতি মন্ত্রিগণ স্বাক্ষরিত আজ্ঞালিপি ঘোষণা এই করিল—যে যাহারা নব্য ইতালী সমাজের পত্রিকাদি প্রচারের সহায়তা করিবে তাহাদিগের প্রতি গুরুতর অর্থদণ্ড ও দুইবৎসর কারাবাসরূপ শারীর দণ্ড প্রদত্ত হইবে, কিন্তু যাহারা সম্বাদ দিবে তাহাদিগকে সেই অর্থদণ্ডের অর্দ্ধেক পারিতোষিক দেওয়া যাইবে অথচ তাহাদিগের নাম অপ্রকাশিত থাকিবে; তখনই ইতালীর নীচাশয় গবর্ণমেণ্টের সহিত কাপালিক সমাজ প্রকৃত প্রস্তাবে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে যদিও কাপালিক সমাজের অনেক শ্রম, অনেক অর্থ বৃথা ব্যয়িত হইয়াছিল, তথাপি বিজয়লক্ষ্মী পরিশেষে তাঁহাদিগেরই অঙ্কশায়িনী হইয়াছিলেন।

এখন হইতে পত্রিকাদি পাঠাইতে তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, পাঠকদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই সকল কৌশলের একটী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নানা স্থানে কমিসন্ এজেণ্ট নিযুক্ত হইল; চোঙের ভিতর করিয়া নব্য ইতালী সমাজের পত্রিকাসকল তাঁহাদিগের নিকট প্রেরিত হইতে লাগিল। সে সকল চোঙের অভ্যন্তরে কি আছে, কমিসন্ এজেণ্টেরা তাহা জানিতেন না। এদিকে সমাজের গুপ্তচরদিগকে চতুর্দ্দিকে লিখিয়া পাঠান হইত, তাঁহারা যেন যথা সময়ে সেই সেই কমিসন্ এজেণ্টের নিকট গিয়া নির্দ্দিষ্ট মূল্যে সেই সকল চোঙ খরিদ করেন। গুপ্তচরেরা সেই সকল চোঙ খরিদ করিয়া তদভ্যন্তরস্থ পত্রিকাগুলি দীক্ষিতদিগের মধ্যে প্রচারিত করিতেন।

পত্রিকাদির গুপ্ত প্রচারে কাপালিক সমাজ ফরাশি সাধারণতান্ত্রিকদিগের ও ইতালীয় বাণিজ্যতরির নাবিকদিগের নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইতেন। সাহায্য পাইবেন বলিয়া তাঁহারা ইতালীর

নাবিকদিগকে বৈপ্লবিক শিক্ষায় দীক্ষিত করিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগের চেষ্টা অনেকাংশে সফলও হইয়াছিল।

ইতালীয় গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং ইতালীতে কাপালিক সমাজের পত্রিকাদি প্রচার রহিত করিতে অসমর্থ হইয়া, মার্সেলিস্‌স্থিত কাপালিকদিগের স্বর রোধ করিবার জন্য ফরাশি গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন, ফরাশি গবর্ণমেণ্টও সে অনুরোধ রক্ষা করেন।

কাপালিক সমাজের বিরুদ্ধে উভয় গবর্ণমেণ্ট যেরূপ নির্যাতন-প্রণালী অবলম্বন করেন, তাহা পরে সবিশেষ বিবৃত হইবে। এক্ষণে এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে উভয় গবর্ণমেণ্টের ভয়ঙ্কর নির্যাতন সত্ত্বেও কাপালিক সমাজের গতি বিন্দুমাত্রও প্রতিহত হইল না।

অচিরকাল মধ্যেই ইতালীর প্রায় সর্ব্বত্র সমাজের প্রভাব অনুভূত হইতে লাগিল। শাখাসমাজের সংখ্যা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অধিক কি নিয়োপলিতান্ সীমা পর্য্যন্তও গুপ্ত মন্ত্রণা নির্ব্বিঘ্নে প্রচারিত হইতে লাগিল। কাপালিকসমাজের উপদেশ সংক্রামিত করিবার জন্য, এবং দীক্ষিতদিগের উৎসাহবহ্নি ইন্ধনসন্ধুক্ষিত রাখিবার জন্য, কাপালিক সমাজের পরিব্রাজক গুপ্তচর সকল সর্ব্বদা ইতালীর ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

সমাজের পত্রিকাসকল পাঠ করিবার ইচ্ছা এতদূর বলবতী হইয়া উঠিল, যে যত সংখ্যা পত্রিকা ইতালীতে প্রেরিত হইত, তাহাতে সাধারণ আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইল না। সুতরাং জাতীয় আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্য চতুর্দ্দিকে সে সকল পত্রিকার গুপ্ত পুনর্মুদ্রাঙ্কন এবং গুপ্ত ও বিস্তৃত প্রচার আরম্ভ হইল।

নব্য ইতালী সমাজের আবির্ভাব এইরূপে সমস্ত ইতালীয় জাতি কর্ত্তৃক সোৎসাহে ও সাদরে পরিগৃহীত হইল। অনধিক বর্ষকালের মধ্যেই ইহার প্রভাব ইতালীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

এ জয় ব্যক্তিবিশেষের জয় নহে, মতের জয়, সত্যের জয়। নীচ-কুলোদ্ভব, অজ্ঞাতনামা, কপর্দ্দকশূন্য, অঙ্গুলিমাত্রে গণনীয় কতিপয়

মাত্র যুবাপুরুষ—যখন জনসাধারণের বিশ্বাসপাত্র ও অধিনেতা, সম্ভ্রান্ত, মান্য গণ্য, গলিতশ্মশ্রু ব্যক্তিদিগের চিরলালিত মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াও, এত অল্পদিনের মধ্যেই এরূপ এক প্রবল সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইলেন, যাহাকে দমন করিতে সপ্তরাজ্যকে বদ্ধপরিকর হইতে হইয়াছিল—তখন নিশ্চয়ই জানিতে হইবে, তাঁহারা যে পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, তাহা সত্যের পতাকা।

যখন ম্যাট্সিনি ও তৎসহচরবৃন্দ ইতালীয় জাতির অন্তরে জাতীয় সমর ও সাধারণতান্ত্রিক জীবনের ভাব উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন ফরাশিরাজ লুই ফিলিপ ও তদীয় সম্ভ্রান্তবর্গ ইতালীয় জাতির মনে বিপ্লব ও সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব উত্তেজিত করিতে অশেষ প্রয়াস পাইতেছিলেন।

মানবজাতির দুর্ভাগ্য যে, ফ্রান্সের উন্নতি স্থিতিশীল নহে। ফ্রান্সের অদৃষ্টচক্র নিয়তিপথে অনবরত অতিবেগে পরিভ্রমণ করিতেছে। এই দেখিলাম ফ্রান্স জগতে স্বাধীনতার প্রবর্ত্তক, সভ্যতামার্গের উপদেশক, মানবপ্রেমের প্রচারক, পর মুহূর্ত্তেই আবার দেখিলাম ফ্রান্স সে মোহিনী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। যে ফ্রান্স এক দিন স্বাধীনতার প্রবর্ত্তক ছিলেন, সে ফ্রান্স আজ যথেচ্ছাচারের আবাসভূমি, জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রতিকূল। যে ফ্রান্স এক দিন সভ্যতামার্গের উপদেশক ছিলেন, সেই ফ্রান্স আজ বর্ব্বরজাতির ন্যায় সভ্যতার মূলমন্ত্র-স্বরূপ স্বাধীনতা প্রচারের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। যেফ্রান্স একদিন মানবপ্রেমের প্রচারক ছিলেন, সেই ফ্রান্স আজ মানবদ্বেষী; সেই ফ্রান্স আজ সর্ব্বপ্রকার সঞ্জীবন, সর্ব্বপ্রকার নব শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বদ্ধ-পরিকর।

ফ্রান্স উন্নতিশৈলের যে শিখর অবলম্বন করিয়া উঠিতেছিলেন, আমরা জানি তিনি তাহার উচ্চতম বিন্দুতে উঠিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার আর তাহার উপর উঠিবার শক্তি নাই। কিন্তু তাঁহারা উঠিতে পারিবেন না বলিয়া, যাহারা উন্নতিশৈলের অন্যান্য শিখর ধরিয়া তাহার উচ্চতম বিন্দুতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, নামিয়া তাহাদিগের

গতি রোধ করিবার প্রয়োজন কি? ইতালীর নবীন অভ্যুত্থানের প্রতিকূলে তাঁহার দাঁড়াইবার প্রয়োজন কি ছিল? উন্নতিশৈলের উচ্চতর শিখরে অন্য কোন জাতি উঠিতে পারে, সে ত তাঁহারই গৌরব, তাহাতে ত তাঁহারই মুখ উজ্জ্বল; কারণ তিনি অতদূর উঠিয়াছিলেন বলিয়াই আর এক জাতি তাঁহা অপেক্ষা উচ্চতর উঠিল। ফ্রান্স! আমরা তোমায় বড় ভাল বাসি, এই জন্য এ সংবাদে—তোমার এ নীচতায়—তোমার এ অবনতিতে—আমাদের হৃদয় ফাটিল।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইতালীয় গবর্ণমেণ্টের সন্তোষ বিধানার্থ ফ্রান্সের মন্ত্রিসভা ম্যাট্‌সিনির প্রতি নির্ব্বাসনদণ্ড প্রযুক্ত করিলেন। ম্যাট্‌সিনি মার্সেলিস্‌কে তাঁহার কার্য্যকেন্দ্র করিয়াছিলেন। নব্য ইতালী সমাজের সমস্ত পত্রাদি তথায় মুদ্রিত ও তথা হইতে প্রচারিত হইত, এবং ইতালীর সমস্ত নগরগুলি মার্সেলিসের সঙ্গে যেন তারে তারে গাঁথা ছিল; এই জন্য ম্যাট্‌সিনি মার্সেলিস্ পরিত্যাগ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে পার্য্যমাণে মন্ত্রিসভার আদেশ প্রতিপালন করা হইবে না, সুতরাং তিনি এরূপ ভাবে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন যাহাতে লোকে মনে করে যে তিনি ফ্রান্স পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন।

সেই সময় বৈদেশিক নির্ব্বাসিতগণ ফ্রান্সের প্রদেশ সকলে প্রতিষ্ঠাপিত হইতেন এবং জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ করিয়া বৃত্তি পাইতেন। বৃত্তিভোগী বলিয়া তাঁহাদিগকে কতকগুলি বিশেষ বিধির অধীন হইতে হইত। ম্যাট্‌সিনি ফরাশি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই বৃত্তি লইতেন না, সুতরাং তিনি তাদৃশ বিশেষ বিধির অধীন ছিলেন না। এই জন্য তিনি পুলিশের প্রখর পর্য্যবেক্ষণ হইতে দূরে অবস্থিত ছিলেন। তিনি সাধারণতান্ত্রিকদিগের মুখযন্ত্রস্বরূপ ট্রিবিউন্ নামক পত্রিকার ১৮৩২ খ্রীঃ ২০ এ সেপ্টেম্বরের সখ্যায় মন্ত্রিদলের বিরুদ্ধে নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া এইরূপ একখানি প্রতিবাদ-পত্র প্রচারিত করিলেন—

"যে রাজ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ও বিদেশবাসের প্রাকৃতিক

স্বত্বসীমা—গর্হিত বিধি ও অধিকতর গর্হিত বিধি-প্রয়োগ দ্বারা উল্লঙ্ঘিত হয়; যে রাজ্যে অভিযোগ, বিচার ও দোষনির্ণয় একই প্রভুশক্তি হইতে প্রসূত হয় এবং আত্মদোষক্ষালনের কোন প্রকার সম্ভাবনা প্রদত্ত হয় না; যেখানে যথেচ্ছাচার ও অধীনতাস্বীকার ভিন্ন আর কিছুরই দৃষ্টান্ত নয়নগোচর হয় না;—সেস্থলে প্রত্যেক ব্যক্তিরই, যাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও আত্মগৌরব জ্ঞান আছে, প্রকাশ্যে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য।

"এরূপ প্রতিবাদের উদ্দেশ্য বৃথা আত্মদোষক্ষালণ চেষ্টা নহে, অথবা যাঁহারা সেই অত্যাচারে প্রপীড়িত তাঁহাদিগের মনে সহানুভূতি উদ্রিক্ত করার অভিলাষে নহে। যে প্রভুশক্তি আত্মবলের অপব্যবহার করিয়াছে তাহার দুর্ণাম ঘোষণা করা; যে রাজ্যে তাদৃশ ন্যায়বিগর্হিত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার অপরাধ সকল একটী একটী করিয়া লোকের নয়নসমক্ষে ধারণ করা; তাদৃশ প্রভুশক্তি যে জনসাধারণের বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছে, তাহাদিগকে যে অবমানিত ও পদদলিত করিয়াছে, তাহার অসংখ্য প্রমাণের সহিত আর একটী প্রমাণের যোগ সাধন করার—ঐকান্তিক আবশ্যকতার উপলব্ধি হইতেই এরূপ প্রতিবাদের উৎপত্তি!

"এই জন্যই আমি প্রতিবাদ করিতেছি।

"ফরাশি মন্ত্রিসভা আমার নিকট যে অনুজ্ঞা-পত্র পাঠাইয়াছেন, দেখিলাম সংবাদ পত্র সকলে তাহা, এবং যে সকল কারণ হইতে তাদৃশ অনুজ্ঞা-পত্র উদ্ভূত হইয়াছে, তাহাও প্রচারিত হইয়াছে।

"দেখিলাম স্বদেশের উদ্ধারসাধনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা এবং পত্র ও পত্রিকাদির প্রচার দ্বারা ইতালীয়দিগকে সেই লক্ষ্যে উদ্দীপিত করার অপরাধ আমার প্রতি আরোপিত করা হইয়াছে। আমার স্কন্ধে দ্বিতীয় অপরাধ এই সন্ন্যস্ত হইয়াছে যে আমি—একজন কপর্দ্দকশূন্য ও বন্ধুবান্ধব-বিরহিত মার্সেলিসের অস্থায়ী বৈদেশিক অধিবাসী—আমি পারিসের সাধারণতান্ত্রিক সভার সভ্যদিগের সহিত

চিটিপত্র লেখালিখি করি, এবং সেণ্ট্ মেরী ক্লইষ্টারের বীরগণের সহিত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে পত্রাপত্র লিখি।

"আমি প্রথম অভিযোগের দায়িত্ব মস্তকে লইতে নিশ্চয়ই ভীত হইব না। যদি মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে স্বদেশে অপরিহার্য্য স্বত্বের প্রচার করার চেষ্টা ষড়যন্ত্র হয়, তাহা হইলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে আমি ষড়যন্ত্রী। দাসত্বে সুখে নিদ্রা যাওয়া অপেক্ষা, দাসত্বের বিরুদ্ধে সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ—স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণকে এই সত্যে উদ্দীপিত করার উদ্যম যদি ষড়যন্ত্র হয়, তাহা হইলে আমি শতবার ষড়যন্ত্রী। স্থির ও দৃঢ়ভাবে সেই সময়ের অপেক্ষা করিয়া থাক, যে সময়ের সুবিধা লইলে একটী জাতি ও একটি জাতীয় গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপন করিতে পারিবে—যদি স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করার প্রয়াস ষড়যন্ত্র হয়, তাহা হইলে আমি সহস্রবার ষড়যন্ত্রী।

"মানব ভ্রাতার গৌরব রক্ষা ও উদ্ধার সাধনের জন্য ষড়যন্ত্র করা ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। যে গবর্ণমেণ্ট আপনাকে উদার বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহার তাদৃশ পবিত্র-চরিত্র ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ ব্যক্তির প্রতি অপরাধীর ন্যায় ব্যবহার করার কোনও অধিকার নাই। নিতান্ত যথেচ্ছাচারী গবর্ণমেণ্ট না হইলে আর এ মতের অবমাননা করিবে না।

"দেখিলাম মন্ত্রিসভার কার্য্য-বিবরণে পুলিশ কর্ত্তৃক অপহৃত কতিপয় পত্র হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে; তাঁহারা বলেন যে সেই পত্রগুলি আমি দেশের অভ্যন্তরিত কতিপয় বন্ধুকে লিখিয়াছিলাম।

"মন্ত্রিসভা বলেন যে সেই সকল পত্রে ৫ই ও ৬ই জুনের অভ্যুত্থান-ব্যাপারের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহাতে এরূপ লিখিত আছে যে 'এই অভ্যুত্থানে ফরাশী সাধারণতান্ত্রিক দলের কোনও ক্ষতি হয় নাই; ফরাশি দেশহিতৈষিগণ তাঁহাদিগের পূর্ব্বকৃত প্রতিশ্রুতি অনুরূপ প্রদেশ সকল হইতে পারিসে উপস্থিত হন নাই বলিয়াই

এই অভ্যুত্থানের পতন হয়; আর একটী অভ্যুত্থানের উপাদান-সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে, তাহাও অদূরে অনুষ্ঠিত হইবে; এইরূপে চতুর্দ্দিক্ হইতে লুই ফিলিপের সিংহাসনের অন্তর্ভেদ করা হইয়াছে; এবং অবশেষে ফরাশী সাধারণতান্ত্রিক সভা হইতে ইতালীয় বৈপ্লবিক-দিগের সহকারিতার জন্য পাঁচ ছয় দূত প্রেরিত হইবে ' ইত্যাদি।

" এই চিটিগুলি কোথায়? পারিসে? ফরাশি গবর্ণমেণ্ট কি সেগুলি নিজে ধৃত করিয়াছিলেন? সে পত্রগুলির নকল কি অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট কখন প্রেরিত হইয়াছিল? আমার চরিত্রে, আমার কার্য্যে, এবং আমার চিটিপত্রে কি পূর্ব্বে কখন এমন কিছু দৃষ্ট হইয়াছে, যাহাতে পূর্ব্বোক্ত চিটি গুলি আমা কর্ত্তৃকই লিখিত হইয়াছে এই প্রস্তাবনার সমর্থন হইতে পারে?

" না!—সেই চিটি গুলি হইতে যে সকল ভাগ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে সার্ডিনীয় পুলিশেরই মহিমা; মূল পত্রগুলি তাহা-দিগেরই হস্তে রহিয়াছে। ফরাশি মন্ত্রিসভা প্রেরিত পত্রাংশ হই-তেই পংক্তি সকল উদ্ধৃত করিতেছেন; সেই পত্রাংশ যে মূল পত্রের প্রকৃত অংশ তাহা তাঁহারা সার্ডিনীয় পুলিশের কথাতেই বিশ্বাস করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের কথা যে বিশ্বাসযোগ্য তাহার প্রমাণ কি? ফরাশি পুলিশ কি ফরাশি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আমার ষড়-যন্ত্র করার কোন প্রমাণ পাইয়াছেন? ফরাশি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিপ্লব খ্যাপন বা অভ্যুত্থান করার অপরাধে কখন কি আমি ধৃত বা দণ্ডিত হইয়াছি?

" যখন এরূপ অবস্থা, তখন আমি কি উপায় অবলম্বন করি?

" কোন বিশেষ ও নির্দ্দিষ্ট অভিযোগের অসত্যতা প্রমাণ করা সম্ভবপর। কিন্তু যে অভিযোগ অনির্দ্দিষ্ট ও সাধারণ, এবং সমস্ত জীবনের চিন্তা ও কার্য্যের উপর সন্ন্যস্ত, সে অভিযোগের অসত্যতা প্রমাণ করা অসম্ভব। যে অভিযোগের স্বাপক্ষ্যে কোন প্রকার প্রমাণ প্রদত্ত না হয়, সে অভিযোগের বিরুদ্ধে আত্মসমর্থন করা সম্ভব নহে।

"আমি চাহিয়াছিলাম যে মন্ত্রিসভার সমস্ত চিটিপত্র গুলি যেন আমার নিকট প্রেরিত হয়, কিন্তু আমার সে প্রার্থনা গ্রাহ্য হয় নাই। সুতরাং সে সকল অপরাধ অস্বীকার করা ভিন্ন আমার আর উপায়ান্তর নাই, এই জন্য আমি তাহাই করিলাম। আমার কোনও পত্রে মুদ্রিত পংক্তি সকলের অস্তিত্ব আমি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিলাম।

"১লা আগষ্ট আমি মন্ত্রিবরকে যে পত্র লিখি, তাহাতেই সেই অস্বীকার ব্যক্ত থাকে। আমি মদীয় পত্রে উদ্ধৃত পংক্তি সকলের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি; এবং সাহস করিয়া বলিতেছি যে ফরাশি ও সার্ডিনীয় পুলিস কখনই ইহা প্রমাণ করিতে পারিবে না। আমি এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুসন্ধান প্রার্থনা করি। আমি বিধি অনুসারে বিচার ও দণ্ডের প্রার্থী হইতেছি।

"কিন্তু মন্ত্রিবর আমার সে পত্র উত্তরযোগ্য মনে করিলেন না। মার্সেলিসের প্রিফেক্ট—যিনি আমাকে মন্ত্রিবরের প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন—আমাকে সহসা মার্সেলিস্ পরিত্যাগ করিতে দ্বিতীয় আদেশ প্রদান করিলেন; আমি অগত্যা তাহাতে স্বীকৃত হইলাম।

"প্রকৃত ঘটনা যাহা তাহা বলিলাম।

"প্রভুশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি তোমরা কি আশা কর? তোমাদিগের কপটাচারী 'পবিত্র' আখ্যাধারী সম্মিলনের নিকট লজ্জাকর অধীনতা স্বীকার করিয়া, আমরা কি স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য ভুলিব? অথবা তোমাদিগের অশ্রান্ত নির্যাতনে হতাশ ও ক্লান্ত হইয়া, অভ্যুদয়ে উঠিয়া তোমরা যে স্বাধীনতার বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছ, সেই পবিত্র স্বাধীনতার ভাব কি আমরা হৃদয় হইতে বিদূরিত করিব? তোমরা কি মনে করিয়াছ যে, তোমরা এক্ষণে যে অবনতিব্রত গ্রহণ করিয়াছ, তোমাদিগের যথেচ্ছাচারী কার্য্য-পরম্পরায় সে ব্রতের উদ্যাপন হইবে? অথবা তোমরা কি বিশ্বাস করিয়াছ যে, যে আমাদিগের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন দিন দিন দৃঢ়তর হইতেছে, তোমরা সেই আমা-

দিগের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বীজ বপন করিয়া আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন ও বিপর্য্যস্ত করিবে? অথবা যে ফ্রান্স জগতে স্বাধীনতাস্থাপনরূপ ব্রত গ্রহণ করিয়া আপনিই তাহাতে ভঙ্গ দিয়াছেন, বৈদেশিক স্বজাতিপ্রেমিক ব্যক্তিগণের অন্তরে সেই ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রতিঘাত ভাব উদ্দীপিত করাই কি তোমাদিগের অভিপ্রায়?

"অথবা তোমরা কি জঘন্য কাপুরুষতার বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ আশা কর যে, যাহাদিগকে তোমরা বিপৎসাগরের মধ্যে আনয়ন করিয়া বিপদের সময় ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছ—সুতরাং যাহারা ফ্রান্সে বর্ত্তমান থাকিতে তোমাদিগের গভীর অনুতাপ ও প্রখর আত্মগ্লানির মুহূর্ত্তমাত্র বিরাম নাই—সেই আমাদিগকে ফরাশিভূমি হইতে বিদূরিত করিয়া, তোমাদিগের ললাটাঙ্কিত কলঙ্করেখা অপনীত করিবে? বৃথা প্রয়াস! সে কলঙ্করেখা—সে অপযশকালিমা—আটলাণ্টিক সাগরের জলরাশিতেও বিধৌত হইবার নহে। তোমাদিগের রাজত্বের প্রতিদিনেও, নির্ব্বাসিতের প্রতি অভিসম্পাতে, প্রতি ক্রন্দনরবে—সে কলঙ্করেখা গভীরতর ও সে কালিমা গাঢ়তর হইতেছে।

"যাহা ইচ্ছা কর তোমরা! কর যত পার! তোমরা আমাদিগের নিকট হইতে প্রিয় স্বাধীনতা, ততোধিক প্রিয়তর জন্মভূমি, এবং জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী কপর্দ্দকপর্য্যন্তও কাড়িয়া লইয়াছ; এক্ষণে আমাদিগের নিকট হইতে আর কি লইবে? প্রাকৃতিক স্বত্বজাতের মধ্যে একমাত্র বাক্‌শক্তির স্বাধীনতা আছে, ইচ্ছা হয় তাহাও হরণ কর; গন্ধবহ ইতালীক্ষেত্র হইতে গন্ধ আনিয়া আমাদিগের নাসারন্ধ্রে যোগাইতেছে, যদি পার তাহাও হরণ কর; আর নির্ব্বাসিত ইতালীয়ের একমাত্র সান্ত্বনা—সুদূর সুনীল সাগরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মনে মনে বলা, ঐ পুণ্যভূমি ইতালী দেখা যাইতেছে—যদি ইচ্ছা হয় তাহাদিগকে সে সান্ত্বনা হইতেও বঞ্চিত কর। আবার বলি, কর তোমরা যত পার! ধ্বংসের পথে—অবমাননার পথে—এইরূপে দিন দিন অগ্রসর হও। তোমরা যে বিকট নগ্নাবস্থায় জনসাধারণের সমক্ষে তোমাদিগের অদৃষ্টপূর্ব্ব নীচতা ও প্রতারণা

অবতারিত করিতেছ, জানিও তাহা জনসাধারণের মঙ্গল ও উদ্ধারের অনুকূলেই। তোমরা যে তোমাদিগের আত্মকার্য্য দ্বারাই প্রতিপন্ন করিতেছ যে রাজগণের মঙ্গলের সহিত জনসাধারণের মঙ্গলের সামঞ্জস্য অসম্ভব; ইহা সেই পবিত্র সত্যেরই জয়ের অনুকূলে।

"কিন্তু যখন তোমাদিগের পাপ পরিমাণপূর্ণ হইবে, যখন জনসাধারণের বিজয়ভেরী স্বাধীনতার রাজ্য উদ্ঘোষিত করিবে, যখন ফ্রান্স এক বাক্যে তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে—এতদিন তোমাদিগের হস্তে যে প্রভুশক্তি সন্ন্যস্ত ছিল, তোমরা তাহার কি ব্যবহার করিলে?—তখনই তোমাদিগের আর দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না—জানিও তখন রাজা প্রজা সকলেই তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে।

"তোমরা তোমাদিগের কৃত-বিশ্বাস নিরুপায় মাতৃভূমিকে যথেচ্ছাচারী রাজবৃন্দের প্রতারণাজালে আবদ্ধ করিয়াছ। তোমরা তাঁহার মস্তকে অপমানের বোঝা অর্পণ করিয়াছ। তোমরা বিশ্বজনীন সম্মিলনের পরিণতির পথে কণ্টক রোপণ করিয়াছ। তোমরা 'পবিত্র সম্মিলনের' করাল কবলে জনসাধারণের স্বাধীনতারত্ন নিক্ষেপ করিয়াছ। বিগত জুলাইএর অভ্যুত্থান—স্বাধীনতা-পক্ষপাতী ব্যক্তিদিগের অন্তরে যে পবিত্র ভ্রাতৃভাব উদ্দীপিত করিয়াছিল, তোমরা তাহার গতি প্রতিহত করিয়াছ; মনুষ্যের মনকে তোমরা বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছ; সাধুদিগেরও হৃদয়কে তোমরা অবিশ্বাস-তিমিরে আচ্ছন্ন করিয়াছ।

"কিন্তু যখন তোমাদিগের কূট রাজনীতি ও বিশ্বাসঘাতক রচনাবলীর বলিগণ কঙ্কালাবশিষ্ট ভূতগণের ন্যায় তোমাদিগের নিকট আসিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করে, তখন তোমরা তাহাদিগের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে দেশবহিষ্কৃত করিয়া দাও; তখন তোমরা আতিথ্য ও দারিদ্র্যের অলঙ্ঘ্য স্বত্ব তোমাদিগের বিধিগ্রন্থ হইতে একবারে উঠাইয়া দাও।

"কিন্তু তোমরা যাহাই করনা কেন কিছুতেই আমাদিগের মনকে বিচলিত করিতে পারিবে না। আমরা ভাবী বিপ্লবের কতিপয় অগ্র-

দূত, সংখ্যায় স্বল্পমাত্র, দারিদ্র্য ও বিপৎপরম্পরার পবিত্রবন্ধনে দৃঢ়-সম্বদ্ধ—আমরা যে দিন হইতে উৎপীড়িতদিগের উদ্ধারসাধনব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, সেই দিনই জীবনের সমস্ত আনন্দে জলাঞ্জলি দিয়াছি। অনিষ্টকারী বিপক্ষের সন্দেহ ও প্রচণ্ড ক্রোধে আমাদিগের হৃদয় কলুষিত হইবার নহে। যে দল জনসাধারণের অনুমতি না লইয়া স্বহস্তে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন, সে দলের সহিত জনসাধারণের কোনও সহানুভূতি হইতে পারে না। আমরা জনসাধারণের সহিত সমান কষ্ট পাইতেছি, সুতরাং জনসাধারণের সহিত আমাদিগের পূর্ণ সহানুভূতি; আমরা সেই জনসাধারণের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগের দল পরিপুষ্ট করিব এবং যাহাতে যথেচ্ছাচারিণী প্রভুশক্তি তাহার ছায়াও স্পর্শ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্ হইব। এমন দিন অবশ্যই আসিবে যে দিনে সকলেরই কার্য্য-কলাপ ন্যায়ের সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে পরিমাপিত হইবে।

নবম অধ্যায়।

অদ্ভুত নির্যাতন।

যথেচ্ছাচারিণী প্রভুশক্তির মহতী দুর্ব্বলতা এই যে, ইহা প্রতিবাদ সহিতে পারে না। প্রতিবাদ ন্যায়সঙ্গত হউক বা না হউক, প্রতিবাদ মাত্রে ইহার ক্রোধ উদ্দীপিত হইবে। সুতরাং যে রূপ আশা করা যাইতে পারে, ম্যাট্‌সিনিরও প্রতিবাদ প্রচারিত হইল অমনি তাঁহার প্রতি ও তৎপ্রতিষ্ঠাপিত সমাজের প্রতি ফরাশি গবর্ণমেণ্টের নির্য্যাতনস্পৃহাও বলবতী হইয়া উঠিল। তাঁহাদিগের অধ্যবসায়ে উদ্দীপিত ও ইতালীয় গবর্ণমেণ্টের দূতগণ-কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া, ফরাশি মন্ত্রী নব্য ইতালী-সমাজের পত্রিকার প্রচার রহিত করিবার

জন্য যথাশক্তি বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তিনি ইহার প্রকাশক ও প্রিণ্টর প্রভৃতিকে ইহার লেখক বলিয়া সন্দেহ করিয়া তাহাদিগের প্রতি সম্পত্তিহরণ ও নির্ব্বাসন-দণ্ড প্রয়োগ করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন; এবং দ্বিগুণতর উৎসাহ ও দ্বিগুণতর কার্য্যপরতার সহিত ম্যাট্‌সিনির অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। তাঁহারাও অসাধারণ পৌরুষের সহিত সেই ভীষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধের সমতা রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাড়িত ইতালীয় কম্পজিটর প্রেসমান প্রভৃতির স্থলে তাঁহারা ফরাশি কম্পজিটর প্রেসমান প্রভৃতি নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। ভিক্‌টর ভিয়ান্ নামক একজন মার্সেলিসের অধিবাসী সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদিগের কম্পজিটরগণ কার্য্যকেন্দ্রের চতুর্দ্দিকস্থিত গ্রাম সকলে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিল, এবং তাঁহারা পত্রিকা সকল মুদ্রিত হওয়ার পরক্ষণেই সর্ব্বত্র প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে ফরাশি গবমেণ্টের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাই বিফল হইতে লাগিল।

ম্যাট্‌সিনি ইহার পর আর ত্রিশ বৎসরকাল মাত্র জীবিত ছিলেন। এই ত্রিশ বৎসরের বিশ বৎসরকাল তিনি একটী ক্ষুদ্র গৃহের দেউলচতুষ্টয়ের অভ্যন্তরে স্বেচ্ছা-কারাবাসে সংরুদ্ধ হন।

ফরাশি গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বিশেষ অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তিনি অদ্ভুত কৌশলে ফরাশি গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রকার অনুসন্ধানের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে লাগিলেন। মার্সেলিসের প্রিফেক্‌টের কতিপয় গুপ্তচর ম্যাট্‌সিনির নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের যতকিছু হুকুম জারি হইত, তাহার নকল তাঁহাকে প্রদান করিতে লাগিল। তদ্দ্বারা তিনি প্রতিপদেই গবর্ণমেণ্টের অনুসন্ধিৎসা হইতে রক্ষা পাইতে লাগিলেন। অবশেষে একবার ধরা পড়িলেন। কিন্তু কোনপ্রকারে প্রিফেক্‌টের মত করিলেন যে, প্রিফেক্‌টের নিজের অনুচর দ্বারা যেন তাঁহাকে দেশান্তরিত করা হয়। উৎকোচের মহিমায় এ যাত্রায়ও তিনি রক্ষা পাইলেন। ম্যাট্‌সিনির একজন বন্ধু ছিলেন, ম্যাট্‌সিনির সহিত তাঁহার সম্পূর্ণরূপ

আকৃতি-সৌসাদৃশ্য ছিল। উৎকোচের মোহিনী শক্তিবলে প্রিফেক্‌টের অনুচরেরা তাঁহাকেই ম্যাট্‌সিনি বলিয়া জেনোয়ায় রাখিয়া আসিল। এদিকে আসল ম্যাট্‌সিনি জাতীয় সৈন্যের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অবাধে ও নিঃশঙ্ক চিত্তে আপন গুপ্ত মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ম্যাট্‌সিনি এতদববস্থায় একবৎসর মার্সেলিসে অবস্থিত হইয়া প্রবন্ধসংরচন প্রুফসংশোধন ও পত্রাপত্রি লেখনে এবং গভীর মধ্য রজনীতে ইতালী হইতে সমাগত জাতীয় দলের সভ্যদিগের ও ফরাশি সাধারণতান্ত্রিক দলের অধিনায়কদিগের সহিত গুপ্ত মন্ত্রণায় নিরত রহিলেন।

এমন সময় ফরাশি গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বিরুদ্ধে একটী ভীষণ দুর্ণাম রটনা করিলেন। ফরাশি গবর্ণমেণ্ট ম্যাট্‌সিনির বিরুদ্ধে—অপ্রামাণ্য ও অমূলক অপবাদ প্রচার; দোষোদ্‌ঘোষণ, যাহার প্রতিবাদ সম্ভবপর নহে; এক সম্বাদপত্রে এই উদ্দেশ্যে সন্দেহ খ্যাপন যে অপর সম্বাদ-পত্র-লেখকেরা এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার নিন্দা সর্ব্বত্র প্রচারিত করে; জেসুইট্‌দিগের ন্যায় অন্তর্নিগূহিত লক্ষ্য ও উদ্দে-শ্যের অনুমান করা; এবং সমগ্র পত্র হইতে এরূপ পরিবর্ত্তিত ও বক্রীকৃত ভাবে খণ্ডাংশ সকল প্রকাশ করা, যাহাতে লেখকের অনভিপ্রেত অন্য অর্থ বুঝাইতে পারে—ইত্যাদিরূপ যে নির্য্যাতন-পরম্পরা অবলম্বন করেন পূর্ব্বোক্ত দুর্ণাম রটন তাহার সূত্রপাত মাত্র। ইতালীর যথেচ্ছাচারী রাজমাত্রই লুইফিলিপের পুলিশের নিকট এইরূপ নির্য্যাতন-প্রণালী শিখিতে লাগিলেন। এই প্রণালীর বশ-বর্ত্তী হইয়া ইতালীয় ঐতিহাসিক, রাজকর্ম্মচারী, নির্ণাম-সম্বাদপত্র-লেখক, সামান্য-পত্রিকা-রচয়িতা, কর্ম্মপ্রার্থী বা পেন্‌সন্‌-ভিখারি, গুপ্তচর বা বাণিজ্যব্যবসায়ী—যুদ্ধ-সেনার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী শকুনির ন্যায় ত্রিশ বৎসর কাল তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিল।

এই রণবীরদিগের যুদ্ধপ্রণালী পশ্চাতে বা পার্শ্বে আঘাত করা—সম্মুখ সমরে ইহাঁরা কখনই অগ্রসর হন না, যদি কখন হন তাহা হইলে নাম অপ্রকাশ রাখিয়া। তাঁহারা স্বকপোল-কল্পিত বা প্রকৃত

ম্যাট্‌সিনির প্রত্যেক কার্য্যের বিরুদ্ধে কুক্কুরের ন্যায় ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে কমিউনিষ্ট, গোঁড়া সোসালিষ্ট, বিভীষক, রক্তপিপাসু, প্রতিবাদসহনাসমর্থ, প্রবেশ-নিষেধক, দুরাকাঙ্ক্ষ, ভীরু ও ষড়যন্ত্রী প্রভৃতি বিশেষণে অভিরঞ্জিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেবল তাহাদিগেরই মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলেন—যাহাদিগের সকল বিষয়েই সহজে বিশ্বাস জন্মে, অথবা যাহারা আপনাদিগের অজ্ঞাতজ্ঞানে—পেচক যেমন দিবালোক সহিতে পারে না তেমনই—কার্য্যের নামে কম্পিত-কলেবর হয়।

গুপ্তহত্যা বা ততোধিক জঘন্য গুপ্তহত্যার আদেশরূপ অপবাদ ম্যাট্‌সিনির বিরুদ্ধে প্রচারিত হইল। ফরাশি শাসনসমিতি ম্যাট্‌সিনিকে ধরিতে না পারিয়া রাগোন্মত্ত হইয়া ভাবিলেন যে ম্যাট্‌সিনির বিরুদ্ধে এইরূপ অপবাদ উদ্‌ঘোষিত করা যাউক যাহাতে, যে লৌকিক প্রীতি ও ভক্তি ম্যাট্‌সিনির এক মাত্র অবলম্বন, তিনি তাহা হইতে নিশ্চয়ই বিচ্যুত হইবেন। এই জন্য তাঁহারা ম্যাট্‌সিনির নাম জাল করিয়া মনিটর নামক পত্রিকায় তাঁহার নামস্বাক্ষরিত একখানি আদেশ-লিপি প্রচারিত করিলেন।

আদেশ-লিপির মর্ম্ম এই—"১৫ই অক্টোবর রজনী দশ ঘটিকার সময় মার্সেলসে নব্য ইতালী সমাজের একটী অধিবেশন হয়। রোডেস্ সমাজের সভাপতি ইমিলিয়ানি, স্কুরিএটী, লাজারেচি, এবং আন্দ্রিয়ানি নামক ব্যক্তি-চতুষ্টয়ের নামে এক অভিযোগপত্র প্রেরণ করেন। সেই অভিযোগ পত্রের বিচারই এই সভার সেই অধিবেশনের কার্য্য ছিল। সভায় উক্ত ব্যক্তি-চতুষ্টয়ের অপরাধ সাব্যস্ত হইল। অপরাধ গুলি এই—'প্রথমতঃ ইহারা আমাদিগের পবিত্র সমাজের বিরুদ্ধে কতকগুলি কলঙ্কপূর্ণ রচনা প্রচার করে, এবং দ্বিতীয়তঃ ইহারা জঘন্য পোপ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া আমাদিগের পবিত্র স্বাধীনতা-সমরের উদ্যোগ সকল বিফল করিতে চেষ্টা করে, এই জন্য নব্য ইতালী সমাজ অনেক বিবেচনা ও বিচারের পর একবাক্যে ইমিলি-

য়ানি ও স্কুরিএটীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন। পূর্ণ প্রমাণ না পাওয়ায় লাজারেচি ও আন্দ্রিয়ানির প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ করা গেল না, কেবল বেত্রাঘাত ব্যবস্থা করা গেল, এবং রোডেস্ সভার প্রতি ভার হইল তাঁহারা যেন তাহাদিগকে চির-দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন। রোডেস্ সভার সভাপতির প্রতি এই আদেশ প্রদত্ত হইল—তিনি যেন এমন চারিজন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করেন যাহারা বিশ দিনের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে। তাহাদিগের মধ্যে কেহ অস্বীকৃত হইলে যেন অচিরাৎ তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

"মার্সেলিসের প্রধান সভার সম্মুখে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর, রজনী দ্বিপ্রহরের সময় এই আদেশ প্রদত্ত হইল।

"ম্যাট্সিনি, সভাপতি।

"সেসিলিয়া, কর্ম্মচারী।"

এই পত্রে যে গুপ্ত হত্যার উল্লেখ আছে তাহা বাস্তবিক ঘটিয়াছিল। ১৮৩২ খ্রীঃষ্টাব্দের ২০এ অক্টোবর আভেরন্ প্রদেশের রোডেজ্ নগরের রাজপথে ইমিলিয়ান নামক এক ব্যক্তি সত্য সত্যই কতিপয় ইতালীয় নির্ব্বাসিত দ্বারা আক্রান্ত ও আহত হয়। কিন্তু সে আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই; এবং আততায়ীরাও প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই দণ্ডের অনতিকাল পরে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ৩১ এ মে উক্ত ইমিলিয়ানি এবং তাহার সহচর লাজ্জারেচি নামক আর এক ব্যক্তি গাভিয়োলি নামক কোন ইতালীয় নির্ব্বাসিত যুবকের হস্তে হত হয়।

হত দুই জনই মডেনার ডিউকের গুপ্ত চর। যৎকালে এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়, ম্যাট্সিনি হত ও হত্যাকারীদিগের কাহারও অস্তিত্ব মাত্রও অবগত ছিলেন না।

ইহার অব্যবহিত পরেই আভেরন্ প্রদেশের 'জর্ণাল ডি আভেরন্স' নামক পত্রিকায় এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত বলিয়া ম্যাট্সিনির নামে এক অভিযোগ প্রকাশিত হয়। ম্যাট্সিনি এই অভিযোগের প্রত্যু-

ত্তরে ট্রিবিউন্ নামক পত্রিকায় যে পত্র খানি লিখেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

" সুবিখ্যাত ট্রিবিউন্ পত্রের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

" মহাশয় জর্ণাল ডি আভেরনসের " ২৭এ অক্টোবর তারিখের সংখ্যায় ইহা মডেনার পূর্ব্ব অশ্বপাল ইমিলিয়ানি নামক কোন ব্যক্তির গুপ্ত হত্যা উপলক্ষে এই রূপ মত প্রকাশ করিয়াছে :—

" আভেরণের প্রিফেক্ট এই হত্যা সম্বন্ধে যে সংবাদ পাইয়াছেন, তাহাতে এরূপ বিশ্বাস হয় যে হতভাগ্য ইমিলিয়ানির আততায়িগণ নব্য ইতালী নামক সমাজের অধিনায়কদিগের হস্তে কর-যন্ত্র স্বরূপ; যে সহচরগণ তাঁহাদিগের নির্ম্মিত নিয়মাবলীতে বশ্যতা স্বীকারে অসম্মত, ইহাঁরা এই সকল কর-যন্ত্র দ্বারা তাহাদিগের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করেন।

" উক্ত পত্রিকার সম্পাদক যদি এই বাক্যগুলি দ্বারা সেই 'নব্য ইতালী' সমাজের প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকেন—যাহার সভ্যেরা একটি নির্দ্দিষ্ট রাজনৈতিক ধর্ম্মে দীক্ষিত; একমাত্র যে ধর্ম্মে ইতালীর পুনরুদ্ধার সম্ভবপর বলিয়া যাহার সভ্যদিগের অবিচলিত বিশ্বাস; এবং 'নব্য ইতালী' নামক একখানি মাসিক পত্রিকায় যে সমাজের ভিত্তিভূত মত সকল বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে—তাহা হইলে আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে আমি সেই সমাজের একজন অধিনায়ক, এবং সেই পত্রিকার একমাত্র সম্পাদক। সুতরাং সেই সভার অন্যতম সভ্য বলিয়া সেই সভার নামে এই অভিযোগের প্রত্যুত্তর দানে আমার অধিকার আছে। অধিকার আছে বলিয়াই আমি অসন্দিগ্ধ চিত্তে বলিতেছি যে পূর্ব্বোক্ত পত্রিকার সম্পাদক ও অন্যান্য যে কেহ এরূপ অভিযোগ উত্থাপিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলেরই কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

" আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে কেহই এরূপ লজ্জাকর অভিযোগের স্বাপক্ষ্যে প্রমাণের ছায়াও অবতারিত করিতে পারিবেন না,—যাঁহাদিগের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে তাঁহারা

যে আভেরন্ পত্রিকার সম্পাদকের তুল্য সম্ভ্রান্ত তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

"আমি আরও বলিতেছি যে—যে দল আপনাদিগের সংস্থাপিত নিয়ম প্রতিপালনের অক্ষম বা অনিচ্ছুক ব্যক্তিমাত্রেরই উচ্ছেদ সাধনে কৃতসঙ্কল্প, এরূপ কোন দলের অস্তিত্ব সম্ভবপর বলিয়া আভেরন্ পত্রিকার সম্পাদক ভিন্ন আর কেহই বিশ্বাস করিবেন না। নব্য ইতালী সমাজের করযন্ত্র কেহ নাই। যে সকল স্বাধীন পুরুষ স্বাধীন ভাবে ইহার মত সকল গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকেই এই সমাজ সভ্য-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেন। ইহার সভ্যেরা যথাকালে কেবল অষ্ট্রীয়দিগের বিনাশ সাধন করিবেন বলিয়াই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

"এই আমার উত্তর।

"ফরাশি সম্পাদক যে সকল মার্গহত্যা ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে ফ্রান্সে এরূপ ব্যাপার কখনই জাতীয় আকার ধারণ করিতে পারে না, ইহা উত্তর দানের অযোগ্য। প্রত্যেক ফরাশিলেখক—যিনি লিখিবার পূর্ব্বে একবার ভাবেন—জানেন যে এরূপ মার্গহত্যা জাতিবিশেষের বিশেষ ধর্ম্ম নহে; এবং কোন জাতির আচার ব্যবহারের বিসদৃশ অপরাধ সকল তাঁহাদিগের দেশেও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

"রেমস ও ডেল্পেকের হত্যাকারীরা ইমিলিয়ানির হত্যাকারিদিগের সমশ্রেণীক।

৩০ এ অক্টোবর
১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ।

আপনার একান্ত অনুগত
ম্যাট্সিনি"

"ম্যাট্সিনি মনিটর পত্রের উত্তরে ন্যাসন্যাল্ পত্রিকায় এই মর্ম্মে এক খানি পত্র লিখেন;—

"মহাশয়!—বিগত—৭ই জুনের মনিটরে রোডেসের হত্যাসম্বন্ধে সত্যের আকারে কতকগুলি অলিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার সারাংশ এই—মার্সেলিস্-স্থিত নব্য ইতালী নামক কোন গুপ্ত সমাজের আদেশেই লাজারেচি ও ইমিলিয়ানির গুপ্তহত্যা সংসা-

সেই স্বকপোলকল্পিত আদেশলিপি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাহাতে সেই সমাজের সভাপতি বলিয়া আমার নাম সংযোজিত করিয়াছেন।

"যে শাসনসমিতি—পিরিমিসে মিথ্যা শপথকারী, আঙ্কোনায় পুলিসের গুপ্তচর, ফ্রাঙ্কফোর্টে অপজ্ঞাপক এবং পবিত্র সম্মিলনের নামে তাহার উপকারার্থ নির্যাতনকারী—আমার ও মৎসদৃশ স্বদেশানুরাগী অন্যান্য নির্ব্বাসিতের বিরুদ্ধে এইরূপ যখন যেরূপ প্রয়োজন, নূতন নূতন আকার ধারণ করিয়াছেন; কোন স্বাধীন-হৃদয় তেজস্বী ব্যক্তি অসামান্য পৌরুষ ও অধ্যবসায় সহকারে দুর্ভর দুঃখভার অবিচলিত চিত্তে বহন করিতেছেন দেখিলে যে শাসনসমিতির অহঙ্কার আহত হয়; —সেই শাসনসমিতি যে, আমি যাহাতে দুঃখ পাই এমন কোন ষড়-যন্ত্রে নিমগ্ন হইবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? যে ফ্রান্সে আমি স্বাধীনভাবে বাস করিতেছিলাম, সে ফ্রান্স হইতে আমি যে বিদূরিত হই তাহা যে এরূপ শাসনসমিতি ইচ্ছা করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এবম্ভূত শাসনসমিতির সহিত আমার মত স্বদেশানুরাগিদিগের সমর কেবল মরণে অবসিত হইবে।

"কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে তাঁহার শত্রুকে আহত করিয়া ক্ষতস্থানে বিষপ্রয়োগ করিবেন; নির্যাতন-তূণ হইতে এক একটী করিয়া সমস্ত বাণ শত্রুগাত্রে নিক্ষেপ করিয়া যে আবার অপযশশর তাহার বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করিবেন; এবং তাহাকে সুখ, শান্তি ও সাধীনতায় বঞ্চিত করিয়া অবশেষে গৌরবেও বঞ্চিত করিবেন—এরূপ নীচতা ঈদৃশ গবর্ণমেণ্টেও আমি সম্ভবপর বলিয়া মনে করি নাই। সেই কৌশল-ময় ও জঘন্য রচনার যে যে স্থল পরস্পর-বিসম্বাদী, সে সে স্থল উদ্ধৃত করিয়া আমি বৃথা সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না * * *

"এরূপ অভিযোগ যেরূপ নীচ স্থান হইতে উত্থিত হইয়াছে, তাহাতে আমার পক্ষে দোষক্ষালণ-চেষ্টায় লাঘব স্বীকার বটে, কিন্তু তথাপি মনিটর যেরূপ অসমসাহসিকতার সহিত এক জন নিরীহ ভদ্র-লোকের নাম পূর্ব্বোক্ত আদেশলিপির নিম্নে প্রদান করিয়াছেন, সে

অসমসাহসিকতা দণ্ডিত না হইলে জগতে দুষ্টের অতি প্রাদুর্ভাব হইবে। এই জন্য আমি বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিব।

"আমি বিচারালয়-কেন্দ্র দিয়া জানিব কি সাহসে মনিটর এক-মাত্র অপ্রমাণীকৃত দলিলের উপর নির্ভর করিয়া আমার মত একজন নিরীহ ব্যক্তিকে হত্যাকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

"যাহা হউক, ইত্যবসরে অনেকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমার পক্ষ সমর্থন আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা যখন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমার পক্ষ সমর্থনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন এ অভিযোগ আমি অস্বীকার করি ইহা বোধ হয় তাঁহারা আশা করিতে পারেন।

"সেই জন্যই আমি স্পষ্টাক্ষরে ইহা অস্বীকার করিতেছি।

"আমি অসন্দিগ্ধভাবে আরোপিত বিবরণ, দণ্ডাজ্ঞা এবং সমস্ত বিষয় আমূল অস্বীকার করিতেছি।

"আমি মুক্তকণ্ঠে গবর্ণমেণ্টকে ও গবর্ণমেণ্টের মুখযন্ত্রস্বরূপ মনিটরকে মিথ্যাবাদী বলিতেছি।

"আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে গবর্ণমেণ্ট, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী, এবং মদ্বিষয়ক অপযশের স্থষ্টিকর্ত্তা বৈদেশিক পুলিশ—কেহই আমার স্কন্ধে আরোপিত অভিযুক্ত বিষয়ের একবর্ণও প্রমাণ করিতে পারিবেন না, অথবা যে আদেশলিপি প্রচারিত হইয়াছে মন্নামাঙ্কিত তাহার আসল লিপি কেহই দেখাইতে পারিবেন না। এবং আরোপিত লিপির একটী ছত্রও দেখিয়া বোধ হইবে না যে এরূপ কার্য্য আমা দ্বারা সম্ভবপর।

জোসেফ্ ম্যাট্সিনি।"

এই প্রতিবাদে মনিটর প্রত্যুত্তর-রহিত। আসল দলিল কখনই বাহির করা হয় নাই। ম্যাট্সিনি তৎকালে মার্সিলিসে অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন; সুতরাং তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইতে বা কাহারও উপর ওকালতনামা দিতে অক্ষম হওয়ায় মনিটরের নামে মিথ্যা অপযশ-ঘোষণার অভিযোগ করিতে অক্ষম হয়েন।

যাহা হউক আদালত এই বিষয়ের অন্যরূপ মীমাংসা করিলেন।

আভেরণের উচ্চতম আদালত বিচারে স্থির করিলেন যে এই হত্যাকাণ্ড পরস্পর বিবাদের ফল, এবং পূর্ব্বাভিসন্ধি ব্যতীত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই জন্য উক্ত বিচারালয় হত্যাকারিদিগের প্রাণদণ্ড না করিয়া গ্যাভিয়ালির প্রতি চির দাসত্ব দণ্ড ও লা সেসিলিয়াকে পূর্ণ মুক্তি প্রদান করিলেন।

আবার অনুমান ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে গিস্‌কেট্‌ নামক এক ব্যক্তি—যিনি ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পুলিশের প্রিফেক্‌টের পদে অভিষিক্ত হন—তদীয় জীবনীমালা লিখিবার সময় তদ্বিরুদ্ধে পূর্ব্বারোপিত অভিযোগ ইহার অন্তর্নিবিষ্ট করেন। ম্যাট্‌সিনিকে অগত্যা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় এবং গিস্‌কেট্‌ তথায় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে তিনি যে ম্যাট্‌সিনির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন সে অন্য ব্যক্তি; উপস্থিত ব্যক্তি অতি সচ্চরিত্র এবং এরূপ কোন অপরাধ করিতে অক্ষম।

ইহার কিছু পরে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সার জেম্‌স গ্রেহাম নামক এক জন ইংলণ্ডীয় মন্ত্রী ম্যাট্‌সিনির বিরুদ্ধে পূর্ব্বোক্ত অভিযোগ পুনরুত্থাপিত করেন। কিন্তু আভেরণের জজের নিকট হইতে এবিষয়ে যে সম্বাদ পান, তাহাতে তাঁহাকে হাউস্‌ অব কমন্‌সে প্রকাশ্যরূপে ম্যাট্‌সিনির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয়। তথাপি ম্যাট্‌সিনির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সম্বাদপত্রে বা নির্ণাম পত্রে বার বার অনেক দিন ধরিয়া ক্রমাগত এরূপ কুৎসা বাহির হওয়ায়, ধীরে ধীরে অনেকের মনে প্রতীতি জন্মিল—যে ম্যাট্‌সিনি একজন শোণিতপিপাসু প্রতিহিংসা-পরবশ ভীষণ প্রকৃতির লোক, এবং নব্য ইতালী সমাজের দণ্ডবিধিতে শপথ-ভঙ্গকারী বা গৃহীত মতের বিরুদ্ধাচারী সভ্যগণের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর দণ্ড ব্যবস্থাপিত আছে। এই ভীষণ অপবাদের বিরুদ্ধে ম্যাট্‌সিনি স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম :—

"রক্তমোক্ষণ—যাঁহারা আমাকে ভালরূপ জানেন তাঁহারা সকলেই বলিবেন যে—রক্তমোক্ষণ আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি এবং আমার বিশ্বাস যে সর্ব্বপ্রকার ভয় প্রদর্শন ভাবি অমঙ্গল নিবারণের

অতি নৃশংস, ন্যায়বিগর্হিত, এবং নীচ উপায়, এই জন্য ইহাও আমার গভীর ঘৃণার বিষয়; অমঙ্গল নিবারণের সবিশেষ ফলপ্রদ উপায়—উদার ভাব সকলের সর্ব্বতোবিকীরণ। এবং আমার বিশ্বাস যে প্রতিহিংসা বা প্রায়শ্চিত্তকে দণ্ডবিধির ভিত্তিভূমি করা নীতি-বিরুদ্ধ ও নিষ্ফল—এরূপ দণ্ড ব্যক্তি বিশেষ দ্বারাই প্রযুক্ত হউক বা সমাজ দ্বারাই প্রযুক্ত হউক। যে দুর্জ্জয় বল মানব স্বত্ব ও মানব কর্ত্তব্যের উল্লঙ্ঘন করে, তাহার বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হওয়ার শোচনীয় আবশ্যকতা মাত্র আমি স্বীকার করি।

"নব্য ইতালী সমাজ কার্ব্বোনারিজম্ সম্প্রদায়ের প্রতিহিংসা-প্রবণ নিয়মাবলী ও ব্যবহারাবলী অস্বীকার করিয়া বিশ্বাসঘাতক-দিগের বিরুদ্ধে পূর্ব্বে যে মৃত্যুভয় প্রদর্শিত হইত তাহা তুলিয়া দিয়াছেন। নব্য ইতালী সমাজের কেন্দ্রীভূত সভা হইতে কেবল একমাত্র দণ্ডবিধি ও একমাত্র বিধিব্যবস্থা বাহির হইয়া থাকে। সে দণ্ডবিধি বা বিধি-ব্যবস্থা সকলেরই সম্মুখে ধারণ করা হইয়াছে, সুতরাং সকলেই তাহার ভাল মন্দ বিচার করিতে পারেন।

"যাঁহারা গুপ্তচর বা বিশ্বাসঘাতকদিগের ধ্বংসবিধানের জন্য অনুরোধ করিতেন, তাঁহাদিগকে আমি বলিতাম যে শুদ্ধ সেই সকলের নাম প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের গুণব্যাখ্যা কর—সেই অপযশই তাহাদিগের যথেষ্ট দণ্ড হইবে।

"এরূপ সম্ভব যে কখন কখন আমাদিগের এই সকল নির্দ্দিষ্ট নীতির বিরুদ্ধে প্রদেশবিশেষে আমাদিগের অজ্ঞাতসারে কোন কোন কার্য্য হইয়া থাকে; কখন কখন সম্প্রদায়ত্যাগী বিশ্বাসঘাতকদিগের বিরুদ্ধে কোনও প্রাদেশিক সভা হইতে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু সে দোষ নব্য ইতালী সমাজের উপর আরোপিত করা যুক্তিবি-গর্হিত।

"নব্য ইতালী সমাজের লক্ষ্য দ্বিবিধ। প্রথম লক্ষ্য ইতালীর প্রধান বল—একমাত্র আশা—নব্য সম্প্রদায়কে অকৃত্রিম বৈপ্লবিক মতের অধীনেতৃ-বৃন্দের অধীনে আনা। দ্বিতীয় লক্ষ্য ইহার অধীনেতৃ-

বৃন্দ ও প্রতিনিধিগণ দ্বারা ইতালীর বিভিন্ন বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একতা, স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রূপ একলক্ষ্যে একত্রীকৃত করা।

"প্রথম লক্ষ্য সংসাধনের ভার অবস্থা ও মর্য্যাদা অনুসারে নব্য ইতালী সমাজের সমস্ত সভ্যের উপরই বিন্যস্ত হইয়াছে।

"দ্বিতীয় লক্ষ্য সংসাধনের ভার মাধ্যমিক ও প্রাদেশিক সভা-নিচয়ের উপর প্রদত্ত হইয়াছে।

"এই জগৎ অনন্ত উন্নতিরূপ একমাত্র নৈতিক বিধিদ্বারা পরিচালিত।

"মহতী—অবদান-পরম্পরার সংসাধনের জন্য মানবের সৃষ্টি। তাঁহার বৃত্তিনিচয়ের পূর্ণ, অনিযন্ত্রিত, এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিপুষ্টি সাধনের জন্য তাঁহার সৃষ্টি।

"এইলক্ষ্য সংসাধনের জন্য তাঁহাকে যে উপায় প্রদান করা হইয়াছে তাহা—মানবে মানবে মিলন।

"যখন এক লক্ষ্যে—এক নিয়মের শাসনাধীনে—মানবগণের একীভাব সংসাধিত হয়, তখনই মানবজাতি সম্ভবপর পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হন।

"এই জন্য নব্য ইতালী সমাজ, মানব জাতির বিশ্বজনীন সম্মিলন—স্বাধীন মানবের সমস্ত চেষ্টার চরম ফল বলিয়া স্বীকার করেন। ইহা মানব জতির বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বভাব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন এবং সর্ব্বপ্রকারে তাহা প্রচার করিয়া থাকেন।

"যাহাতে মানব জাতি সাধারণ উন্নতিপথে একত্র সমবেত হইয়া অবিসম্বাদে গমন করিতে পারেন, সেইজন্য তাহাদিগের সকলকেই একটী সাধারণ সাম্যস্থানে উপস্থিত হইতে হইবে। সেই বিশ্বজনীন সমাজের সভ্য হওয়ার পূর্ব্বে, তাঁহাদিগের একটী স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, স্বতন্ত্র নাম এবং স্বতন্ত্র শক্তি চাই।

"মানবজাতি-সাধারণ প্রশ্ন লইয়া বিব্রত হওয়ার পূর্ব্বে আমাদিগকে অগ্রে এক একটী স্বতন্ত্র জাতিরূপে পরিণত হইতে হইবে।

"কিন্তু একতা ব্যতীত কোন জাতির জাতীয় অস্তিত্ব অসম্ভব।

"এবং স্বাতন্ত্র্য ব্যতীতও চিরস্থায়ী একতা সম্ভবপর নহে। যথেচ্ছাচারিগণ—লোকসাধারণের শক্তির হ্রাস করা যাঁহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য—লোকসাধারণের পরস্পর বিচ্ছেদসাধনে সতত বদ্ধপরিকর।

"স্বাধীনতা ব্যতীতও প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য সম্ভবপর নহে।

"স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইলেই স্বাধীনতার প্রয়োজন। স্বাধীন ব্যক্তি ও স্বাধীন জাতিই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সক্ষম। তাহাদিগেরই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য আত্মবিসর্জ্জনে স্বার্থ আছে, তাহারাই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে বাধ্য।

"এই জন্যই ইতালীর একতা, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করা নব্য ইতালী-সমাজের অদ্বিতীয় লক্ষ্য।

"যেখানে প্রভুশক্তি পরিবারবিশেষে পুরুষানুক্রমে সংক্রান্ত, সেখানে চিরস্থায়িনী স্বাধীনতা অসম্ভব।

"প্রভুশক্তির প্রবণতা আত্মপরিবর্দ্ধন ও আত্মঘনীকরণের দিকে।

"যেখানে প্রভুশক্তি পুরুষানুক্রমিক, সেখানে প্রথমপুরুষলব্ধ সুবিধাগুলি দ্বিতীয় পুরুষের ভিত্তিভূমি হয়। পুরুষানুক্রমিক প্রভুশক্তি-ধারয়িতা হইতে প্রভুশক্তির লৌকিক মূলের স্মৃতি বিলুপ্ত হয়। পুরুষানুক্রমিক স্বার্থ—শাস্তা ও জাতীয় স্বার্থের অন্তর্বর্ত্তী হয়। ইহাতে একটী সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সংঘর্ষ অবশেষে বিপ্লবে পরিণত হয়। প্রত্যেক বৈপ্লবিক জাতির কর্ত্তব্য যত শীঘ্র সম্ভব অনিবার্য্য বিপ্লবের অবসান করা; এবং পূর্ণ অবসান করার একমাত্র উপায় বিপ্লবের মূল কারণ সকল দূর করিয়া ভবিষ্য বিপ্লবের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত করা।

"লোকসাধারণের উপকারার্থ লোকসাধারণ কর্ত্তৃকই বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বিপ্লব লোকসাধারণের অভীপ্সিত করিতে হইলে লোকসারণের মনে এই প্রতীতি উৎপাদন করিতে হইবে যে ইহা তাহাদিগেরই জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

"এই প্রতীতি উৎপাদন করিতে হইলে অগ্রে লোকসাধারণকে তাহাদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ স্বত্ব শিখাইতে হইবে; এবং পরে তাহাদিগকে বলিতে হইবে যে সেই সকল প্রকৃতিসিদ্ধ স্বত্বের অনিয়ন্ত্রিত

পরিভোগের একমাত্র উপায় স্বরূপ তাহাদিগকে বিপ্লব স্বীকার করিতে হইবে।

"সুতরাং লোকসাধারণকে স্পষ্টাক্ষরে বলিতে হইবে—যে সেই বিপ্লবের লক্ষ্য একটী নূতন লৌকিক প্রণালীর প্রবর্ত্তনা, এই লৌকিক প্রণালীর কার্য্য—অসংখ্য দীন দরিদ্র প্রজাবৃন্দের অবস্থার উন্নতি সাধন করা; এই প্রণালী স্বাধীন নাগরিক মাত্রকেই তাহাদিগের বৃত্তিনিচয়ের পরিপুষ্টি সাধনে ও আপন আপন কার্য্যের ব্যবস্থাপনে অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা প্রদান করিবে; এই প্রণালীর ভিত্তিভূমি পূর্ণ সাম্য; এবং স্বাধীন, সুশৃঙ্খল, সহজ ও অল্পব্যয়সাধ্য নির্ব্বাচন।

"এই প্রণালী সাধারণতান্ত্রিক।

"নব্য ইতালী সমাজ ঐক্যবাদী ও সাধারণতান্ত্রিক।

"ধর্ম্ম বিষয়ে ইহা সর্ব্ব-প্রকার সাম্প্রদায়িকতা ও শ্রেষ্ঠতন্ত্রতার প্রতিকূল।

"সাধারণ মঙ্গলে ব্যক্তিগত ক্ষমতার প্রয়োগরূপ অনন্ত বিধি হইতে যে সকল ব্যক্তিগত স্বত্ব উপলব্ধ নহে তৎসমস্তের উচ্ছেদ সাধন করা, শ্রমবিক্রেতা ও শ্রমক্রেতার সংখ্যা ক্রমে হ্রাস করা; জাতি-সৃষ্টিকারি সার্ব্বশ্রেণীক সংমিশ্রণের দিন নিকটবর্ত্তি করা; ব্যক্তিগত বৃত্তিনিচয়ের সম্ভবতঃ পূর্ণতম পরিপুষ্টি সাধন করা; এবং যাহাতে জাতীয় শিক্ষার অনন্ত উন্নতি হয় ও লোকসাধারণের অভাব বিদূরিত হয় এরূপ বিধির সংস্থাপনা করা—ইত্যাদি কার্য্যই এই সমাজের প্রধান লক্ষ্য।

"যাহা হউক, যতক্ষণ না বিপ্লবের প্রথম সোপান—বৈদেশিক অধীনতা হইতে স্বাতন্ত্র্য লাভ—আলব্ধ হইতেছে, ততক্ষণ 'নব্য ইতালী সমাজ' সমস্ত চেষ্টা সেই লক্ষ্যে আবদ্ধ রাখার ঔচিত্য স্বীকার করিতেছেন। যতক্ষণ না ইতালীর ক্ষেত্র বৈদেশিক পাদচারণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইতেছে, ততক্ষণ এই সমাজের একমাত্র কার্য্য হইবে অস্ত্র সংগ্রহ করা এবং সর্ব্বথা—যুদ্ধ ঘোষণা করা।

"এই রূপে নব্য ইতালী সমাজ অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্য ও স্বতঃসিদ্ধ

স্বত্বের খ্যাপনা করিয়া, যতদিন না ইতালী বৈদেশিক অধীনতা হইতে শৃঙ্খল-মুক্ত হইতেছে, ততদিন তল্লাভের চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবেন।

"ইত্যবসরে, আভ্যুত্থানিক কালে, নব্য ইতালী সমাজ প্রত্যেক প্রদেশ হইতে এক এক জন প্রতিনিধি লইয়া, একটী কেন্দ্রীভূত অলঙ্ঘ্য-শাসন প্রভুশক্তি সংস্থাপনের পোষকতা করিবেন। যতদিন বিপ্লব পরিসমাপ্ত না হয়, ততদিন এই মহতী সভা স্থায়ী থাকিবে; ইহার কার্য্যসকল সাধারণ মত ও নব্য ইতালী সমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে; অবশেষে বিপ্লব পরিসমাপ্ত হইলে ইহা চিরস্থায়ী জাতীয় সভায় পরিণত হইবে। মুদ্রাযন্ত্র, ফৌজদারী বিচার, সংযোজন ও সংশাসন প্রভৃতি বিষয়ের নিয়মন করা এই প্রভুশক্তির সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য হইবে। এদিকে বহির্বাহ্য অন্তর্বাহ্য বিধিমালা সংগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার নিমিত্ত একটী সমিতি বসিবে। ইতালী—বৈদেশিক শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হইলে, পূর্ব্বোক্ত সমিতি দ্বারা স্থিরীকৃত বিধিমালা বিচারের নিমিত্ত জাতীয় সভায় সমর্পিত হইবে।

"ইতালীয় ক্ষেত্রে একটী শত্রু থাকিতে শত্রুদিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাবমাত্রও অশ্রাব্য। নগরসকলের রক্ষার ভার নাগরিকদিগের হস্তেই সমর্পিত হইবে, এই উদ্দেশ্যে নাগরিকসকলকে অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিতও শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইবে, এবং তাহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করিয়া জাতীয় মহতী সেনার সাহায্যে নিয়োজিত করিতে হইবে। এই বিভক্ত সেনাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে চতুর্দ্দিকে বিভক্ত হইয়া শত্রুসেনাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে।

"প্রথমে অস্ত্র ও জয়; তাহার পর বিধিমালা ও শাসনপ্রণালীর সংগঠন। নব্য ইতালী-সমাজ এই নব ধর্ম্ম প্রচারের ভার গ্রহণ করিলেন। অস্ত্র ও নৈতিক শিক্ষা দ্বারাই নব্য ইতালী সমাজ এই ধর্ম্মবিপ্লব সংসাধনের প্রস্তাব করিতেছেন।

"অস্ত্র প্রাপ্তির জন্য নব্য ইতালী সমাজ ষড়যন্ত্র করিবেন। নৈতিক শিক্ষার জন্য পত্রিকা, সম্বাদপত্র প্রভৃতি প্রচার করিবেন।

' নব্য ইতালী সমাজের সভ্যেরা লিখেন ও ষড়যন্ত্র করেন, এবং তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে ইতালীর উদ্ধার কেবল ইতালীয় বিপ্লব দ্বারাই সংসাধিত হইতে পারে। এই জন্য তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার আংশিক অভ্যুত্থানের প্রতিবাদী। তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে আংশিক অভ্যুত্থানে ইতালীর অবস্থা বরং অধিকতর শোচনীয় হইবে।

" জাতীয় অভ্যুত্থান কেবল জাতীয় বল দ্বারাই সংসাধিত হইবে। বৈদেশিকের সাহায্যে কখনও প্রকৃত ও চিরস্থায়ী স্বাধীনতা লাভ করা যাইতে পারে না। বৈদেশিক সেনার ইতস্ততঃ সঞ্চালন হইতে নব্য ইতালী সমাজ সুবিধা লইতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু ইহার উপর তাঁহারা আপনাদিগের সমস্ত আশা সন্ন্যস্ত করিবেন না।

"নব্য ইতালী সমাজের প্রত্যেক সভ্যের উপর এই সকল সাধারণ নিয়ম প্রচারের ভার অর্পিত হইল।

———— oo ————

দশম অধ্যায়।

নব্য ইতালী সমাজের গঠন প্রণালী।

" একটী কেন্দ্রীভূত বা মাধ্যমিক সভা।

" ইতালীর প্রত্যেক নগরে এক একটী করিয়া প্রাদেশিক সভা।

" প্রত্যেক নগরে এক একজন করিয়া সংগঠক।

" কতকগুলি প্রচারক ও কতকগুলি সভ্য।

" মাধ্যমিক সভা—প্রাদেশিক সভার সভ্য নির্ব্বাচন, সেই সভ্যগণকে সাধারণ উপদেশ প্রদান, সেই প্রাদেশিক সভা গুলির পরস্পর শৃঙ্খলা স্থাপন, এবং সভ্যগণকে পরস্পর-পরিচায়ক সঙ্কেতাবলী নির্দ্দেশ প্রভৃতি কার্য্য করিবেন। সমাজের পত্র পত্রিকাদির মুদ্রাঙ্কন ও বিতরণ, সভ্য সংখ্যানির্ণয়, কার্য্যের সাধারণ শৃঙ্খলা স্থাপন প্রভৃতি

কার্য্যের ভারও এই মাধ্যমিক সভার উপর বিন্যস্ত থাকিবে। এই মাধ্যমিক সভা প্রাদেশিক সভাগুলির উপর অন্যায় ও অকারণ আধিপত্য করিতে পারিবেন না।

"প্রত্যেক প্রাদেশিক সভা আপন আপন প্রদেশের সমাজ-সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। প্রাদেশিক সভ্যগণের পরস্পর-পরিচায়ক সঙ্কেতচিহ্নের স্থিরীকরণ, মাধ্যমিক সভার উপদেশাবলীর সংবহন, মাধ্যমিক সভার মাসিক আত্মোন্নতিসূচক কার্য্যবিবরণ প্রেরণ, কত অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে, অবান্তর বিভাগসকলের বা মত কি, এবং কি কি উপায়ই বা অবলম্বন করা উচিত ইত্যাদি বিষয়ে মাধ্যমিক সমাজের নিকট আত্ম-মন্তব্য খ্যাপন—প্রভৃতি কার্য্যের ভার প্রাদেশিক সভাগুলির উপরই সমর্পিত হইবে।

"নাগরিক সংগঠক প্রাদেশীয় সভা দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। তিনি প্রাদেশিক সভার নিকট এক খানি করিয়া মাসিক কার্য্য-বিবরণ পাঠাইবেন; এবং প্রাদেশিক সভা মাধ্যমিক সভার সহিত যে সকল বিষয়ে লেখালিখি করেন, তিনিও মাধ্যমিক সভার সহিত সেই সকল বিষয়ে লেখালিখি করিতে পারিবেন।

"নাগরিক সংগঠক ও প্রাদেশিক সভা দ্বারাই প্রচারকগণ নির্ব্বাচিত হইবেন। বুদ্ধিমান্ ও সহৃদয় ব্যক্তি দেখিয়াই প্রচারক মনোনীত করিতে হইবে। নব ধর্ম্মে সভ্যগণকে দীক্ষিত করা ও সভার মূলমন্ত্র গুলি তাহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশিত করাই প্রচারকগণের প্রধান কার্য্য। প্রত্যেক প্রচারক আত্ম-নগর-সংগঠকের সহিতই চিটি পত্র লেখালিখি করিবেন। নাগরিক সংগঠক যে যে বিষয়ে প্রাদেশিক সভার সহিত চিটিপত্র লেখালিখি করিয়া থাকেন, প্রচারকগণ সেই সকল বিষয়েই নাগরিক সংগঠকের সহিত চিটিপত্র লেখালিখি করিবেন। প্রচারকগণ নাগরিক সংগঠকের নিকট তাঁহাদিগের মাসিক কার্য্য-বিবরণ প্রদান করিবেন এবং তাঁহার নিকট যে সকল উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন তাহা দীক্ষিত সভ্যগণকে প্রদান করিবেন।

"প্রচারকগণ সচ্চরিত্র লোক দেখিয়াই সভ্য নির্ব্বাচিত করি-

বেন, তাঁহাদিগের অপরকে দীক্ষিত করার উপযোগিনী বুদ্ধি থাকার প্রয়োজন নাই। দীক্ষিত সভ্যগণ নিজ নিজ দীক্ষা-গুরু প্রচারকের অধীনে থাকিবেন, এবং তাঁহাদের যদি কোন সম্বাদ থাকে বা মন্তব্য প্রকাশ করার ইচ্ছা থাকে তাঁহারা দীক্ষাগুরুর নিকটই তাহা প্রকাশ করিবেন। এই দীক্ষিত সভ্যগণ নব্য ইতালী সমাজের মূল মন্ত্রগুলি সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া বেড়াইবেন এবং সর্ব্বদা কার্য্যের জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

"প্রত্যেক সভ্যের একটী করিয়া গুপ্ত নাম থাকিবে, যদ্দ্বারা তিনি এই সমাজে পরিচিত থাকিবেন।

"সভার লক্ষ্য আত্ম-বিস্তৃতি। এই লক্ষ্য সাধনের প্রধান উপায় যুবকসাধারণের—বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর সংখ্যাতীত যুবক-বৃন্দের—নিকট আত্ম-নিবেদন। এই যুবকবৃন্দের মনেই ভাবী আশা ও বর্ত্তমান প্রবণতার মূল দৃঢ়বদ্ধ হইয়া আছে।

"প্রত্যেক সভ্য—যদি সামর্থ্য থাকে—এক একটী করিয়া রাই-ফেল বা মস্কেট বন্দুক ও পঞ্চাশটী করিয়া কার্টুচ্ সংগ্রহ করি-বেন। যদি অসমর্থ হন তাহা হইলে প্রাদেশিক সভার নিকট আবেদন করিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

"প্রত্যেক সভ্য—যদি তাঁহার অবস্থায় অনুমোদন করে—দীক্ষা কালে ও দীক্ষার পর প্রতি মাসে সভার ধনাগারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিবেন।

"এই প্রদত্ত অর্থ প্রাদেশিক ধনাগারে জমা হইবে। প্রাদেশিক সমাজ ইহা দ্বারা প্রাদেশিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। কেবল পরিব্রাজক পাঠান, মুদ্রাঙ্কণব্যয়, অস্ত্রাদি ক্রয় প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সেই সঞ্চিত ধনের ক্ষুদ্রাংশ মাত্র মাধ্যমিক সমাজে প্রেরণ করিতে হইবে।

"দীক্ষাকালে কি পরিমাণে অর্থ দিতে হইবে, কিরূপে সেই অর্থের ব্যয় করিতে হইবে, এবং কাহাকেই বা সেই দীক্ষাশুল্ক হইতে মুক্তি দিতে হইবে ইত্যাদি বিষয় প্রাদেশিক সভারই বিচার্য্য।

"মাধ্যমিক সমাজ অত্যন্ত আত্মাধিপত্য অস্বীকার করেন;

একতা ও কার্য্য-প্রণালীর পূর্ব্বাপর-সঙ্গতি রক্ষার জন্য যেটুকু আধিপত্য একান্ত প্রয়োজনীয় তাঁহারা কেবল সেইটুকু আধিপত্যই সংস্থাপন করিবেন।

"নব্য ইতালী সমাজ কেবল, দুই প্রকার সঙ্কেতচিহ্ন ব্যবহার করিবেন। প্রথম-প্রকার চিহ্ন প্রাদেশিক সভা ও মাধ্যমিক সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত পরিব্রাজকগণ ব্যবহার করিবেন। দ্বিতীয় প্রকার চিহ্ন কেবলমাত্র প্রাদেশিক সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সভ্যগণ ব্যবহার করিবেন এবং ইহা মাধ্যমিক সভায় অগ্রে জানাইতে হইবে।

"এই সঙ্কেত-চিহ্নগুলি প্রতি তিন মাস অন্তর—এবং প্রয়োজন হইলে তাহা অপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যেও—পরিবর্ত্তিত হইবে। এইরূপে এক প্রদেশের চিহ্ন পুলিস কর্ত্তৃক পরিজ্ঞাত হইলেও, অপর প্রদেশের চিহ্নগুলি পুলিসের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত থাকিবে।

——— 00 ———

একাদশ অধ্যায়।

পোপ চতুর্দ্দশ গ্রেগরীর পত্রের উত্তরে যাজকমণ্ডলীর প্রতি ম্যাট্‌সিনির উক্তি।

"যে নৈতিক শক্তি দ্বাদশ শতাব্দী ধরিয়া ইউরোপীয় একতার কেন্দ্রীভূত হইয়া আসিয়াছিল, ইউরোপ এক্ষণে সে নৈতিক শক্তির প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। ইউরোপ সেই শক্তির প্রতি এক্ষণে যেরূপ উদাসীন তুষ্ণীম্ভাব দেখাইতেছেন তাহা অপেক্ষা অধিকতর মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা ইহার উপর প্রযুক্ত হইতে পারে না। পোপীয় প্রভুশক্তি অন্তর্হিত এবং তাহার সহিত ক্যাথলিক ধর্ম্মও বিলুপ্ত হইয়াছে।

"এবং পোপও স্বয়ং ইহা অবগত আছেন; পোপীয় প্রভুশক্তির বিলোপ তিনি স্বভাবজ জ্ঞান দ্বারা পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছি-

লেন। তিনি যাজক-মণ্ডলীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে এই ধ্বংসের—দুরপনেয় ধ্বংসের—ধ্বনি স্বয়ং উত্থাপিত করেন; যাঁহারা এই মর্ম্মার্থ বুঝিতে সক্ষম, তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন ভাবী ধ্বংসের ইহা অপেক্ষা অধিকতর হৃদয়োত্তেজক ভবিষ্যদ্বাণী শ্রুত হয় নাই।

"পোপের পত্রের জ্বলন্ত অক্ষরগুলি পাঠ কর—বর্ত্তমান যুগের ন্যায় এরূপ দলাদলি, ষড়যন্ত্র, পোপীয় রাজ্যের প্রতি আক্রমণ প্রভৃতি অন্য কোন যুগে পরিদৃষ্ট হয় নাই। একতাশৃঙ্খলের এক এক খানি গ্রন্থি যেন দিন দিন খসিয়া পড়িতেছে। ক্যাথলিক ধর্ম্ম প্রকাশ্যরূপে আক্রান্ত হইতেছে। এই অশুভ সর্ব্বতঃ প্রসারিত হইতেছে। মুদ্রাযন্ত্র প্রাচীন ধর্ম্মমতের বিরোধি মত সকল প্রচার করিতেছে। বোধ হইতেছে যেন পৃথিবীর উপর ঈশ্বরের কোপানল পতিত হইয়াছে। কুমারী ও প্রচারকগণের মধ্য দিয়া কেহ আর এক্ষণে মুক্তি-প্রার্থী হয় না।

"পোপের পত্রত এই বলে।

"এই অবস্থায় ক্যাথলিক ধর্ম্মের কিন্তু একমাত্র আশাস্থল যাহা ছিল তাহাও গিয়াছে। ল্যামনেজের মত সকল যদি পোপ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে পোপীয় ধর্ম্মের ধ্বংস আরও কিছু দূরবর্ত্তী হইতে পারিত। কিন্তু পোপ ল্যামনেসের মত সকল প্রত্যাখ্যান করিয়া আত্মধ্বংস ত্বরিত করিয়াছেন।

"ল্যামেনেস প্রত্যক্ষ, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, হৃদ্বৃত্তি ও যুক্তির প্রামাণ্য অস্বীকার করেন। এ সমস্ত তাঁহার মতের বিরোধী বলিয়া তিনি তাহাদিগের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না।

"তিনি কর্ত্তব্যের একমাত্র ভিত্তিভূমি ও প্রভুশক্তির একমাত্র নিয়ামক একটী অলঙ্ঘ্য ও বিশ্বনিয়ামক বিধির অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

'এই বিধি ঈশ্বরের বিধি—অথবা সেই বিধিই ঈশ্বর।

"চর্চ্চ সেই বিধির একমাত্র আধার ও একমাত্র ব্যাখ্যাতা।

"চর্চ্চের অস্তিত্ব ইহার আচার্য্যের উপরই নির্ভর করিতেছে।

চর্চ্চের আধ্যাত্মিক প্রভুশক্তি পোপেরই হস্তে। তিনিই বিধির বিধির নিয়ন্তা। ধরাতলে তিনিই ঈশ্বর।

"সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক সম্প্রদায়—যাঁহারা ক্যথলিক চর্চ্চ ও পোপ হইতে অপসৃত হন—বিদ্রোহী বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

"এই গুলিই ল্যামেনেসের প্রধান প্রস্তাব।

"কিন্তু সর্পত্যক্ত ত্বকের ন্যায় ইউরোপ ইহা ত্যাগ করিয়াছেন, ইউরোপ এই সকল মতের বিরুদ্ধে বিপ্লবপতাকা উড্ডীন করিয়াছেন।

"এক্ষণে সর্ব্বত্র এই একমাত্র প্রশ্ন আন্দোলিত হইতেছে যে—কি রাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি, কি দর্শন, কি সাহিত্য—সকল বিষয়েই সেই চরম বিধি কি অলঙ্ঘ্য-শাসন প্রভুশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি-বিশেষের উপর সংন্যস্ত থাকিবে—না জনসাধারণ তাহার ব্যাখ্যাতা ও সংন্যাসস্থল হইবে?

"লেমেনেস্ ধর্ম্মনীতি-বিষয়ক এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে ধর্ম্মনৈতিক মত সকলই চর্চ্চের ভিত্তিভূমি, সুতরাং ধর্ম্মনৈতিক প্রভু-শক্তি ইহার আচার্য্যের হস্তে সংন্যস্ত হওয়া উচিত।

"তিনি প্রভুশক্তিকে বিশ্বজনীন-প্রমাণ সাধ্য বা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"তাঁহার মতে প্রভুশক্তি অদ্বিতীয়, চিরস্থায়ী, এবং বিশ্বব্যাপী।

"চর্চ্চ ব্যাখ্যাত খ্রীষ্টধর্ম্ম ধর্ম্মনীতিবিষয়ে সেই প্রভুশক্তির আধার।

"কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কিরূপে এবং কোথায় সেই চর্চ্চ এক?

"বিশ্বাস-পরায়ণ জনসাধারণে কি চর্চ্চের একতা? কই জন-সাধারণ ত একত্র মিলিত হইয়া তর্কবিতর্কের পর কোন মতামত প্রকাশ করে না।

"যাজকমণ্ডলীতে কি চর্চ্চের একতা? কই যাজকমণ্ডলীত ঐকমত্যে কোন কায করেন না; অথবা একত্র মিলিত হইয়া বন্ধু-

ভাবে তর্ক বিতর্ক করিয়া জনসাধরেণের ধর্ম্মনৈতিক শাসন-প্রণালী বিষয়ে কোন বিধি ব্যবস্থাপিত করেন না।

তবে কি পোপীয় মন্ত্রিসভাতে চর্চ্চের একতা? কই মন্ত্রিসভাত চিরস্থায়ী নহে। তবে কি পোপ ও মন্ত্রিসভা উভয়েতেই এই একতা? তাহাই বা কিরূপে বলিব? পোপ ও মন্ত্রিসভা—ইহাঁদিগের মধ্যে অনৈক্য ঘটিলে মীমাংসা করে কে?

"সুতরাং প্রভুতা পোপেই কেন্দ্রীভূত।

"ল্যামেনেসের এই যুক্তি ও এই মত; এবং যতই কেন যথেচ্ছা-চারিণী হউক না এমন প্রভুশক্তি জগতে বিদ্যমান নাই, এই যুক্তি-বলে যাহার অস্তিত্ব বিধিসঙ্গত বলা যাইতে না পারে। ঐ যুক্তির সম্প্রসারণ দ্বারা বলা যাইতে পারে—যথেচ্ছাচারি রাজ্যতন্ত্রের একতা প্রজাসাধারণে বিদ্যমান থাকিতে পারে না, কারণ রাজ্যশাসনবিষয়ে প্রজাসাধারণের মতামত কখনই গৃহীত হয় না; কোন জাতীয় সভায় বিদ্যমান আছে তাহা বলিতে পার না, কারণ কোন জাতীয় সভার অস্তিত্বই নাই; যে-কোন-প্রকার জাতীয় সভা ও রাজা উভয়েই বিদ্য-মান একথাও বলিতে পার না, কারণ ইহাদিগের মধ্যে অনৈক্য ঘটিলে মীমাংসা করিবে কে? সুতরাং রাজ্যের একতা রাজাতেই কেন্দ্রীভূত।

"এ যুক্তি ডন্ মাইগেল, মডেনার ডিউক, এবং টিউনিসের বে প্রভৃতির নিকটই খাটিতে পারে; কিন্তু সে দিন বহু-দূরবর্ত্তী নয়, যখন প্রজাসাধারণ পূর্ব্বোক্ত যুক্তির উত্তরে বলিবে:—

"যে হেতু রাজ্যের একতা তোমার ন্যায় ব্যক্তি-বিশেষে আবদ্ধ হওয়ায় ঘৃণাস্পদ ও যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছে, আমরা তোমাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজ্যের একতা আমাদিগেতেই কেন্দ্রীভূত করিব; এবং যদি আমরা কৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে আমাদিগের প্রভুতা বিধি-বিগর্হিত বলিয়া কে প্রমাণ করিতে পারিবে?

"ল্যামেনেসের যুক্তি-প্রণালীতে ঔচিত্যবাদকে অস্তিত্ববাদের অধীন করা হইয়াছে—অর্থাৎ যাহা আছে তাহার উপরই তাঁহার যুক্তি বিন্যস্ত, যাহা হওয়া উচিত তাহার উপর বিন্যস্ত নহে। কিন্তু এ

ভিত্তিভূমি দৃঢ় ও চিরস্থায়ী কি না—ইহার উপর পোপের প্রভুতা বিন্যস্ত রাখা উচিত কি না, যাজকমণ্ডলী তাহা বিচার করুন্।

"প্রত্যেক ঘটনার বিদ্যমানতা প্রকৃতিতঃ পরিবর্ত্তনশীল, যে ঘটনা আজ পোপের আধিপত্যের সমর্থন করিতেছে, সেই ঘটনা হয়ত কাল পোপের আধিপত্যের মূলে কুঠারাঘাত করিবে—তখন পোপের আত্মনিন্দা করা ভিন্ন আর গত্যন্তর থাকিবে না।

"যে পূর্ব্বপক্ষ হইতে লামেনেস্ পোপের আধিপত্যরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেই পূর্ব্বপক্ষ হইতেই আমরা পোপের ধ্বংস-রূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি।

"এবং লামেনেস্ ও পোপ উভয়েই জানিতে পারিয়াছেন যে—যে অস্তিত্ববাদের উপর তাঁহাদিগের একমাত্র আশা সন্ন্যস্ত রহিয়াছে, সেই অস্তিত্ববাদই একদিন তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশের নিদান হইবে। পোপের প্রভুতা আজ একটী বিদ্যমান ঘটনা বটে—কিন্তু সেই প্রভুতা যখন কাল জনসাধারণ স্বহস্তে গ্রহণ করিবে, তখন কল্যকার বিদ্যমান ঘটনার দ্বারা অদ্যকার বিদ্যমান ঘটনা নিরস্ত হইবে। প্রভুতা যে পোপ হইতে জন-সাধারণে সংক্রামিত হইবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই; এবং একবার সংক্রামিত হইলে, কোন্ যুক্তি ও কোন্ আশা আর পোপের পক্ষে থাকিবে?

"পোপও লামেনেস্ উভয়েই এই অবশ্যম্ভাবী বিপৎপাতের প্রতীকারৌষধি নির্ণয়ের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন; কিন্তু দুই জনে দুই স্বতন্ত্র প্রতীকারৌষধি স্থির করিলেন।

"পোপ যথেচ্ছাচারিণী প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া একমাত্র আশ্রয়-তরুর মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি তদীয় পত্রে লামেনেসের যুক্তি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিলেন; একবার ভাবিয়া দেখিলেন না যে লামেনেসের যুক্তি অস্বীকৃত হইলে, তাহার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে তাঁহার স্বাপক্ষ্যে এমন আর কোন যুক্তি নাই।

"লামেনেস্ ব্যক্তি-সমষ্টিরূপ জনসাধারণের একটীমাত্র ব্যক্তি; তিনি জানিতেন যে পোপের লেখনীর একটী আঘাতেই জনসাধা-

রণের প্রভুতারূপ প্রকাণ্ড-বৃক্ষের উন্মূলন অসম্ভব। 'তিনি জনসাধারণের পতাকা উড্ডীন দেখিলেন; দেখিয়া তাহাতে 'ঈশ্বর এবং স্বাধীনতা' এই জলন্ত অক্ষর গুলি অঙ্কিত করিয়া দিলেন। জনসাধারণকে বলিলেন যে ঐ অক্ষর গুলি চর্চ্চের অধিনায়ক পোপের স্বহস্তাঙ্কিত; এবং সেই পতাকা বৃদ্ধ পোপের হস্তে দিয়া বলিলেন—'আপনি এই পতাকা স্বহস্তে উড্ডীন করিয়া জনসাধারণকে উপশমিত ও বশীকৃত করুন্'।

"কিন্তু বৃদ্ধ পোপ ল্যামেনেসের কথা না শুনিয়া সেই শান্তিপ্রদ অক্ষর গুলির উপরে রুধির-কলুষিত অঙ্গুলি দ্বারা 'ঈশ্বর এবং যথেচ্ছাচার' এই অক্ষরগুলি লিখিলেন।

"কিন্তু যে লোক-হৃদয়ে ঈশ্বরের অঙ্গুলি—'স্বাধীনতা' শব্দটী অঙ্কিত করিয়াছে, সেই হৃদয় হইতে সেই শব্দটী মুছিয়া ফেলা কোন পোপের অঙ্গুলির সাধ্য নহে।

"পোপের পত্রগুলি হইতে ও ল্যামেনেসের অতীত মতাবলী ও বর্ত্তমান তুষ্টীম্ভাব হইতে এই দুইটী নৈতিক সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে:—

"প্রথমতঃ—ল্যামেনেস পোপীয় ধর্ম্মের সহিত স্বাধীনতার সামঞ্জস্য করিতে গিয়া এবং পোপ ল্যামেনেসের মতের প্রতিবাদী হইয়া উভয়েই প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে স্বাধীনতা দ্বারা সমর্থিত না হইলে, কোনও চিরস্থায়িনী প্রভুতা সম্ভবপর নহে।

"দ্বিতীয়তঃ—স্বাধীনতা ও পোপীয় ধর্ম্ম পরস্পর-বিরোধী, একের সহিত অপরের সামঞ্জস্য হইতে পারে না।

"এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, পোপীয় ধর্ম্মের সহিত স্বাধীনতার সমরে কাহার জয়লাভের সম্ভাবনা?

"পৃথিবী এক্ষণে একতা-পিপাসু, যাহার পতাকা সেই একতায় লইয়া যাইবে, সেই জয় লাভ করিবে।

"বিশ্বজনীন অনুমোদনই একতার—সুতরাং প্রভুতারও—ভিত্তিভূমি। যেখানে সেই বিশ্বজনীন অনুমোদন নাই, সেইখানে একতাও নাই, প্রভুতাও নাই; সুতরাং অরাজকতা দেদীপ্যমান।

"ক্যাথলিক ধর্ম্মে এক্ষণে সেই বিশ্বজনীন অনুমোদন নাই, সুতরাং এক্ষণে ইহা মৃত। কারণ মানবজাতি এক্ষণে আত্ম-স্বাধীনতা খ্যাপন করিয়াছে, এবং ইহা সেই স্বাধীনতার বিরোধী। মানব জাতি যখন একবার আত্ম-স্বাধীনতা খ্যাপন করিয়াছে, তখন ইহাকে আবার দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে কাহার সাধ্য?

"মানবজাতির উন্নতি, একতা এবং সম্মিলন—সকল বিপ্লবের মূলেই এই ভাবের প্রাবল্য; এবং সেই শুভনিচয় সংসাধনের জন্যই বিপ্লব সকলের আবশ্যকতা।

"মানবজাতির এই গম্ভীর উন্নতিমার্গে—যখন সকল জাতি সেই অপরিজ্ঞাত অনির্দ্দিষ্ট সামাজিক জগতের অভিমুখে গান করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে—সেই গম্ভীর সময়ে একটী স্বর শুনা যাইতেছে না, একটী লৌকিক উপাদান অন্তর্হিত রহিয়াছে।

"যে স্বরের কথা বলিতেছি তাহা যাজকমণ্ডলীর; এবং যে লৌকিক উপাদানের কথা বলিয়াছি—তাহা যাজকমণ্ডলী।

"সকল দেশেই বিশেষতঃ ইতালীতে যাজকমণ্ডলী অজ্ঞেয় মনোবৃত্তির বশীভূত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র অস্বীকার করেন, এবং যে হস্তে জনসাধারণকে আশীর্ব্বাদ করা উচিত, সেই হস্ত উত্তোলন করিয়া তাহাদিগকে শাপ প্রদান করেন।

"যাজকমণ্ডলী যে দিন ফিউডাল প্রভুদিগের ও সম্রাট্‌গণের যথেচ্ছাচার হইতে প্রজাসাধারণকে রক্ষা করা একমাত্র ব্রত বলিয়া মনে করিতেন, সে দিন ভুলিয়া এক্ষণে তাঁহারা যথেচ্ছাচারিণী প্রভুশক্তির প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠিয়াছেন; এক্ষণে তাঁহারা সেই বৈদেশিকের চরণে লুণ্ঠিতশির, যে বৈদেশিক একদিন দ্বিতীয় জুলিয়সের স্বরে কম্পিতকলেবর হইতেন। এক্ষণে তাঁহারা ছায়ামাত্রাবশিষ্ট পলায়মান রাজলক্ষ্মীর——যে রাজলক্ষ্মী ঈশ্বর ও মানব উভয় কর্ত্তৃকই অধঃকৃত হইয়াছে—পক্ষসমর্থনের জন্য নির্যাতক ও গুপ্তচরের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

"নির্জ্জনবাসী ও পরস্পর-বিচ্ছিন্ন সুতরাং ঐক্যরহিত হইয়া

এক্ষণে তাঁহারা সেই সকল উপদেশ, এবং মানবমাত্রেরই, সুতরাং তাঁহাদিগেরও, হৃদয়ের সেই সকল অনন্ত পরিণতি ও পরিপুষ্ট সাধনের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর—যে উপদেশমালার শিক্ষা প্রদান ও যে স্বত্বনিচয়ের প্রচার একদিন তাঁহাদিগের জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল।

"যাজকমণ্ডলী সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের নামে অজ্ঞান ও অসত্য প্রচার করিতেছেন; এবং সামরিক ঈশ্বরের নামে জঘন্য অধীনতা শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহারা বর্ত্তমান সময়ের অধর্ম্ম, অবিশ্বাস ও পাপাচার লইয়া ঘোরতর আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদিগের জানা উচিত যে অন্যান্য বৈপ্লবিক যুগের ন্যায় বর্ত্তমান বৈপ্লবিক যুগও প্রধানতঃ ধর্ম্ম ও আত্মত্যাগের মহীয়ান্ ভাবে উত্তেজিত হইয়া যাঁহারা স্রষ্টার নামে মানবজাতিকে ধূলি হইতে তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং মানবমনে নিজ উৎপত্তিকারণ ও জীবনব্রতের ভাব উদ্দীপিত করিয়া দিতেছেন, যাজকমণ্ডলী তাঁহাদিগের বিরুদ্ধেও বজ্রনিনাদ উত্থাপিত করিয়াছেন। অবশেষে যথেচ্ছাচারজনিত বিশৃঙ্খলা নিবারণ ও বিশ্বপ্রেমের নামে মানবজাতির একতাসাধন যে সকল অসমসাহসিক মনীষীর জীবনব্রতের একমাত্র লক্ষ্য; ইহাঁদিগের কোপানল তাঁহাদিগেরও উপর পতিত হইয়াছে।

"কিন্তু এ সমস্ত আমাদিগের নিকট তৃণবৎ। অঙ্গুলীমাত্রে গণনীয় কতিপয় যাজক উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে অস্বীকৃত হইতেছেন বলিয়া মানবজাতির অগ্রগামিনী গতি প্রতিহত হইবে না; তাঁহারা ইচ্ছা করেন ত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আত্মগোপন করিতে পারেন। প্রাচীন ধর্ম্মের অধিপতিগণ অগ্রসর হইবেন না বলিয়া, মানবজাতি তাঁহাদিগের সহিত থাকিবেন না। ধর্ম্মের ভাব মানবজাতির জন্যই মানবজাতিতে বিদ্যমান; সুতরাং মানবজাতিই জানেন কোন্ দিকে ইহার গতি, এবং কি ইহার লক্ষ্য। ধর্ম্মের লক্ষ্যের অনুসরণোদ্দেশে ধর্ম্মের স্বর কেবল মানবজাতিই শুনিতে পান; এবং যে গূঢ় সূত্রে মানবজাতির অবান্তর জাতিনিচয় পরস্পর সম্বদ্ধ, সেই গূঢ় সূত্রের একমাত্র ধারয়িত্রী মানবজাতি।

"ধর্ম্ম মূলতঃ ঈশ্বরের ন্যায় অদ্বিতীয়, অনন্ত ও অপরিবর্ত্তনীয়; কিন্তু ইহা বাহ্য আকৃতি ও পরিণতিতে সাময়িক বিধি—অর্থাৎ মানব-বিধি—দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই মানববিধি-নিয়ন্ত্রিত ধর্ম্ম, মানবের ন্যায়, মানবজাতির ন্যায়—জন্ম, বৃদ্ধি, পরিবর্ত্তন, পরিণতি, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু এবং পুনর্জ্জন্ম, প্রভৃতির অধীন। এবং এই অশ্রান্ত পরিবর্ত্তনে, এই জন্ম মৃত্যুর নিরন্তর বিনিময়ে, ইহা ক্রমেই অধিকতর পূত, উন্নত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতেছে; ইহার লক্ষ্য ও উৎপত্তি-কারণ সেই অসীমতার দিকে ইহা ক্রমাগত ধাবিত হইতেছে। ইহা একতা হইতে আসিয়াছে এবং একতায় পুনরায় গমন করিতেছে; ইহা মানবকেন্দ্র দিয়া গতিপথে পৃথিবীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছে। সুতরাং মানব-ইতিহাসের সহিত ইহার আত্ম-ইতিহাস সম্পূর্ণ অভিন্ন।

"যখন পরিবর্ত্তনের সময় পরিপক হইবে, তখন পরিবর্ত্তনের গতি রোধ করা মানবী শক্তির অসাধ্য; যদি যাজকমণ্ডলী সেই পরিবর্ত্তন-যুগের অবতারণা করিতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে মানব-জাতি মানব হইতে ফিরিয়া ঈশ্বরের নিকট আত্মনিবেদন করিবেন, এবং আপনি আপনাকে যাজক, পোপ ও ঋত্বিকের কার্য্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিবেন। শ্রেণীবিশেষের যাজকতা অপেক্ষা মানবজাতির যাজকতা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমাদিগের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, যাজকমণ্ডলীও মানবজাতির অন্তর্নিবিষ্ট, তাঁহারাও স্বাধীন নাগরিক, তাঁহারাও আমাদিগের দেশীয় ভ্রাতা; সুতরাং যিনি বৈপ্লবিক পতাকায় 'দেশ ও মানবজাতি' অঙ্কিত করিয়াছেন, তাঁহার কর্ত্তব্য সকল শ্রেণীকে ও সকল ব্যক্তিকেই ভ্রম ও আলস্য হইতে তুলিতে প্রাণপণে চেষ্টা করা।

"যদি আমরা দুই চারিজন সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব যাজককে বাদ দিয়া যাজকমণ্ডলীকে ধরি, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগের মধ্যে এমন অসংখ্য লোক দেখিতে পাইব, যাঁহাদিগের গাউনের নিম্নে স্বাধীন নাগরিকের হৃদয় তর তর বেগে রক্ত সঞ্চালন করিতেছে; যাহাদিগের আত্মা জন্মভূমির অতীত ও বর্ত্তমান দুঃখে শোকমগ্ন রহিয়াছে; এবং

রোমাগ্‌নার সেই ভীষণ রক্তস্রাব ও পোপ-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত নির্ব্বাসন ও নরহত্যা যাঁহাদিগের গভীর শোক ও বিশেষ লজ্জার কারণ হইয়া আছে।

" ইহাঁরা কেন তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছেন? যে সকল অশুভ তাঁহারা ইচ্ছা করিলে নিবারণ করিতে পারেন সে সকল অশুভের জন্য কেবল শোক করিয়া তাঁহারা কেন সন্তুষ্ট রহিয়াছেন? সমবেত মানবের স্বরকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া আশীর্ব্বাদ না করিয়া কেন তাঁহারা পোপের মমতাশূন্য, শুষ্ক ও নিষ্ঠুর বাক্যের নিকট নতশির হইতেছেন?

" বোধ হয় অপ্রকৃত বিবরণে এ বিষয়ে তাঁহারা প্রতারিত হইয়াছেন, যাঁহারা সামাজিক পুনরুজ্জীবনের পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মঙ্গলময় পবিত্র উদ্দেশ্য বিষয়ে বোধ হয় কেহ তাঁহাদিগের মনে সন্দেহ উত্থাপিত করিয়াছেন।

" বোধ হয় এতদিন কেহই তাঁহাদিগের সহকারিতা-প্রার্থী হয় নাই। অথবা বহুদিনের নিষ্ঠুর নির্যাতনে রাগান্ধ হইয়া বিপ্লবকারিগণ বুঝি ভুলিয়া গিয়াছেন যে সাম্য সকলেরই সম্পত্তি, এবং যে সেনা এতদিন রাজকীয় যথেচ্ছাচারের প্রধান সমর্থক ছিল, সেই সেনাই এক্ষণে আমাদিগের প্রধান আশাস্থল দাঁড়াইয়াছে।

" এরূপ ভ্রম, প্রতিঘাতের প্রথম মুহূর্ত্তে দুষ্পরিহার্য্য; কিন্তু সত্যের আলোকে সে ভ্রম শীঘ্রই অপনীত হইবে; এবং যে মুহূর্ত্তে জয় নিঃসন্দিগ্ধ হইবে সেই মুহূর্ত্তেই ঔদার্য্য ও সহিষ্ণুতার ভাব সর্ব্বত্র বিরাজমান হইবে।

" হয় ত এমনও ঘটিতে পারে যে যাজকমণ্ডলী অযৌক্তিক রাগান্ধতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপুনরাগমনের নিমিত্ত অতীত আধিপত্যের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া এবং পোপের অন্ধ অধীনতা হইতে আত্মবিমোচন করিয়া দেখিতে পাইবেন যে এমন একটী প্রকাণ্ড সামাজিক বিপ্লবের যুগ পরিণত হইয়াছে, যে বিপ্লব-নিবারণ মানবী শক্তির অসাধ্য। যখন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে একটী ভাব জনসাধারণের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহার স্তরে স্তরে গ্রথিত হইয়াছে, ও

তথায় সেই অবস্থায় থাকিয়া কালে দৃঢ়ীভূত হইয়াছে; ক্রমে নানা আকার ধারণ করিয়া সমাজের প্রতিরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে; নির্য্যাতনে বিদলিত না হইয়া বরং দিন দিন পরিবর্দ্ধমান হইতেছে এবং মানব-রক্তে কলুষিত না হইয়া বরং পূত হইতেছে; তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে সে ভাব মানবচিন্তার ফল নহে—ঈশ্বর-চিন্তা-প্রণোদিত। ইহা মানব-হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত ঐশ্বরিক চিন্তা; ইহা ভাবী ঐক্যযুগের অগ্রদূত। যাঁহারা এই সমবেত বিশ্বজনীন গতিকে সম্প্রদায় বা দলবিশেষের কার্য্য বলিয়া গালিবর্ষণ করিতে কৃতসঙ্কল্প, তাঁহারা অনন্ত ঐশ্বরিক বিধির স্থলে আত্মইচ্ছা প্রতিষ্ঠাপিত করিবার উদ্দেশেই প্রতিবাদ করিয়া থাকেন।

তাঁহারা শীঘ্রই জানিতে পারিবেন যে এই প্রকাণ্ড বিপ্লব তাঁহাদিগের সহিত অথবা তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হইবে। কাল-বিবর্ত্তনে ও ঘটনাস্রোতে যে অট্টালিকা দূষিতভিত্তি হইয়া গিয়াছে, সেই অট্টালিকাকে বলপূর্ব্বক আমূল পরিরক্ষা করিতে চেষ্টা করার পরিণাম—সমস্ত অট্টালিকার পতন। তাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত পোপীয় ধর্ম্মের একীভাব করিয়া পোপীয় ধর্ম্মের সহিত খ্রীষ্টধর্ম্মের পতনের পথ সুপ্রশস্ত করিতেছেন।

“তাঁহারা ক্রমেই জানিতে পারিবেন যে স্বাধীনতাপিপাসু ব্যক্তিবর্গের উপর যে অপযশরাশি আরোপিত করা হইয়াছে তাহা প্রকৃত-ঘটনা-সমর্থিত নহে; তাঁহাদিগের দলের সম্ভ্রান্তশ্রেণী তাঁহাদিগের সহজপ্রত্যয়িতার সুবিধা লইয়া এবিষয়ে তাঁহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়াছেন। উক্ত সম্ভ্রান্তশ্রেণীর ভয় যে স্বাধীনতার ভাব একবার রাজনীতিতে প্রবিষ্ট হইতে দিলে, সেই স্বাধীনতার ভাব যথেচ্ছাচারিণী পোপীয় শাসনপ্রণালীতেও সংক্রামিত হইবে।

“তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে রোম ও পোপীয় ধর্ম্মকে যথেচ্ছাচারী রাজবৃন্দের সহিত সংমিশ্রিত করায়, ধর্ম্ম লইয়া ব্যবসায় করায়, এবং আত্মকামনা পরিপূরণে চার্চ্চের কর্ত্তব্য জ্ঞানকে বলিপ্রদান করায়, পোপের ধর্ম্ম-আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়াছে।

"তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে এক্ষণে ধর্ম্মের বেদি মন্ত্রিসভার পাদপীঠরূপে পরিণত হইয়াছে; পোপগণের হৃদয়তন্ত্রী ভায়েনা ও সেণ্ট পিটর্স বর্গের অঙ্গুলিস্পর্শেই বাজিয়া থাকে। খ্রীষ্টধর্ম্মের আদেশানুসারে কায করিতেছি এইভ্রমে পোপগণ প্রকৃত প্রস্তাবে রাজবৃন্দের গুপ্ত মনোরথ পূর্ণ ও যথেচ্ছাচারিণী ইউরোপীয় প্রভুশক্তির সংকল্প সকল সিদ্ধ করেন।

"তাঁহারা ক্রমেই দেখিতে পাইবেন যে তাঁহারা কতিপয় মাত্র ব্যক্তির হস্তে ক্রীড়নকস্বরূপ; সেই কতিপয় মাত্র ব্যক্তি—পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন খ্রীষ্টের ভাব চর্চ্চ হইতে তিরোধান করিয়াছিল, এবং প্রতিষ্ঠাপকগণ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত চর্চ্চ গবর্ণমেণ্টের উৎকৃষ্ট ও উদার প্রণালী যখন বিধ্বস্ত হইয়াছিল—গ্রাম্য প্রতিনিধিপ্রেরণ প্রথা উঠাইয়া দিয়া সকল ক্ষমতা আত্মসাৎ করেন ও যাজকমণ্ডলীকে সামান্য অনুচরবর্গে পরিণত করেন। তাঁহারা দেখিবেন যে পোপধর্ম্মের ভাবকে জঘন্য শূন্য ও বিশুষ্ক পার্থিবতায়, ধর্ম্ম্য উপাসনাকে ক্রয়বিক্রয়ের সামগ্রীতে, এবং যাজকমণ্ডলীকে যথেচ্ছাচারিণী প্রভুশক্তির করযন্ত্ররূপে পরিণত করিয়াছেন।

"বৈপ্লবিক ব্যক্তিবৃন্দ যদি এই সকল অত্যাচারের প্রতিহিংসা প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হন, তাহা হইলে প্রতিহিংসার কারণ আলোচনা করিলে তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিতে হইবে বটে, কিন্তু তাহার সঙ্কীর্ণ ও সাংঘাতিক ফল দেখিয়া তাঁহারা নিশ্চয়ই তাহা হইতে বিরত হইবেন। তাঁহাদিগের লক্ষ্য ও সাধন পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে বৈপ্লবিক ধর্ম্ম-সমাজের প্রত্যেক উপাদান ও প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য 'স্বাধীন' এই শব্দটী, হয় সকলের জন্য উচ্চারিত হইবে, না হয় কাহারও জন্য নয়। এবং যাজকমণ্ডলীর উপর গালিবর্ষণ করিয়া ও তাঁহাদিগের সাহায্য গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া, তাঁহারা যে পর কার্য্য ও মতের অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত-হইতেছেন, আপনারাই সেই দোষে দূষিত হইতেছেন।

"বিপ্লবকারিদিগের যেন স্মরণ থাকে যে স্বাধীনতাসমর মতের

বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হইবে, ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের বিরুদ্ধে নহে। ভ্রান্তমতের সমর্থকগণ পোপের চাতুরীতে প্রতারিত হইয়াছেন; সেই চাতুরী তাঁহাদিগের সমক্ষে ধরিয়া দিয়া তাঁহাদিগের ভ্রমসংশোধনের যতক্ষণ না প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি, ততক্ষণ আমাদিগের হতাশ হইবার কারণ নাই।

"তাঁহাদিগের যেন মনে থাকে যে গঠনকার্য্যের সামর্থ্য ও আবশ্যকতা হইলেই, ধ্বংসকার্য্য রহিত করিতে হইবে; এবং বর্ত্তমান সময়ে যে ব্যক্তি একহস্তে ভাঙ্গিতে ও অপর হস্তে গঠিতে অক্ষম সে এই বিপ্লব-কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

"তাঁহাদিগের জানা উচিত যে জনসাধারণের হৃদয়ে যে ধর্ম্মের ভাব কর্ত্তব্য-জ্ঞানে প্রণোদিত হইয়া ভ্রাতৃভাব দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে —সে ধর্ম্মের ভাব জনসাধারণের হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা অন্যায়; কারণ মানবজাতি বা জাতিবিশেষের সকল শ্রেণীর নৈতিক ও ভৌতিক সর্ব্বপ্রকার অবস্থা ও অভাবের উপযোগী একটী মহান্ ও বিশ্বজনীন হৃদয় ভাব-ব্যতীত মানবজাতির সঞ্জীবন অসম্ভব।

* * * * * * * * *

"তাঁহারা জানিবেন যে দীর্ঘকালব্যাপিনী যথেচ্ছাচারিণী প্রভুশক্তির চাতুরী দ্বারা মানব জাতির যে হৃদ্‌বৃত্তি ও মনোবৃত্তি সকল ম্লান ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে, সেই গুলির স্বাধীন ব্যবহার পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার সর্ব্বপ্রথম্ সোপান আত্মাদর ও আত্মশ্রদ্ধা। ললাটে যে দাসত্বরেখা অঙ্কিত রহিয়াছে তাহা মুছিয়া ফেলিয়া—যে ঈশ্বরত্ব আমার অন্তরে ভস্মাচ্ছাদিত রহিয়াছে যে মহত্ত্ব ভবিষ্যতের গর্ভে আমার জন্য বিহিত রহিয়াছে, যে দুর্লঙ্ঘ্য স্বত্ব আমার প্রকৃতিলব্ধ, আমার আপনাকে আপনি সেই গুলি বুঝাইতে হইবে।

* * * * * * * * *

"আমাদের যাজকমণ্ডলী জানেন যে নরহত্যা ও রক্তপাত রুধিরাক্ষরে পোপের স্বহস্তলিখিত আদেশ অনুসারেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে; পোপ যে রাজবৃন্দের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন তাঁহারা আমাদিগের দেশীয়

রাজা নহেন; এবং আমরা যখন রাজ্যের অধীশ্বর ছিলাম তখন আমাদিগের পরমত-সহিষ্ণুতা ও পরকার্য্য সহিষ্ণুতা বিমৃষ্যকারিতার সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াছিল। তাঁহারা জানেন যে আমরা স্বাধীন নাগরিকের শরীর হইতে একবিন্দুও রক্তপাত করি নাই।

"আমাদের যাজকমণ্ডলী জানেন যে, যে অল্পক্ষণ জয়লক্ষ্মী আমাদের অঙ্কশায়িনী ছিলেন, কুশল ও শান্তি ইতালীর সর্ব্বত্র বিরাজমান ছিল; অরাজকতার পরিবর্ত্তে বিধি ও শৃঙ্খলা সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠাপিত হয়; এবং পরে যে গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় তাহা আমাদের দোষ নহে, স্বাধীনতার প্রতিপক্ষগণের গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও প্রকাশ্য বিদ্রোহ নিবন্ধন।

"তাঁহারা জানেন যে, যে পবিত্র বিষয়ের জন্য আমরা অভ্যুত্থিত হই, তাহা আমাদের দোষে কলুষিত বা আমাদের পাপে কখনই কলঙ্কিত হয় নাই। * * * * * *

তাঁহারা জানেন যে দাসত্বের বিশ্বব্যাপি উন্মোচনের জন্য যাঁহারা কৃত সঙ্কল্প, তাঁহাদিগের প্রচারের বিষয়ীভূত মতাবলী প্রধানতঃ ধর্ম্ম্য। * * * * * *

"বস্তুতঃ ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে ঈশ্বরের পবিত্র নামে প্রতিদিন যে সকল জঘন্য পাপাচরণ অনুষ্ঠিত হইতেছে,—তাহার সামক্ষ্যে, এবং রোমীয় সভার অবনতি, দূষিততা, কপটতা ও কুসংস্কারের সম্মুখে, কোন যাজকের ললাটে লজ্জারেখা অঙ্কিত হয় না * *।

* * * * * *

"আমরা ধর্ম্মের ধ্বংসবিধানে সমুদ্যত হই নাই, ধর্ম্মের আদি পবিত্রতা ও আদি লক্ষ্যে লইয়া যাইবার জন্যই আমাদিগের এই উদ্যম; যে ধর্ম্ম এক্ষণে জনসাধারণ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও ঘৃণিত হইয়াছে, সেই ধর্ম্মকে আবার জনসাধারণের প্রেম ও ভক্তিতে প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্যই আমাদের এই উদ্যম।

"একতার ধ্বংস সাধন করা আমাদিগের লক্ষ্য নহে। যেখানে একতা নাই সেখানে একতা প্রতিষ্ঠাপিত করা, এবং ইউরোপে পোপ-

কর্ত্তৃক অবতারিত অরাজকতার পরিবর্ত্তে প্রকৃত ও শক্তিমতী একতা স্থাপন করিয়া, সেই একতার ভাব ইউরোপীয় বিচ্ছিন্ন জাতি সমূহে সংক্রামিত করাই—আমাদিগের একমাত্র লক্ষ্য।

* * * * * *

"মাতৃভূমির যাজকমণ্ডলী! আপনারা কি খ্রীষ্ট ধর্ম্মকে অনিবার্য্য ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবেন? আত্ম-সৌন্দর্য্যে বিচ্ছুরিত ধর্ম্মকে আপনারা কি মানবজাতির শ্রদ্ধায় পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিত করিতে ইচ্ছুক? যদি রক্ষা করিতে চাহেন, যদি ইচ্ছুক হয়েন, আপনাদিগকে জনসাধারণের শীর্ষস্থানীয় করুন, এবং তাহাদিগকে উন্নতির পথে লইয়া চলুন। যে অখ্রীষ্ট বৈদেশিক আপনাদিগকে ও তাহাদিগকে একই শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেই বৈদেশিক শৃঙ্খল হইতে আপনাদিগের ও তাহাদিগের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের পুনরুদ্ধার সাধন করুন্।

"আপনাদিগের কি স্বাধীন নাগরিকের হৃদয় নাই? আপনাদিগের কি মাতৃভূমি নাই? আপনাদিগের হৃদয়ে কি স্বদেশীয় ভ্রাতৃবর্গের প্রতি প্রেম নাই?

"যদি থাকে ত তাহাদিগকে ও আপনাদিগকে উদ্ধার করুন্। একবার স্মরণ করিবেন যে জর্ম্মান্ সেনা কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত মিলান্ নগরের পুনর্নির্ম্মাণের জন্য লম্বার্ডলিগের যে সেনা গমন করে, তাহার অধিনায়ক একজন যাজক ছিলেন। ইতালীয় লীগের যে সেনা আল্প্স শিখরে জাতীয় স্বাধীনতা-পতাকা উড্ডীন করিতেছে আপনারা একবার সেই সেনার নেতা হউন্।

"যে ইতালীয় ক্ষেত্র আজ দৈত্যপদতলে বিদলিত হইতেছে, ঈশ্বরের আদেশে এই ক্ষেত্র এক দিন স্বাধীন ছিল। আজ আবার সেই ঈশ্বরের আদেশেই আপনারা দ্বিতীয় জুলিয়সের ন্যায় সমর-দুন্দুভি উদ্ঘোষিত করুন্। জনসাধারণের উপর আপনাদিগের স্বরের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা। বৈদেশিক উৎপীড়কগণের হস্তে বিমানিত ও শ্রীভ্রষ্ট জন্মভূমিকে পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে, স্বদে-

শীয় ভ্রাতৃগণের* প্রকৃতি-লব্ধ স্বত্বের পূর্ণ ও স্বাধীন ব্যবহারের পুনঃপ্রাপ্তি সাধনের জন্য, জনসাধারণের সহিত আপনাদিগের এবং স্বাধীনতার সহিত চর্চ্চের নূতন সন্ধি সংস্থাপন করিতে আপনাদিগের ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করুন্।

"জন্মভূমির যাজকমণ্ডলী! আপনাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্ব প্রথমে পোপ হইতে ঈশ্বরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন—যিনি সর্ব্বপ্রথমে মানব জাতির পুরোহিত হইয়া মানব জাতির স্বরে কর্ণপাত করিবেন—যিনি নিষ্কলঙ্ক কর্ত্তব্য-জ্ঞানের পবিত্রতায় বলীয়ান্ হইয়া বাইবেল হস্তে জনসাধারণের সঙ্গে 'সংস্কার' প্রচার করিয়া বেড়াইবেন—তিনিই খ্রীষ্ট ধর্ম্মকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবেন, ইউরোপের একতার সূত্রপাত করিবেন, অরাজকতা বিদূরিত করিবেন এবং যাজকমণ্ডলীর সহিত সমাজের চির সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপিত করিবেন।

"কিন্তু পুনর্জন্মের দিন উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে যদি যাজকমণ্ডলীর কাহারও স্বর শ্রুত না হয়—তাহা হইলে—ঈশ্বর যেন না করেন—যাজকমণ্ডলী জনসাধারণের কোপানলে ভস্মীভূত হইবেন। কারণ জনসাধারণের প্রচণ্ড কোপানল একবার উদ্দীপিত হইলে কাহারও রক্ষা নাই। এই জন্য যে মুক্তিমার্গ প্রদর্শন করিলাম সময় থাকিতে তাহার অনুসরণ করুন।"

যাজকমণ্ডলীর প্রতি লিখিত পত্রের পর ম্যাট্সিনি লম্বার্ডীর যুবক-সম্প্রদায়-কর্ত্তৃক নব্য ইতালী সমাজের প্রতি প্রেরিত পত্রের একখানি উৎকৃষ্ট প্রত্যুত্তর লিখেন। তাহার পর ইতালীর অবস্থার অনুরূপ বৈপ্লবিক সমর কি প্রণালীতে অনুষ্ঠান করিতে হইবে তদ্বিষয়ে একটী প্রস্তাব লিখেন। কিছুকাল পরে ম্যাট্সিনি উক্ত প্রস্তাবের সহিত 'বৈপ্লবিক সেনার প্রতি উপদেশ' নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া ইউরোপীয় সমর শাস্ত্রবিদ্ সেনাপতিগণ ম্যাট্সিনির সামরিকশাস্ত্রনৈপুণ্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। ম্যাট্সিনি যে লক্ষ্যে আত্মজীবন উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন, সে লক্ষ্য সংসাধনোপযোগি যাবতীয় উপাদান যে তাঁহার করায়ত্ত ছিল—তিনি যে অশ্রান্ত

যত্নে বৈপ্লবিক, দার্শনিক ও প্রচারকের কার্য্য হইতে বৈপ্লবিক সেনা-নায়ক ও সামান্য সৈনিকের কার্য্য পর্য্যন্তও ভালরূপে বুঝিতেন—ইহা তাহার জাজ্বল্যমান নিদর্শন।

নব্য ইতালী পত্রিকায় ম্যাট্সিনি তাহার পর 'হঙ্গেরি ও ইতালীর একতা'-শীর্ষক দুইটী প্রবন্ধ লিখেন। যখন তিনি 'ইতালীর একতা' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেন তখন লোকে ইতালীয় একতা কল্পনা মাত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ ইতালীয় একতা—একটী ঐতিহাসিক ঘটনা।

দ্বাদশ অধ্যায়।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে 'ইতালীর একতা-শীর্ষক প্রবন্ধটী পুনর্মুদ্রিত হয়। গ্রন্থকার প্রবন্ধের পরিশিষ্টে যে অংশটুকু সংযোজিত করেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

"ইতালীয় একতার পরিশিষ্ট।"

"'ইতালীর একতা' প্রবন্ধটী আমি কখনই সম্পূর্ণ করি নাই। এবং যদি ইতালীর ভবিষ্যৎ আমার সম্মুখে জাজ্বল্যমান না থাকিত, আমি ইহা এক্ষণে সম্পূর্ণ করা অনাবশ্যক মনে করিতাম। ঘটনায় প্রমাণ করিয়াছে যে আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই ঠিক; এবং যাঁহারা ইতালীয় একতা অসম্ভব মনে করিয়া ইতালীয় সম্মিলনের প্রতিপোষক ছিলেন, প্রকৃত ঘটনা তাঁহাদিগের ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছে। ইতালীয় জাতিসাধারণের সর্ব্বশক্তিমান্ ও অবিসম্বাদি স্বর সমস্ত স্বাধীনমতাবলম্বী সাহিত্যব্যবসায়িদিগকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিয়াছে যে ত্রিশ বৎসর ব্যাপিয়া আমাদিগের হৃদয়ে যত্নে লালিতা ইতালীয় একতা, কল্পনা বা বিঘূর্ণিত মস্তিষ্কের উদ্ভাবনা নহে—ইতালীয় জাতিসাধারণের অভাব

ও আকাঙ্ক্ষার, গূঢ় জীবনের ও ভবিষ্যসৌভাগ্যের অব্যর্থ ভবিষদ্বাণী মাত্র। ইতালীয় জাতিসাধারণের স্বাধীন ও অবিসম্বাদি মত এই দুর্ভেদ্য সমস্যার উদ্ভেদ করিয়াছে, এবং অসংখ্য প্রতিকূল ঘটনা সত্বেও ইতালীয় একতা সংসাধনে প্রাণান্ত পণ করিয়াছে। তাহারা এই মহৎ লক্ষ্যের নিকট অন্যান্য সমস্ত স্বত্ব বলিদান দিয়াছে, অবিচলিত অধ্যবসায়ের সহিত রাজার ভয় ও সন্দেহ অতিক্রম করিয়াছে, এবং বৈদেশিক মিত্ররাজ্যের চিরদৌর্ব্বল্যসাধক সম্মিলনের প্রস্তাবে কর্ণপাতও করে নাই।

"ইতালীয় জাতিসাধারণের এই সর্ব্ববাদিসম্মত মীমাংসা সত্ত্বে আমার ইতালীর একতাবিষয়ে আর কিছু না লিখিলেও চলিত।

"কিন্তু কাল যাঁহারা ইতালীর জাতীয় একতার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন; আজ তাঁহারা ইতালীর নূতন রাজা কর্ত্তৃক ইতালীয় একতার নেতৃত্বে ও শৃঙ্খলাকার্য্যে আদিষ্ট হইয়া, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে—ইতালীর সামান্য অংশ—পীড্মন্তে প্রতিষ্ঠাপিত একতার উপযোগিনী নিয়মাবলী ইতালীয় জাতিসাধারণের অভাব পূরণে নিয়োজিত করিতেছেন। ইহাতে ইতালীর গতি হয় পশ্চাদ্গামিনী হইবে, অথবা দোলায়মান হইবে, সুতরাং ইতালীর অগ্রগামিনী গতি রুদ্ধ হইবে। এই জন্যই এ বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক মনে করিলাম।

"'ইতালীয় জাতি' এক্ষণে একটী নূতন ঘটনা; এই নূতন ঘটনার এই গুলি প্রার্থনীয় পরিণাম—প্রথমতঃ জাতীয় সঙ্ঘাতসূচক একটী জাতীয় সভা রোমে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল প্রদেশের স্বাধীন নাগরিক লইয়া একটী জাতীয় সেনা প্রস্তুত করিতে হইবে; তৃতীয়তঃ ইতালীয় রাজনীতিকে বৈদেশিক আশ্রয় ও আধিপত্য হইতে বিমুক্ত করিতে হইবে; এবং চতুর্থতঃ রাজ্যের শাসনকার্য্যে কেবল ইতালীয় একতার প্রতিপক্ষদিগকে বাদ দিয়া সমস্ত জাতিকে গ্রহণ করিতে হইবে।

"ইতালীর শাসনকার্য্যের ভার এক্ষণে যাঁহাদিগের হস্তে তাঁহারা যদি আমাদিগকে সে সকল অধিকার প্রদান না করেন, তাহা হইলে

প্রবঞ্চিত জাতির অভ্যন্তরে নিশ্চয়ই প্রতিঘাত-বাত্যা উত্থিত হইবে। আমার ভয়, পাছে সেই প্রতিঘাতবিপ্লবে আমাদিগের প্রধান জয়—একতা—বিনষ্ট হয়। এই জন্য আমি ইচ্ছা করি যে এই একতা যেন জাতীয় জীবনের সহিত সংগ্রথিত হইয়া যায়, যেন ঘটনাবলীর প্রতি নব বিমিশ্রণে অধিকতর ঔজ্জ্বল্য ধারণ করে।

"একতা একদিন ইতালীর সৌভাগ্য ছিল, আবার আজ হইল। আটার্গো ও নৈল্লা পর্ব্বতের বরফরাশির অভ্যন্তরে সাবেলীয় জাতি-কর্ত্তৃক যে দিন ইতালীর জাতীয় ভাবের বীজ রোপিত হয়, সেই দিন হইতেই ইতালীর সভ্যতা অবাধে ধীরে ধীরে অশ্রান্তগমনে এই দূর ও প্রকাণ্ড লক্ষ্যের অভিমুখে আসিতেছে।

"এই গতি অতি বিলম্বিত হইয়াছে—কারণ ইতালীয় সভ্যতাকে ইতালীয় জাতির মূল নির্ণয় করিতে গিয়া দুইবার পৃথিবী জয় করিতে হইয়াছিল; কিন্তু বহিশ্চর ও অন্তশ্চর সম্ভ্রান্তশ্রেণীর সহিত জনসাধা-রণের সংঘর্ষে ইহার গতি রুদ্ধ হয় নাই; এ গতি অনিবার্য্য ও অজেয়—কি ধর্ম্ম-বিপ্লব, কি বৈদেশিক আক্রমণ, কি বহুকালব্যাপী ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলা, কিছুতেই ইহা নিবৃত্ত হয় নাই। ইতালীয় জাতিসাধারণের ইতিহাসই—ইতালীয় ইতিহাসের ও ইতালীয় ভবিষ্যতের বীজ। বৈদেশিক ও স্বদেশীয় ইতালীর ইতিহাস ও রাজনীতি লেখকদিগের এই বীজ দেখিয়াই স্থির করা উচিত ছিল যে ঘটনাবলীর গতি ইতা-লীয় জাতিসাধারণকে কোন্ লক্ষ্যের দিকে লইয়া যাইতেছে?

"কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন্ ইতালীয় ঐতিহাসিক ইতালীয় জাতির জীবন চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন?

"মাকিয়াভেলি এ কার্য্যের অনুপযোগী ছিলেন; এবং তাঁহার কোন পুস্তকেও বর্ত্তমান-কালীন ও পুরাকালীন ইতালীয় জাতি সমূ-হের পারম্পরিক অবস্থার কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

"সিস্‌মণ্ডি—কেবল একমাত্র বৈদেশিক, যাঁহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে ইতালীর ইতিহাসলেখক বলা যাইতে পারে—তাঁহার লোকতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতি ও গভীর ঐতিহাসিক গবেষণা স্বত্বেও আমাদিগকে ইতা-

লীর ইতিহাসস্থলে ইতালীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ পরিবারবর্গের দলাদলি, গুণ-দোষ ও উচ্চাভিলাষের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন; অবাধে ধীরে ধীরে ইতালীর জাতিসমূহের হৃদয়-সরোবরে অন্তঃস্রোত প্রবাহিত হইয়া ইতালীয় একতারূপ যে প্রকাণ্ড হ্রদের সৃষ্টি হইতেছিল তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই, এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার মনে কোন সন্দেহও উপস্থিত হয় নাই।

"মেকিয়াভেলির গভীর ইতালীয় হৃদয় হইতে একবার একতা-ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু তিনি একজন রাজকীয় ডিক্টেট-রের অধীনে ভিন্ন সে একতা কখনই সম্ভবপর নয় বলিয়া মনে করি-তেন। সিস্‌মণ্ডি ইতালীবাসী নহেন, সুতরাং তিনি আপাত-অপ্র-তিবিধেয় অন্তরায় সকলকে অলঙ্ঘ্য মনে করিয়া 'ইতালীয় একতা' একটী কল্পনামাত্র বলিয়া খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন।

"কিন্তু কি ইতালীয় ঐতিহাসিকেরা কি ইতালীয় ষড়যন্ত্রীরা—আমরা বাদে—কি অভ্যুত্থানিক অধিনেতৃবৃন্দ, অথবা যে সূক্ষ্মশিল্পপ্রিয় ব্যক্তিগণ ইতালীর সুরলহরীতে হৃদয় স্নিগ্ধ করিতে ও ইতালীর অপূর্ব্ব পুরাতন চিত্রাবলী দেখিতে দলে দলে ইতালীতে আসিতেন,—কি তাঁহারা; অথবা যে কবিবৃন্দকে ইতালীতে জীবনস্ফুলিঙ্গমাত্রও 'চিরকালের মত সমাধি-নিহিত একটী জাতির' সুন্দরদৃশ্যে বঞ্চিত করিত, কি তাঁহারা; কেহই ত্রিংশ বা চত্বারিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনাটী উপলব্ধি করিতে পারেন নাই—যে ইতালীয় জাতি সর্ব্বপ্রকার আংশিক উপাদান স্থলে আপনাকে প্রতিষ্ঠাপিত করিতেছেন, এবং সকল জাতি বা শ্রেণীকে বিধ্বস্ত বা অন্তর্নিবেশিত করিয়া লইতেছেন—তাঁহারা কেহই জানিতে পারেন নাই যে বলবতী একতা-প্রবণতাই এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত ইতালীর যাবতীয় উন্নতির উৎপত্তিকারণ হইয়া আসিয়াছে। * * এক্ষণে ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে যে জাতিতেই লৌকিক উপাদান প্রবল সেখানেই একতা নিশ্চিত ও অনিবার্য্য। * * * * *

"যাঁহারা বলেন যে ইতালীর জাতিনিচয়ের মধ্যে পরস্পর অনেক

বৈসাদৃশ্য আছে, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে—ইউরোপীয় জাতি-বৃন্দের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম সমোপাদান জাতি ফ্রান্স,—তাহার পিরিনিজ, ব্রিটানী, লম্বার্ডী এবং প্রোভেন্সের অধিবাসিগণের মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য, ইতালীর লম্বার্ড, রোমান্ এবং নিয়োপলিতান্ অধি-বাসিদিগের মধ্যে কি তাহা অপেক্ষায় অধিকতর বৈসাদৃশ্য? পরস্পা-রের মধ্যে যে বিদ্বেষ ছিল তাহা সমরে নিহত হইয়াছে। তিন শত বৎসরের উৎপীড়নে ইতালীর সর্ব্বত্র জীবন মৃত্যুর অবস্থা একীভূত হইয়া গিয়াছে।

"অন্তর্বিদ্রোহ কি—ইতালীর জনসাধারণ তাহা জানে না। গুপ্তচর ও বিভীষিকা দ্বারা অনুপ্রাণিত দূষিত গবর্ণমেণ্ট, বহুকালব্যাপী কষ্ট দ্বারা উৎপাদিত ক্রোধ, শিক্ষা ও সমবেত রাজনৈতিক স্বত্ত্বের অভাব, এবং ব্যক্তিগত ভাবের প্রণোদন— যে ভাব অন্যান্য সকল দেশ অপেক্ষা ইতালীতে অতিশয় প্রবল—জনসাধারণের মনে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও বিপৎসঙ্কুল প্রতিঘাতের প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই সকল ব্যক্তিগত দোষকে প্রাদেশিক সম্মিলনের বীজ বলিয়া মনে করা আর ব্যক্তিকে প্রদেশরূপে পরিণত করা সমান। এই ব্যক্তিগত দোষ প্রত্যেক নগরের প্রত্যেক বিভাগের প্রত্যেক শ্রেণীতেই বিরাজমান। সেই ব্যক্তিগত দোষাবলী নগর হইতে নগরান্তরে, প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে প্রায় সংক্রামিত হয় না।

"ইতালীর প্রতি ব্যক্তিতে ও প্রতি নগরে যে জীবনীশক্তির প্রাচুর্য্য ও স্বাধীনরূপে কার্য্যকরণের ইচ্ছার প্রাবল্য দৃষ্ট হয়, তাহা—জাতীয় একতা সংসাধিত হইলে—গবর্ণমেণ্টের কেন্দ্রীকরণ-প্রবণতা হইতে স্বাধীনতা রক্ষার প্রধান উপায়স্বরূপ হইবে। কিন্তু সেগুলি কখন রাজনৈতিক প্রকাণ্ড বিভাগ সৃষ্টির আবশ্যকতা উৎপাদন করে নাই এবং করিবেও না।

"দেখিয়া বোধ হয় যেন প্রাদেশিক সম্মিলনের প্রতিপোষকগণ ইতালীর ইতিহাসের এই দুইটী মূল তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম—যথা—বিগত তিন শতাব্দীতে ইতালী যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবান্তর প্রদেশে

বিভক্ত হইয়াছে তাহা ইতালীর অধিবাসিগণের স্বেচ্ছাপ্রসূত অভিমতে বা স্বাভাবিকী প্রবণতা বশতঃ নহে; কিন্তু সেগুলি বৈদেশিক কূট রাজনীতি, অত্যাচার এবং শস্ত্রবলে রাজ্যশাসনের ফল; দ্বিতীয়তঃ ইতালীয় ইতিহাসে প্রাদেশিক বৈরভাবের কোনও নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল বলিয়া কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। দান্তে যে সকল সমরের উল্লেখ করিয়াছেন সেগুলি নগরে নগরে হইয়াছিল, প্রদেশে প্রদেশে নহে; বরং অনেক সময়েই এক প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন নগরে, যেমন কমো ও মিলান্, পাইসা ও সীনা, আরেজো ও ফ্লরেন্স, জেনোয়া ও টিউরিন্। কিন্তু লম্বার্ডী ও পীডমন্ত, বা তস্কানী ও রোমাগ্না ইহাদিগের মধ্যে নহে।

"যে সকল স্থূলদর্শী পরিদর্শক ভীষণ দাসত্বশৃঙ্খলে মর্ম্মাহত দাসগণের পরস্পর বিবাদ হইতে ইতালীর ভবিষ্যতের ভাবী অনিষ্ট আশঙ্কা করেন, তাঁহারা জানেন না যে জাতীয় দুন্দুভি ভবিষ্য সংজ্যাতজাতীয় জীবনের শুভ সমাচার ঘোষণা করিলে সকলেই পরস্পর বৈর ভুলিয়া যাইবে। তাঁহারা কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীর সর্ব্বত্র কিরূপ একবাক্যে এইরূপ সংস্কারকার্য্য সকল প্রচারিত ও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল? তাঁহারা কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিনিসিয়া, লম্বার্ডী ও রোমীয় প্রদেশের অশীতিলক্ষ লোক একই শাসনপ্রণালী, একই রাজবিধি এবং একই বাণিজ্যে কেমন একীকৃত হইয়াছিল? কই তখন ত পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ বা অনৈক্যের বিন্দুমাত্রও লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় নাই।

"তাঁহারা কি ভুলিয়াছেন কিছুদিন পূর্ব্বে যে জেনোয়ার অধিবাসীরা পীড্মন্তের অধিবাসিদিগের অসাধ্য-মিলন শত্রু ছিল, ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে যখন পীড্মন্তীয় সেনা অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে গমন করিতেছিল, তখন সেই জেনোয়ার অধিবাসীরাই পীড্মন্তীয় সেনার পায় পাছে ধূলিকণা বিঁধে এইজন্য তাহাদিগের গমনপথে ফুল ছড়াইয়া দিয়াছিল? তাঁহারা কি ভুলিয়াছেন যে ইহারই দশ বৎসর পরে আবার ইতালীর নামে গুপ্ত সভাসকলের অধিনায়কের আদেশে ইতালীর প্রতি প্রদেশে

বিপ্লবপতাকা ও জয়ধ্বনি উত্থাপিত হয় এবং ইতালীর প্রতি প্রদেশে জাতীয় নামে অসংখ্য স্বজাতিপ্রেমিক ব্যক্তি জীবন উৎসর্গীকৃত করেন।

"তাঁহারা এই চির-প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সত্য ভুলিয়া গিয়াছেন যে চরম ঐতিহাসিক লক্ষ্য সংসাধিত এবং জাতীয় ব্রতের উদ্যাপনা সম্পূর্ণ না হইলে কোনও জাতি কখন মরিবে না বা উন্নতি-পথে স্তব্ধ থাকিবে না।

"ইতালীর জাতীয় ব্রত কি, তাহা তাহার ভৌগোলিক অবস্থায়, তাহার উদারচেতা মহাশয় সন্ততিবর্গের অব্যর্থ ভবিষ্যৎ বাণীতে, তাহার ঐতিহাসিক প্রবাদে এবং তাহার জাতীয় জীবনে পরিব্যক্ত আছে।

"প্রতিপক্ষীয়েরা বলেন যে ইতালী কখন একটী সমগ্র জাতি ছিল না, সুতরাং কখন হইবেও না। কিন্তু আমরা দূরদর্শনে বলিতেছি—যে ইতালী আজ পর্য্যন্ত একটী সমগ্র জাতিতে পরিণত হয় নাই বলিয়াই ভবিষ্যতে একটী প্রকাণ্ড জাতি হইবে। মানবজাতির শুভসাধন ইহার ললাটে লিখিত আছে বলিয়াই ইহা একটী প্রকাণ্ড জাতিতে পরিণত হইবে।

"এবং ধীরে ধীরে যুগে যুগে আমাদিগের জাতি সেই লক্ষ্যের দিকেই গমন করিতেছে। ইতালীর অধিবাসিগণের ও ইতালীয় জাতির ইতিহাস একই। সেই ইতিহাস অদ্যাপি লিখিত হয় নাই, এখন লিখিতে হইবে। সে ইতিহাস লেখার আমার বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইল যে আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না; সেই ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিতেই আমাকে অচিরাৎ সমাধিনিহিত হইতে হইবে। ইতালীর ইতিহাস যেরূপ হওয়া উচিত, রাশীকৃত ক্ষুদ্রঘটনাজালে ইতালীর প্রকৃত উন্নতি বিবরণ নিহিত না করিয়া যুগে যুগে ইতালীর জনসাধারণের যে সমবেত পরিণতি হইয়াছে সেইটীকেই প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া—যিনি ইতালীর ইতিহাস লিখিবেন, তিনিই ইতালীয় একতাকে ইতিহাস ও প্রবাদের দৃঢ় ভিত্তির উপর সন্ন্যস্ত করিয়া আপনার পরিশ্রমকে সার্থক মনে করিবেন।

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

"হাঁ একতা ইতালীতে ছিল, এবং একতা ইতালীতে আবার প্রতিষ্ঠাপিত হইবে। প্রথমে সীজরগণের শস্ত্রে, দ্বিতীয়বার পোপগণের স্বরে ইতালীতে একতা প্রতিষ্ঠাপিত হয়—আজ তৃতীয়বার ইতালীয় জাতি দ্বারা ইতালীর ক্ষেত্রে একতা সংস্থাপিত হইবে।

"যাঁহারা চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ইতালীয় জীবনের উন্নতির প্রতি পর পর স্তরে প্রতি পর পর যুগে একতার লক্ষণ সকল সুস্পষ্ট প্রতিভাত দেখিতে পান নাই—তাঁহারা ঐতিহাসিক আলোকে বঞ্চিত, প্রকৃত ইতিহাসসম্বন্ধে অন্ধ। কিন্তু যাঁহারা একতার এই সকল সুস্পষ্ট লক্ষণ সত্ত্বেও ইতালীতে প্রাদেশিক সম্মিলন ও প্রাদেশিক স্বাধীনতা সংস্থাপিত করিতে সমুদ্যত, তাঁহারা ইতালীর শত্রু ও বিশ্বাসঘাতক।

"সম্মিলন-প্রথা ইতালীতে একতাজনিত বল, বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতার সমবায়কে ব্যক্তিবিশেষের উপকার সাধনে পরিণত করিবে; সম্মিলন-প্রথার প্রধান রোগ শক্তি ও ইচ্ছার সমতৌল্যাভাবকে পরিপুষ্ট করিয়া অরাজকতা ও অনৈক্যের বীজ রোপিত করিবে; প্রাদেশিক অন্তর্দৌর্ব্বল্যকে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া প্রদেশ সকলকে পরস্পর হিংসা ও বিশ্বাসঘাতকতার পাত্র করিবে, এবং অপ্রকৃত ও কাল্পনিক স্বাধীনতার নামে পৃথিবীতে ইতালীর যে মহৎ ব্রত আছে ইহাকে তাহার উদ্যাপন করিতে দিবে না।

"আমি জানি যে প্রাদেশিক সম্মিলনের ভাব যাঁহার (তৃতীয় নেপোলিয়ান) ষড়যন্ত্রে ও উপদেশে ইতালীতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে, তাঁহাকে অনেকে আজও ইতালীর প্রকৃত বন্ধু ও রক্ষক বলিয়া মনে করেন; কিন্তু আমি জানি যে সেই বৈদেশিক যথেচ্ছাচারী রাজা বিশ্বাসঘাতক, এবং ইতালীয়গণ যদি তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন তাঁহাদিগকে শুদ্ধ নির্ব্বোধ বলিয়া ক্ষান্ত হইব না, তাঁহাদিগকে ইতালীর ঘোরতর অনিষ্টকারী বলিব। আমাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া আমাদিগের উপর আধিপত্য করিবেন ইহাই যে তাঁহার লক্ষ্য তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে যখন

সম্মিলনের প্রস্তাব আসিতেছে তখন সে প্রস্তাব যে সন্দেহের সহিত গ্রহণ করা উচিত তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

"ইতালীর আভ্যন্তরীণ অবস্থার গভীর গবেষণা করিয়া অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী ফরাশিজাতির অধিনেতা প্রথম নেপোলিয়ান প্রায়শ্চিত্ত-ক্ষেত্র সেণ্ট হেলেনায় বসিয়া আত্মজীবনবৃত্তে ইতালী সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"'ইতালী আল্পস পর্ব্বত ও সাগর দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত।

"'ইহার প্রাকৃতিক সীমা এরূপ সূক্ষ্মরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে ইহাকে একটী দ্বীপ বলিলেও বলা যায়। * * ইতালী কেবল সার্দ্ধ চারিশত মাত্র মাইল ব্যাপিয়া ইউরোপীয় মহাদেশের সহিত সংযোজিত; কিন্তু সেই সার্দ্ধ চারিশত মাইল ইহা দুর্লঙ্ঘ্য আল্পস রূপী প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। প্রাকৃতিক সীমা দ্বারা এইরূপে ইউ-রোপ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ইতালী কালে একটী প্রকাণ্ড ও মহতী জাতি রূপে পরিণত হইবে। * * আচার ব্যবহার রীতি-নীতি, ও ভাষা ও সাহিত্যে ইহা এখনও আংশিক একটী জাতিই রহিয়াছে; কালে যখন ইহার অধিবাসিগণ এক শাসনের অধীন হইবে তখন একটী পূর্ণ জাতি হইবে। * * এবং রোম যে ইতালীয়গণ কর্ত্তৃক ইতালীর রাজধানী মনোনীত হইবে তদ্বিষয়ে আর বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই।'

"ইতালীর মন্ত্রিগণ যেন এই কয়টী ছত্র সুবর্ণ অক্ষরে তাঁহাদিগের হৃদয়-ফলকে অঙ্কিত করিয়া রাখেন এবং আর যেন ইতালী ও ইতা-লীর মহৎ ব্রতের অন্তরায় না হন।

* * * * * * *

"সুতরাং ইতালী এক হইবে। তাহার ভৌগোলিক অবস্থা; ভাষা এবং সাহিত্য; বৈদেশিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা ও রাজ-নৈতিক প্রভুশক্তি সংস্থাপনের আবশ্যকতা; ইতালীর অধিবাসি-গণের ইচ্ছা; ইতালীয় জাতির অন্তর্নিহিত লোকতান্ত্রিকতা-প্রবণতা; এমন জাতীয় উন্নতির পূর্ব্বদর্শন, যাহাতে সমস্ত ইতালীয়ের মানসিক

ও শারীরিক বলের একীকরণ সংঘটিত হইবে; ইউরোপীয় জাতিগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভের বলবতী আকাঙ্ক্ষা; এবং পৃথিবীর মঙ্গলোদ্দেশে ইতালীর বড় বড় কায করিবার উচ্চাশা—এ সমস্ত উক্ত লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হইতেছে। এই গতির সম্মুখে কোন বাধাই দুরতিক্রমণীয় নহে; এবং ইহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত সকল আপত্তিই ইতিহাস ও দর্শনের অলঙ্ঘ্য সত্য দ্বারা খণ্ডন করা যাইতে পারে। ইহাতে একটী মাত্র কঠিন বিষয় কেবল কার্য্য-প্রণালী।

"কোন বিস্তৃত রাজ্যে স্বাধীনতার অনিষ্ট বিনা একতা সম্ভবপর নহে—এই যে প্রাকৃত কুসংস্কার, ইহার উত্তর দানে বৃথা সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নাই। পুরাকালীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্র সকলে জনসাধারণ নিজ নিজ হস্তে রাজ্যের শাসনকার্য্য গ্রহণ করিতেন—এই সত্যের উপর নির্ভর করিয়া ঐতিহাসিকেরা সম্মিলন-প্রথার স্বাপক্ষ্যে যে সকল কথা বলিয়াছেন; এই কুসংস্কার তাহা হইতেই প্রসূত। কিন্তু ঐতিহাসিকদিগের সেই সকল বাক্য যুক্তি ও প্রকৃত ঘটনা দ্বারা বার বার খণ্ডিত হইয়াছে।

"রাজ্যের অল্পতর বা অধিকতর বিস্তৃতি আমাদিগের উদ্ভেদনীয় সমস্যা নহে। যদি তাহাই আমাদিগের বিচার্য্য বিষয় হইত তাহা হইলে আমাদিগের ভাব লঘুতর। বিস্তৃত সাম্রাজ্য অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত ও সঙ্কীর্ণ রাজ্যেই গবর্ণমেণ্টের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ অধিকতর সহজ ও দীর্ঘকালধার্য্য।

"মাধ্যমিক প্রভুশক্তির তেজ দূরত্বের পরিমাণানুসারে ক্রমেই ক্ষীণতর হইয়া আইসে। যে প্রভুশক্তি বহুদূর হইতে পরিচালিত, ব্যক্তি ও পদার্থের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে প্রভুশক্তির পরিচয় নাই, স্থানীয় বিষয় সকলে সে প্রভুশক্তির অনুসন্ধিৎসা এড়াইবার সহস্র উপায় আছে।

"মধ্য যুগের ইতালীয় নগর সকলে প্রতিষ্ঠাপিত প্রভুশক্তির ন্যায় যথেচ্ছাচারিণী ও প্রজাপীড়ক প্রভুশক্তি আর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। এবং বর্ত্তমান যুগে মডেনার ডচী গবর্ণমেণ্টের

ন্যায় যথেচ্ছাচারী ও প্রজাপীড়ক গবর্ণমেণ্টও আর কুত্রাপি দেখা যায় না।

"ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় রাজ্যেই স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠাপিত করা যাইতে পারে; কিন্তু স্বদেশীয় রাজা কর্ত্তৃক স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ ক্ষুদ্র রাজ্যে যত সহজ, বৃহৎ রাজ্যে তত সহজ নহে। বৈদেশিক বিজেত্রী জাতির শাসন প্রায় সৈনিক যথেচ্ছাচারে পরিণত হয়, এবং সর্ব্বত্র সমানরূপে বিদ্বেষ উত্তেজিত করিয়া থাকে।

"এই প্রশ্ন স্বতঃসিদ্ধ সত্য দ্বারা পরীক্ষিত হইলে অতি সহজ হয়; কিন্তু কোন্‌টী স্বাধীনতার ব্যবহারের প্রকৃত ক্ষেত্র, এবং রাজ্যের উদ্যাপনীয় ব্রতই বা কি—ইহা অগ্রে নির্ণয় না করিয়া এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাওয়াতেই প্রশ্নটী এত জটিল ও দুর্ভেদ্য বলিয়া বোধ হয়।

"কেহ কেহ ব্যক্তিগত স্বত্বের পরিরক্ষণ এবং ব্যক্তিগত স্বত্ব সমূহের পরস্পরসংঘর্ষণ নিরাকরণে সমর্থ প্রভুশক্তিই গবর্ণমেণ্ট—এই সংজ্ঞা প্রদান করিয়া গবর্ণমেণ্টকে শুদ্ধ পুলিস কর্ম্মচারীতে পরিণত করিয়াছেন এবং স্বাধীনতাকে লক্ষ্য ও সাধন উভয় বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন।

"অপরে, স্বাধীনতাকে অরাজকতাউৎপাদক ব্যক্তিনিষ্ঠ নিষ্ফল বৃত্তি বলিয়া ঘৃণা করিয়া ইহাকে সজ্ঘাত মানবের চরণে বলি প্রদান করিয়াছেন, এবং সাধারণ হিতোদ্দেশে গবর্ণমেণ্টকে কেন্দ্রীকরণরূপ যথেচ্ছাচারে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ হিতোদ্দেশেই হউক বা অন্য কারণেই হউক—যথেচ্ছাচার, যথেচ্ছাচার ভিন্ন আর কিছুই নয়।

"কেহ কেহ রাজ্য-শাসন-সম্বন্ধীয় কেন্দ্রীকরণকে ঐক্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া ফেলিয়াছেন।

"কেহ বা রাজ্যের অনিয়ন্ত্রিত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী প্রভুতার সমর্থন করিয়াছেন।

"এবং অন্য এক দল শাসন-কারিণী প্রভশক্তিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

অবান্তর ভাগে বিভক্ত করাকেই স্বাধীনতার রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে প্রভুতা-কেন্দ্র সংখ্যায় যত বাড়িবে, ততই সেই প্রভুতা আত্মরক্ষায় ও আত্ম-আধিপত্য বিস্তারে অক্ষম হইবে।

"এই সকল বিভিন্ন-মতাবলম্বীরা সকলেই পরস্পরমতাসহিষ্ণু, এবং ইহাঁরা কেহই স্বকীয় কোন মহান্ ভাবে উদ্বোধিত, বা কোন মহতী উদ্দীপনায় উত্তেজিত নহেন। ইহাঁরা প্রত্যেকেই অতীত কোন না কোন শাসন-প্রণালীর অবিমৃষ্য অনুকারী। ইহাঁরা এ অংশ বা ও অংশ দ্বারা এই জটিল সমস্যার পূরণ করিতে চেষ্টা করেন।

"সম্মিলন ও স্বাধীনতা—এই দুইটী অংশ উক্ত সমস্যার অনু-পূরক। এই দুইটীই মানব প্রকৃতির অতি পবিত্র ও অবিনশ্বর ধর্ম্ম। কোনটীই পরিহার্য্য নহে; সুতরাং দুইটীকেই সমঞ্জসীকৃত করিয়া লইতে হইবে।

"সুপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যে সমস্ত জাতি সম্মিলনের প্রতিভূ, এবং প্রাদে-শিক সমাজ স্বাধীনতার প্রতিভূ।

"জাতি এবং প্রাদেশিক সমাজ—এই দুইটী প্রাকৃতিক উপাদানেই যে-কোন-এক-দেশবাসিগণ গঠিত। অন্যান্য সমস্ত উপাদান নৈমি-ত্তিক ও কাল্পনিক। সেই সকল নৈমিত্তিক উপাদানের কার্য্য—জাতি ও প্রাদেশিক সমাজের পরস্পর সম্বন্ধ অধিকতর মসৃণিত ও পরস্প-রকে পরস্পরের অধিকতর উপকারিত্বে পরিণত করা, এবং দ্বিতীয়টীকে প্রথমটীর সম্ভবপর গ্রাস হইতে রক্ষা করা।

"এই বিষয় গুলি মততঃ সর্ব্বত্র সত্য, বিশেষতঃ কার্য্যতঃ সকল দেশ অপেক্ষা ইতালীতে অধিকতর সত্য। ইতালীতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-বিশেষ বা সম্ভ্রান্ত পরিবার-বিশেষ আছে বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের ন্যায়, বহুকাল হইতে এক রাজনীতিতে পরিচালিত এক ভাবে উদ্বোধিত ও এক উদ্দীপনায় উদ্দীপিত কোন স্বতন্ত্র সম্ভ্রান্ত শ্রেণী নাই।

"ইতালীর ইতিহাসের দুইটী নিত্য উপাদান—একটী ইহার প্রাদে-

শিক সমাজনিচয়ের ইতিবৃত্ত; অপরটী ইতালীর অধিবাসিগণ যে জাতিরূপে পরিণত হইতে অজস্র চেষ্টা করিয়াছেন তাহার বিবরণ। সেই ইতিবৃত্ত এবং সেই বিবরণ ইহার প্রচলিত প্রবাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই প্রবাদকে পরিপুষ্ট ও অস্কলালিত করিয়া সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করণে কেবল ইতালীয় জাতিরই অধিকার ও সামর্থ্য আছে।

"আল্পস হইতে সমুদ্রতট পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমিখণ্ডের অধিবাসিগণ যে শুদ্ধ একটী রাজ্যের অধীশ্বর এরূপ নহে, তাঁহারা ব্যক্তিগত কার্য্যের নোদক ও কতকগুলি সমভাবে উদ্বোধিত একটী প্রকাণ্ড সমাজের অধিনেতা। এই রাজ্যবিভাগের সর্ব্বোপরি লক্ষ্য হওয়া উচিত—প্রজাসাধারণের—যে শ্রেণীরই হউক, বা যে দলেরই হউক—বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সুশিক্ষা বা সভ্যতা সম্পাদন।

"কিন্তু জাতীয় কর্ত্তব্যের সংসাধন এবং এই জাতীয় ব্রতের উদ্যাপন দাসগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। এ কার্য্য স্বাধীন নাগরিকের কার্য্য। সমগ্র জাতির এক একটী অংশস্বরূপ, প্রত্যেক ব্যক্তির—কি কি অবশ্য কর্ত্তব্য ও অনুষ্ঠেয়, প্রত্যেক ব্যক্তিরই অন্তরে তদ্বিষয়ক জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয় থাকা প্রয়োজন। এবং প্রত্যেক যুগে যে পরিমাণ উন্নতি সাধিত হয়, তাহাকেই উন্নতির চরম সীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ভাবী উন্নতির পথে যাহাতে কন্টক রোপিত করা না হয়, এই জন্য সভ্যতার অবস্থানুসারে প্রতি যুগে উন্নতির আরম্ভ হইতে সীমা নির্দ্দেশ করার ভার প্রত্যেক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত রাখা উচিত।

"এই জন্যই আমরা শাসনপ্রণালীর কেন্দ্রীকরণ প্রথার প্রতিকূল; কারণ কেন্দ্রীকরণ প্রথা দুর্লঙ্ঘ্য শাসনবলে নাগরিকগণের কার্য্যকলাপকে ব্যক্তিনিষ্ঠ গুণাগুণে বঞ্চিত করিয়া থাকে।

"এইজন্যই আমরা ধর্ম্ম, মুদ্রাযন্ত্র, সম্মিলন, শিক্ষা ও প্রাদেশিকসমাজের আভ্যন্তরীণ প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশ্বব্যাপিনী স্বাধীনতার অনুকূল। প্রাদেশিক সমাজ—যেখানে জাতি কর্ত্তৃক

নির্দ্দিষ্ট সামাজিক কর্ত্তব্যের প্রতিকূল না হয় সেখানে—ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতা ও অনিয়ন্ত্রিত জীবনের রাজত্বের প্রতিভূ। স্বাধীনতা এ সীমা অতিক্রম করিলে অরাজকতায় পারণত হইবে।

"ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অনেকে এই ভ্রমপূর্ণ সংজ্ঞা দিয়া থাকেন—যাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরের অনিষ্ট না হয় এরূপ কোন কার্য্য করা বা না করার পূর্ণ অধিকারের নামই স্বাধীনতা। কিন্তু আমরা স্বাধীনতা-শব্দ অন্যপ্রকার অর্থে বুঝিয়া থাকি। কর্ত্তব্যা করণের যে বিবিধ প্রকার উপায় আছে তাহার মধ্যে যে উপায়টী অবলম্বন করিলে কর্ত্তব্যের ক্রমিক পরিণতি সাধনের সহিত আত্মপ্রবণতার সংঘর্ষ উপস্থিত না হয়, যে বৃত্তি দ্বারা ঠিক্ সেই উপায়টী মনোনীত করা যাইতে পারে তাহারই নাম স্বাধীনতা।

"প্রকারান্তরে, যে সভ্যতা এতাবৎ কালপর্য্যন্ত অধিগত হইয়াছে, জাতি সেই সভ্যতার উপাদান-সামগ্রী সকল সংগৃহীত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবেন, এবং তাহা হইতে জাতীয় লক্ষ্যের মূলভিত্তি-স্বরূপ কতকগুলি অবশ্য অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্যের নিয়ম অবলম্বন করিবেন—যে কর্ত্তব্যবিষয়ক নিয়মাবলী জাতীয় জীবনকে সেই সাধারণ লক্ষ্যের দিকে লইয়া যাইবে এবং জনসাধারণের মনে সেই লক্ষ্যের ভাব সুপ্রতিষ্ঠাপিত ও উদ্দীপিত করিয়া দিবে। সেই কর্ত্তব্যবিষয়ক নিয়মাবলী যাহাতে যথাবিধি প্রযুক্ত হয় প্রাদেশিক সমাজ তাহার তত্ত্বাবধারণ করিবেন; এবং এই জাতীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালনের সহিত প্রাদেশিক হিত সাধনের সামঞ্জস্য করিবেন; এবং প্রত্যেক অধিবাসীর অন্তরে স্বাধীনতার ভাব উদ্দীপিত করিয়া তাহাদিগকে ভবিষ্যৎ উন্নতির বীজ বপন করিতে শিখাইবেন।

"নৈতিক প্রভুতা জাতিতেই বিদ্যমান আছে।

"কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে নৈতিক নিয়মাবলীর প্রয়োগ প্রাদেশিক সমাজেরই কার্য্য। আপন আপন কার্য্যক্ষেত্রে আবশ্যকমতে নূতন কার্য্যের অবতারণা করার অধিকার জাতি ও প্রাদেশিক সমাজ উভয়েতেই বিদ্যমান।

"প্রাদেশিক সমাজ নগরের ও গ্রামের অধিবাসিগণকে স্বদেশের জন্য সংগঠিত ও সুশিক্ষিত করিবেন।

"জাতি স্বদেশীয় অধিবাসিগণকে মানবসাধারণের উপকারার্থে সংগঠিত ও সুশিক্ষিত করিবেন।

"যেমন মানবদেহে রক্ত-প্রবাহ শিরাসকল হইতে হৃদয়যন্ত্রে চালিত হইয়া পরিশোধিত আকারে তথা হইতে আবার শিরাসকলে প্রত্যাবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্রাদেশিক সমাজ হইতে উন্নতিস্রোত রাজধানীতে প্রবাহিত হয়, এবং তথায় জাতীয় জীবনের উপযোগিনী হইয়া জাতীয় প্রভুতা লইয়া আবার প্রাদেশিক সমাজে প্রত্যাবৃত্ত হয়। রাজধানীর অস্তিত্ব রাজধানীর নিজের জন্য নহে, সমস্ত দেশের জন্য।

"যাঁহারা কার্য্যতঃ এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যদি আমাদিগের প্রদত্ত উপদেশাবলীকে মূলভিত্তি করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের নিকট ইহা দুর্ভেদ্য সমস্যা বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

"জাতিসাধারণ ও প্রাদেশিক সমাজের কর্ত্তব্যের এইরূপ সীমা নির্দ্দিষ্ট হইলে, সেই সমকেন্দ্র বৃত্তদ্বয়ের আভ্যন্তরীণ কর্ত্তব্য ও অধিকার নির্ণয় করা সহজ হইবে। ইতালীর যাবতীয় কর্ত্তব্যজ্ঞান যাহার অন্তর্নিহিত, অধিবাসিমাত্রের উপর জাতির যে নৈতিক প্রভুতা, যে জাতীয় প্রবাদ পবিত্র সন্ন্যাসস্বরূপ যত্নে পরিরক্ষিত করা উচিত, যে জাতীয় উন্নতি অধিবাসিমাত্রেরই অনুসরণীয়, এবং যে অন্তর্জাতীয় জীবন জাতি মাত্রেরই পরিপোষণীয়, সে সমস্ত গুলিরই নিয়মনে কেন্দ্রস্থ প্রভুতার অধিকার।

"সাধারণ নিয়মাবলীর কার্য্যে প্রয়োগ, প্রাদেশিক হিত, সামাজিক কর্ত্তব্যসাধনের উপায় স্থির করণের স্বাধীনতা, এবং কার্য্যকরণের অলঙ্ঘ্য ব্যক্তিগত অধিকার, এ গুলির নিয়মনে—জাতীয় তত্ত্বাবধানে—প্রাদেশিক সমাজেরই অধিকার। রাজশক্তি বিশ্বজনীন নির্ব্বাচন দ্বারা নির্ব্বাচিত জাতীয় সভার সাহায্যে কেবল জাতীয় কার্য্যের পরি-

* * * * * *

"রাজশক্তি—জাতীয় শিক্ষার মূল সূত্র সকল নির্দ্দিষ্ট করিয়া যাহাতে সাধারণতঃ সকলেই একীভাবে সেই মূল সূত্র ধরিয়া শিক্ষা কার্য্য বিধান করে তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন। কারণ শিক্ষা বিষয়ে ঐক্য না থাকিলে কখনই একটী জাতি সংগঠিত হইতে পারে না।

"সেই সাধারণ মূল সূত্রের কার্য্যে পরিণমন, নিম্নশিক্ষার অভিভাবক স্থিরীকরণ, জাতীয় বিদ্যালয় সমূহের আয় ব্যয়ের নিয়মন, স্বাধীন শিক্ষাশালা উদ্ঘাটনে ব্যক্তিবিশেষের অধিকারের পরিরক্ষণ প্রভৃতি কার্য্যে প্রাদেশিক সমাজেরই অধিকার।

দেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা, ও জাতীয় লক্ষ্যের সংরক্ষণ প্রত্যেক অধিবাসীর কর্ত্তব্য। সুতরাং জাতীয় সেনার একতা বিধান, সশস্ত্র অধিবাসিগণের শৃঙ্খলাবন্ধন—রাজশক্তির প্রধান কর্ত্তব্য।

"জাতীয় সভায় পূর্ব্বেই যে সকল সামরিক মূল সূত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই সকল মূল সূত্র অবলম্বন করিয়া, প্রাদেশিক সেনা যে সকল সেনানায়ক নির্ব্বাচিত করিবে, সেই তালিকা হইতেই জাতীয় সেনানায়ক সকল মনোনীত করিতে হইবে।

"যেহেতু ন্যায়ের সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে সকল অধিবাসিরই বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে—এই জন্য বিচারপ্রণালী ও দণ্ডবিধির ঐক্যবিধান, প্রধান বিচারালয় সকলে উপযুক্ত বিচারপতি সংস্থাপন, দণ্ডবিধি ও বিচারপ্রণালীর সুশৃঙ্খলা বিধান প্রভৃতি কার্য্যের নিমিত্ত প্রতি প্রাদেশিক সমাজে এক এক জন মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা রাজশক্তিরই কার্য্য।

"প্রাদেশিক সমাজ প্রাদেশিক জুরি মনোনীত এবং শালিসী ও বাণিজ্যবিষয়ক আদালতের সভ্য নির্ব্বাচিত করিবেন।

"রাজশক্তি জাতীয় করের নির্দ্ধারণ ও দেশের সর্ব্বত্র তাহার যথোপযুক্ত বিতরণ করিবেন।

"প্রাদেশিক সমাজ, রাজশক্তির সাহচর্য্যে, প্রাদেশিক করের নির্দ্ধারণ ও জাতীয় কর সংগ্রহের উপায় স্থিরীকরণ করিবেন।

যাজকমণ্ডলী, রেলওয়ে কোম্পানি ও অন্যান্য শ্রমশিল্পবিষয়ক কোম্পানীর সম্পত্তির কিয়দংশ লইয়া—রাজশক্তি একটি জাতীয় মূল ধন সংস্থাপিত করিবেন। রাজ্যের অনিয়মিত ব্যয়ভার নির্ব্বাহন, করভার কমান, এবং শিল্প ও কৃষিবিষয়ে শ্রমজীবিদিগের সাহায্য দানে সেই মূল ধনের কিয়দংশ ব্যয়িত হইবে।

"রাজশক্তির অভিভাবকতাধীনে এবং কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সেই মূল ধনের যথাযথ বিতরণের ভার প্রাদেশিক সমাজেরই হস্তে থাকিবে।

"সাধারণের শান্তি-ঘটিত বিষয় সকল, কারাগার-সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মাবলী, অনুশোচনাশালা স্থাপনা প্রভৃতি কার্য্যের ভার রাজশক্তিরই হস্তে রহিবে।

"প্রাদেশিক বিভাগে শৃঙ্খলা স্থাপন, স্থানীয় ব্যবহারোপযোগিনী স্থানীয় সেনা সৃষ্টি, এবং প্রাদেশিক কারাগার সকলের আভ্যন্তরীণ কার্য্যপ্রণালীর ব্যবস্থাপন প্রভৃতি কার্য্য প্রাদেশিক সমাজই করিবেন।

"জাতীয় গৌরব রক্ষা, ও জাতীয় সুবিধা সম্পাদনের জন্য যে সকল সাধারণ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় তাহার নিয়মন, এবং জাতীয় শিল্পের পরিরক্ষণ ও পরিপুষ্টি সাধন—এ সমস্ত ভার রাজশক্তিরই হস্তে ন্যস্ত থাকিবে।

"পথে আলোকপ্রদান, পথবন্ধন, পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ দ্বারা জল সংযোজন, সাধারণ পথসকলের সংরক্ষণ ও সংস্করণ প্রভৃতি কার্য্যসকল প্রাদেশিক সমাজসকলকেই করিতে হইবে।

"বৈদেশিক রাজনীতির নিয়মন, শান্তি স্থাপন ও রণখ্যাপন, সন্ধি বন্ধন ও মৈত্রী সংস্থাপন প্রভৃতি জাতীয় কার্য্যসকল রাজশক্তিরই হস্তে থাকিবে।

"রাজ্যের বৈদেশিক রাজনীতির উপর এরূপ লক্ষ্য রাখা, যাহাতে ইহা জাতীয় লক্ষ্য ও ব্রত হইতে বিচলিত না হয়—প্রাদেশিক সমাজের একটী প্রধান কর্ত্তব্য হইবে।

"স্বত্ব ও কর্ত্তব্যের এইরূপ বিতরণ ও বিনিয়োগ করিতে পারিলে অরাজকতা বা যথেচ্ছাচারের সম্ভাবনা কোথায়?

"এইরূপ করিলে জাতীয় গৌরব ও জাতীয় উন্নতির প্রতিকূল প্রাদেশিক বিদ্বেষ এবং প্রাদেশিক বিচ্ছেদের সম্ভাবনা কোথায়? ফ্রান্সের ন্যায় প্রাদেশিক সমাজ সকলের জঘন্য রাজকীয় অধীনতায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? ফ্রান্সে যেরূপ রাজশক্তি প্রাদেশিক-সমাজ সকলের অধিনায়ক ও কর্ম্মচারী স্থির করিয়া ও অন্যান্য সামান্য সামান্য আভ্যন্তরীণ বিষয়েও হস্তক্ষেপ করিয়া প্রাদেশিক সমাজসকলকে ক্রীড়নক স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছেন—এখানে তাহার সম্ভাবনা কোথায়?

"যাহা হউক—আমি এখানে যে নূতন প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি তাহার সবিস্তার বর্ণন এখানে আমার উদ্দেশ্য নহে। যদি প্রাদেশিক সমাজ সকলকে প্রতিনিধিসমাজরূপ মাধ্যমিক প্রভুতার অযথা সম্প্রসারণ হইতে আত্মসভ্যগণের স্বাধীনতা রক্ষায় সমর্থ করা অভিলষিত হয়, যদি তাহাদিগকে নির্ব্বাচনপ্রণালীর প্রাদেশিক প্রয়োগ এবং সাধারণ কার্য্য ও পদের যথাবিধি অনুশীলন দ্বারা জাতীয় শিক্ষার পূর্ণতা বিধানে সমর্থ করিতে ইচ্ছা হয়; এবং তাহাদিগকে যে সকল স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে তাহা যদি প্রবঞ্চনা না হয়;—তাহা হইলে জাতীয় প্রতিনিধি সভাকে এমন বিধি ব্যবস্থাপিত করিতে হইবে যাহাতে প্রাদেশিক সমাজগুলি জাতীয় প্রভুশক্তির কিয়দংশ প্রাপ্ত হয়।

"প্রাদেশিক সমাজ সকল রাজ্যের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতিমাত্র; সুতরাং তাহাদিগকে সেই লক্ষ্য সংসাধনোপযোগিনী প্রভুশক্তি প্রদান করা আবশ্যক। কিন্তু এই লক্ষ্য সংসাধনোদ্দেশে, এবং আপন আপন প্রাদেশিক নৈতিক ও ভৌতিক অভাব পূরণের জন্য প্রাদেশিক সমাজ-সকলকে অনেক সময় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রার্থী হইতে হয়। কিন্তু তাহা প্রায় আপনাদিগের রীতি নীতি, অভ্যাস ও প্রাদেশিক স্বাধীনতার বিনিপাতে পরিণত হয়।

“প্রাদেশিক বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের এইরূপ হস্তক্ষেপই ফ্রান্সে শাসন-প্রণালী-বিষয়ক কেন্দ্রীকরণের আতিশয্যের প্রধান কারণ। ফ্রান্সে ৩৭,০০০ সহস্র প্রাদেশিক সমাজের মধ্যে, অন্যূন ৩০,০০০ সহস্র আপন আপন প্রদেশে ভিক্ষাব্যবসায়ের বিরুদ্ধে কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে অক্ষম।

“প্রাদেশিক সমাজনিচয়ের দৌর্ব্বল্যই মাধ্যমিক প্রভুশক্তির বলোপচয়ের নিদান, যথেচ্ছাচারী গবর্ণমেণ্টসকল যে ইহা বিশেষরূপে অবগত আছেন, অষ্টমবাৎসরিক ফরাশি রাজবিধি তাহার প্রমাণ। এই বিধি দ্বারা প্রাদেশিক সমাজসকলকে মাধ্যমিক প্রভুশক্তির জঘন্য অধীনতায় আনয়ন করা হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এরূপ বিধি টীয়ার্স প্রভৃতি মহোদয়গণের অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়াছে।

“ইতালীতে যদি শাসনপ্রণালীর পূর্ণ পরিণতি করিতে হয়, তাহা হইলে প্রাদেশিক সমাজসকলের প্রসর বাড়াইতে হইবে।

“এক রাজনৈতিক বিশ্বাসে দীক্ষিত সহযোগিবৃন্দের সহিত আমার এ সকল বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। যাঁহারা এক সামাজিক জীবনে গ্রথিত, তাঁহাদিগকে—কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে এক তত্ত্বাবধানে আনার যে কত সুবিধা তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যদি ইতালীয় জাতির সেই সজ্যাত জীবনের পরিণতির কোন অন্তরায় থাকে—তাহা নগর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী জনপদ সকলের সভ্যতার বৈষম্য ও অসামঞ্জস্য।

“নগর সকল উন্নতিশীল জীবন ও জাতীয় সম্মিলনের কেন্দ্র-নিচয়—কিন্তু নগরপার্শ্ববর্ত্তী জনপদ সকল অধিবাসিসমূহের ঘোর মূর্খতা নিবন্ধন সর্ব্বপ্রকার উন্নতির প্রতিরোধ-কেন্দ্র স্বরূপ। এই ভীষণ রোগের একমাত্র বীর্য্যবান্ প্রতিকারৌষধ—ক্রমে সেই সাংঘাতিক বৈষম্যের দূরীকরণ; এবং নাগরিক ও জনপদবাসিগণকে এতদূর মিলিত করণ—যাহাতে নগরের দিন দিন উপচীয়মান সভ্যতাসূর্য্যের কিরণজাল চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী জনপদ সকলে বিকীর্ণ হইতে পারে।

“নাগরিকবৃন্দ ও জনপদবাসিগণকে পৃথক রাখ, তাহাদিগের পর-

স্পরের মধ্যে যে স্বার্থবিরোধ চলিয়া আসিতেছে তাহাই চিরস্থায়ী করিবে; কিন্তু তাহাদিগকে মিলিত কর, দেখিবে পরস্পর মিলনের প্রভাবে সে স্বার্থবিরোধ চলিয়া যাইবে। নগরের উন্নতিশীল উপাদান জনপদবৃন্দের অবনতিশীল বা স্থিতিশীল উপাদান দ্বারা বিনষ্ট হইবে তাহার আশঙ্কা নাই,—কারণ এ যুগের দৈব অগ্রগমন, এবং নিম্ন শ্রেণীর শুভসংসাধনী ও জীবনীশক্তির উদ্দীপনা দেখিয়া নির্ব্বিঘ্নে বলা যাইতে পারে যে যদি এ মিলন প্রতিষ্ঠাপিত হয়, তাহা হইলে উন্নতির আধিপত্য নিরঙ্কুশ থাকিবে।

"রাজশক্তির জীবন—সহস্র ভাগে দেশের খণ্ডীকরণ যাহার নয়ন-প্রীতিকর—এক্ষণে ভগ্ন ও অন্তর্বিচ্ছিন্ন। যদিও অনেকে মনে করিতে পারেন যে রাজশক্তির এই বিচ্ছিন্নীকরণ স্বাধীনতার প্রতিভূ; কিন্তু বস্তুত নহে, এই ঘটনা হইতে কেবল সেই মাধ্যমিক প্রভুশক্তিই বলশালিনী হইতেছে; যাহা সাধারণের ভীতিস্থল; এবং যাহা সকল প্রতিরোধকেই মূলে বিদলিত করিতে সক্ষম।

"কতকগুলি লোককে একত্র মিলিত করিলেই যে কতিপয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকেন্দ্র সৃষ্টি করা হয় এরূপ নহে।

"এমন কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বেরই অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়, যাহার কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য নাই, এবং যাহার সেই লক্ষ্য সাধনেপাযোগি বৃত্তি ও যন্ত্রের প্রাচুর্য্য নাই।

"আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে ইতালীর অন্যান্য বর্ত্তমান বিভাগ সকল বিলুপ্ত হইয়া ইতালী দ্বাদশ প্রকাণ্ড বিভাগে বিভক্ত হয়; প্রত্যেক বিভাগে একশত করিয়া প্রাদেশিক সমাজ ও বিংশ সহস্র করিয়া অধিবাসী থাকে।

"প্রাদেশিক সমাজ গুলি আবার আভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধারণের নিমিত্ত কতকগুলি পল্লীসমাজে বিভক্ত হইবে; কিন্তু পল্লীসমাজ গুলির সাধারণ কার্য্য-নিয়মনের কেন্দ্র তত্তৎপ্রাদেশিক সমাজের প্রধান নগরই থাকিবে।

"বিভাগীয় ও প্রাদেশিক সমাজ সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারিগণ সাধারণ নির্ব্বাচন দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন।

"প্রত্যেক বিভাগের প্রধান প্রধান নগরে এক একজন করিয়া গবর্ণমেণ্টের কমিশনর নিযুক্ত থাকিবেন। প্রাদেশিক সমাজ সকলে এরূপ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করার প্রয়োজন নাই। তত্তৎপ্রদেশের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটগণই প্রাদেশিক ও জাতীয় কার্য্যের প্রতিভূস্বরূপ থাকিবেন। জাতীয় জীবনের বিভাগীয় ও প্রদেশীয় উপাদানদ্বয়ের সামঞ্জস্যের বর্ত্তমানতা পরীক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কেবল মধ্যে মধ্যে তত্ত্বাবধায়কগণ প্রেরণ করিবেন।

"এরূপ শৃঙ্খলা সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা বিনষ্ট করিয়া, বিভাগীয় ও প্রাদেশিক একতা-কেন্দ্রগুলিকে স্ব স্ব অধিকারের সম্ভবতঃ অধিকতম উন্নতি সাধনে সমর্থ করিবে। এবং এতদিন ইতালীর যে সাধারণ কার্য-প্রণালী অতি মৃদু ও জটিল ছিল তাহাকে সরল ও ক্ষিপ্র করিয়া তুলিবে।

"বড় বড় বিভাগ অপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগেই স্বাধীনতা কার্য্যতঃ ব্যবহার্য্য ও অনুভবনীয়। সুতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ যে বর্ত্তমান বড় বড় বিভাগের স্থান অধিকার করিবে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

"যে সকল নগর অতীত ঐতিহাসিক অবদান-পরম্পরা নিবন্ধন দ্বিতীয় রাজধানীর ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে, এই শৃঙ্খলা অবলম্বন করিলে তাহাদিগের ধ্বংসের সম্ভাবনা। এই শৃঙ্খলায় প্রত্যেক বিভাগ রাজধানীয় বিভাগের সম-গৌরবশালী হইবে। আমি জানি না—এক্ষণে জাতীয় জীবনের যে বিভিন্ন বিভিন্ন অঙ্গ গুলি একটী মহা-নগরীতে কেন্দ্রীভূত আছে, সেই অঙ্গগুলি রাজ্যের নানা নগরে বিক্ষিপ্ত কেন না হইবে। আমি জানি না—রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয় এক নগরীতে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় নগরীতে, জাতীয় স্থল-সৈন্য তৃতীয় নগরীতে, জলসৈন্য চতুর্থ নগরীতে, শিল্প ও বিজ্ঞান বিদ্যালয় পঞ্চম নগরীতে—ইত্যাদিরূপে রাজশক্তির ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি সকল ভিন্ন ভিন্ন নগরীতে বিভাজিত কেন না হইবে।

"তাড়িত বার্ত্তাবহ শান্তিকালে একতা-সূত্ররূপ হইবে, এতন্নিবন্ধন [illegible] কেন্দ্রীকরণ অতি সহজ হইবে।

“ জাতীয় প্রতিনিধিতা, পবিত্র নাম, এবং ইউরোপীয় ধর্ম্ম্য একতার দৈবনির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রীয়তা—রোমের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে।

“ কিন্তু মদুদ্ভাবিত প্রণালী বা অন্য যে কোন প্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত হউক না কেন, একটী বিষয় স্থির—যে যদি ইতালীর স্বাধীনতা ও জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিতে ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে—একদিকে রাজশক্তিকে শিক্ষাবিষয়িণী প্রভুতা রূপে পরিণত করিতে হইবে, এবং অন্য দিকে প্রাদেশিক সমাজ সকলকে পরিবর্দ্ধিত ও বিস্তারিত করিতে হইবে।

“ যদি ইতালীতে অনিয়ন্ত্রিত উন্নতি ও অবিচ্ছিন্ন সভ্যতা দেখিতে চাও, তাহা হইলে নগর ও জনপদ সকলকে একত্রীকৃত ও সমঞ্জসীভূত করিতে হইবে। যদি ইতালীর প্রত্যেক স্বাধীন নাগরিকের অন্তরে স্বাধীন নাগরিকোপযোগী আত্মগৌরব ও কর্ত্তব্যজ্ঞান অনুস্যূত করিতে চাও, তাহা হইলে ইতালীর প্রত্যেক অধিবাসীকেই পর্য্যায়ক্রমে রাজ্যের সমস্ত কার্য্যভার প্রদান করিতে হইবে। তাহা হইলে ইতালীর জনসাধারণকে রাজকীয় কার্য্য ও রাজকীয় কর্ম্মচারিগণের কার্য্যের উপর মতামত প্রকাশ করিতে আহ্বান করিতে হইবে। যত পরিমাণ সম্ভব ইতালীর সর্ব্বত্র শ্রমশিল্প ও কৃষি-বিষয়ক সমাজ সকল প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে, এবং ইতালীর প্রত্যেক অধিবাসীকে সৈনিক ও নাগরিক উভয় কার্য্যে দীক্ষিত করিতে হইবে।

“ যে জঘন্য সম্প্রদায় এক্ষণে ইতালীয় হৃদয়ে দুর্ব্বহ ভারস্বরূপ রহিয়াছে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি সেই সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন ও বিপর্য্যস্ত করুন, এবং ইতালীয়গণ—যাঁহারা জগতে তাঁহাদিগের গুরুতর ব্রতের ভাবে উদ্দীপিত হইয়াছেন—স্বাধীনতা-সমরে উৎসর্গীকৃত-জীবন ভ্রাতৃবৃন্দের স্মরণার্থে রোমে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া তাহাতে ভবিষ্যতের সঙ্কেতচিহ্ন স্বরূপ এই দুইটী কথা সুবর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখুন্—ঈশ্বর ও জনসাধারণ—একতা ও স্বাধীনতা।”

——00——

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

"নব্য ইতালী" পত্রিকায় ম্যাট্‌সিনি লিখিত প্রবন্ধগুলি ভিন্ন ও অন্যান্য সভ্য-লিখিত অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বাধা, বিপত্তি, উৎপাত ও নির্য্যাতনের মধ্যেও নব্য ইতালী সমাজের সভ্যগণের লেখনী অপ্রতিহত ছিল। ম্যাট্‌সিনির ভিন্ন অন্যান্য সভ্যগণের যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটীই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্যঃ—

জেকোপো রুফিনি লিখিত—"যথেচ্ছাচারী নরপতির নিকট কৃত বিশ্বস্ততা-বিষয়ক শপথ"; পিট্রো জিয়ান্নোনি-লিখিত—"যুনা বেরিটাস্"; গুইসেপ্পি-লিখিত—"ইংলিস নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী"; টাইবীরিয়ো-লিখিত—"রোমীয় চর্চ্চের অধীনস্থ ষ্টেট্‌ সকলের রাজনৈতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ"; লুইগি আমেডিও মোলগারি লিখিত দুইটী প্রবন্ধ—একটী "পোপীয় গবর্ণমেণ্ট" সম্বন্ধে অপরটী ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের অভ্যুত্থান কালে মাধ্যমিক দল কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ভ্রমপ্রমাদ" বিষয়ে; ইলিয়া বেন্‌জা-লিখিত—"বিপ্লববিষয়িণী চিন্তা"; বিয়োনারোত্তি-লিখিত—"বিপ্লবকালে লৌকিক শাসনপ্রণালী"; পেয়োলো পলিয়া-লিখিত "ইতালীর ধর্ম্মোপজীবীর চিন্তা"; ফন্‌সিনি-লিখিত—"লম্বার্ডীতে অষ্ট্রিয়া।"

ইতালীয় যুবকমণ্ডলীকে উদ্দেশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধগুলি নব্য ইতালী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্নও তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিত হয়; তন্মধ্যে মডেনা-লিখিত "সংক্ষিপ্ত কথোপকথনাবলীই" অতি উৎকৃষ্ট। এতদ্ব্যতীত বৈদেশিক লেখকগণের রচনার অনুবাদ, এবং প্রাদেশিক উত্তেজনার জন্য প্রাদেশিক পত্রিকাও প্রকাশিত হইত। প্রাদেশিক পত্রিকাগুলির মধ্যে লিউগেনোনগরে শুদ্ধ লম্বার্ডগণের উদ্দেশে প্রকাশিত "ট্রিবিউন" পত্রিকাই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

ম্যাট্‌সিনি ও তৎসহচরবৃন্দের পরিশ্রমের ফল এতদিনে ফলিতে আরম্ভ হইল। জাতীয় স্বভাবজ্ঞান উদ্বোধিত হইল। ইতালীর প্রত্যেক প্রদেশের যুবকমণ্ডলী কর্ত্তৃক বিশেষ উৎসাহের সহিত বৈপ্লবিক একতা বীজস্বরূপ গৃহীত হইল।

প্রিন্স কানোজা, সামিনিয়াতেলী, এবং "ভয়েস্ দেলা ভেরিতা" নামক পত্রিকার সম্পাদক প্রভৃতি যথেচ্ছাচারিণী প্রভুশক্তির প্রতি-পোষকগণ ম্যাট্‌সিনি ও তৎসহচরবৃন্দের বিরুদ্ধে একবাক্যে লিখিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের অযৌক্তিক ও নিষ্ঠুর আক্রমণে ম্যাট্‌সিনি ও তৎসহচরবৃন্দের ক্ষতি না হইয়া বরং বন্ধুসংখ্যাই বাড়িতে লাগিল।

মেতার্ণিক্ নব্য ইতালী সমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা পুস্তিকা-দির বহুমূল্যতা উপলব্ধি করিলেন। এবং উপলব্ধি করিয়া মিলানের মেন্‌জকে লিখিলেন যে "আমি নব্য ইতালী পত্রিকার দুইটী পূর্ণ সংখ্যা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করি; শুনিলাম ইহার পাঁচ খণ্ড বাহির হই-য়াছে। আমি গেরিলা যুদ্ধপ্রণালী-বিষয়ক পত্রিকা খানির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি"।

অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ সকল ক্রমে নব্য ইতালী সমাজের সহিত মিলিত হইতে লাগিল। কার্লো বিয়াঙ্কোর অধিনেতৃত্বাধীনে "আপো-ফাসিমেনি" নামক সমাজ নব্য ইতালী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইল; কার্লো বিয়াঙ্কো স্বয়ং নব্য ইতালী সমাজের কমিটির সভ্য হইলেন।

"ভেরি ইতালিয়ানি" নামক সমাজ—যাহা এখন পর্য্যন্তও রাজ-তন্ত্র-পক্ষপাতী হয় নাই—নব্য ইতালী সমাজের সহিত সম্মিলন-প্রার্থী হইল। এবং প্রাচীন কার্ব্বোনারো সম্প্রদায়ের ভগ্নাবশেষ সকল ক্রমে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল।

যে উদাত্ত নেতা কার্ব্বোনারিজম্‌কে ফরাশিরাজ লুই ফিলিপের রাজত্বকালে একটী শক্তিরূপে পরিণত করিয়াছিলেন, এবং যিনি জর্ম্মাণী ও অন্যান্য দেশের গুপ্ত সমাজ সকলের ভক্তিভাজন ও পত্রপ্রেরক ছিলেন, সেই বোনারতিই ম্যাট্‌সিনি ও তৎসহচরবৃন্দের সহিত বন্ধু-ভাবে ও নিয়মিত রূপে চিঠি পত্র লেখালিখি করিতে লাগিলেন।

বোনারতির ন্যায় নবপ্রতিষ্ঠাপিত ফরাশি সাধারণতান্ত্রিক সমাজ-সকলের প্রধান প্রধান সভ্যগণ এবং ট্রিবিউন ও ন্যাসানেল পত্রিকার সাহসী সম্পাদকদ্বয় প্রভৃতি নব্য ইতালী সমাজের সভ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেন। বিখ্যাতনামা লাফেতী ম্যাটসিনি প্রভৃতিকে উৎসাহবাক্য প্রেরণ করিলেন এবং স্বেচ্ছা-নির্ব্বাসিত পোলিস-গণের অধিনায়কগণও তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন।

ক্রমে ইতালীয় উন্নতি-উপাদান ইউরোপের অনেক স্থলে প্রকৃত উন্নতিসাধক বলিয়া পরিগৃহীত হইল। এদিকে ইতালীয়গণ ভয়ে ব্যক্ত করিতে না পারুন, অন্ততঃ অন্তরে সকলেই নব্য ইতালী সমাজের মতের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগের মধ্যে নব্য ইতালী সমাজ—লম্বার্ডী, জেনোয়া, টস্কানী ও পোপীয় রাজ্যে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। টস্কান্-কেন্দ্র লেগ্ হরণে গোয়েরাট্জি, বিনি, এবং এন্রিকো মেয়ার অতিশয় কার্য্যতৎপর ছিলেন। পাইসা, সীনা, লুকা, এবং অরেন্স-স্থিত শাখাসমাজসকলও তাঁহাদিগের দ্বারা পরিচালিত হইতেছিল। এন্রিকো মেয়র নব্য ইতালী সমাজের দূতরূপে রোমে গমন করেন; তথায় তিনি কেবল সন্দেহমাত্রে করারুদ্ধ হন। অবশেষে কিছুদিন পরে কারামুক্ত হইয়া তিনি মার্সেলিসে মার্টসিনি ও তৎসহচরবৃন্দের সহিত মিলিত হন। ম্যাট্সিনির যত বন্ধু ছিলেন, তন্মধ্যে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম তদ্গত-প্রাণ ও তৎপ্রতি অকৃত্রিমস্নেহ-পরায়ণ ছিলেন।

অধ্যাপক পলো কর্সিনি, মণ্টেনেলি, সিনেটর কার্লো মন্তিইসি, মন্ত্রিপুত্র সেম্পেনি প্রভৃতি অসংখ্য সম্ভ্রান্ত লোক লেগ্হরণ সভার সহযোগিতা করিতে লাগিলেন।

গোয়ার্ডাবেসী অস্থায়ী কমিটির অধিনেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। রোম্যাগনায় যাঁহারা—ধনে ও রাজসম্মানে অতি উচ্চপদবীস্থ,—তাঁহারাই তৎকালে ম্যাট্সিনি ও তৎসহচরবৃন্দের দলপুষ্ট করিতে লাগিলেন। বলোনার শ্রমজীবীরাও তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন

রোমেও একটী কমিটি সংস্থাপিত হইল। নেপল্‌সে কার্লো পীরিও, বেলিনি, লিয়োপার্ডি ও তাঁহার বন্ধুগণ একটী স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। কিন্তু তাঁহারা নব্য ইতালী সমাজের দূতগণের মারফত ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতিকে বলিয়া পাঠাইলেন যে তাঁহারা প্রয়োজন হইলেই তাঁহাদিগের সহিত সহকারিতা করিতে প্রস্তুত আছেন; এবং তাঁহারা তাঁহাদিগের সহিত সাঙ্কেতিক ভাষায় চিঠিপত্র লেখালেখি করিতে লাগিলেন।

জেনোয়ায় শুদ্ধ বণিক্-সম্প্রদায়ের যুবকগণ নহেন, ক্ষমতাশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও তাঁহাদিগকে একটী সংঘাত শক্তিসমষ্টি বলিয়া বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন।

পীড্‌মণ্টে সভার কার্য্য কিঞ্চিৎ ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু ইহার শাখা প্রশাখা চতুর্দ্দিকেই বিস্তারিত হইয়া পড়িল। অধিক কি কানাভীজের সাহসিক অধিবাসিগণও ক্রমে এই সভার সভ্য-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া উঠিলেন।

আরও অনেক পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত লোক—যাঁহাদিগের নামের তালিকা এখানে দেওয়া অনাবশ্যক—তাঁহাদিগকে বলিয়া পাঠাইতে লাগিলেন যে যদি তাঁহারা বিশেষ পারদর্শিতা ও বীর্য্যবত্তার সহিত বিপ্লবকার্য্য আরব্ধ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা নানা প্রকারে তাঁহাদিগের সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

করায়ত্ত উপাদান-সামগ্রীর উপর নির্ভর করিয়া, "ষড়যন্ত্রী" ও "প্রচারক" এই উভয় ব্রতের সমকালীন উদ্যাপনের বিপদ্ ভাবিয়া, এবং বিলম্বে পরিবর্দ্ধমান উৎসাহবহ্নি নির্যাতনজলাভিষেচনে পাছে নির্ব্বাপিত হয় এই আশঙ্কায়, নব্য ইতালী সমাজ আশু কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন।

সার্ডিনীয় রাজ্য বৈপ্লবিক সেনাকে আলেসাণ্ড্রিয়া ও জেনোয়া নামক স্থানকে বিপ্লব-কেন্দ্র করিতে অনুমতি দিলেন। এই দুই স্থানেই আবার নব্য ইতালী সমাজের সভ্য শ্রেণীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল; সুতরাং তাঁহাদিগের কার্য্যের অনেক সুবিধা হইল।

কাহারও কাহারও মতে এই বিপ্লব-কেন্দ্র মধ্যস্থলে হওয়া উচিত ছিল। ম্যাট্সিনি বলেন মধ্যস্থলকে বিপ্লবকেন্দ্র করা সহজ হইত বটে, কিন্তু তাহাতে সাহায্য পাইবার আশা অতি অল্প ছিল। এই জন্য ম্যাট্সিনি ও সহচরবৃন্দ সার্ডিনিয়া রাজ্যে সর্ব্বপ্রথমে বৈপ্লবিক পতাকা উড্ডীন করিতে, এবং জেনোয়া ও আলেসাণ্ড্রিয়া নামক নগরদ্বয়কে বৈপ্লবিক কেন্দ্র করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

তঁহারা সৈনিকগণের হৃদয় পরীক্ষা করিলেন। উচ্চপদবীস্থ সৈনিক পুরুষেরা তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইতে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু নিম্নস্থ সৈনিকেরা ইতালীতে একটী অখণ্ড সাধারণ-তান্ত্রিক একতা প্রার্থনীয় বোধে তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তন করিতে স্বীকৃত হইলেন। তাঁহারা প্রায় সকল রেজিমেণ্টের সহিত সংস্রব-সূত্র সংস্থাপিত করিলেন। কিন্তু জেনোয়া ও আলেসাণ্ড্রিয়ার শস্ত্রাগার-রক্ষকদিগের সহিতই তাঁহাদিগের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিল।

সৈনিক কর্ম্মচারির মধ্যে কর্পোরাল্ সার্জেণ্ট এবং ক্যাপ্টেন—ইহাঁদিগকেই তাঁহারা বিপ্লবসেনা-কর্ম্মচারী মনোনীত করিতে লাগিলেন। কারণ উচ্চ কর্ম্মচারিগণ অপেক্ষা সামান্য সৈনিকগণের সহিত অধিকতর সংস্রবে আসায়, উচ্চ কর্ম্মচারিগণ অপেক্ষা ইহাঁরাই সামান্য সৈনিকগণের অধিকতর প্রীতি ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন।

কোন কোন সেনানায়ক প্রতিশ্রুত হইলেন যে বৈপ্লবিক সেনার প্রাবল্য দেখিলেই তাঁহারা তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিবেন। এই সকল কারণে তাঁহাদিগের বিশ্বাস জন্মিল যে বৈপ্লবিক সেনা প্রবল হইলে অধিকাংশ ইতালীয় সৈন্যই ইহার সহিত মিলিত হইবে; যাহারা মিলিত হইবে না, তাহারাও অতি সামান্য বাধা প্রদান করিবে।

ম্যাট্সিনি এই জন্য দ্রুত আক্রমণ প্রস্তাব করিলেন, এবং নব্য ইতালী সমাজের অন্তর্ভুক্ত সভা সকলের নিকট আবশ্যকীয় অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং সাহায্যও প্রদত্ত হইল—কিন্তু যে সাহায্য আসিল, তাহা প্রয়োজনের অনেক ন্যূন। "ইহা অতি বিস্ময়কর হইলেও সত্য যে, যাঁহারা

প্রয়োজন হইলে স্বাধীনতার জন্য রক্ত মোক্ষণ করিতেও প্রস্তুত, তাঁহারাও সেই অর্থ-সাহায্য দানে কুণ্ঠিত, যে অর্থ-সাহায্যে সেই রক্ত মোক্ষণ নিবারিত হইতে পারে।”

ম্যাট্‌সিনি—প্রস্তাবিত অভিযানের সাধারণ প্ল্যান জেনোয়া, আলেসাণ্ড্রিয়া, ভার্সেলি, টুরিন্‌ এবং লোমেলিনা প্রভৃতি নগরস্থিত বন্ধু বান্ধবদিগকে বিদিত করিয়া, সেভয় আক্রমণের উপাদান-সামগ্রী শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার নিমিত্ত মার্সেলিস্‌ পরিত্যাগ করিয়া জেনোয়ায় গমন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জেনোয়ায় যাই-বার পূর্ব্বে ফরাসি সাধারণতান্ত্রিকদিগকে গূঢ় সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

ক্যাভেগ্‌নাগ্‌ এবং ট্রিবিউন্‌ পত্রিকার দল কোন বহিশ্চর-উত্তে-জনা-সাপেক্ষ ছিলেন না; তাঁহারা স্বতঃই কার্য্যপিপাসু ছিলেন। কিন্তু ন্যাসানেল্‌ পত্রিকার দল সেরূপ ছিলেন না। অপরাপরের আশা লিয়নসের শ্রম-জীবিদিগের উপরই সম্পূর্ণ ন্যস্ত ছিল, কিন্তু ন্যাসনেল্‌ পত্রিকার দলের তাহাদিগের উপর কোনও বিশ্বাস ছিল না। ম্যাট্‌সিনি বিখ্যাত সাধারণতান্ত্রিক অধিনায়ক কারেল্‌কে মার্সেলিসে আসিতে অনুরোধ করিলে, তিনি আসিলেন। ক্যাভে-গন্যাগ্‌ ইত্যবসের লিয়নসে গমন করিলেন।

ক্যারেলের সহিত ম্যাট্‌সিনির এই গূঢ় সন্ধি হইল—যে ইতালী যদি বৈপ্লবিক সেনা বিপ্লব-সমরে অবতারিত করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি ক্যাভেগন্যাগের সহিত মিলিত হইয়া অতি দ্রুত লীয়নসে বিপ্লব-পতাকা উড্ডীন করিবেন।

গোপনে গোপনে এইরূপ উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময় একটী সামান্য ঘটনায় তাঁহাদিগের সমস্ত প্ল্যান আমূল উন্মূলিত হইল।

পুলিশের প্রথর অনুসন্ধান অতিক্রম করিয়া নব্য ইতালী সমা-জের পত্রিকাদি সাধারণ জনসমাজে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া, ইতালীয় গবর্ণমেণ্টের সন্দেহ জন্মিল যে সার্ডিনীয় রাজ্যে গুপ্তভাবে যে বিপ্লব-কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা উপেক্ষণীয়

নহে। অনেক মাস ধরিয়া গবর্ণমেণ্ট এই সমাজের কোন সূত্র ধরিয়া কেন্দ্রে উপনীত হইবার অশেষ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতেছেন না। তাঁহারা সমাজের ঊর্দ্ধতন বিভাগ, ও ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ষড়যন্ত্রীদিগকেই বিপ্লবকেন্দ্র বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহাদিগের অনুসন্ধান ফলোপধায়ক হয় নাই। তাঁহাদিগের একবারও মনে হয় নাই যে, যে সমাজের প্রসর এত বিস্তীর্ণ এবং যে সমাজ পুলিশের এরূপ তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানও অতিক্রম করিতে সমর্থ, সে সমাজের অধিনেতৃবৃন্দ অজ্ঞাতনামা কতিপয় মাত্র যুবাপুরুষ, যাঁহাদিগের অনুপম কার্য্যদক্ষতা এবং অবিচলিত অধ্যবসায় ভিন্ন অন্য কোন সম্পত্তি বা অবলম্বন ছিল না।

নিরপরাধীকে শাস্তি দিলে পাছে প্রকৃত ষড়যন্ত্রীরা সতর্ক হয়, এই ভয়ে গবর্ণমেণ্ট সন্দিগ্ধ উচ্চশ্রেণী ও ১৮২১ সালের ষড়যন্ত্রিদিগকে শাস্তি দিতে সাহস করিলেন না। সুতরাং নিরাপদে ও নিঃসন্দিগ্ধ ভাবেই অভ্যুত্থান অনুষ্ঠিত হইতে পারিত।

কিন্তু একটী ঘটনায় অভ্যুত্থান অঙ্কুরে বিদলিত হইল। এই সময় দুই জন আর্টিলারি-কর্ম্মচারী একটী স্ত্রীলোক লইয়া বিবদমান হইয়া এক জন অপরকে ষড়যন্ত্রী বলিয়া ধরাইয়া দিব বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছিল, এমন সময় এক জন পথিক শুনিয়া এই কথা গবর্ণমেণ্টকে বলিয়া দেয়। গবর্ণমেণ্টও এই সূত্র ধরিয়া ষড়যন্ত্রের মূল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

বারিক ও আর্টিলারি গৃহে খানাতল্লাশি করিয়া নব্যইতালীসমাজ-প্রচারিত খানকতক পত্রিকা পাওয়া যায়। সেই পত্রিকার অধিস্বামিগণ এবং অল্প দিন পরেই তাঁহাদিগের বন্ধুগণও কারারুদ্ধ হন। তাঁহাদিগকে পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ভাবে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, যেন কেহ কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে বা পরস্পরের সহিত চিটিপত্র লেখালিখি করিতে না পারে। গবর্ণমেণ্টের দূতগণ অপরাপর সৈনিকগণের মুখচ্ছবি সতর্ক ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। যাঁহাদিগের মুখে কোন প্রকার দুশ্চিন্তা, বিমর্ষ, বা অস্বা-

ভাবিক বিবর্তভাব ভাব পরিদৃষ্ট হইল; তাঁহারাই কারারুদ্ধ হইতে লাগিলেন।

শুদ্ধ জেনোয়ায় এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল এরূপ নহে। টিউরিন্, আলেসাণ্ড্রিয়া এবং চাম্বের কারাগার সকল "সন্দিগ্ধ" জনগণে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। যাহাতে দ্বিতীয় দল ভাবে, বুঝি প্রথম দলের বিশ্বাসঘাতকতাই তাহাদিগের কারারোধের মূল এই জন্য, প্রথম ও দ্বিতীয় দলের কারারোধের অভ্যন্তরে কিঞ্চিৎ সময় প্রদত্ত হইত।

বাস্তবিক কতকগুলি কারারুদ্ধ বর্ত্তমান যন্ত্রণায় ভবিষ্য যন্ত্রণার ভয়ে বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছিল। প্রত্যেক কারারুদ্ধকে বলা হইল যে হয় সে সঙ্গীদিগের নাম ব্যক্ত করুক, অথবা প্রাণদণ্ড গ্রহণ করুক্। তিন জন সৈনিকপুরুষ ও এক জন সিবিলিয়ান্ ভয়ে সঙ্গীদিগের নাম বলিয়া ফেলিল। কতকগুলি উচ্চতর চরিত্রের লোক আপনাদিগের দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল, কিন্তু সঙ্গীদিগের নাম বলিল না। ইহার ফল এই হইল যে যাঁহারা তাহাদিগের বন্ধু বান্ধব বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারা অচিরাৎ ধৃত হইলেন।

এইরূপ নির্যাতন প্রথমে বড় বড় নগরে আরব্ধ হইয়া, অবশেষে নাইস্, কিউনিয়ো, ভার্সেলি ও মণ্ডোভি প্রভৃতি নগরে প্রসৃত হইল।

চতুর্দ্দিকে ভীতিস্রোত প্রবাহিত হইল। অনেক সভ্য পলায়ন করিলেন, কতকগুলি লুক্কায়িত রহিলেন। সমাজের অধিনেতৃবৃন্দ নির্যাতনের আরম্ভের পর অভ্যুত্থানের আরব্ধির ঔচিত্যবিষয়ে সন্দিহান হইলেন।

অতি অল্পদিনের মধ্যে বিপ্লবের আরব্ধি অসম্ভব হইয়া উঠিল। বারিক সকল চতুর্দ্দিকে এরূপ সতর্কতার সহিত পরিরক্ষিত হইতে লাগিল, যে জনপ্রাণী তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে পারিল না।

যে সময়ে কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগের আত্মীয় স্বজনকে বলা হইতেছিল যে তাঁহাদিগের ব্যাকুল হইবার বিশেষ কারণ নাই, যেহেতু তাঁহাদিগের কাররুদ্ধ বন্ধুবান্ধবদিগকে শীঘ্রই কারামুক্ত করা যাইবে, সেই সময়েই

কারাগারের প্রাচীরের অভ্যন্তরে লোমহর্ষণ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতেছিল। যাহাদিগকে সন্দেহমাত্রে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে আপন মুখে দোষী স্বীকার করাইয়া লইবার জন্য, গবর্ণমেণ্ট অসংখ্য নারকীয় উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কতকগুলিকে তাঁহারা অর্থ দ্বারা বশীভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কতকগুলিকে বক্র প্রশ্ন দ্বারা জালে ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথমেই হউক বা পরেই হউক সকলের প্রতিই ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছিল। কাহাকে কাহাকে বা আট্রোপস্ বেলাডোনা নামক ঔষধ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়ান হইয়াছিল; ইহাতে বুদ্ধি অতি ক্ষীণ হয়; সুতরাং আত্মসংযম না থাকায় রোগী সহজেই মনের কথা বাহির করিয়া ফেলে। যাহারা ভীত বলিয়া পরিজ্ঞাত; তাহাদিগকে এইরূপ বলা হইল ঃ—"আমরা জানি যে তোমরা দোষী; এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গুলি করিয়া তোমাদিগকে মারিতে হুকুম পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও যদি তোমরা সহচরদিগের নাম বলিয়া দেও তাহা হইলেও প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পার"।

যাঁহারা ধার্ম্মিক ও সাহসী বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাদিগকে এইরূপ বলা হইত—"আমরা তোমাদিগের জন্য অন্তরের সহিত দুঃখিত হইয়াছি। তোমরা ভাবিয়াছিলে যে তোমরা একটী সৎকার্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছ, কিন্তু তোমরা যাহাদিগের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিতেছ, তাহারা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এইরূপ মৌন অবলম্বন করিয়া তোমরা বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত বন্ধুদিগের প্রাণরক্ষা করিতেছ না; কিন্তু যাহারা তোমাদিগের নাম বলিয়া দিয়াছে—তাহাদিগের জন্য আপনাদিগকে ও পরিবারবর্গকে অকারণ বিসর্জ্জন দিতেছ। দেখ! তোমাদিগের বিরুদ্ধে তোমাদিগের সাক্ষ্য এই। তবে কেন তোমরা ইহার সত্যতা স্বীকার করিয়া কারামুক্ত হইয়া গৃহে গিয়া আত্মীয় স্বজনের হৃদয়ে শান্তি বিতরণ না করিবে? কেন না—এরূপ অবাধ্যভাবে মৌনী রহিলে, নিশ্চয় তোমাদিগের মৃত্যু"। এই কথা শুনিয়া কারাবাসীর মন যখন সন্দেহ ও ভয়ে আলোড়িত হইত, তখন বন্ধুবান্ধবদিগের

জালনাম-স্বাক্ষরিত পরিত্যাগপত্র তাহাদিগের সম্মুখে ধরা হইত। জ্যাকোপো রুফিনির প্রতি এই কৌশল অবলম্বিত হইয়াছিল।

যাহাদিগের মুখ হইতে কেবল নিজের দোষ স্বীকার করিয়া লওয়ার প্রয়োজন, তাহাদিগের সঙ্গে একজন করিয়া কপট ষড়যন্ত্রী আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। এই কপট ষড়যন্ত্রী ক্রমে বিশ্বাস-ভাজন হইয়া সহবাসী কারাবাসীর কষ্ট যন্ত্রণার সময় তাহার মুখ হইতে হৃদয়-নিগূহিত সমস্ত গুপ্ত কথা বাহির করিয়া লইত।

মিগ্লিয়ো নামক একজন সার্জেণ্ট জেনোয়ার একজন কপট ষড়যন্ত্রীর সহিত একত্র কারারুদ্ধ হন। উক্ত কপট ষড়যন্ত্রী সাশ্রুজলে মিগ্লিয়োকে বলিল যে "আমি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলাম বলিয়া আমার আজ এই দুর্দ্দশা! আর তুমি যদি বাটীতে পত্র দ্বারা মনের কথা জানাইতে চাও, তাহা হইলে আমি বিশ্বস্ত লোক দ্বারা তোমার সেই পত্র পাঠাইয়া দিতে পারি"। মিগ্লিয়ো এই কথায় প্রতারিত হইয়া আপনার শিরা কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া সেই রক্ত দিয়া মনের ভাবপূর্ণ একখানি পত্র লিখিয়া বাটীতে প্রেরণ করিবার জন্য উক্ত ষড়যন্ত্রীর হস্তে প্রদান করেন। এই পত্রখানি শেষে মিগ্লিয়োর বিরুদ্ধে প্রধান প্রমাণ স্বরূপ অবতারিত হয়।

প্রত্যেক কারাবাসীর জন্য নূতন নূতন কষ্ট প্রদানের উপায় উদ্ভাবিত হইতে লাগিল,—প্রত্যেকটাই নৃশংস নিষ্ঠুর ও লজ্জাকর।

একজন কারাবাসীর কারাগৃহের গবাক্ষের নিম্নে একজন গবর্ণমেণ্ট চীৎকারক অপর কারাবাসিদিগের শীর্ষচ্ছেদ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে লাগিল

আর একজন কারাবাসী, যে গৃহে তাঁহার বন্ধু আবদ্ধ রহিয়াছেন, তাহার সম্মুখবর্ত্তী গৃহে আবদ্ধ হয়েন। এই দুই ঘরের মধ্যে কেবল একটী পথ ছিল। বন্ধুর মৃত্যু নিকট এই সংবাদ তাঁহাকে দেওয়া হইল। তাহার পরক্ষণেই তিনি শুনিতে পাইলেন যে কতকগুলি সৈনিক পুরুষ উক্ত আগার হইতে তাঁহার বন্ধুকে লইয়া যাইতেছে—তাহার অব্যবহিত পরেই গুলির শব্দ বন্ধুর অদৃষ্টবার্ত্তা তাঁহাকে শুনাইল।

জিওভানি রে আত্মখ্যাপনে যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ—

"সার্জেন্টগণের বধের পর তাহারা আমাকে পিয়ানাভিয়ার বধ-বিষয়ে বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা করিল। এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হইল, সর্ব্বদা গান করা পিয়ানাভিয়ার অভ্যাস ছিল; এক দিন রবিবারে হঠাৎ তাঁহার গান বন্ধ হইল। সেই রবিবারে সেই কারাগৃহের দ্বারপথে অবিশ্রান্ত লোকজনের যাতায়াতের শব্দ আমার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। গবর্ণর আসিলেন, আসিয়া তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। বেলা তিন ঘটিকার সময় আলেসাণ্ড্রিয়া দুর্গের জেনেরাল্ কমাণ্ডেন্ট কতকগুলি কর্ম্মচারি-পরিবেষ্টিত হইয়া এবং ঘাতকাকৃতি একজন পুরোহিত সঙ্গে করিয়া আমার অন্ধকূপে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা এরূপ ভাব দেখাইতে লাগিলেন যে তাঁহারা যেন আমার দুঃখে অতিশয় কাতর, অশ্রুজল সম্বরণ করা তাঁহাদিগের পক্ষে যেন অসাধ্য। সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন আমার মন প্রশান্ত আছে কি না; আমি কহিলাম 'আছে'। তাহার পর তিনি বাহির হইয়া গেলেন, আমাকে গুটিকত কথা বলিবার জন্য পুরোহিতকে রাখিয়া গেলেন। সমস্ত রাত্রি সেই গোলযোগ চলিতে লাগিল। প্রত্যূষে আমার বোধ হইল যেন পিয়ানাভিয়াকে বারাণ্ডা দিয়া লইয়া যাইতেছে—ইহার পর তিনটী গুলির শব্দে অবগত হইলাম যে পিয়ানাভিয়ার প্রাণবধ হইল। যে পিয়ানাভিয়ার বিশ্বাসঘাতকতায় অনেক গুলি ভ্রাতা প্রাণ হারাইলেন, তাহার জন্যও আমি করুণভাবে রোদন করিতে লাগিলাম।"

বস্তুতঃ পিয়ানাভিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয় নাই। জিওভানি রেকে ভয় দেখাইবার জন্যই এরূপ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। কতকগুলি কারাবাসীর কারাকূপের বাহিরে দিবারাত্রি এরূপ ভীষণ শব্দতরঙ্গ উত্থাপিত ও পরিরক্ষিত করা হইত, যে তাহাদিগের পক্ষে নিদ্রা যাওয়া অসম্ভব হইত। তিন চারি রাত্রি এইরূপ দুর্ব্বিষহ কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করার পর তাহাদিগকে নানাপ্রকার প্রশ্ন ও পরীক্ষা

দ্বারা এতদূর উদ্বেজিত ও উৎপীড়িত করা হইত যে যাহারা তাহা সহ্য করিয়াছে, তাহারা ব্যতীত আর কেহই তাহা কল্পনায় ধারণ করিতে সমর্থ নহে। অবশেষে এইরূপ কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিয়া যখন কারাবাসীর নৈতিক সাহস অবসন্ন ও বিপর্য্যস্ত হইত, তখন "স্বয়ং দোষ স্বীকার করিলে প্রাণদান পাইবে" তাহাকে এইরূপ প্রলোভন দেখান হইত। শুদ্ধ প্রলোভন নয়—তাঁহারা পারিবারিক প্রণয়ের পবিত্রতা নষ্ট করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না; তাঁহারা কারাবাসীর সম্মুখে বৃদ্ধ জনক জননীকে আনাইয়া গুপ্ত কথা বাহির করিয়া দিবার জন্য তাঁহাদিগ কর্ত্তৃক কারাবাসিগণকে অনুরোধ করাইতেও লজ্জা বোধ করিতেন না।

এই সকল নির্যাতনে অনেকে অবনত হইল; কতকগুলি বিচলিত হইলেন না; সুতরাং তাঁহাদিগের প্রাণদণ্ড হইল। একজন কেবল—যাঁহার বয়স নবীন এবং হৃদয় এত উচ্চ ও পবিত্র যে কোন প্রলোভনেই ভীত বা বিচলিত হইবার নহে—আত্মাকে প্রবঞ্চকদিগের প্রলোভন-জাল হইতে এবং দেহকে ঘাতকদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। এই মহাত্মার নাম জেকোপো রুফিনি। ইনি এক রজনীযোগে তাঁহার কারাগৃহের দেউল হইতে একটী গজাল উপড়াইয়া, তাঁহার গ্রীবার একটী রক্তবাহিনী শিরা খুলিয়া দিলেন। যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে এইরূপ ভীষণ প্রতিবাদ করিয়া, সেই নবীন যোগী দেশহিতৈষণায় জীবন উৎসর্গ করিলেন। তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল ও অপাপবিদ্ধ ছিল। তাঁহার প্রকৃতি অতি মধুর, তাঁহার হৃদয় পবিত্রতম ও স্থিরতম প্রণয়ে পরিপূরিত ছিল। তিনি স্বদেশকে প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসিতেন, এবং ইতালীর ভবিষ্যৎ ব্রতের গুরুত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিতেন। তাঁহার—সর্ব্ব ধর্ম্মের আদর্শ জননীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, ভ্রাতৃগণের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ, এবং প্রিয়বন্ধু ম্যাট্‌সিনির প্রতি অবিচলিত প্রেম ছিল। তিনি ম্যাট্‌সিনির শৈশব-সহচর ও যৌবনসুহৃৎ ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে একত্র অধ্যয়ন কাল হইতে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ

সংঘটিত হয় নাই। তাঁহারা সহোদর ভ্রাতার ন্যায় পরস্পরের সহবাসে কালাতিপাত করিতেন। কেবল সেই সময় প্রথমে কারাবাস ও শেষে নির্ব্বাসন তাঁহাদিগকে জন্মের মত পরস্পর-বিচ্ছিন্ন করে। জ্যাকোপো রুফিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এবং ম্যাট্সিনি ব্যবহার-বিজ্ঞানে দীক্ষিত হইতেছিলেন। উদ্ভিজ্জ্য-বিদ্যা ও সাহিত্য সাধারণে অনুরাগ এবং হৃদয়ে স্বাভাবিকী সহানুভূতি—এই কয়টী উপাদানে তাঁহাদিগের বন্ধুত্ব ক্রমে গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়াছিল।

যখনই নির্যাতন আরব্ধ হইল, তখনই জ্যাকোপো বুঝিলেন যে তাঁহার জীবন সংশয়। বুঝিয়া তিনি প্রশান্ত ভাবে মৃত্যু পতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার নামে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইয়াছে এই সংবাদ দিয়া যখন বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহাকে পলায়ন করিতে অনুরোধ করেন তিনি পলায়নে অস্বীকৃত হন। যখন সকলে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, তখন তিনি বলিলেন যে যাহাদিগের দৃষ্টান্তে অপরে বিপৎসাগরে ঝাঁপ দিয়াছে, তাহাদিগেরই সর্ব্বপ্রথমে জীবন প্রদান করা উচিত। যখন ধৃত হইয়া তিনি নানাপ্রকার প্রশ্নে উৎপীড়িত হইতে লাগিলেন, তখন তিনি কোন-প্রকার উত্তর না দিয়া কেবল মৃদু মৃদু হাঁসিতে লাগিলেন। কিন্তু অবিশ্রান্ত কষ্ট যন্ত্রণায় ও নিরন্তর ভয়প্রদর্শনে পাছে পরে চিত্তদৌর্ব্বল্য ঘটে, এই ভয়ে জ্যাকোপো আত্মা অপাপবিদ্ধ থাকিতে থাকিতে আত্মহত্যা করিলেন।

তাঁহার হৃদয় যেমন গভীর ছিল, বুদ্ধিও তেমনই প্রখরা ও ক্ষিপ্রা ছিল। যাঁহারা তাঁহাকে ঘনিষ্ঠরূপে জানিতেন; তাঁহারা অদ্যাপি তাঁহাকে ঋষির ন্যায় মনে করেন, এবং ভক্তিভাবে তাঁহার স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন।

চার্লস আল্বার্ট রক্তপানে এতদূর উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে তিনি একজন কর্ম্মচারীকে বলিয়াছিলেন যে "সামান্য সৈনিকের রক্তে পর্য্যাপ্ত হইবে না, তুমি সৈনিক কর্ম্মচারিদিগকেও ধরিয়া দিতে চেষ্টা করিবে"।

যাহারা গয়েন্দাগিরি স্বীকার করিল, তাহাদিগের জীবন ছাড় দেওয়া হইল। কিন্তু এই গয়েন্দাদিগের স্বাক্ষ্য পরস্পরবিসম্বাদি হইতে লাগিল। এই জন্য একদিন দুইজন গয়েন্দাকে এক গারদে পুরিয়া রাখা হইল। তাহার পর তাহাদিগের স্বাক্ষ্য গৃহীত হইল, আর বিসম্বাদ রহিল না। এই জঘন্য নরাধমদিগের কথার উপর নির্ভর করিয়া অনেক নির্দ্দোষী ব্যক্তিরও প্রাণদণ্ড হইল।

কারাবাসিদিগকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা ছলনা ও বিড়ম্বনা মাত্র। কারাবাসিদিগের পক্ষসমর্থকদিগকে যে সকল কাগচ পত্র দেওয়া হইয়াছিল তাহা আসল হইতে নানাপ্রকারে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত, আর তাঁহাদিগকে যে সময় প্রদত্ত হইয়াছিল তাহাতে মকদ্দামার অবস্থা সবিশেষ বিবেচনা করাও সম্ভবপর ছিলনা। পক্ষসমর্থকেরা প্রায় সকলেই সেনানিবিষ্ট। তাঁহারা এই দুঃসাহসিকতার জন্য অচিরাৎ সমুচিত শাস্তি প্রাপ্ত হন।

অসংখ্য লোকের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা গবর্ণমেন্ট গেজেটে প্রচারিত হইতে লাগিল। যাহারা পীড্‌মণ্টিস্ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লিখিত কোন প্রকার পত্রপত্রিকাদি প্রচার করিয়া বেড়াইত, তাহাদিগের অধিকাংশেরই উপর চিরদাসত্ব-দণ্ড ব্যবস্থাপিত হইল, কোন কোন স্থলে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্তও আদিষ্ট হইল। যে ব্যক্তি একটী ষড়যন্ত্রী ধরিয়া দিবে তাহার প্রতি একশত মুদ্রা পারিতোষিক নির্দ্দিষ্ট হইল।

যে সকল লোক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন, তাঁহাদিগের নামের তালিকা প্রদান করিতে শোণিত শুকাইয়া যায়। অনেক সৈনিক কর্ম্মচারী ও ব্যবহারাজীব এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

যাঁহাদিগের বিরুদ্ধে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা উদ্‌ঘোষিত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি কৌশলে মুক্তি লাভ করেন। ম্যাট্‌সিনির বিরুদ্ধেও প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হয়, কিন্তু তিনি প্রিন্‌স আল্‌বার্টের রাজ্য-বহির্ভূত থাকায় কেহই তাঁহার কেশ স্পর্শ করিতে পারে নাই।

অবশিষ্ট কারাবাসিদিগের কাহারও প্রতি বিশ বৎসর, কাহারও প্রতি দশ বৎসর, কাহারও প্রতি পাঁচ বৎসর, কাহারও প্রতি তিন বৎসর, কাহারও প্রতি দুই বৎসর, এবং কাহারও প্রতি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ব্যবস্থাপিত হইল। সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর কতকগুলি লোককে স্বাধীনতা প্রদান করা হইল।

লোকের জীবন-মরণ-নির্দ্ধারণ-রূপ এই গুরুতর কার্য্য—ন্যায়ের বাহ্য আড়ম্বর বা আইনের ফরমের দিকেও দৃষ্টি না রাখিয়া অতি দ্রুত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা বিভীষিকা ও ক্রোধান্ধতার রাজত্ব কাল। তৎকালে এরূপ যথেচ্ছাচারের কোন অনিবার্য্য প্রয়োজনও ছিলনা। কেবল চার্লস আল্‌বার্টের রক্ত-পিপাসা নিবারণ করিবার জন্যই এতদূর রক্তপাত করা হইয়াছিল। আল্‌বার্টের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ন্যায়ের একমাত্র আশ্রয়স্থল বিচারকগণ ঘাতকরূপে এবং ধর্ম্মাধিকরণ সকল বধ্যভূমিরূপে পরিণত হইয়াছিল।

ঘাতকগণ রাজ-প্রসাদের প্রার্থী হইয়া নিষ্ঠুরতায় আপন রাজাকেও পরাজিত করিতে লাগিল। ইহার বিশদীকরণে একটী দৃষ্টান্তই পর্য্যাপ্ত হইবে। একদিন তাহারা ভচীরী নামক একজন কারাবাসীকে তাহার বাটীর সম্মুখ দিয়া বধার্থ বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতেছিল। ভচীরীর গৃহে গর্ভবতী স্ত্রী, স্নেহময়ী ভগিনী ও শিশু সন্তানদ্বয় বাস করিত। তাহাদিগের যন্ত্রণা পরিহার করিবার জন্য ভচীরী ঘাতকদিগকে অন্য পথ দিয়া লইয়া যাইবার জন্য অনুনয় করিলেন। ঘাতকেরা তাঁহার কথা শুনিল না। তাঁহার ভগিনী তাঁহার অবস্থা দেখিয়া উন্মাদগ্রস্তা হইলেন, পতিপ্রাণা স্ত্রী পাগলিনীবেশে বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইয়া স্বচক্ষে স্বামীর বধকার্য্য দেখিলেন। এদিকে গৃহে পড়িয়া অনাথ শিশুগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

চাম্বের সেনাপতি মরা, কুনিওর গবর্নর ফেবার্গ এবং আলেসাণ্ড্রিয়ার গবর্নর-জেনেরাল্ গালাটেরি প্রভুর সন্তোষ বিধানার্থে নৃশংসতায় পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর-তদের উপর চার্লস সর্ব্বোচ্চ রাজ-সম্মান প্রদান করিতে লাগিলেন।

নেপাল্‌স, ভিনিস্‌ এবং রোমের সাধারণ-তান্ত্রিকেরা জঘন্য প্রতি-হিংসায় হৃদয় কলুষিত এবং ভ্রাতৃস্থানীয় নাগরিকদিগের রক্তে হস্ত কলঙ্কিত করা অপেক্ষা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গমন করা সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর মনে করিলেন।

ম্যাট্‌সিনি এই সমস্ত ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া দ্রুত কার্য্য আরম্ভ করার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলেন। ষড়যন্ত্রিদিগের চিন্তা ও কার্য্যে বিসম্বাদ ঘটাতেই যে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন। ইতালীতে নব্য ইতালী সমাজের বৈপ্লবিক মত সকল সমাদরে পরিগৃহীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই মত সকলের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে অতি অল্প লোকই প্রস্তুত ছিলেন। এই জন্য ম্যাট্‌সিনি নব্য ইতালী সমাজের সভ্যগণের মধ্যে এই নৈতিক শিক্ষার অভাব দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি স্থির করিলেন যে নিজের দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইবেন যে যাঁহারা কোন নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাহার মূল সূত্র অনুসারে কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, যাঁহারা অপরের জীবন মরণের দায়িত্ব আপন মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকল বাধা বিপত্তির সম্মুখেও আপনাদিগের প্রতিজ্ঞা বজায় রাখা উচিত। প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের উদ্দেশ্য যতই কেন উচ্চ ও উদার হউক না, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।

এই জন্য ম্যাট্‌সিনি ও তৎসহচরবৃন্দ ইতালীর বাহিরে সৈন্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। ম্যাট্‌সিনি দেখিলেন দ্রুত কার্য্য আরম্ভ করিলে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব নহে। তিনি দেখিলেন যে কার্য্য আরম্ভ না হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে জানা যাইবে না যে কত লোক নব্য ইতালী সমাজের অনুকূল; যাহারা এখনও ভগ্ন হৃদয়ে ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাসশূন্য হইয়া ভবিষ্য-কর্ত্তব্য বিষয়ে মন্থর রহিয়াছে, সাহস ও অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিলে, তাহারা নিশ্চয়ই মিলিত হইয়া আরব্ধ কার্য্যে যোগ দিবে। এই অলক্ষিত ও অপরিজ্ঞাত উপাদানের সংখ্যা ম্যাট্‌সিনির বিশ্বাসে অগণ্য ছিল।

প্রিন্স আলবার্টের পূর্ব্বোক্ত নিষ্ঠুরতায় সমস্ত ইতালীবাসীর ঘৃণা ও

ক্রোধ তাঁহার বিরুদ্ধে উদ্দীপিত হইয়াছিল। ম্যাট্সিনি দেখিলেন এই সময়ে কার্য্য আরব্ধ করিলে তাঁহারা অসংখ্য ইতালীবাসীর সহকারিতা প্রাপ্ত হইতে পারেন।

ম্যাট্সিনির আশা যে অমূলক নহে, তাহা প্রমাণ করিতে শুদ্ধ এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে তাঁহাদিগের এই মন্তব্য উদেঘাষিত হইবামাত্র জেনোয়ার বিচ্ছিন্ন উপাদান সকল সমবেত হইয়া জেনোয়াকেই কার্য্যকেন্দ্র করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। অধিনেতৃবৃন্দের বয়সের নবীনতা ও অদূরদর্শিতাই এই প্রকাণ্ড উদ্যমের ভবিষ্য অকৃতকার্য্যতার নিদান। বিখ্যাতনামা গ্যারিবল্ডিও এই উদ্যমে যোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কেবল পলায়ন দ্বারা প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন মাত্র।

ম্যাট্সিনি দ্রুত কার্য্য আরম্ভ করিবার মানসে মার্সেলিস্ পরিত্যাগ করিয়া জেনিভা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যে রাজ্যকে কার্য্যক্ষেত্র করিতে হইবে সেই রাজ্যের ভৌগোলিক ও অন্যান্য অবস্থা ম্যাট্সিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন যে জেনিভীয় গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের সশস্ত্র অভ্যুত্থান নিবারণ করিতে চেষ্টা করিবেন। এই জন্য তিনি ফেজি প্রভৃতি কতিপয় জেনিভীয় সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত আত্মীয়তা করিলেন। আত্মীয়তা করিয়া জানিলেন যে যদিও জেনিভীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রতিরোধ করিবেন, সে প্রতিরোধ নাম মাত্র হইবে; আর জেনিভীয় লোক-সাধারণের তাঁহাদিগের উদ্যমের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

ম্যাট্সিনি বিপ্লব আরব্ধ হইলে যাহাদিগ দ্বারা কোনওপ্রকার উপকারের সম্ভাবনা ছিল, তাহাদিগের সকলেরই সহিত মৈত্রী সংস্থাপন করিলেন; সেভয়ের উদ্ধারের মুখযন্ত্র-স্বরূপ "লা ইউরোপ সেণ্ট্রাল" নামক এক খানি সম্বাদপত্র বাহির করিলেন; এবং সেভয়ের অধিবাসিদিগের সহিত গুপ্ত চিটি পত্র লেখালিখি করিয়া এমন একটী উপায় উদ্ভাবন করিলেন যে গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা উপেক্ষা করিয়াও কার্য্য আরম্ভ করা অত্যন্ত সম্ভব বলিয়া মনে করিলেন।

সেভয় তৎকালে অতিশয় উৎপীড়িত অসন্তুষ্ট ও বিদ্রোহ-প্রবণ ছিল। ম্যাট্‌সিনি চ্যাম্ব্রে, আনেন্সী, থনন্, বনিভিল্, ইড্রেন্, এবং অন্যান্য সেভয়স্থ নগরের সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। অভ্যুত্থান কৃতকার্য্য হইলে তাঁহারা সে সম্বন্ধে কি করিবেন, উক্ত নাগরিকগণ ম্যাট্‌সিনিকে এই প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন—অধিবাসিগণের ইচ্ছানুসারে সেভয় হয় ইতালীর সহিত, নয় ফ্রান্সের সহিত অথবা সুইস্ সাধারণতন্ত্রের সহিত মিলিত হইবে; তাঁহার পরামর্শ অনুসারে কার্য্য হইলে তিনি সুইস্ সাধারণতন্ত্রের সহিতই সেভয়কে মিলিত করিতে বলিবেন। কারণ চরিত্রগত সাদৃশ্য ও ভৌগোলিক অবস্থানুসারে রাজ্যের ভাগ যদি প্রকৃতসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সুইজসাধারণতন্ত্রের এক সীমা সেভয় ও অন্য সীমা জার্ম্মাণীর টাইরল হওয়া উচিত। ম্যাট্‌সিনির বিশ্বাস ছিল যে যদি সুইজর্লণ্ড—ইতালী ফান্স ও জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক গ্রস্ত না হয়, তাহা হইলে কালে ইহার সীমা ঐরূপই হইবে।

কার্য্যের উপাদানের অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু সেই উপাদান সকলকে—নির্ব্বাসিত ইতালীয়দিগকে—ফ্রান্সের নানা স্থান হইতে আনিয়া একত্র সমবেত করা বহুব্যয়সাধ্য বলিয়া তাহা ঘটিয়া উঠিল না। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় সেভয়ে অনেকগুলি জার্ম্মাণ ও পোলিস্ নির্ব্বাসিত উপস্থিত ছিলেন। ম্যাট্‌সিনি ইহাঁদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া অতি সংগোপনে অভ্যুত্থানোপযোগী শিক্ষা বিধান করিতে লাগিলেন, এত গোপনে যে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের লক্ষ্য ও কার্য্যপ্রণালী কিছুই জানিতে পারিলেন না।

ইতালীর উদ্যাপনীয় ব্রতের সহিত অন্যান্য দেশের উৎপীড়িতদিগের ব্রতের একীকরণে কৃতকার্য্য হওয়ায় ম্যাট্‌সিনি বিশেষ প্রীতি লাভ করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার বিশ্বাস ছিল, যে নব্য ইতালী সমাজের অনিবার্য্য ও ন্যায়সঙ্গত পরিণাম—'নব্য ইউরোপ' সমাজের প্রতিষ্ঠাপন। আজ তাহা কার্য্যে পরিণত দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল।

ইতালীয় আভ্যুত্থানিক সেনা ইউরোপীয় জাতীয় সেনার বীজ স্বরূপ হইল। জার্ম্মণীয় ও পোলিস্ নির্ব্বাসিতেরা জয়ধ্বনির সহিত ম্যাট্‌সিনির প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া সামরিক আয়োজনে বিশেষ তৎপর হইলেন। কার্লোবিয়াঙ্কো-জেন্‌টিলিনি স্কোবাট্রলি প্রভৃতি কয়েক জন সামরিক পুরুষ সেনা দীক্ষিত করার বিষয়ে ম্যাট্‌সিনিকে বিশেষ সহায়তা করেন।

ম্যাট্‌সিনি "হোটেল্ ডি লা নাবিগেসন, অ পাকুইস্" নামক হোটেলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেই হোটেল তৎকালে বৈদেশিক নির্ব্বাসিতগণে পরিপূর্ণ ছিল। ষড়যন্ত্রিদিগের একপ্রকার সম্পূর্ণ করায়ত্ত থাকায়, সেই হোটেল পুলিশ কর্ম্মচারীদিগের অনুসন্ধিৎসার অনধিগম্য হইয়া উঠিল। জিয়াকোমোসিয়ানির বিশেষ যত্নে সেভয়স্থিত ধনী লম্বার্ডিদিগের অধিকাংশই তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। গাসপেয়ার বেলক্রেডি নামক এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ম্যাট্‌সিনির সহিত যোগ দিলেন। ইনি এক জন প্রধান কার্য্যকারক ষড়্‌যন্ত্রী হইলেন। নব্য ইতালী সমাজের মূলমন্ত্রে ইহাঁর বিশ্বাস কথনই বিচলিত হয় নাই, এবং ইনি আজীবন ম্যাট্‌সিনির একজন বিশ্বস্ত ও প্রিয়-বন্ধু ছিলেন।

তাঁহারা সেভয়নিবাসী গাস্‌পেয়ার রোসেল্ নামক একজন ধনী লম্বার্ডের নিকট প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিলেন, সেণ্ট্ এটীন্ ও বেল্‌জিয়ম্ হইতে যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র ক্রয় করিলেন, এবং সকলে সমবেত হইয়া মনের হর্ষে ও অশ্রান্ত যত্নে কার্টুর্চ্ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় যুদ্ধ-সামগ্রী প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

সকল কার্য্য সন্তোষজনক রূপে চলিতে লাগিল। কিন্তু শীঘ্র কার্য্য আরব্ধ করা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল। দুর্ভাগ্য ক্রমে এই সঙ্কট সময়ে অন্তশ্চর কমিটি সকল এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ—যাঁহারা অর্থ-সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন—এমন একটী আপত্তি তুলিলেন যে তাহাতে সঙ্কল্পের ধ্বংস সম্ভাবনা না হউক, কিন্তু সঙ্কল্প সাধনে গুরুতর বিলম্ব পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা।

তাঁহারা একটী "নাম" চাহিলেন। তাঁহারা আভ্যুত্থানিক সেনার এমন একজন অধিনায়ক চাহিলেন, যিনি শুদ্ধ যুদ্ধবিশারদ মাত্র হইবেন এরূপ নহে, যাঁহার নাম ও খ্যাতির মোহিনী শক্তি থাকিবে।

তাঁহারা সেনাপতি রামোরিণোকে বৈপ্লবিক সেনার অধিনেতৃত্ব প্রদান করিতে ম্যাট্‌সিনিকে অনুরোধ করিলেন। রামোরিণো পোলিস্ বৈপ্লবিকদিগের রক্ষার্থ ফরাশি পোলিস্ বন্ধুগণ কর্ত্তৃক পোলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিলেন। পোলণ্ডে তাঁহার ব্যবহার যদিও প্রশংসনীয় হয় নাই, যদিও তাঁহার বিরুদ্ধে পোলিস্ স্বদেশ-হিতৈষিগণকে অভিযোগ করিতে হইয়াছিল, তথাপি পোলিসদিগের স্বাপক্ষ্যে যুদ্ধ করায় জন্মভূমি সেভয়ে ও বাসভূমি ফ্রান্সে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। এই জন্য সকলেরই ইচ্ছা যে তাঁহাকেই সেনাপতিত্ব প্রদান করা হয়।

ম্যাট্‌সিনি ইহাতে বিশেষ আপত্তি করিলেন। তিনি পোলিস্ নির্ব্বাসিতগণের মুখে তাঁহার চরিত্র ও রণকৌশল সম্বন্ধে যাহা অবগত হইয়াছিলেন, তাহাতে রামোরিণো সম্বন্ধে তাঁহার মত স্বতন্ত্র ছিল। এ আপত্তি করার তাঁহার আরও একটী কারণ ছিল—তিনি জানিতেন যে নূতন অবস্থায় নূতন লোকের প্রয়োজন; ঘটনা লোক প্রস্তুত করিয়া দেয়, লোক কর্ত্তৃক ঘটনা প্রস্তুত হয় না। তিনি বলিলেন যে বিপ্লবের দুইটী যুগ—প্রাথমিক অভ্যুত্থান, ও তাহার পরিণামস্বরূপ ভাবী সমর। এই আভ্যুত্থানিক কালের অধিনেতৃত্ব বিপ্লবস্রষ্টৃগণের হস্তে থাকাই সর্ব্বথা প্রার্থনীয়; অভ্যুত্থান কৃতকার্য্য হইয়া যখন সমরযুগ উপস্থিত হইবে, তখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সেনাপতির হস্তে অধিনেতৃত্ব প্রদান করায় কোন অনিষ্ট সম্ভাবনা নাই।

ম্যাট্‌সিনির আপত্তি অগ্রাহ্য হইল। নিয়মের শক্তি অপেক্ষা নামের গৌরব প্রবলতর হইল। তাঁহারা ম্যাট্‌সিনিকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া পাঠাইলেন যে রামোরিণোকে সেনাপতি না করিলে উপস্থিত ক্ষেত্রে তাঁহারা সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন। ম্যাট্‌সিনি বুঝিলেন তাঁহার অভিপ্রায়ের নিঃস্বার্থতা বিষয়ে ইহাঁদিগের সন্দেহ জন্মিয়াছে.

তাঁহারা সন্দেহ করিতেছেন যে ম্যাট্‌সিনি আত্মোন্নতিপরবশ হইয়া আপনাকে সিবিল্ ও মিলিটারী উভয়প্রকার অধিনেতা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই সন্দেহের আশঙ্কায় ম্যাট্‌সিনি নিতান্ত কাতর হইলেন। কারণ তিনি জানিতেন যে যদি কেহ এ সন্দেহের অযোগ্য হন, সে তিনি।

ম্যাট্‌সিনি অগত্যা স্বীকৃত হইলেন; কিন্তু ইহার জন্য তাঁহাকে পরিণামে বিশেষ অনুতাপ করিতে হইয়াছিল। তিনি রামোরিণোকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

রামোরিণো তাঁহাদিগের কার্য্যপ্রণালীর আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শুনিলেন শুনিয়া সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। ম্যাট্‌সিনি ও তিনি স্থির করিলেন যে আক্রমণ-সেনা দুই স্তম্ভে বিভক্ত করিতে হইবে। প্রথম স্তম্ভের শৃঙ্খলাবদ্ধকরণের ভার ম্যাট্‌সিনি স্বয়ং গ্রহণ করিলেন; এই স্তম্ভ জেনিভা হইতে বহির্গত হইবে। দ্বিতীয় স্তম্ভের শৃঙ্খলাবদ্ধকরণের ভার রামোরিণো গ্রহণ করিলেন; এই স্তম্ভ লিয়ন্‌স হইতে বহির্গত হইবে। কারণ, তিনি বলিলেন যে লিয়ন্‌সে তঁহার বিশেষ প্রভাব। তিনি দ্বিতীয় স্তম্ভের সংগ্রহকরণের মূল্য স্বরূপ ম্যাট্‌সিনির নিকট হইতে চল্লিশ সহস্র ফ্রাঙ্ক মুদ্রা চাহিলেন, তাহাই প্রদত্ত হইল। এইরূপ স্থির হইল যেন নবেম্বর মাস (১৮৩৩) তাঁহাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না দেখিয়া অতীত না হয়। রামোরিণোর কার্য্যের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য ম্যাট্‌সিনি একজন বিশ্বস্ত মডেনীস্ যুবককে তাঁহার সেক্রেটারী করিয়া দিলেন।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষে, সেভয় অভিযানের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আণ্টোনিয়ো গ্যালেঙ্গা নামক একটী যুবা পুরুষ পূর্ব্বোক্ত “নাভিগেসন” হোটেলে ম্যাট্‌সিনির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মেলিগারি নামক ম্যাট্‌সিনির কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর নিকট হইতে একখানি পরিচায়ক পত্র আনিয়াছিলেন। ইনি ম্যাট্‌সিনিকে বলিলেন যে যেদিন তিনি শুনিলেন যে প্রিন্স আলবার্ট অসংখ্য ভ্রাতার রুধিরে হস্ত কলঙ্কিত করিতেছেন, সেই দিন হইতে তিনি

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে গুপ্তহত্যাদ্বারা প্রিন্স আল্বার্টের বধ সাধন করিবেন। তিনি ম্যাট্‌সিনির নিকট হইতে কেবল কিঞ্চিৎ অর্থ-সাহায্য ও একখানি পাস মাত্র চাহেন। অনেক পরীক্ষার পর ম্যাট্‌সিনি তাঁহাকে সহস্র ফ্রাঙ্ক ও পাস দিয়া তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিলেন।

এই সময় ম্যাট্‌সিনি সভার অন্য কোন কার্য্যোপলক্ষে এঞ্জেলিনি নামক এক ব্যক্তিকে টিউরিণে প্রেরণ করেন। এঞ্জেলিনি অজ্ঞাতভাবে টিউরিণের যে গলিতে গ্যালেঙ্গা বাসা করিয়াছিলেন, সেই গলিতে ও সেই বাড়ীর নিকটে একটী বাড়ীতে বাসা করেন।

এঞ্জেলিনি এত গুপ্তভাবে আসিয়াছিলেন যে টিউরিণের সভ্যেরাও তাঁহার আগমনবার্ত্তা জানিতে পারেন নাই। যাহা হউক এঞ্জেলিনি অসাবধানতাবশতঃ পুলিসের সন্দেহ উদ্দীপিত করায়, পুলিস-কর্ম্মচারীরা সেই গলিতে আসিয়া তাঁহার বাটী ঘিরিয়া ফেলিল। এদিকে সমাজের সভ্যেরা ভাবিলেন বুঝি গ্যালেঙ্গার অভিপ্রায় পুলিস জানিতে পারিয়াছে—এই ভাবিয়া তাঁহারা গ্যালেঙ্গাকে তথা হইতে সরাইয়া দিলেন এবং বলিলেন পূর্ব্বকথামত এ রবিবারে একার্য্য হইল না, আর এক রবিবারে হইবে, তাঁহারা সম্বাদ দিলে যেন তিনি টিউরিণে প্রত্যাগমন করিবেন।

কতিপয় রবিবার পরে তাঁহারা গ্যালেঙ্গার অনুসন্ধানে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু গ্যালেঙ্গা নিরুদ্দেশ, তাঁহার আর সন্ধান হইল না। গ্যালেঙ্গা ইতালী ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। অনেক দিন পরে সুইজর্লণ্ডে ম্যাট্‌সিনির সহিত তাঁহার আর একবার সাক্ষাৎ হয়। গ্যালেঙ্গা শেষে পুস্তক পত্রিকাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার লেখনী নব্য ইতালী সমাজ ও ম্যাটসিনির স্বাপক্ষ্যে ও বিপক্ষে সমভাবেই চালিত হইতে লাগিল। আবার ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ম্যাট্‌সিনির দলে মিলিত হন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাট্‌সিনি যখন ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ইতালী যাত্রা করেন, গ্যালেঙ্গা তাঁহার অনুমতি লইয়া তাঁহার সহিত গমন করেন। মিলানে আসিয়া তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে

গমন করিব বলিয়া ম্যাট্সিনিকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়া তিনি পার্মায় গমন করিলেন। পার্মায় গিয়া লম্বার্ডী-পীড্মণ্টের সম্মিলনের স্বাপক্ষ্যে অনেক বক্তৃতা করিলেন। এবং পীড্মণ্ট রাজ্যের প্রশংসাপূর্ণ পত্রাদি প্রকাশ করায় পীড্মণ্ট গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে জর্ম্মাণীতে কোন দৌত্যকার্য্যে প্রেরণ করেন। রোমের পতনের পর ম্যাট্সিনির সহিত তাঁহার আবার জেনিভায় সাক্ষাৎ হয়।

কিছুদিন পরে ম্যাট্সিনি যখন লণ্ডনে প্রত্যাগত হন তিনি দেখিলেন যে গ্যালেঙ্গাও তথায় আসিয়া উপস্থিত। লণ্ডনে আসিয়া গ্যালেঙ্গা মিলানবাসিদিগের নিন্দাসূচক একখানি পত্র প্রচার করেন। এই পত্রে তিনি সেই সাহসিক নাগরিকগণকে কাপুরুষ পর্য্যন্ত বলিয়াও গালি দিয়াছিলেন, ম্যাট্সিনি ইহাতে নিতান্ত বিরক্ত ও ব্যথিত-হৃদয় হইয়া এবার প্রতিজ্ঞা করিলেন যে এখন হইতে তাঁহার আর মুখ দর্শন পর্য্যন্তও করিবেন না।

১লা অক্টোবরের মধ্যে ম্যাট্সিনির সমস্ত প্রস্তুত হইল। কিন্তু রোমারিণোর আজও কোন সম্বাদ নাই। ম্যাট্সিনি তাঁহাকে ক্রমাগত চিঠি লিখিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর পাইলেন না। কিন্তু ম্যাট্সিনি সেই সেক্রেটারির নিকট হইতে হতাশাজনক সম্বাদ পাইতে লাগিলেন। সেক্রেটারির পত্রে অবগত হইলেন যে রামোরিণো দ্যূতক্রীড়ার ব্যসনে সম্পূর্ণ গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, ঋণে জড়িত হইয়াছেন, সৈন্য সংগ্রহের চিন্তা পর্য্যন্তও মনে আনেন না। ম্যাট্সিনি তাঁহার নিকট দূতের পর দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রামোরিণোর ভ্রূক্ষেপ নাই। অবশেষে সবিশেষ উত্তেজিত ও তিরস্কৃত হইয়া তিনি আরও কিছু সময় চাহিলেন, বলিলেন অতর্কিতপূর্ব্ব প্রতিবন্ধকাবলী উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার এইরূপ বিলম্ব হইল। ম্যাট্সিনি অগত্যা নবেম্বর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু নবেম্বরও চলিয়া গেল, তথাপি রামোরিণোর দেখা নাই। রামোরিণো ম্যাট্সিনিকে বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি যে সহস্র সৈনিক সংগ্রহ

করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন তাহার একশত সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে; কারণ পারিসের পুলিস্ কি সূত্রে এই সঙ্কল্পের আভাস পাইয়াছে। তাহারা তাঁহাকে নানা-প্রকার প্রশ্ন করিয়াছিল, কিন্তু তিনি কথঞ্চিৎ তাহাদিগের হাত এড়াইয়াছেন; তথাপি তাহাদিগের সন্দেহ অপনীত হয় নাই; তাহারা তাঁহার প্রতি পদবিক্ষেপে দৃষ্টি রাখিয়াছে; সুতরাং তিনি এসময়ে তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালনে অক্ষম হইলেন। এই বলিয়া তিনি যে চল্লিশ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে দশ সহস্র মাত্র ফিরাইয়া পাঠাইলেন। ম্যাট্‌সিনি তাহার পর বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলেন যে ফরাশি গবর্ণমেণ্ট ভয় ও প্রলোভন দেখাইয়া রামোরিণোকে হস্তগত করিয়া লইয়াছেন। ফরাশি গবর্ণমেণ্ট রামোরিণোর সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। রামোরিণোর নিকট হইতে গুপ্ত মন্ত্রণা সকল বাহির করিয়া লওয়া ফরাসি গবর্ণমেণ্টের তত অভিপ্রেত ছিল না। রামোরিণো ব্যতীত সেভয়-অভিযান অকৃতকার্য্য হইবে বলিয়াই ফরাসি গবর্ণমেণ্ট রামোরিণোকে করতলস্থ রাখিলেন।

ইত্যবসরে অভ্যুত্থানের সুবিধা সকল এক একটী করিয়া সমস্ত বিনষ্ট হইতে লাগিল। অভ্যন্তরে আভ্যুত্থানিক দল বিনষ্ট, ভগ্নাশ, ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। যে গুপ্ত বিষয় অসংখ্য বহিশ্চর ইতালীয়, ফরাশিষ্, পোল, সুইস প্রভৃতির হস্তে সমর্পিত হইয়াছে, তাহা বহু দিন সেই সেই দেশের পুলিশের অগোচর থাকিবার নহে। চতুর্দ্দিক্ হইতে পুলিশ কর্ম্মচারিগণ জেনোয়ায় আসিয়া পড়িতে লাগিল। তাহারা তাঁহাদিগের প্রতি কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত গুপ্তচর সকল নিয়োজিত করিতে লাগিল; তাঁহাদিগের পথে প্রতিবন্ধক-কণ্টক বিকীর্ণ করিতে লাগিল, এবং জেনিভীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিল তাঁহারা যেন জেনিভীয় ক্যাণ্টনে সমবেত নির্ব্বাসিত-দিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন। ম্যাট্‌সিনি ইহা জানিতে পারিয়া সমবেত নির্ব্বাসিতদিগকে দূরে দূরে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলেন, এতদূরে যাহাতে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ ও সন্দেহ উদ্দীপিত হইতে না পারে।

কিন্তু শাসনকেন্দ্র হইতে এরূপ দূরে অবস্থিতি, তাহাদিগকে যথেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিল। ক্রমাগত বিলম্বে ও চির-প্রতিপালিত প্রতিশ্রুতিতে ভগ্ন-হৃদয় হইয়া তাহারা সর্ব্বপ্রকার শাসনের অতীত হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা কর্ম্মের অনুসন্ধানে আপন ইচ্ছায় যথা তথা আসিতে যাইতে লাগিল। যাহারা তাহাদিগের মধ্যে অতি দীন, তাহারা মাধ্যমিক ধনাগারে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিল; এইরূপে কার্য্যের জন্য যে ধন সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা ক্রমে ক্রমে ক্ষয়িত হইতে লাগিল।

অন্যান্য দেশস্থিত নির্ব্বাসিতেরা ক্রমাগত ম্যাট্সিনির নিকট লোক পাঠাইতে লাগিলেন—বলিলেন যে যদি শীঘ্র কার্য্য আরব্ধ না হয় তাহা হইলে তাঁহারা হয় বিচ্ছিন্ন হইবেন অথবা স্বাধীন ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিবেন। ম্যাট্সিনি দেখিলেন উভয়ই বিপৎসঙ্কুল। ফরাশি দূতসকল পোলণ্ডীয় নির্ব্বাসিতদিগকে—ফ্রান্সে ফিরিয়া যাইতে স্বীকৃত হইলে—ক্ষমা, পাশ ও পাথেয় দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই কথা শুনিয়া এদিকে সুইস কমিটি তাঁহাদিগের অর্থ-সাহায্য বন্ধ করিলেন; ইঁহাদিগকে হস্তগত রাখিবার জন্য অগত্যা ম্যাট্সিনিকে ইহাদিগকে অর্থসাহায্য প্রদান করিতে হইল।

ম্যাট্সিনি চতুর্দ্দিকে মহাবিপদ্ দেখিলেন। রামোরিণো এই অভিয়ানে যোগ না দিলে অনেকেই অর্থ-সাহায্য করিবেন না, রামোরিণো অধিনেতৃত্বপদ পরিত্যাগ করিয়াছেন একথা শুনিলে লোকে ভাবিবে তবে এ অভিয়ানের কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা নাই—নহিলে রামোরিণো ইহাতে যোগ দিলেন না কেন। আবার যদি তিনি রামোরিণোর বিশ্বাসঘাতকতা ব্যক্ত করেন, তাহা হইলে লোকে ভাবিবে তিনি নিজে সেনাপতি হইবেন বলিয়া রামোরিণোর বিরুদ্ধে লোকের মনে এরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাহার উপর আবার তাঁহার নিকট এমন কাগজ পত্র ছিল না, যদ্দ্বারা তিনি রামোরিণোর দোষ নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণীকৃত করিতে পারেন।

ইহার উপর আবার তাঁহাদিগের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইল।

বোনারোতি এতদিন ম্যাট্‌সিনির সহিত একমতে কার্য্য করিতে-ছিলেন। যে দিন হইতে ম্যাট্‌সিনি লম্বার্ড ধনিবৃন্দের সহিত আত্মীয়তা করেন, সেই দিন হইতে তিনি ম্যাট্‌সিনির উপর চটিয়া যান। বোনারোতি পূর্ণ লোকতান্ত্রিক ছিলেন। তাঁহার সন্দেহ জন্মিল যে ম্যাট্‌সিনি ক্রমে লোকতান্ত্রিকতা হইতে স্খলিত হইতেছেন। কিন্তু তিনি জানিতেন না যে ম্যাট্‌সিনি সাম্প্রদায়িক ছিলেন না, তিনি সকল শ্রেণীকে লইয়াই উঠিতে চান, সম্প্রদায়-বিশেষের উপর তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল না।

যাহা হউক বোনারোতি ম্যাট্‌সিনি ও তৎসহচরবৃন্দকে পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে তাঁহাদিগের সমূহ ক্ষতি হইল। কারণ অভিযানের সুইস উপাদান প্রধানতঃ কার্ব্বোনারো; বোনারোতি সুইস কার্ব্বোনারোদিগের অধিনেতা। সুতরাং ম্যাট্‌সিনিকে বোনারোতির সহিত তাঁহাদিগকেও হারাইতে হইল।

কি ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত ম্যাট্‌সিনিকে এই সকল বিপদের উপর বিপদ্ সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা বর্ণনার অতীত। তিনি আবার সুইস্ সভ্যগণকে বশীভূত করিলেন; তাঁহাদিগের প্রত্যেককে এক এক করিয়া বোনারোতির আধিপত্য হইতে ফিরাইলেন। আবার নূতন করিয়া অর্থসংগ্রহ করিলেন। পোলণ্ডীয় নির্ব্বাসিতদিগের ফ্রান্সে প্রত্যাগমন নিবারণ করিলেন। এবং লিয়ন্‌সে সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য কর্ম্মচারিগণ ও তৎসহ প্রয়োজনীয় অর্থ প্রেরণ করিলেন। লিয়ন্‌সের সেনাবিভাগের সৈনাপত্য রোসেল্, নিকোলো, আর্ডুইনো, এবং আলেগাণ্ডি এই কয় জনের উপর অর্পিত হইল।

এ অভিযান যে কৃতকার্য্য হইবেই হইবে, ম্যাট্‌সিনির এরূপ বিশ্বাস ছিল না। তবে তিনি কেন এ অসমসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হইলেন? অকৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা দেখিয়া কেন তিনি ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হইলেন? তিনি জানিতেন যে সকল বহিশ্চর ও অন্তশ্চর সাধারণতান্ত্রিক তাঁহাদিগের কার্য্যের প্রতীক্ষায় আশাপথ

নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছেন—যাঁহারা শুদ্ধ এই অভিযানসজ্জার জন্য বিপুল অর্থ চাঁদা দিয়াছেন এবং যাঁহাদিগের প্রদত্ত অর্থ প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে, আজ তাঁহাদিগকে যদি হঠাৎ বলা যায় যে অভিযানবার্ত্তা অলীক ও স্বপ্নমাত্র, তাহা হইলে সেই দলের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়—যে দলের উপর ইতালী উদ্ধারের একমাত্র আশা ন্যস্ত রহিয়াছে। তিনি জানিতেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইলেও তত ক্ষতি নাই, তাহাতে আর কিছু না হউক অন্ততঃ সাধু দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ভবিষ্য অভ্যুত্থানের পথ পরিষ্কৃত রাখা যাইতে পারিবে। আর একটী কথা এই যে যাঁহারা বৈপ্লবিক ইতিহাস বিন্দুমাত্রও অবগত আছেন, তাঁহারাই জানেন যে অভ্যুত্থানের অনুকূল ঘটনা সকল একবার সৃষ্ট হইলে অভ্যুত্থান নিবারণ করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত, তখন সেই স্রষ্টৃগণই স্বসৃষ্ট ঘটনাবলী দ্বারা সম্পূর্ণ অধিনীত হইয়া থাকেন, তখন ইচ্ছা হইলেও কার্য্যক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এই নূতন পরিশ্রমে সমস্ত নবেম্বর ও ডিসেম্বর অতীত হইল। বিশ্বব্যাপী অবিশ্বাসের ভাব ও কোষশূন্যতা নিবন্ধন অবিলম্বিত কার্য্যারম্ভ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। ম্যাট্‌সিনি জানুয়ারীর শেষ কার্য্যারম্ভের সময় নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং লিয়নসের সেনানায়কদিগকেও ঠিক সেই সময়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন।

ম্যাট্‌সিনি রামোরিণোকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে তিনি যে কোন মূল্যে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। অতএব তিনি যদি ইচ্ছা করেন এখনও আসিয়া সৈনাপত্য গ্রহণ করুন। এই বলিয়া তিনি ২০ এ জানুয়ারী অভিযান-যাত্রার দিন স্থির করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

ম্যাট্‌সিনি রামোরিণোর উত্তরের আশায় রহিয়াও, অভিযানের আবশ্যকীয় সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাদলের নিজ নিজ কেন্দ্র হইতে বহির্গত হওয়ার দিন স্থির

হইল। যে যে পথ দিয়া গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে হইবে, যে যে উপায়ে খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইবে, এবং যে যে আস্থান হইতে অগ্রদূত পাঠাইতে হইবে, এ সমস্তই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে স্থিরীকৃত হইল।

যাহারা লিয়ন্ হইতে নির্গত হইবে, জেনিভা হ্রদের তীরে তাহাদিগের জন্য অস্ত্রাগার সকল প্রস্তুত করিয়া রাখা হইল। হ্রদ পার হইবার জন্য তাহাদিগের নিমিত্ত নৌকা ও ভেলা প্রস্তুত করিয়া রাখা হইল। জেনিভায় আসিয়া জুটিলে গবর্ণমেণ্ট বাধা দিতে পারেন, এই জন্য তাহাদিগকে একেবারে কারুজ নগরে যাইতে আদেশ দেওয়া হইল। যাহারা জেনিভা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকল হইতে আসিবে, কারুজ নগরে তাহাদিগের জন্য অস্ত্রাগার সকল প্রতিষ্ঠাপিত হইল। যুদ্ধের অন্যান্য অবান্তর আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত হইল। সেনাপতি সকল স্থিরীকৃত হইল, ঘোষণাপত্র সকল প্রচারিত হইল।

আনেন্সীর গমন-পথে অবস্থিত সেণ্ট জুলিয়নই কার্য্যকেন্দ্র বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। সেভয়-নিবাসী ষড়যন্ত্রিদিগকে আদেশ করা হইল তাহারা যেন সেণ্ট জুলিয়নে উপস্থিত হইয়া অভ্যুত্থান-সঙ্কেত প্রদান করেন। বৈপ্লবিক সেনা সংখ্যায় এত বাড়িয়াছিল, যে সেণ্ট জুলিয়ানে তাহার গতি প্রতিরোধ করা বড় সহজ হইত না।

রামোরিণোর আগমন-প্রতীক্ষায় বৈপ্লবিক সেনার অনর্থক অনেক কালবিলম্ব হইয়া পড়িল। ম্যাট্সিনি ভাবিলেন যে রামোরিণো তাঁহার শেষ পত্র পাইয়া অবিলম্বে আসিয়া নিশ্চয়ই সৈনাপত্য গ্রহণ করিবেন। অবিলম্বে আসিবেন—এই আশায় ম্যাট্সিনি প্রবঞ্চিত হইলেন। রামোরিণো ম্যাট্সিনির পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে তিনি অবিলম্বে আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইতেছেন। এই আশায় তাঁহাদিগের অপরিমিত বিলম্ব হইয়া পড়িল। এই বিলম্বই তাঁহাদিগের ভাবী পরাজয়ের মূল। রামোরিণো প্রতি আস্থানে পৌঁছিয়া শীঘ্র আসিতেছেন বলিয়া দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রতি আস্থানে অকারণ বিলম্ব করিতে

লাগিলেন। এইরূপে ৩১ এ জানুয়ারী অতীত হয়, এমন সময় রামোরিণো দেখা দিলেন। রামোরিণো দুই জন সেনানায়ক, এক জন সহচর ও একজন ডাক্তার লইয়া রঙ্গস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ম্যাট্‌সিনি তাঁহাকে দেখিলেন; তাঁহার দুরভিসন্ধি যে সকলেই জানিতে পারিয়াছে—রামোরিণো যে তাহা অবগত আছেন, তাঁহার মুখের সলজ্জ ও বিনত ভাব দেখিয়া তাহা তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করিলেন। ম্যাট্‌সিনির সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার সময় তাঁহার নয়নদ্বয় মৃত্তিকা হইতে একবারও উত্তোলিত হয় নাই। ম্যাট্‌সিনি তখনও জানিতে পারেন নাই যে রামোরিণো ফরাশি গবর্ণমেণ্টের সহিত কোন-প্রকার গূঢ় সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তিনি ভাবি দর্শনে দেখিলেন যে রামোরিণো তাঁহাদিগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন। এই জন্য ম্যাট্‌সিনি রামোরিণোকে সেণ্টজুলিয়ান্ পর্য্যন্ত একবারও নয়নের অন্তরাল করিলেন না, এবং সেণ্টজুলিয়ান্ পৌঁছিয়া সৈনাপত্য যাহাতে রামোরিণোর হস্তে পতিত না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ সযত্ন হইলেন। ম্যাট্‌সিনি মনে মনে ভাবিলেন যে আভ্যুত্থানিক সেনা একবার নিজ বল বুঝিতে পারিলে, রামোরিণোর নামে আর ততদূর মুগ্ধ হইবে না।

ম্যাট্‌সিনি অতীত বিষয়ে রামোরিণোকে একটী কথাও কহিলেন না। ম্যাট্‌সিনি তাঁহার হস্তে সৈন্যের একটী তালিকা ও যুদ্ধের কার্য্যপ্রণালীর একখানি নক্‌সা প্রদান করিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যাঁহাদিগকে সেনানায়ক করা হইয়াছে, তাঁহারা তাঁহার অভীপ্সিত কি না। রামো-রিণো কোন বিষয়েই কিছু আপত্তি করিলেন না। কিন্তু তিনি স্বয়ং সৈনাপত্য গ্রহণ করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ম্যাট্‌সিনি সেণ্টজুলিয়ান্ পৌছন পর্য্যন্ত তাঁহাকে সৈনাপত্য প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইলেন।

১লা ফেব্রুয়ারী (১৮৩৪) তাঁহারা সেণ্টজুলিয়ানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। জেনিভা গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের গতি রোধ করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিলেন। তাঁহাদিগের নৌকা সকল ধৃত হইল।

তাঁহারা যে হোটেলে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সশস্ত্র পুরুষ দ্বারা তাহা ঘিরিয়া ফেলা হইল, এবং শিরস্ত্রাণ বা অস্ত্রাদির আকৃতি দ্বারা যাহাদিগকে বৈপ্লবিক সেনার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গবর্ণমেণ্টের সন্দেহ জন্মিল, তাহাদিগকে ধৃত করা হইল। কিন্তু সাধারণ অধিবাসিগণ অনেক দিন হইতে বৈপ্লবিকদিগের প্রতি সহানুভূতি করিতে শিখিতে-ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা মধ্যবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিলেন। আর গবর্ণমেণ্টের সৈনিকপুরুষ ও সৈনিক কর্ম্মচারিগণ অন্তরে অন্তরে তাঁহাদিগের সহিত সহানুভূতি করিতেন, সুতরাং তাঁহারা নাগরিক-দিগের তিরস্কারে লজ্জিত হইয়া তাঁহাদিগের অনুসরণ ও নির্যাতন হইতে নিবৃত্ত হইলেন।

সমস্ত লোক নির্দ্দিষ্ট স্থানে মিলিত হইল, সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সুস-জ্জিত হইল; ক্রমে ক্রমে সকলেই নৌকা ও ভেলাযোগে হ্রদ পার হইল; ম্যাট্‌সিনি রুফিনি ও কতিপয় সহচর সমভিব্যাহারে সর্ব্বশেষে রজনীতে একটা ভগ্ন তরীতে আরোহণ করিয়া হ্রদ পার হইলেন। হ্রদ পার হইয়া তিনি শিবিরে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন আনন্দ, উৎসাহ ও ভবিষ্যতে বিশ্বাস—সকলেরই মুখমণ্ডলকে সমুজ্জ্বলিত করিয়াছে। কিন্তু এ আনন্দ ও হর্ষ চিরস্থায়ী হইল না; ভীষণতর বিঘ্নপরম্পরা প্রতিপদে তাঁহাদিগের গতিরোধ করিতে লাগিল।

জর্ম্মাণীয় নির্ব্বাসিতেরা—বারন্ ও জুরিক হইতে আসিয়া যাঁহাদিগের যোগ দিবার কথা ছিল—এই কার্য্য অতি লঘু বলিয়া মনে করিয়া-ছিলেন। তাঁহারা উৎসাহোন্মাদে ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে সুইস গবর্ণ-মেণ্ট তাঁহাদিগের কার্য্যের অন্তরায় হইতে পারেন; ভুলিয়া বৃহৎ দলে বিভক্ত হইয়া বৈপ্লবিক শিরস্ত্রাণ পরিধান করিয়া, সেই শিরস্ত্রা-ণের উপর বিজয়-চিহ্নস্বরূপ ওক-পত্র উড়াইয়া যেন করতলস্থ জয়-লক্ষ্মীকে আনিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের নির্গমনস্থান হইতে গন্তব্য স্থান অতি দূরবর্ত্তী; সুতরাং তথায় পৌছান অনেক-সময়সাপেক্ষ। এই সময় পাইয়া সুইস গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের গতিরোধের বিশেষ আয়োজন করিতে পারিলেন। ছোট ছোট দল

গুলি গবর্ণমেণ্ট সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইল, কতকগুলি ছত্রভঙ্গ হইল, কতকগুলি সমস্ত বাধা বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইল, কিন্তু তাঁহাদিগকে এত ঘুরিয়া আসিতে হইয়াছিল যে তাঁহারা যথাসময়ে নির্দ্দিষ্টস্থানে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। এটী অভ্যুত্থানের কৃতকার্য্যতার পক্ষে একটী অত্যন্ত অশুভ ঘটনা।

পোলিশ দল নিয়ন্ হইতে হ্রদ পার হইল। রামোরিণো গ্রাবৃস্কি নামক ব্যক্তিকে ইহার অধিনায়কত্ব প্রদান করেন। গ্রাবৃস্কি শস্ত্র ও শস্ত্রী পৃথক্ করিয়া অতি গুরুতর প্রমাদ করেন। সুইস্ সৈন্যদল সর্ব্ব-প্রথমে আসিয়া অস্ত্রের ভেলা দখল করে, তাহার পর অক্লেশে সৈন্যদিগকে কারারুদ্ধ করে।

এইরূপে শুদ্ধ যে আভ্যুত্থানিক সেনার ত্রি-চতুর্থ ভাগ বিনষ্ট হইল এরূপ নহে, ইহা অপেক্ষাও অধিকতর অনিষ্ট এই হইল যে রামো-রিণো এতদিন যে ছল খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন, এতদিনে সেই ছলের মূল প্রাপ্ত হইলেন।

যাঁহাদিগের বিন্দুমাত্রও বৈপ্লবিকী প্রতিভা আছে তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে এখনও হতাশ হইবার কোন কারণ ছিল না; তাঁহারা সেই ভগ্নাবশিষ্ট সেনা লইয়াও সেণ্ট জুলিয়ান্ অধিকার করিতে পারি-তেন। কারণ সেণ্ট জুলিয়ানে একজনও সৈনিকপুরুষ ছিল না। পীডমণ্টিস গবর্ণমেণ্ট সেণ্টজুলিয়ান্ রক্ষা অসম্ভব মনে করিয়া ইহা পরিত্যাগ করিয়া আনেন্সীর রক্ষার জন্য মধ্যবর্ত্তী স্থানে ছাউনি করিয়াছিলেন। আনেন্সী দখল করিতে পারিলে তাঁহাদিগের পক্ষে লোক-সাধারণের সহানুভূতি দ্বিগুণিত হইত, গবর্ণমেণ্টকেও ভীত হইয়া অন্যান্য আভ্যুত্থানিক দলকে মুক্ত করিতে হইত, তাহারাও মুক্ত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইতে পারিত।

পীডমণ্টিস্ সেনা সেণ্টজুলিয়ান্ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করি-য়াছে—এই সম্বাদ রামোরিণোকে প্রদান করা হইল। এখনও রামো-রিণো আপনার প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন করিতে পারেন—এই আশায় ম্যাট্সিনি সৈনাপত্য তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া নিজে একটী বন্দুক

মাত্র হস্তে লইয়া পদাতিক সৈন্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেন; কিন্তু রামোরিণো আনেন্‌সীর অভিমুখে যাত্রা না করিয়া সৈন্যদিগকে হ্রদের ধার দিয়া অকারণ ক্রমাগত চব্বিশ ঘণ্টা হাঁটাইয়া লইয়া গেলেন। কেন যাইতেছেন, কোথায় যাইতেছেন, কাহাকেও কিছু বলিলেন না। ইহাতে সৈন্যগণ ভগ্নহৃদয় ক্লান্তশরীর ও উচ্ছৃঙ্খলস্বভাব হইয়া উঠিল।

এতদিনে ম্যাট্‌সিনির শরীর ভাঙ্গিল। বিগত তিন মাস ধরিয়া তিনি যে রাত্রি দিন অশ্রান্ত খাটিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার শরীর অন্তঃসারশূন্য হইয়া ছিল। গত সপ্তাহে তিনি একবারও শয়ন করেন নাই, দশ পনর মিনিট করিয়া কখন কখন নিদ্রা গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা চেয়ারে বসিয়াই। চিন্তায় জর্জ্জরিত, বিজয় বিষয়ে বিশ্বাসশূন্য, বিশ্বাসঘাতকতার পূর্ব্ব লক্ষণে মর্ম্মাহত, অভাবনীয় রূপে প্রতারিত, এইরূপ মানসিক অবস্থাতেও তাঁহাকে আবার সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য সহাস্যবদন হইতে হইত; সুতরাং কার্য্যের গুরুত্বজ্ঞানে প্রপীড়িত হওয়ায়—ম্যাট্‌সিনির শারীরিক ও মানসিক বীর্য্য একেবারে বিনষ্ট হইল।

যখন তিনি পদাতিক সৈন্যে প্রথম প্রবিষ্ট হন, তখন হইতেই জ্বরে তাঁহাকে ভস্ম করিতেছিল। যদি উভয়-পার্শ্বস্থ সৈনিকেরা তাঁহাকে ধরিয়া না রাখিত, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি পড়িয়া যাইতেন। সে রাত্রিতে ভয়ানক শীত হইয়াছিল, এবং ম্যাট্‌সিনি অনবধানতাবশতঃ তাঁহার কোট ভুলিয়া আসিয়াছিলেন। শীতে তাঁহার দন্তে দন্তে ঘর্ষণ হইতেছিল, তিনি যেন স্বপ্নাবস্থায় চলিতে লাগিলেন। একজন সৈনিক পুরুষ তাঁহার ক্লেশ দেখিয়া কাতর হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠ নিজ ক্লোক দ্বারা আবৃত করিলেন—ম্যাট্‌সিনির এমন শক্তি ছিল না যে তিনি মুখ ফিরাইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

ম্যাট্‌সিনি যদিও অচৈতন্যাবস্থায় গমন করিতেছিলেন, তথাপি তাঁহার সময়ে সময়ে সংজ্ঞা উপস্থিত হইয়া বোধ হইতেছিল যে তাঁহারা সেণ্ট জুলিয়ানের অভিমুখে যাইতেছেন না। বোধ হওয়ায় তিনি প্রাণপণে ক্ষণকালের জন্য চৈতন্য পরিরক্ষিত করিয়া দৌড়িয়া

রামোরিণোর নিকট গমন করিলেন—বলিলেন "তুমি যদি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পথে গমন না কর, তাহা হইলে ঈশ্বরের অভিসম্পাত তোমার মস্তকে পড়িবে।" রামোরিণো বার বার তাঁহার নিকট "নির্দ্দিষ্ট স্থানেই যাওয়া হইবে" বলিয়া শপথ করিলেন।

যে সময় তিনি রামোরিণোর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, সেই সময় হঠাৎ তাঁহাদিগের ক্ষুদ্র অগ্রদল হইতে একটী শব্দ হইল। ম্যাট্সিনি অবশেষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল মনে করিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতে করিতে শব্দ-স্থানে গমন করিলেন। তাহার পর কি হইল ম্যাট্সিনির কিছুই মনে ছিল না। তাঁহার ক্ষীণ দৃষ্টি রহিত হইল, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

একটী মূর্চ্ছার অপগমন ও দ্বিতীয় মূর্চ্ছার অভ্যুত্থানের মধ্যবর্ত্তী কালে একবার তাঁহার স্মরণ ছিল যেন গুইস্পি লাম্বার্ত্তি আসিয়া তাঁহ কে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন 'তুমি কি খাইয়াছ?' তিনি যে পদগুলি দ্বারা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'তুমি কি খাইয়াছ বা কি লই-য়াছ' সে গুলির অর্থ এদুইই হইতে পারে। ম্যাট্সিনি পদগুলিকে শেষোক্ত অর্থেই গ্রহণ করিলেন। শত্রু-হস্তে পতিত হইয়া তাহাদিগের উৎপীড়নে পাছে সমস্ত গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া ফেলেন—এই ভয়ে ম্যাট্সিনি সর্ব্বদা পকেটে করিয়া উগ্র বিষ রাখিতেন। তাঁহার বন্ধু লম্বার্ত্তির সন্দেহ হইয়াছিল যে ম্যাট্সিনি বুঝি সেই বিষ পান করিয়া-ছেন। এই সন্দেহ করিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তুমি কি খাইয়াছ?" অভিযানের অকৃতকার্য্যতা দেখিয়া ম্যাট্সিনির দলের কোন কোন লোকের সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে ম্যাট্সিনি শত্রুদিগের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সন্দেহে ম্যাট্সিনির মস্তিস্ক আলোড়িত হইয়াছিল, তিনি সেইজন্য ভাবিলেন বুঝি লম্বার্ত্তি সেই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "তুমি কি লইয়াছ?" যেই এই ভাব তাঁহার মনে উদিত হইল, অমনি তিনি আবার মূর্চ্ছিত হইলেন। সেই রাত্রির ন্যায় ভীষণ রাত্রি ম্যাট্সিনি জীবনে আর কখন অনুভব করেন নাই।

রামোরিনো যথন ম্যাট্‌সিনির এই অবস্থা শুনিলেন, তখন তাঁহার প্রধান অন্তরায় দূর হইল বলিয়া তিনি মহাহৃষ্ট হইলেন। তিনি তাঁহার অশ্ব আনিতে আদেশ দিলেন, এবং সৈন্যদিগকে বিচ্ছিন্ন হইবার আদেশ প্রদান করিয়া, অশ্বারোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। সৈন্যেরা বিচ্ছিন্ন না হইয়া কার্লো বিয়াঙ্কোকে সৈন্যাপত্যে বরণ করিতে চাহিল; কিন্তু তিনি এরূপ সময়ে এরূপ গুরুতর দায়িত্ব মস্তকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। সুতরাং তাহারা অগত্যা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

চৈতন্য লাভের পর ম্যাট্‌সিনি দেখিলেন তিনি একটী বারিকে বৈদেশিক সৈনিকবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার প্রিয়বন্ধু এঞ্জেলো উসিগ্‌লিয়ো তাঁহার সমীপে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় রত রহিয়াছেন। ম্যাট্‌সিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আমরা কোথায় রহিয়াছি?" তিনি অতি মৃদু ও শোকাকুল স্বরে বলিলেন "সুইজর্লণ্ডে।" ম্যাট্‌সিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "আমাদের সেনাদল কোথায়?" আবার উত্তর পাইলেন "সুইজর্লণ্ডে"।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।